ব্ল্যাক ওয়াটার

মাওলানা আসেম ওমর

ব্ল্যাক ওয়াটার

মাওলানা আসেম ওমর

ব্ল্যাক ওয়াটার

আবু জারীর আবদুল ওয়াদুদ
অনূদিত

আবাবিল প্রকাশন
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

অনুবাদকের কথা

১. আলহামদুলিল্লাহ! 'ব্লাক ওয়াটার' এখন আপনাদের হাতে। বইটি পাকিস্তানের বিখ্যাত আলেমেদীন হযরত মাওলানা আসেম ওমর দামাত বারাকাতুহুমের 'দাজ্জাল কা লশকর : গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। আল্লাহর হাজার শোকর, যিনি আমাকে দীনি এই কাজটি করার তাওফীক দান করেছেন। লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুক্‌রু... ।

২. আজ থেকে ঠিক এক মাসের আগের কথা। ১৯ সেপ্টেম্বর রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় ফোন পেলাম আমিন ভাইয়ের। সালাম বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন, কাজের ব্যস্ততা কেমন? কি কি কাজ হাতে আছে?...কাজগুলোর কথা তাকে জানালাম। বললাম, কাজের অনেক চাপ। দুআ করবেন আল্লাহ যেনো শরীর সুস্থ রাখেন এবং অতি দ্রুত সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেন। আমার কথা শেষ হতেই তিনি বললেন- হাতে যত কাজই থাকুক, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে এবং অতি দ্রুত করে দিতে হবে। কোনো ওজর-আপত্তি শুনতে চাই না। বললাম, কী কাজ? বললেন, সেটা তো অবশ্যই বলব, আগে কথা দিন কাজটা করে দেবেন কি না? বললাম- আপনি তো শুনলেনই কেমন চাপে আছি, এর মধ্যে নতুন কোনো কাজ কিভাবে হাতে নিই বলুন! কিন্তু তার এক কথা, কাজ আপনাকে করে দিতেই হবে এবং তাও কুরবানী ঈদের আগেই। জিজ্ঞাস করলাম কী কাজ, কত পৃষ্ঠার? বললেন, চারশ' থেকে সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠা। হিসেব করলাম, কুরবানীর আর আছেই পনের দিন। তাছাড়া যে কাজটা হাতে সেটাও ঈদের আগেই শেষ করতে হবে। এর ভেতর নতুন কাজ হাতে নেয়া প্রায় অসম্ভব। তাও চারশ' থেকে সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠা! আমিন ভাইয়ের কাছে বিনয়ের সাথে বললাম, না ভাই সম্ভব নয়। আল্লাহ তাওফীক দিলে পরবর্তী অন্য কোনো কাজ করে দেব।

এরপর শুরু হলো আমিন ভাইয়ের কথার 'অস্ত্র' প্রয়োগ। আমাকে ধরাশায়ী করতে আব্দার-অনুরোধ এবং ভয়-লোভ সবই দেখালেন। ধরাশায়ী না হলেও অবশেষে ধরা আমাকে ঠিকই দিতে হল। রাজি হলাম কাজ করে দেব, যত দ্রুত সম্ভব। তবে কুরবানীর আগে সম্ভব হবে কি না তা বলতে পারছি না। তিনি বললেন- শুরু করেন, শেষ হবেই।

এরপর তিনি বইটি সম্পর্কে সব বললেন । জানালেন- বই একটা নয়, দুটো। আর দুটোই খুব দ্রুত প্রয়োজন। আমি আজই নেটে (পিডিএফ ফাইল) পাঠিয়ে দিচ্ছি, কাল থেকে কাজ শুরু করে দেবেন। বললাম, ঠিক আছে। দুআ করেন, আল্লাহ যেনো তাওফীক দেন।

বই দুটি তিনি সেদিন পাঠাতে পারলেন না। পরদিন বিকেলে অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর পাঠালেন। রাতে একটি বই প্রিন্ট করি এবং এরপর দিন ২১ সেপ্টেম্বর থেকে কাজ শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ, আজ ২০ অক্টোবর সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠার দুটি বইয়ের অনুবাদ সম্পন্ন হল। হল না, বলা উচিত আল্লাহ তায়ালা করালেন। তাঁর তাওফীক শামেলেহাল না হলে কখনোই এটা সম্ভব ছিল না। এত দ্রুত কাজ দু'টি সম্পন্ন হওয়ার পেছনে আমিন ভাইয়ের তাড়া-তাগাদা আর কাছের কিছু আপন মানুষের দুআর কথা স্বীকার না করলেই নয়। যারা প্রতিদিনই একাধিকবার খোঁজ নিয়েছেন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে। জাযাকাল্লাহু খায়রান কাসিরা...।

বক্ষ্যমাণ বইটি বাংলা ভাষায় রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তাবোধ-সিদ্ধান্ত কতটা যথার্থ, মূল বইটির প্রকাশকের কৈফিয়ত পড়লেই আশা করি উত্তর পাওয়া যাবে। মূল বইয়ের প্রকাশকের কৈফিয়তটুকু এখানে পত্রস্থ করা হল।

৩. 'এই উম্মতের যখন উত্থানকাল ছিল, উম্মতের ওলামায়ে কেরাম এবং ফুকাহায়ে কেরামের মনোনিবেশের কেন্দ্র ছিল তখন বহিরাগত বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ থেকে ইসলামী আকিদাকে নিরাপদ রাখা, ইলম ও আমলের ময়দানে কাফেরদের আক্রমণের মোকাবেলা করা, দীনে হকের পবিত্র দাওয়াতকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা। এই দাওয়াতকে দলিল-

প্রমাণ এবং তীর ও অসির মাধ্যমে বিজয়ী করা। আহলে সুন্নাতের ভেতর গোমরাহ ফেরকাগুলোর তাহরিফ ও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যবস্থা নেয়া এবং কালপরিক্রমায় দীনের শুভ্র অবয়বে যে ধুলোবালি পড়ে, তা পরিস্কার করতে থাকা। যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দীন হেফাজতের যে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি করেছেন, তার পূর্ণতায় তাদের অংশও লিখিত হয়। তাই এই উম্মতের ওলামায়ে কেরামকে কখনো রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়, কখনো খারেজী এবং রাফেজী ফিতনার ইলমী এবং আমলী মোকাবেলায় নিমগ্ন পাওয়া যায়। কখনো তারা গ্রিক দর্শনের বিষাক্ত আক্রমণ থেকে উম্মতের আকিদা-বিশ্বাস রক্ষা করেছেন, কখনো বাতেনি ফেরকাগুলোর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। কখনো জালেম শাসকদের সম্মুখে কালেমায়ে হক ও সত্য কথা বলে নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করেছেন, কখনো বা তাতারি আক্রমণ এবং ক্রুসেডের মোকাবেলায় উম্মতকে সজাগ করেছেন। সেসব ওলামায়ে কেরাম এবং আয়েম্মায়ে কেরামের উপর আল্লাহর অবারিত রহমত বর্ষিত হোক!

আর একইভাবে যখন কোথাও-কোনোদিক থেকে উম্মতের পতন শুরু হয়, তাদের মনোনিবেশের দিকও পরিবর্তন হয়ে যায়। উম্মত বহিরাগত বিপদ থেকে মুখ ফিরিয়ে অভ্যন্তরীণ টানাপড়েন এবং পারস্পারিক মতানৈক্য ও মতবিরোধের শিকার হয়। উম্মতের ওলামায়ে কেরামের সারিতেও মুসলমানদের সর্বসম্মত উসুল-মূলনীতি এবং আকিদা-বিশ্বাস রক্ষা থেকে বেশি আগ্রহ সৃষ্টি হয় মুসলমানদের ভেতরের শাখাগত বিষয়ে রণসজ্জার প্রতি। শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠার চেয়ে বেশি উদ্যম দেখা যায় নিজ নিজ দর্শন ও চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াইয়ে। ফলশ্রুতিতে এই উম্মত নিজেদের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্যে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, বহিরাগত সব ধরনের আক্রমণের দার খুলে যায় এবং এসব দার-দুয়ারে কোনো পাহারাদার, উম্মতের মোহাফেজ এবং কোনো পাসেবান ও নেগাহবান অবশিষ্ট থাকে না। অল্প সংখ্যক

আহলে ইলম ও আহলে দরদ যাও বা ছিলেন, তারা এত বড় রণাঙ্গন সামলানোর জন্য যথেষ্ট ছিলেন না। ফলে পাশ্চাত্য শুধু আমাদেরকে সামরিক ও রাজনৈতিকভাবেই পরাজিত করেনি বরং পাশ্চাত্যের দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত শিরেকী বিশ্বাস ও চিন্ত-চেতনাও উম্মতের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। ইসলামের বুনিয়াদী মূলনীতির সাথে সাংঘার্ষিক দর্শন ও চিন্তাধারাকে খাঁটি ইসলাম হিসেবে সাব্যস্ত করা শুরু হয়। ইসলামের এমন এক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা শুরু হয়, যা 'সমকালীন ও বর্তমান' জীবনব্যবস্থা এবং বিজয়ী সভ্যতার সাথে আপোষকামিতার ভিত্তিতে রচিত হচ্ছিল। এবং এটা সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চলতে থাকে যে, সে ব্যাখ্যার প্রতিটি মূল্যায়ন, প্রতিটি বিশ্বাস এবং রূপকল্প ইসলাম দ্বারাই প্রমাণিত। নিকট অতীত পর্যন্ত এই দাসসুলভ মানসিকতা এবং পতিত জাতির নির্দেশক এই পন্থা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে বিরাজমান ছিল। অথচ এর বিপরীতে প্রতিরোধ ও বাধাদানকারীদের আওয়াজ ক্রমাগত দুর্বল ও ক্ষীণ হতে থাকে।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই দীন হেফাজত করার ওয়াদা করেছেন। এটা আল্লাহ তায়ালার আখেরী দীন। এর স্বভাবেই কাফেরদের বিশ্বাস থেকে অনেক বেশি বিরোধিতা ও প্রতিরোধের শক্তি এবং ঘুরে দাঁড়ানোর গতি এবং সক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে বিগত কয়েক বছর থেকে, বিশেষত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ এবং ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর উম্মতের ভেতর ব্যাপকভাবে জাগরণ শুরু হয়েছে। বাহির থেকে আসা বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ক্ষীণ স্বরগুলো উচ্চকিত হতে শুরু করেছে। মুজাহিদদের দুরাবস্থা ও অবমূল্যায়ন দ্রুত দূর হয়ে যাচ্ছে। আহলে হক ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উম্মত আলহামদুলিল্লাহ, আবারো উত্থানের পথে যাত্রা শুরু করেছে। এই যাত্রা শুরু হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হল, উম্মতের আহলে ইলমের মধ্যে, আরব-আজমের দীনদার শ্রেণীর মধ্যে, আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু

ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন, যারা আসলাফের ওলামায়ে কেরামের মত উম্মতের সামনে আসা প্রকৃত বিপদের দিকে মনোনিবেশ শুরু করেছেন। বহিরাগত আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রাচীর নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন। উম্মতকে শাখাগত ও চিন্তাধারাগত বিতর্ক থেকে বের করে গুরুত্বপূর্ণ উসুলী ও আমলী কাজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন। বিশেষত পাশ্চাত্যের বিষাক্ত যে চিন্তা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তা চিহ্নিত করা, এর ভ্রান্ততা প্রমাণ করা এবং ইসলামের পবিত্র শিক্ষাকে তার আদি রঙে উপস্থাপন করার জন্য তারা যথেষ্ট আন্তরিক।

হযরত মাওলানা আসেম ওমর দামাত বারাকাতুহুমও এমনই একজন মুজাহিদ আলেমে দীন। উপমহাদেশের ইলমী মহলে তিনি অতি পরিচিত একটি নাম। ইতিপূর্বে তাঁর অনেকগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলোতে তিনি অত্যন্ত মর্মপীড়ার সাথে উম্মতকে কঠিনভাবে আক্রান্ত বিপদগুলো সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সেই সাথে তাদেরকে নিজের দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং দীনকে মজবুতভাবে ধারণ-গ্রহণেরও পাঠ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রচনাবলীকে খুসুসি মকবুলিয়াত দান করেছেন ফলে সেগুলো সর্বমহলে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এই রচনার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঘাড়ে চেপে থাকা বাতিল ও ভ্রান্ত জীবনব্যবস্থার অনিষ্ট, ইসলামের সাথে বাতিল চিন্তা চেতনার বৈপরিত্ব এবং ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের সাথে পশ্চিমা চিন্তা-চেতনার সংঘার্ষিকতা প্রতিটি মুসলমানের মন ও মগজে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিন। যাতে তারা তাদের জীবন থেকে এই ব্যবস্থা উৎপাটন, পশ্চিমা বিশ্বাস, চিন্তা এবং পশ্চিমা লাইফ স্টাইল বা জীবনধারা থেকে মুক্তি লাভ এবং এর স্থলে ইসলামী আকিদা বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে ব্যাপক করতে, ইসলামী জীবনযাপন পদ্ধতি প্রচলন করতে এবং শরয়ী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওয়াক্ফ করেন। আমীন।'

৪. আল্লাহ! আপনি তাওফীক দিয়েছেন বলে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আপনার নিকট প্রার্থনা, আপনি আমাদের এই কাজকে কবুল করে নিন। বইটি সুন্দর, নির্ভুল ও পরিশিলিতরূপে পেশ করার জন্য অনেকেই সহযোগিতা করেছেন, অনেকে দুআ করেছেন এবং প্রেরণা যুগিয়ে গেছেন। আল্লাহ! আপনি তাদের সবাইকে কবুল করে নিন এবং আমাদের সবাইকে এই বইয়ের সবক আপন জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দিন। আমীন।

আবু জারীর আবদুল ওয়াদুদ

২০.১০.২০১৪

অ র্প ণ

উম্মাহর মা-বোন-কন্যা...

ড. আফিয়া সিদ্দিকী

বোন, লজ্জিত! ক্ষমা কর

অধম ভাইদেরকে...

–অনুবাদক

সূচিপত্র

ইসলামাবাদে ব্ল্যাক ওয়াটারের সেনা ট্রেনিং সেন্টার

[প্রবন্ধটি দৈনিক উম্মতে প্রকাশিত হয়।
জনাব সাইফুল্লাহ খালিদ প্রবন্ধটিতে নানা দিক আলোকপাত করেছেন।
প্রবন্ধটিকে এই বইয়ের অবতারণিকা মনে করতে পারেন।]

ইসলামাবাদে বিদেশি নাগরিকদের আক্রমণ ও সন্দেহজনক তৎপরতা সম্পর্কে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সর্তক করে দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক চিঠিতে ইসলামাবাদের আইজিকে ইসলামাবাদের অভিজাত ও স্পর্শকাতর এলাকায় বিদেশি নাগরিকদের অবস্থানের খোঁজ-খবর নিয়ে এ ব্যাপারে দ্রুত তদন্ত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো দাবি করছে, বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা গত দুই তিন মাসে আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে আনুমানিক তিনশ'রও বেশি বিদেশি নাগরিক ইসরাইলী ও বৃটিশ পাসপোর্টধারী বলে জানা গেছে। তারা শহরের অভিজাত এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়েছে। মজার ব্যাপার হল এসব বাসার ভাড়া ডলার এবং পাউন্ডে পরিশোধ করা হয়। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, বাসা ভাড়ার বিষয়ে একটি প্রাইভেট সিক্যুরিটি এজেন্সি জড়িত আছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রের সংবাদ অনুযায়ী এসব বাসায় মূলত দিনের বেলা কেউ থাকে না, তবে গভীর রাতে সন্দেহজনক কার্যক্রম, রহস্যময় গাড়ির আনাগোনা এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র উঠানো-নামানোর আওয়াজ শোনা যায়। এ কারণে স্থানীয় বাসিন্দারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে ইসলামাবাদ পুলিশকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে সংবাদমাধ্যমগুলো ইসলামাবাদে আরও এক ভয়ানক স্ক্যান্ডাল প্রকাশ করেছে। এফ-৬ সেক্টরের স্পর্শকাতর এলাকায় অফিস নিয়ে একটি প্রাইভেট সিক্যুরিটি এজেন্সি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিশেষ কমান্ডো গ্রুপ এসএসজির (Special Services Group) অবসরপ্রাপ্ত জোয়ান, জেসিও, এনসিও ও অন্যান্য অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদেরকে তাদের দলে ভর্তি করছে। এখানে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদেরকে বিদেশি নাগরিকরা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

২ আগস্ট একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে *দৈনিক উম্মত* এ বিষয়ে সরেজমিন অনুসন্ধান শুরু করে। *দৈনিক উম্মতের* অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, ওই বিজ্ঞাপনটিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এসএসজি সদস্যদেরকে আকর্ষণীয় ভাতার লোভ দেখানো

হয়েছিল। এ বিষয়ে যোগাযোগ করে জানা গিয়েছে, উল্লিখিত কোম্পানিটি স্বয়ং এসএসজির অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আলী জাফর জায়দী পরিচালনা করছেন। ঊর্ধ্বতন মহলে তার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। *দৈনিক উম্মতের* বিশেষ সূত্রে ওই প্রাইভেট কোম্পানিতে যোগ দেওয়া এসএসজির অবসরপ্রাপ্ত জিসিও-র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে জানিয়েছেন আর্থিক দৈন্যতার কারণেই সাবেক এই কমান্ডো এখানে চাকরি নিয়েছেন। তার মতে, এই কোম্পানিটির কার্যক্রম সন্দেহজনক। তার বক্তব্য অনুযায়ী পাকিস্তানের রাওয়াত অঞ্চলে একটি মোটর ওয়ার্কশপের আড়ালে গোপন প্রশিক্ষণ শিবির চালাচ্ছে কোম্পানিটি। অন্যান্য সূত্র থেকেও বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। উল্লিখিত সিকুরিটি এজেন্সিটি মূলত আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া প্রশিক্ষণ শিবিরটি বৃটিশ নাগরিক ম্যাথু পরিচালনা করছে।

ম্যাথু সম্পর্কে গোয়েন্দাদের ধারণা সে বৃটিশ সেনা কমান্ডো এসআইএস'র লোক। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে তার ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলতে সংশ্লিষ্টরা অপরগতা প্রকাশ করেছেন। এদিকে আমাদের বিশেষ অনুসন্ধানে তার ব্যাপারে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য পাওয়া গেছে।

দৈনিক উম্মতের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন এবং ক্যাপ্টেন জায়দীর ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রার্থীকে প্রথমে সেক্টর এফ-৬ এ একত্রিত করা হয়। এরপর তাদের লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক টেস্ট ইত্যাদির মাধ্যমে কঠিন বাছাই পর্ব অতিক্রম করতে হয়। ২০০৯ সালের মার্চ মাসেও এমন এক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কমপক্ষে ১০০ জনকে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে তাদের বিভিন্ন জায়গায় ওই সিকুরিটি কোম্পানির ইউনিফর্ম পরিধান করে ডিউটি করতে দেখা যায়। এদের মধ্যে থেকে ৪২ জনকে বাছাই করে ১০ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইসলামাবাদ থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে জিটি রোডস্থ রাওয়াত ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেটে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সূত্র আরো জানিয়েছে, ভর্তিকৃতদেরকে বড় বড় গাড়িতে তুলে সেক্টর এফ-৬ এ কোম্পানি হেডকোয়ার্টার থেকে রাওয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে ইন্ডস্ট্রিয়াল এরিয়ার কার এন্ড ক্রাফট অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে তারা প্রশিক্ষণ নেয়।

প্রশিক্ষণগ্রহণকারী এক ব্যক্তি বলেছেন, প্রশিক্ষকদের মধ্যে ম্যাথুসহ আরো চারজন বৃটিশ নাগরিক রয়েছে। এছাড়া একজন ভারতীয় নাগরিকও প্রশিক্ষণ টিমের সদস্য ছিল। দৃশ্যত এরা সবাই পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিধান করে এবং তাদের মুখ ভর্তি দাড়িও রয়েছে।

৩০ জুলাই পর্যন্ত প্রশিক্ষণগ্রহণকারীদের ব্যাচকে ৩১ জুলাই সীমান্ত প্রদেশে প্রেরণ করা হয়েছে। সেখানে তাদেরকে বৃটিশ কনস্যুলেটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল। আগস্টে এ ধরনের আরেকটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

ম্যাথু সম্পর্কে জানা যায়, বৃটিশ কমান্ডো ফোর্স থেকে অবসর গ্রহণের পর সে কাবুলে মার্কিন প্রাইভেট আর্মি ব্ল্যাক ওয়াটারের হয়ে কাজ করত। এরপর সে একটি এনজিও-এর সঙ্গেও জড়িত হয়। বর্তমানে সে রাওয়াতে গোপন প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করছে। সূত্র জানিয়েছে, এই গোটা কর্মকা-ও ব্ল্যাক ওয়াটারেরই গোপন সন্ত্রাসী তৎপরতার অংশ। অথবা এ ধরনের অন্য কোনো নেটওয়ার্ক। এখানে যারা ভর্তি হয়, প্রশিক্ষণ চলাকালীন তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় ১৬ থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক কমান্ডো বলেছে, ইন্টারভিউয়ের সময় তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বিদেশিদের সঙ্গে থাকতে এবং খেতে সে পছন্দ করে কি না? ডিউটির সময় যদি নামাযের সময় হয় আর নামায পড়তে দেওয়া না হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? সে মুজাহিদদের সঙ্গে কখনো কাজ করেছে কি না? প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো আরো বলেছে, ক্যাপ্টেন জায়দী ও অন্যান্য বৃটিশ ও আমেরিকান অফিসারের উপস্থিতে এসব টেস্ট নেওয়া হয়ে থাকে। বাছাইকৃতদেরকে লাল মসজিদের নিকট একটি রেস্টহাউসে ডাকা হয়। পরে নিকটবর্তী হোটেলে একত্রিত করে তাদেরকে রাওয়াতে পৌঁছে দেওয়া হয়। এখানে কাউকেই নামায পড়ার অনুমতি দেওয়া হয় না।

জানা গেছে, সিকুরিটি গার্ড হিসেবে ভর্তি হলেও এদেরকে দিয়ে বিভিন্ন গুপ্ত হামলা, অতর্কিত আক্রমণ, ক্ষুদ্র অস্ত্র দ্বারা লক্ষ্যবস্তু টার্গেট করা এবং বিস্ফোরকদ্রব্য বহনের কাজ করানো হয়। এছাড়া অত্যাধুনিক টেকনোলজিরও প্রশিক্ষণও তাদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন তাদেরকে লাল মসজিদ অপারেশন, পাকিস্তানের পতাকা জ্বালানোর ফুটেজ এবং অন্যান্য এমন সব ফুটেজ দেখানো হয়েছে, যাতে বিদেশিদের হাতে পাকিস্তানীদের হেয় ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে মনস্তাত্ত্বিকভাবে অপমান করা হয়। এরপর তাদেরকে বলা হয়, সম্মান চাইলে আমাদের সঙ্গে বাঁচতে শেখো। এরপর প্রশিক্ষণকালীন নানা রকম কঠোর পরিশ্রম করানো হয় এবং প্রশিক্ষণ পূর্ণ হওয়ার পর তাদেরকে সীমান্ত প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দৈনিক উম্মতের প্রতিনিধি প্রশিক্ষণের জায়গা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে প্রশিক্ষণগ্রহণকারীদের কথার সত্যতা পেয়েছেন। ইসলামাবাদ থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে লাহোরগামী জিটি রোডে রাওয়াত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার মেইন গেট থেকে ভেতরের দিকে পৌনে চার কিলোমিটার দূরত্বে *কার এন্ড ক্রাফট অটোমোবাইলের* সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে। এই সাইনবোর্ড থেকে ডান দিকে ঘুরলে আধা কিলোমিটারের দূরত্বে কার এন্ড ক্রাফটের বিশাল ভবন চোখে পড়ে। ভবটির চার কোণায় স্থায়ী চৌকি বানিয়ে সক্রিয় এবং সশস্ত্র সিকুরিটির মজবুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখানে সার্বক্ষণিক গার্ড নিযুক্ত আছে। এছাড়াও ভবনের নিরাপত্তা দেওয়ালের চারপাশে বৈদ্যুতিক তার ও কাটাতারের মাধ্যমে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। লাল ইটে নির্মিত বিল্ডিংটির সদর দরজা লাল-নীল রঙের। সবুজ ত্রিপল দিয়ে এর কিছু কিছু অংশ ঢেকে দেওয়া রয়েছে। বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে ছয়টি সিসি টিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। দুই কোণায় দুটি এবং দুই গেটের উপর আরও চারটি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। পিছনের দিকেও সমসংখ্যক ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। ফ্রন্ট সাইডে ও ব্যাক সাইডে একজন করে সশস্ত্র গার্ড নিযুক্ত রয়েছে। একটি অটোমোবাইল কোম্পানির এ ধরনের হাই-সিকুরিটি স্বাভাবিক নয়। *দৈনিক* উম্মত প্রতিনিধি বিল্ডিংয়ের পেছন দিকে গেলে দেখতে পান, এখানে নিযুক্ত সশস্ত্র গার্ড সার্বক্ষণিক সক্রিয় রয়েছে। এ সময় তাকে কিছুটা চঞ্চলও দেখাচ্ছিল। সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির সঙ্গে থাকা একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো সতর্ক করে দেন যে, এই বিল্ডিংয়ে এমন সিকুরিটি ব্যবস্থা রয়েছে যা এক কিলোমিটার দূরত্বের সব রকম গতিবিধি মনিটর করতে সমক্ষ এবং এই রেঞ্জের মধ্যে ব্যবহৃত প্রতিটি মোবাইল কল তারা ট্র্যাক করতে পারে।

কার এন্ড ক্রাফট ওয়ার্কশপের ভৌগলিক অবস্থানগত পর্যবেক্ষণ থেকে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, জনমানবহীন বিরান ভূমিতে এ ধরনের বিশাল স্থাপনা আসলে কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে? নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের অনেকের সন্দেহ ব্ল্যাক ওয়াটারের মত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো পাকিস্তানেও তৎপর রয়েছে। এর মাধ্যমে তারা দেশটিকে প্রতিনিয়ত অস্থিতিশীল করে তুলছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব তৎপরতার চললেও রহস্যজনক কারণে তারা নিরব ভূমিকা পালন করছে। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানিয়েছে, খুব দ্রুত তারা বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ নেবেন। যদিও মার্কিনীদের চাপ ও প্রভাবের কাছে তা কতটুকু কার্যকর হবে তা নিয়ে জনমনে সংশয় রয়েই গেছে। এই

প্রতিবেদক কয়েক দফা উল্লিখিত সিকুরিটি এজেন্সি এবং ক্যাপ্টেন জায়দীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের বক্তব্য জানার চেষ্টা করলেও তারা কেউ এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি। সিক্যুরিটি কোম্পানির অফিসের টেলিফোন নাম্বারে যোগাযোগ করা হলেও কেউ ফোন উঠায়নি। *[সূত্র : দৈনিক উম্মত, করাচি, ৬ আগস্ট ২০০৯]*

'র'-এর হয়ে ক্যাপ্টেন জায়েদীর তৎপরতা

এখন আমরা ক্যাপ্টেন জায়দী সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করব। ভদ্রলোক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ (কমান্ডো)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। ১৯৮৭ সালে ক্যাপ্টেন জায়দী সিয়াচেন হিমবাহে ২৬ হাজার ফুট উঁচুতে পাক ফৌজের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে নিয়োজিত ছিল। এই ঘাটির দখল নিতে গিয়ে পাক ফৌজের কয়েক ডজন অফিসার জীবন উৎসর্গ করেন। এখান থেকে শুধু ভারতীয় সৈন্যদের গতিবিধির উপর নজর রাখা সহজই ছিল না বরং তাদের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শত্রু সেনারা সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে কায়েদ পোস্টে অবস্থানরত স্নাইপারদের নিঁখুত নিশানা তাকে সেখানেই শেষ করে দিত। একদিন ক্যাপ্টেন জায়দী পেটে ব্যাথার ভান করে পোস্ট ছেড়ে নিচে বেইস ক্যাম্পে চলে গেলে ভারতীয় সৈন্য আক্রমণ শুরু করে এবং সেখানে উপস্থিত পাক ফৌজের জোয়ানদেরকে শহীদ করে পোস্টটির দখল নিয়ে নেয়। (এটি কাকতালীয় ছিল না সূক্ষ্ম পরিকল্পনার ফসল ছিল, এই রহস্য হয়তো ক্যাপ্টেন জায়দী অথবা কোনো ভারতীয়ই খুলতে পারে।) এটি পাকিস্তানের জন্য মারত্মক এক ঝাঁকুনি ছিল। পরবর্তীতে মেডিকেল চেক-আপে জায়দী সুস্থ প্রমাণিত হয় যার কারণে কোর্টমার্শালে তাকে বাধ্যতামূলক অবসর করে দেওয়া হয়। যদিও কায়েদ পোস্টটি এখনও ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলেই রয়ে গেছে।

ব্ল্যাক ওয়াটার : দাজ্জাল পথপ্রদর্শক

দাজ্জাল শব্দের অর্থ ও মর্ম

আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী دجال শব্দটি دجل থেকে নির্গত। এটা باب نصر এর মাসদার। এর অর্থ হল, মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেওয়া এবং গোজামিল দেওয়া। অত দাজ্জাল শব্দের অর্থ হল, অনেক বড় ধোঁকাবাজ এবং অনেক বেশি মিথ্যুক।

দাজ্জালকে মাসীহ বলার কারণ

মাসীহ শব্দের আভিধানিক অর্থ অধিক ভ্রমণকারী।

দাজ্জাল যেহেতু তার ফেতনা ছড়ানোর জন্য গোটা দুনিয়া চষে বেড়াবে, এজন্য তাকে *মাসীহ* বলা হয়। এ কথাটি আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে আল-কামুস গ্রন্থকার লিখেছেন, দাজ্জালকে মাসীহ বলার কারণ হল সে পুরো পৃথিবীকে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে।

দাজ্জাল শব্দের অর্থ মিথ্যুক, প্রতারক ও ধোঁকাবাজ, আমরা তা জেনেছি। এখন আসুন আমরা নিরীক্ষা করে দেখি, দাজ্জালী গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি যেসব ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যায় তারা সম্ভবত খুব দ্রুত এই ফেতনায় জড়িয়ে পড়বে এবং এমন মানুষ তার সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ মিথ্যুক মানুষের কোনো দীন-ধর্ম থাকে না। সুতরাং আমরা যদি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করি, তো এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান যুগের সবচেয়ে স্বেচ্ছাচারী দাজ্জালী ক্ষমতা মার্কিন সরকার ও সেদেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে দেখতে পাব। মিথ্যা, ধোঁকা ও প্রতারণাকে এরা ইবাদত মনে করে। দাজ্জালপুত্র তার পিতার পদাঙ্কানুসরণ করে চলার কয়েকটি নমুনা দেখিয়েছে। মার্কিন সরকার এবং মিডিয়াজগত পুরোটাই মিথ্যার ঔরসজাত। আমেরিকা জাপানের দুই শহর হিরোশিমা এবং নাগাসাকিকে তাদের পারমাণবিক বোমার পরীক্ষার ক্ষেত্র বানিয়েছিল। যারা শুধু নিঃস্পাপ মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয়াকেই নিজের আসল কতর্ব্য মনে করে এবং দাজ্জালের নির্জীব আত্মাকে অতিরিক্ত শক্তি পৌঁছাতে থাকে যে, প্রভু দাজ্জাল দ্রুত বের হও। দুনিয়ার ময়দান আমরা জয় করে নিয়েছি। ইরাকে আমরা দুই দশক থেকে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছি। যার ভিত্তিই ছিল নির্জলা মিথ্যা। বলা হয়েছিল, ইরাক একটি পরমানবিক শক্তিধর দেশ। তাকে এটম বানানো থেকে বিরত কর। আফগানিস্তানের মিথ্যা বানানো রিপোর্ট তৈরি করে সিআইএ এবং দাজ্জালের সৈন্যবাহিনী ব্ল্যাক ওয়াটার আক্রমণ করে এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তালেবান জালেম, তালেবান নিষ্ঠুর। তারা মেয়েদেরকে বেত্রাঘাত করে। ফাঁসি দেয়। মানুষের হাত কাটে। মানবতা বিরোধী কাজ করে। অথচ আফগানিস্তান ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার স্বর্গভূমি। ব্রিটিশ সাংবাদিক মরিয়ম (ইভন রিডলি) তাদের মাঝে কয়েক দিন কাটিয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছে। আমেরিকা যদি আফগানিস্তান থেকে সমস্ত তালেবানকে তাদের কাছে নিয়ে যায়, তো সব কাফের মুহূর্তের মধ্যে মুসলমান হয়ে যাবে। তালেবান যদি কাউকে শরয়ী শাস্তি দিয়ে থাকে, কারো হাত কেটে থাকে অথবা বেত্রাঘাত করে থাকে, তারা তা সন্তুষ্টচিত্তেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু আমেরিকা সাত

সমুদ্রের ওপারে বসে হা-হুতাশ করতে থাকে। অবশেষে আক্রমণ করে আফগানিস্তানের প্রতিটি ইটকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এরপরও লক্ষ আফগানিকে এবং লক্ষ ইরাকিকে হত্যা করে, যাদের মধ্যে নারী এবং শিশুও রয়েছে, মানবাধিকারের চ্যাম্পিয়ন, বিশ্ব নিরাপত্তার ধ্বজাধারী সাব্যস্ত করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট ওবামাকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে লক্ষ মানুষের খুনিদেরকে শান্তির দূত বানানো হয়। অর্থাৎ গোটা পৃথিবীতে রাজত্বও আমেরিকার, এওয়ার্ডও আমেরিকার। যাকে ইচ্ছা সন্ত্রাসী বানিয়ে ফেলে। কে জিজ্ঞাস করবে তাকে? যে তার মিত্র তার সাত খুন মাফ। এজন্য আমেরিকান ব্ল্যাক ওয়াটার এবং যৌথবাহিনীকে দাজ্জালের সৈন্যবাহিনী বলা হলে অতুক্তি হবে না। কারণ দাজ্জাল যেমন গোটা পৃথিবী চষে বেড়াবে আর কাফেররা এই ফেতনায় দ্রুত জড়িত হবে, এ সময়ের দাজ্জালও যেন সাত সমুদ্রের ওপার থেকে মুসলিম দেশগুলোর উপর আক্রমণ করছে। পৃথিবী জুড়ে আমেরিকার আখড়া বানানোও এ কথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, দাজ্জালের মত গোটা পৃথিবীকে দখল করা, নিয়ন্ত্রণ করা তার অধিকার মনে করে। দাজ্জালের খোদায়ী দাবির বিরুদ্ধে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে এবং তার উপর ঈমান না আনলে যেমন তাকে মেরে ফেলা হবে, তাকে সন্ত্রাসী সাব্যস্ত করা হবে, এমনিভাবে কেউ আমেরিকার মনোবাঞ্চনা পূরণের ক্ষেত্রে বাধা ও প্রতিবন্ধক হলে তাকেও মেরে ফেলা অথবা সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করা হবে। হাদিস শরিফে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেবে। *[মুসলিম শরিফ]*

এ হিসেবে দাজ্জালী শক্তির প্রতিপক্ষরাও এসব দাজ্জালী শক্তির কারণে পাহাড় থেকে আক্রমণ করছে এবং পাহাড় ও জঙ্গলে সমর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দাজ্জালী শক্তির বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে। নয়-এগারোর পর জুনিয়র দাজ্জাল বুশের বক্তব্য ছিল, এই যুদ্ধে আমেরিকা ক্লান্তও হবে না এবং ব্যর্থও হবে না। *[বুশ ১৭ অক্টোবর ২০০১]*

কিন্তু আট বছর পরই আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পরাজিতসুলভ বক্তব্যও পড়ুন–

'আমেরিকার সৈন্যবাহিনী এবং জনগণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমরা আফগানিস্তানে দীর্ঘ যুদ্ধে আটকে গিয়েছি।' *[আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী জুলাই ২০০৯]*

দাজ্জাল যেমন গোটা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রনে নেবে, আমেরিকাও স্বপ্ন দেখে গোটা পৃথিবী তার নিয়ন্ত্রণে আসবে। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা সত্য। তিনি বলেন, আমার উম্মতের একটি দল হকের প্রতিরক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। যারা এদের সঙ্গে শত্রুতা করবে, এরা

তাদের উপর বিজয়ী হবে। অবশেষে এদের (মুজাহিদদের) শেষ জামাত দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। *[আবু দাউদ শরিফ]*

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদীদের সঙ্গে রয়েছেন।

এখন একথা পরিষ্কার, এই সময়ের দাজ্জাল আমেরিকা তার মিত্রবাহিনী এবং ব্ল্যাক ওয়াটার হচ্ছে, মিথ্যুকদের দল। আর এর বিরুদ্ধে সত্যের পথে লড়াইকারীরাই সত্যবাদী মানুষ। কিন্তু আমরা যখন দাজ্জালী মিডিয়ার দিকে তাকাই, আমরা এর বিপরীত চিত্রই দেখতে পাই। এক হাদিসের মর্মবাণী এটাই শেষ জমানার এটাও একটা ফেতনা যে, মানুষ সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য মনে করতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হকের উপর অটল থাকার অবিচলতা দান করুন।

হাদিস শরিফে দাজ্জালের পরিচিতি

বিভিন্ন হাদিসের আলোকে এ কথা প্রমাণিত হয় দাজ্জালের আগমন অবশ্যই ঘটবে। এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দাজ্জাল অবশ্য অবশ্যই তোমাদের মধ্যে আসবে। তার আগমন সত্য। তার আগমন নিকটবর্তী। আর প্রত্যেক আগন্তুক নিকটবর্তীই হয়ে থাকে। *[মুসনাদে বাযযার]*

সমস্ত নবীগণই তাঁদের উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রায় সময় এর তাগিদ করেছেন।

দাজ্জালের গঠন আকৃতি সম্পর্কে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। তার চোখ আঙ্গুরের মত বিস্ফোরিত হবে।

দাজ্জাল হল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফেতনা। এক হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্টজীবের মধ্যে (শারীরিক গঠনের দিক থেকে) দাজ্জালের চেয়ে বড় কেউ হবে না। *[মুসলিম শরিফ]*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক জায়গায় ইরশাদ করেন, হে লোক সকল! নিঃসন্দেহে পৃথিবীর বুকে দাজ্জালের ফেতনার চেয়ে বড় কোনো ফেতনা নেই। *[ইবনে মাযা]*

হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত আছে, দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, দাজ্জাল ফেতনার মোকাবেলায় আমি তোমাদের পারস্পারিক ফেতনা ফাসাদ ও দ্বন্দ্ব-কলহকে বেশি ভয় করি। ইতোপূর্বে যারাই এই ফেতনা থেকে নিরাপদ থেকেছে, তারাই মূলত নিরাপদ। আর আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে ছোট বড় যত ফেতনাই প্রকাশিত হয়েছে তা দাজ্জালের ফেতনার কারণেই। *[মুসনাদে আহমাদ : ৫/৩২]*

দাজ্জালের সৈন্য কে

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (ইরানের) ইস্পাহান শহরের সত্তুর হাজার ইহুদি কালো (অথবা সবুজ) চাদর গায়ে দিয়ে দাজ্জালের সঙ্গ দিবে। *[মুসলিম শরিফ]*

দাজ্জালের সৈন্যবাহিনী মক্কা-মদিনা ব্যতীত পৃথিবীর প্রতিটি শহর-নগরে প্রবেশ করবে এবং তছনছ করে ফেলবে। কিন্তু পবিত্র মক্কা এবং মদিনায় প্রবেশ করতে গেলে ফেরেশতারা প্রতিরোধ করবে। দাজ্জালের বাহিনী সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। আর দাজ্জালের ফেতনায় বেশি আক্রান্ত হবে নারীরা। হাদিস শরিফের ভাষ্য হল, পুরুষরা তাদের স্ত্রী, মা, বোন ও মেয়েদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখবে। যাতে তারা দাজ্জালের সঙ্গী না হয়। *[মুসনাদে আহমাদ : ২/৬৭]*

উপরে উল্লিখিত হাদিসগুলো থেকে জানা গেল যে, দাজ্জালের সৈন্যবাহিনী হবে ইহুদি। আর দাজ্জাল নিজেও ইহুদি হবে। এ ছাড়া প্রশস্ত ও ভরাট চেহারার জাতিও তার সৈন্যবাহিন্যতে অন্তর্ভুক্ত হবে। সম্ভবত এরা হল- চীন, জাপান, কোরিয়া এবং রাশিয়ার অন্যান্য দেশের মানুষ। কাফের ও মোনাফেকরাও এই বাহিনীতে শরিক হবে। এই ফেতনায় সবচেয়ে বেশি শিকার হবে নারী।

দাজ্জালের সৈন্য কালো ও সবুজ চাদরসহ তার সেনাবাহিনীতে শামিল হবে। হয়ত ব্ল্যাক ওয়াটারের দাজ্জালী ক্রুসেডার নেতৃবর্গ এজন্য এর নামে ব্ল্যাক (কালো) অন্তর্ভুক্ত করেছে, যাতে দাজ্জালের বাহিনীর নিদর্শনাবলি পূরণ করা হয়ে যায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটাই মনে হয় যে দাজ্জালের সৈন্যবাহিনী তার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা গাফেল বসে আছে। আমাদের উচিত হল এসব ব্ল্যাকদের বিরুদ্ধে কালো পতাকাধারী বাহিনী, যারা হযরত মাহদি এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গী হবে, তার প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আমাদের

উচিত, সমস্ত মুসলমানকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচানোর জন্য মানুষদেরকে সতর্ক করা এবং দাজ্জালের মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকা।

টার্গেট কেন পাকিস্তান?

পাকিস্তানের বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে দেশপ্রেমিক প্রতিটি মুসলমান অত্যন্ত ব্যথিত এবং দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। এই দেশটা লক্ষ কুরবানির বদৌলতে অর্জিত হয়েছে। বুকের রক্ত দিয়ে ক্রয় করা হয়েছে। যাতে এই মাটিতে ইসলামি জীবন ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কিন্তু মিডিয়ার মিথ্যাচার আর আমেরিকার সন্ত্রাসী কার্যক্রম মানুষের সামনে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করে দিয়েছে যে, মুসলমানদের স্কুল-মাদরাসা সব সন্ত্রাসীদের কারখানা। দাড়িওয়ালাকেই সন্ত্রাসী মনে করা হয়। বিষয়টা এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, কোনো পরিবারে কেউ দাড়ি রাখলে তাকে কাটতে বলা হয়। যাতে সন্ত্রাসী বলে ধরে না নিয়ে যায়। এক বন্ধু মুফতি কয়েকদিন আগে পাসপোর্ট করার জন্য গিয়েছেন। সেখানে তার পাগড়ি-টুপি সব খুলে ফেলতে বলা হয়। এক অফিসারকে বিষয়টা জিজ্ঞাস করলে তিনি সরকারি দপ্তরের একটি চিঠি দেখান, যাতে পাগড়ি এবং টুপির উপর X ক্রস চিহ্ন দেওয়া রয়েছে। অফিসার এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেন যে, মুফতি সাহেব ভবিষ্যতে এই কোঠায় দাড়িও হয়ত পড়বে। যাতে কোনো দাড়িওয়ালা মানুষ পাকিস্তানের বাইরে যেতে না পারে।

পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী কার্যক্রমের নানা ঘটনায় অদ্ভূত ও বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটছে। তালেবান কোনো বিস্ফোরণের দায়িত্ব স্বীকার করলে সেটা কোনো একভাবে দায়মুক্ত হয়ে যায়। এই অবস্থায় প্রশ্ন ওঠে যে, দ্বিতীয় আর কেনো গোপন শক্তি রয়েছে যারা দেশে করাচি থেকে খায়বার এবং গোওয়াদার পর্যন্ত জঙ্গি কার্যক্রম দ্বারা লাভবান হচ্ছে এবং পাকিস্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমাদের এই বইয়ের বিষয় তালেবান সমরপ্রীতিও নয় আবার আইন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা পাক সেনাবাহিনীও নয়। এদের পারস্পারিক যুদ্ধ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এই বইয়ের উদ্দেশ্য আরেক শক্তি, আমেরিকার ব্ল্যাক ওয়াটার। এই দুই গ্রুপের বিবাদমান লড়াইয়ে হাওয়া দেওয়াও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর জন্য বই লিখে কোনো পদক অথবা এওয়ার্ড অর্জন করতে চাই না আবার পাকিস্তানি তালেবানের জন্য কোনো বই লিখে গ্রন্থীয় বৈধতাও পেশ করতে চাই না। কারণ বই দিয়ে যুদ্ধ থামানো সম্ভব নয়। যুদ্ধ থামানো সম্ভব নয় পরস্পর বিরোধী দুটি গ্রুপের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও কাদা ছুড়াছুড়ি করেও। উভয় গ্রুপের নিকটই নিজ নিজ আলেম,

স্কলার এবং প-িত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। তাদের দ্বারা এই কাজ খুব সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হতে পারে। একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক হিসেবে আমাদের চাওয়া পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা। এ অবস্থায় ধর্মীয় বিভিন্ন সংগঠন জমিয়তে উলমায়ে ইসলাম (ফ) (স) এবং জামাতে ইসলামীর মনোয়ার হোসাইন বর্তমান সরকারের বিরোধিতা করছেন যে, সামরিক অপারেশন সমাধান নয়। বরং এর দ্বারা আরও বহুবিধ সঙ্কট সৃষ্টি হয়ে থাকে। পিটিভিতে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের এক মন্ত্রী ২৯ অক্টোবর রাতের প্রোগ্রামে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, মাওলানা ফজলুর রহমান তো সরকারের কাছে আবেদন করেছে যে, আমি সরকার এবং তালেবানের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আর তিনি এখনও একথায় অটল রয়েছেন। মন্ত্রী মহোদয় বলছিলেন, আমাদের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে সরকার ভুল করেছে। পক্ষান্তরে সাধারণ কোনো মানুষ কোনো দলের সহযোগিতা করলে তাকে খুন করা হয় অথবা গুম করা হয়। বর্তমান সরকার, গোপন বাহিনী এবং বর্তমান সেনাবহিনীর কাছে আমাদের এটাও আবেদন যে, কোনো নীতিবান সাংবাদিক আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এক মত পোষণ না করলে তাকে শাস্তিযোগ্য ভাবা হয়। কিন্তু পার্লামেন্ট হাউসের নরম চেয়ারে যারা বসেন তারা এর থেকে দায়মুক্ত থাকেন। শুদ্ধি অভিযানের একটি অভিযান যদি ইসলামাবাদের পার্লামেন্ট ভবনে পরিচালিত হতো তাহলে নিঃসন্দেহে তালেবান সহযোগী ব্যক্তিদের থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি মিলত। সরকার যদি এমন না করে তাহলে আমরা জাতি হিসেবে সমস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলকে এ কথা বললে ন্যায়ানুগই হত যে, এগুলো চেয়ার, নেতৃত্ব আর ডলারের যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমে নেতৃবর্গও জড়িত রয়েছেন। কিন্তু এর থেকে মুক্তি হয়তো কারো কপালেই নেই। হিলারি ক্লিনটন, রিচার্ড হলব্রুক এবং জন কেরি এজন্যই ঝটিকা সফর করছে। আর এবার সে লোগার নামে আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত ললিপপ এনেছে। এই ললিপপ বাহ্যত মিষ্টি হলেও এর ক্রিয়া বিষের চেয়েও মারাত্মক। এই ললিপপলোভীদের মুখ থেকে লোল টপকে পড়ছে, কখন তা মুখ পুরবে।

হিলারি ক্লিন্টনের পাকিস্তান সফরে পৌঁছা এবং পেশওয়ারে পাকিস্তানের ইতিহাসের ঘৃণ্যতম ট্রাজেডি ঘটা, যাতে ১৫০ নিঃস্পাপ পাকিস্তানি সহিংসতার শিকার হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ আজীবনের জন্য প্রতিবন্ধী হয়েছে, এ বিষয়ে বিস্ময়কর সব বিবৃতি আসছে। কিছু বিবৃতির পর্যালোচনা করছি। সেক্যুলার পত্রিকা দিয়েই শুরু করছি। ধর্মীয় কোনো সাময়িকী বা দৈনিকের উদ্ধৃতি দিলে

বলা হতে পারে এগুলো সন্ত্রাসীদের সহযোগী। কিন্তু এক্সপ্রেস গ্রুপ যারা বামপন্থী চিন্তাধারায় জং গ্রুপ থেকেও এগিয়ে গিয়েছে। দেখুন–

এক্সপ্রেসের বিখ্যাত সাংবাদিক আবদুল্লাহ তারেক সুহাইল তার ধারাবাহিক কলাম এবং অন্যান্য জায়গায় লিখেছেন–

'বেলুচিস্তানের সন্ত্রাসী কার্যক্রমে ভারত সরাসরি জড়িত। পাকিস্তানের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আফগানিস্তানস্থ ভারতের ৯টি কনস্যুলেট অফিসে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বেলুচিস্তানের ৯৫% সন্ত্রাসী কার্যক্রমে ভারত জড়িত এবং সিস্তানের (ইরান) বিস্ফোরণেও ভারতের হাত রয়েছে। সে কখনোই চায় না পকিস্তান এবং ইরানের সম্পর্ক ভালো হোক।'

এই বিবৃতি বেলুচিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী শফিক আহমাদ খানের। ২৪ অক্টোবর তিনি এই বিবৃতি দেন। পরদিনেই তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ওই দিনেরই সংবাদ, পেশওয়ারের মার্কেটের বিস্ফোরণ রিমোটকন্ট্রোলের মাধ্যমে করা হয়েছে। তালেবান এই বিস্ফোরণের দায়ভার নিতে অস্বীকার করেছে। ইসলামি ইউনিভার্সিটির বিস্ফোরণে যেই লাশকে আত্মঘাতী হিসেবে বলা হয়েছে, তা ইউনিভার্সিটিরই এক ছাত্রের। তার পরিচয়পত্রও উপস্থাপন করা হয়েছে।

হামলা-হাঙ্গামা বাজারের বেশি দোকান তালেবানের। কিন্তু কিছু নতুন বণিকও এখন সেখানে স্থান করে নিচ্ছে। মরহুম শফিক আহমাদ যার মধ্যে একটাকে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয়টার নাম আমেরিকান ব্ল্যাক ওয়াটারের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু কেউ চিহ্নিত করার দুঃসাহস করে না। সবাই হয়ত শফিক আহমাদের পরিণতির ভয় করে।

এ সংবাদটি দেখুন, সরকারি পুলিশ সেক্টর এফ-৮ থেকে চারজন আমেরিকানকে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও ভুয়া নাম্বার প্লেট লাগানো গাড়িসহ জিম্মায় নিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কোনো মামলাও লিপিবদ্ধ হয়নি। পুলিশ ফাঁড়িতে রেখে তল্লাশি করতে চাইলে তারা নিজেদেরকে মেরিন সেনা বলে অস্বীকার করে। তাদের কাছে নিষিদ্ধ বোরের কয়েকটি রাইফেল, দুটি পিস্তল এবং হাত বোমা পাওয়া গিয়েছে। সংবাদ সংস্থার তথ্যানুযায়ী, ওই চার আমেরিকান স্পর্শকাতর বিল্ডিংয়ের ছবি তুলছিল। পুলিশ জানিয়েছে, আমেরিকান নাগরিক এবং ব্ল্যাক ওয়াটারের কার্যক্রম সীমাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশাসন বলেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে চিঠি লেখা হবে।

চিঠি লিখলে কি হবে? যে লিখবে সেই আবার পাকড়াও না হলে হয়। ইতোপূর্বে সিক্যুরিটি বিভাগের হস্তক্ষেপের পর এদের তৎপরতা কিছুটা কমেছিল। এখন আবার গোলমাল শুরু করে দিয়েছে। তিনদিন পূর্বে পেশাওয়ারে নাগরিকদেরকে হয়রানি করতে দেখা গিয়েছে। এখন ইসলামাবাদে হাত বোমাসহ ধরে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। হে আল্লাহ এই লা-ওয়ারিশ দেশের কল্যাণ হোক। /২৯ *অক্টোবর ২০০৯, এক্সপ্রেস]*

সুন্নি আন্দোললেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কমিটির প্রধান হাফেজ শাহেদ হুসাইন বলেছেন, পাকিস্তানের সীমানার ভেতর পাকিস্তানের আইন লঙ্ঘনকারী আমেরিকানদেরকে কারো সুপারিশে ছেড়ে দেওয়া রাষ্ট্রীয় আইনের লঙ্ঘন। /২৯ *অক্টোবর ২০০৯ দৈনিক এক্সপ্রেস]*

৩০ অক্টোবরের সমস্ত পত্রিকায় ইসলামাবাদের ডিআইজির বিবৃতি এসেছে। তিনি বলেছেন, আমেরিকানদেরকে আমি মঞ্জুরী অধিকার ব্যবহার করে নিজ জামানতে ছেড়ে দিয়েছি। যদিও তাদের গাড়ির নাম্বার প্লেট ছিল ভূয়া। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমাবদ্ধতার কারণে বিদেশি কূটনৈতিক বা দূতাবাস কর্মীদের ছাড় দিতে হয়।

পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রোগ্রামে মার্কিন নজরদারি

'এশিয়ান এইজ' সুপরিচিত ওয়েবসাইট 'ইন্টারন্যাশনাল এনালিস্ট নেটওয়ার্ক'-এর রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে দাবি করেছে যে, পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রোগ্রামের গোপন পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আর এটা বহুল প্রচলিত সত্য যে, মার্কিন দূতাবাস ও সে দেশের প্রশাসন কাহোটায় গোয়েন্দাগিরি করছে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনা রয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন ব্যক্তিরও গোয়েন্দাবৃত্তি কাজে সহযোগিতার প্রমাণ রয়েছে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে তারা আমেরিকানদেরকে সন্দেহজনক কার্যক্রমের অনুমতি দিচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় স্বীকার করেছিল যে আমেরিকান প্রতিরক্ষা কন্ট্রাক্টর গোপন ইন্টেলিজেন্সকে অবগত করা ছাড়াই পাকিস্তানের মাটিতে সন্দেহজনক কার্যক্রম চালাচ্ছে। এর আগে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল যে আমেরিকান প্রশাসন সাহালা পুলিশ প্রশিক্ষণ কলেজের মাধ্যমে কাহোটায় পারমাণবিক স্থাপনার পর্যবেক্ষণ করছে। আর এই পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম ২০০৩ থেকে চলছে। সাহালায় বিশাল বড় একটি অংশ জুড়ে আমেরিকান প্রশাসন ঘাটি প্রতিষ্ঠা করেছে। যার চারপাশে উঁচু দেয়াল রয়েছে। সেখানে প্রশিক্ষণ কলেজের সিনিয়র

কর্তৃপক্ষেরও প্রবেশের অনুমতি নেই। আমেরিকান প্রশাসন ঘাটির প্রবেশ মুখে অনেকগুলো সাইন বোর্ড লাগিয়েছে। যেখানে বিদেশিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এদিকে পাকিস্তান প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মার্কিন হস্তক্ষেপের ব্যাপারে বারবার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। কিন্তু নিরাপত্তার বিষয়টা রহস্যজনক কারণে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। পাকিস্তানে আইন অমান্যকারী আমেরিকানদেরকে ছেড়ে দেওয়া বাস্তবিক অন্যায়।

ইতিহাসের শিক্ষা

ইতিহাস সাক্ষী, ইংরেজ ক্রুসেডার ও জায়নবাদীরা যে ভূমিতেই পা রেখেছে, তাদের নাপাক কদম এবং ঘৃণ্য চিন্তাধারা ও কর্মকা- মুসলিম রক্তর প্রবাহিত হওয়া, কয়েদখানা আবাদ হওয়া, মুসলমানদের জনবসতি বিরান হওয়া, মুসলিমগণ নেতৃত্বহীন হয়ে পড়া ও নিত্যনতুন বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

উপমহাদেশে যখন শ্বেত চামড়ার অধিকারী কালো ধান্ধার লোকেরা আগমন করেছিল, তখন এখানে মুসলিম শাসকরা বিরাজমান ছিল। যদিও তারা তাদের কর্মপদ্ধতি এবং সাধারণ জনগণের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ বা শরিয়ত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে পারেনি, কিন্তু তাদের শাসনব্যবস্থায় ইসলামের কিছু ঝলকও দেখা যেত। এদের মধ্যে কিছু কিছু সৎ শাসকও অতিবাহিত হয়েছেন। কিন্তু দুঃসময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন ভালো মানুষও চলে যেতে থাকে। এদের মধ্যে কতিপয় এমন ব্যক্তিত্বও ছিলেন যারা সাহসিকতার সঙ্গে বেনিয়া রাজত্বকে তাড়ানোর জন্য দৃঢ়পদে মোকাবেলা করেছেন। শেরে মহিসুর সুলতানটিপুও এসব ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করেছেন। বেশ কয়েকটি লড়াইয়ে ফিরিঙ্গীদেরকে করুণভাবে পরাজিত করেন তিনি। তাঁর এই ঐতিহাসিক উক্তি আজও মানুষের মুখে মুখে, 'শৃগালের ন্যায় শত বছর বেঁচে থাকার চেয়ে বাঘের মত একদিন বেঁচে থাকা উত্তম।'

হায়! বর্তমান যুগের মুসলিম দেশগুলোর শাসকরাও যদি এই বাক্যটার উপর আমল করত। কারণ কুরআন-হাদিস এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থার প্রতি এ যুগের অনেক মুসলমান বিরক্তি হয়ে পড়েছে। আমি এক ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ পড়লাম। প্রবন্ধটির শিরোণাম ছিল 'সাতান্ন ইসরাইল'। লেখক সম্ভবত বর্তমান সময়ের সুপার পাওয়ারের অহমিকার নেশায় উন্মাদ আমেরিকার ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর উপর বিস্তৃত প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের কারণে ইসলামি

রাষ্ট্রগুলোকে এমন নাম দিতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের মুসলিমসমাজ যখনই ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েছে, তখনই তারা ফিরিঙ্গী সভ্যতায় একাকার পড়েছে। বর্তমান সময়ের মুসলমানদের বড় ট্রাজেডি হল, তারা ভারতীয়, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতারক মিডিয়া দেখে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। টিভির স্ক্রিনের রঙিন জীবন দেখেই মুগ্ধ হয়ে যায় এবং তা ধারণ করার জন্য উন্মাদ হয়ে যায়। মুসলমান যুবকেরা উদার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটির সহশিক্ষার পরিবেশে উঠতি তরুণীদের সঙ্গে এনজয় করে সময় কাটায়। এসব স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিগুলোতে শৈশব থেকে আমাদের নিঃস্পাপ ছেলে-মেয়েদেরকে ভারতীয় ও ইংলিশ গান এবং মিউজিকের উপর নৃত্য করতে শেখায়। এমনকি সুন্দর বাচ্চাদেরকে, হোক তারা আপন ভাই-বোন, এসব নিঃস্পাপ আপন ভাই-বোনকে স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রেও অভিনয় করতে দেওয়া হয়। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত স্কুলগুলোতে এ ধরনের বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। এ ধরনের একটি বাস্তব ঘটনাও আপনাদের সম্মুখে রয়েছে। অথচ এই পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েই আমাদের কারো কারো আহ্লাদের শেষ নেই। স্কুলের টিচার স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানের এক মাস পূর্বে নাম নির্বাচন করে এই ঘৃণ্য ড্রামার এ্যাক্টিং শেখায়। নির্ধারিত তারিখে স্টেজ সাজানো হয়। ভাই-বোনের বিয়ে পড়ানোর জন্য একজন আসে। সেও বাচ্চা, কিন্তু মুখে কৃত্রিম দাড়ি লাগানো। উভয়কে কালেমা পড়ানো হয়। যৌতুকের বিশাল বড় লিস্ট পড়া হয়। এটা যেহেতু ড্রামা, তাই বর-কনে উভয়পক্ষের বাবা-মাও হয় বাচ্চারা। তারা পরস্পরে হাসি-আনন্দে সব গ্রহণ করে। হাসি-আনন্দে ভাই-বোনকেও গ্রহণ করে এবং একটি রুমে প্রবেশের মাধ্যমে ড্রামার সমাপ্তি ঘটে। এরপর কি হয় তা বলার ভাষা আমার নেই। এই মুক্ত চিন্তার কোন প্রভাবই তাদের মা-বাবার উপর পড়ে না। এমনকি অনুষ্ঠানের চেয়ারে ওই সব বাচ্চার মা-বাবাও আমন্ত্রিত হন। আমি যে ঘটনা বললাম, এটি ও লেভেলের একটি স্কুলের বাস্তব ঘটনা। বলুন, যে বাচ্চারা স্কুলে এসব চরিত্রে অভিনয় করবে, তারা বাসাতে কি এর থেকে নিরাপদ থাকবে?

মুসলমানদের অনেক বেশি ভাবতে হবে। তাদের উচিত সন্তানদেরকে ইংলিশ স্কুল এবং খ্রিস্টান এনজিও কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি করানোর পরিবর্তে ইসলামি কোনো স্কুলে ভর্তি করানো। যাতে অন্তত বাচ্চারা মা-বাবা ও ভাই-বোনের সম্পর্কের পবিত্রতা বিষয়ে শিখতে পারে, জানতে পারে। এই ঘটনায় আমার রায়বেন্ডে এক তাবলীগী জামাতের কারগুজারির কথা স্মরণ হল। জামাতটি ৯/১১-র সময় আমেরিকায় নানা রকম চড়াই-উৎড়াই পাড়ি দিয়ে

পাকিস্তানে পৌঁছেছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তাদের কারগুজারি শুনি। একটি বিষয় আজ আট বছর পরও আমার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে। তার কথা ছিল অনেকটা এমন, আমেরিকার নাগরিক মুসলমানরা ওখানকার নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পরিবেশের কারণে খুবই কষ্টে রয়েছে। কারণ পাশ্চাত্যসমাজে আত্মীয় সম্পর্কের কোনো ভেদাভেদ নেই। অনেক মুসলমান যারা বাহ্যত দীনদার, মসজিদে গিয়ে নামাযও আদায় করে, তাবলিগ জামাত গেলে তাদের কথাও শোনে। এ ছাড়া যে কোন ইসলামি সংগঠন কথা বললে মনোযোগ দিয়ে শোনে। অনেক আমেরিকান মুসলমান ওখানকার আইনের কারণে নিজের মেয়েকে এ কথা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে পারে না যে, রাতে তুমি কোথায় ছিলে? সারাদিন কোথায় কাটালে? এমনকি বাসাতেও যদি মেয়ের ফ্রেন্ড আসে তো মেয়ে মা-বাবার সঙ্গে বন্ধুকে দেখা করিয়ে সোজা নিজ ঘরে নিয়ে যায়। অনেক আমেরিকান মুসলমান এ জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করে যে আমার মেয়ে যদি বাইরে রাত যাপন করে, অন্ততপক্ষে কোনো মুসলমানের সঙ্গে নয় বরং অমুসলিমের সঙ্গে রাত যাপন করে। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের জায়গা। এটা মনগড়া কোনো কথা নয়। আমি নিজ কানে এ কথা শুনেছি। যিনি এই কারগুজারি শুনাচ্ছিলেন. তিনি নিজেও কাঁদছিলেন আমাকেও কাঁদাচ্ছিলেন।'

ইংরেজরা এই অঞ্চলে পা রেখেই লর্ড ম্যাকলের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা উপহার হিসেবে আমাদেরকে দিয়েছিল। লর্ড ম্যাকলের উক্তি হল, 'আমরা মুসলমানদেরকে এমন একটা শিক্ষা উপহার দিয়েছি, বাহ্যত তারা মুসলমান হবে আর অন্তঃকরণে হবে খ্রিস্টান।'

আজ তারা মুসলমানদের উপর সন্ত্রাসবাদী কর্মকা- চালাচ্ছে। এসব যুদ্ধে রক্তপাত ও মুসলমাদের সম্ভ্রমহানি ঘটছে। ইংরেজরা হিন্দুস্তানে আসার পরেই কালাপানি, মাল্টা এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কয়েদখানা স্থাপন করে। ইংরেজ বিরোধী মুসলমানদেরকে জুলুম-নির্যাতন করে দমন করা হয়েছে। এরপরও যারা তাদের বিরুদ্ধে জেগেছে তাদেরকে কালাপানিতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ইংরেজরা আফগানিস্তানে এসেছে তো যুদ্ধের বীভৎসতা, কয়েদখানা হিসেবে গুওয়ান্তানামো, শিবারঘান, বাগরাম সৃষ্টি হয়েছে।

ইংরেজরা পাকিস্তানে এসেছে তো, ডাক্তার আবদুল কাদিরের মত হিতৈষী কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। মুসলিম জাতির কন্যা আফিয়া সিদ্দিকীকে তিনটি দুধের বাচ্চাসহ জন্মভূমি পাকিস্তান থেকে তুলে নিয়ে ডলার পূজারীরা আমেরিকায় পৌঁছে দিয়েছে। বেলুচিস্তানে প্রায় দুইশ'র মত মুসলমান

বোনকে জ্যাতাভিমানী হওয়ার কারণে গুম করা হয়েছে। ব্ল্যাক ওয়াটারের অপবিত্র অস্তিত্ব শামসী এয়ারবেইস, শাহবাজ এয়ারবেইস, তারবিলা জ্যাকোবাবাদ এবং বিশেষ করে ইসলামাবাদকে কালিমা লেপন করেছে।

তাদের হস্তক্ষেপের কারণে চতুর্দিকে শুধু বারুদ, বিস্ফোরণ আর রক্তের ছাপ। নিঃষ্পাপ মুসলমানরা আমেরিকার যুদ্ধের ইন্ধনে ভস্ম হচ্ছে। হিলারি ক্লিনটন ২৮ অক্টোবর যেই না পাকিস্তানে এসেছে, পেশওয়ারে শতাধিক মানুষ সন্ত্রাসী সহিংসতার শিকার হয়ে শহীদ হয়েছে। দুই শতাধিক লোক সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। কয়েকটি বিল্ডিং ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসের প্রেতাত্মা যেন বীভৎসরূপে হাজির হয়েছে। এই প্রেতাত্মার রূপ চিনুন। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য এটাই সবচেয়ে উত্তম। মনে রাখবেন, কালো জাদুর (ব্ল্যাক ম্যাজিক) শক্তির অধিকারী ব্যক্তির নজর এই দেশের উপর রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এই দেশসহ সমস্ত মুসলিম দেশগুলোকে শান্তি ও নিরাপত্তার মাতৃকোল বানিয়ে দিন। ইসলামি খেলাফত দান করুন।

ইংরেজরা ইরাকে এসে তাদের ব্ল্যাকমেইল ব্ল্যাক ওয়াটারের সঙ্গে নির্মমভাবে মুসলিমদের রক্তপাত ঘটাতে থাকে। দুই লাখ ইরাকিকে এ পর্যন্ত আমেরিকার বোম্বিং ও ফায়ারিং করে চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। আবু গরিব জেল, ক্যাম্পক্রুপার এবং ব্ল্যাক ওয়াটারের তত্ত্বাবধানে মুসলিমদের ১৮টি জেলখানায় বন্দী রাখা হয়েছে। প্রতিটি সচেতন মানুষের চিন্তা করা উচিত যে এসব সাদা চামড়ার কালো কুকুরগুলোই সবসময় মুসলিম দেশগুলোর উপর আক্রমণ করে। মুসলমানরা কখনো কোনো দেশের উপর আক্রমণ করে না। প্রথম থেকে আক্রমণ সবসময় সাদা চামড়ার ইংরেজরাই শুরু করেছে। কিন্তু জায়নবাদী, খ্রিস্টবাদকেই আজকাল নিরাপত্তার দূত সাব্যস্ত করা হয় এবং তাদেরকেই শান্তির জন্য পুরস্কৃত করা হয়। এমনকি আমেরিকার সাদা চেয়ারে যখন কৃষ্ণ বর্ণের প্রেসিডেন্ট আসীন হয়, ব্ল্যাক ওয়াটারও তখন গোটা পৃথিবীতে তোলপাড় শুরু করে দেয়। আফসোস শত আফসোস, মুসলিম দেশগুলোর উপর বোমাবর্ষণকারী এবং মুসলিম নারী-শিশুদের ঘাতকই শান্তির পুরস্কার লাভ করছে। এর মানে খৃস্টানরা এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, রঙ সাদা না কালো– সেটা মুখ্য বিষয় নয়। যার কালো কর্ম বেশি হবে, সেই নিরাপত্তার ধ্বজাধারী। সেই শান্তির দূত। এজন্য সময় মত যদি আমরা কাফের, মোনাফেক ও মুরতাদদের চালবাজি বুঝতে সক্ষম না হই, ইতিহাসের উপাখ্যানের পাতায়ও আমাদের নিশানা থাকবে না।

ব্ল্যাক ওয়াটার : ক্রুসেডার কুকুর

১৯৯৭ সালে আমেরিকার ক্যারোলিনা রাজ্যে ব্ল্যাক ওয়াটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটি প্রতি বছর চল্লিশ হাজার যোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দেয়। আর্ক প্রিন্স এবং ক্লার্ক এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের দ্বারা ভাড়ার ভিত্তিতে গুম-খুন এবং ধ্বংসযজ্ঞের কাজ নেওয়া হয়। এরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং কসাই প্রকৃতির হয়ে থাকে। আমেরিকায় যে সব অবৈধ শিশু ভূমিষ্ট হয়, এই সংগঠনটি তাদেরকে গ্রহণ করে এবং তাদেরকে এমনভাবে লালন-পালন করতে থাকে যে তাদের ব্যক্তিত্বে নিষ্ঠুরতাকে ভরে দিতে থাকে। এরা সবধরনের আত্মীয়তার বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে। এজন্য মানুষের সঙ্গে পশুসুলভ আচরণ করতে তাদের বিবেকে বাধে না। এদের মাও নেই, বাপও নেই। আমেরিকার সমাজ এমনি সব ধরনের অশ্লীলতার নিরাপত্তা বিধান করে। এই সমাজে ছেলে-মেয়েদের অবৈধ সম্পর্ককে দোষণীয় মনে করে না। এমনকি রাস্তা-ঘাটে এবং উন্মুক্ত স্থানে বসে চুমু খাওয়া, আলিঙ্গন করা এবং ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়াকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয় না। পুরুষে পুরুষে এবং নারীতে নারীতে বিবাহও সেখানে আইনসম্মত। হয়ত এজন্যই আমেরিকা সরকার অশ্লীলতা ব্যাপক রেখেছে যাতে ব্ল্যাক ওয়াটারে সদস্য তৈরিতে সঙ্কট সৃষ্টি না হয়। বরং প্রতিনিয়ত যেন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন দেশে তাদেরকে ব্যবহার করা যায়। আমেরিকা এ কথা খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করে যে, যেসব দেশে প্রকাশ্যে তাদের সামরিক তৎপরতা পরিচালনা করা যায় না কিংবা নিয়মতান্ত্রিক সৈন্য ব্যবহারে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় এসব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও গোপন মিশনে তারা ব্ল্যাক ওয়াটারের মত গুপ্তঘাতক সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করে। ব্ল্যাক ওয়াটারের সঙ্গে সংযুক্ত এসব লোকের জন্য কান্নাকাটি করারও কেউ নেই, হৈ চৈ বাঁধানোর কেউ নেই। এ দৃষ্টিকোন থেকে আমেরিকা এদেরকে ব্যবহার করা নিরাপদ ও উত্তম বিবেচনা করে থাকে। আমেরিকা ও ইউরোপিয় কান্ট্রিগুলোকে তো Heaven of Gays বা সমকামিতার স্বর্গভূমি বলা হয়। তা ছাড়া আমেরিকায় তো প্রতি ঘণ্টায় দুই শ'র বেশি ব্যাভিচারের ঘটনা ঘটে।

বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত ও সর্ববিখ্যাত মার্কিন ম্যাগাজিন *টাইমে* (Time) বিষয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা বের হয়। ওই সংখ্যার প্রচ্ছদে ১২ বছরের একটি মেয়ের ছবি ছাপানো হয়। তাতে ইংরেজিতে লেখা ছিল, Children Having Children শিশুও শিশু ধারণ করে। প্রচ্ছদে মেয়েটাকে গর্ভবতী দেখানো হয়। মেয়েটি তার গর্ভের পেট নিয়ে হাসছিল। বাচ্চা মেয়েটি আরেকটি বাচ্চা প্রসবের

জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তার হাসির দ্বারা Time ম্যাগাজিন এটাই স্পষ্ট করছিল যে, এসব বাচ্চা মেয়েরাও খুশি মনে গর্ভবতী হচ্ছে। কারণ আমেরিকায় বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সময় আনন্দ উদযাপন করার প্রথা রয়েছে। তারা আনন্দ করে বলে, আমাদের ঘরে Baby born হয়েছে। এগুলো আমেরিকার মিডিয়াই বলছে। ব্ল্যাক ওয়াটারের শিষ্যরা সিভিল পোশাকে সজ্জিত থাকে। তারা কথা বলে কম। অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতেই এরা বেশি পটু। এদের দ্বারা রাজনৈতিক হত্যার মিশনগুলোই বেশি পরিচালনা করা হয়ে থাকে। যেসব দেশে ব্ল্যাক ওয়াটারের দ্বারা কাজ নেওয়ার প্রয়োজন হয়, আমেরিকা সরকার সেখানকার স্থানীয় সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে এবং লোভ দেখিয়ে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। তাদের থাকার ব্যবস্থা, ভিসা ছাড়া যাতায়াত সুবিধা, অত্যাধুনিক অস্ত্র পৌঁছানো এবং স্বাধীনভাবে অস্ত্র ব্যবহার ইত্যাদির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

ব্ল্যাক ওয়াটারের দাজ্জালী ক্রুসেডার

বিশেষ প্রতীক ইংরেজিতে যাকে লোগো বলা হয়, এ লোগোই একটা সংগঠন নেটওয়ার্ক এবং কোম্পানির আসল পরিচয়। কোকাকোলা কোম্পানির কথাই ধরুন। এই কোম্পানি তাদের লোগো বানানোর জন্য বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এবং কয়েকটি ওয়েবসাইটেও এ ঘোষণা দিয়েছিল যে, যে ডিজাইনার সব চেয়ে সেরা লোগো বানাবে তাকে কয়েক লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। এ ঘোষণার পর কয়েক লক্ষ কম্পিউটার ডিজাইনার ভাগ্য পরীক্ষা করে। কিন্তু আমেরিকান এক ধূর্ত হারামি ক্রুসেডীয় ঢঙয়ে এই লোগো তৈরি করে। এই দুর্ভাগা কোকাকোলা লিখতে ইংলিশের একটি ফন্ট ব্যবহার করে। আপনি আয়নায় কোকাকোলার বোতলের লোগোটি পড়ুন। আয়নায় লোগোটি আরবিতে লেখা দেখতে পাবেন, لا محمد لا مكة। যার অর্থ মুহাম্মাদও (সা.) মিথ্যা, মক্কাও মিথ্যা। নাউযুবিল্লাহ।

কোকাকোলা কোম্পানির আন্তর্জাতিক লোগোর প্রকৃত রূপ

কোকাকোলা লোগোর উল্টানো রূপ, যাতে ক্যালিগ্রাফি আকৃতিতে লেখা রয়েছেঃ

لا محمد لا مكة

বায়তুল্লাহ এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা এবং অবমাননা করাই ইহুদি-খৃস্টানদের প্রধান ব্যস্ততায় পরিণত হয়েছে। এজন্য আমেরিকা ইসরাইলকে প্রতিষ্ঠিত করে প্রথম কিবলা মসজিদে আকসার উপর দখল নিয়ে দাজ্জালী শক্তির জন্য ভবিষ্যতের পথ সুগম করতে চায়।

প্রতিটি কোম্পানিরই নিজস্ব একটা লোগো থাকে। এই সংগঠনটিরও একটা স্বতন্ত্র লোগো রয়েছে। কিন্তু এদের লোগো অদ্ভূত তাৎপর্যপূর্ণ। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাতে পাশ্চাত্যবিশ্বের মানচিত্র। আর বন্দুক দ্বারা কোনো জিনিসকে টার্গেট করা হলে তাতে এক গোল বৃত্ত ভেসে উঠে। এই গোল বৃত্তটা হল পৃথিবীর মানচিত্র। তাতে শয়তানী থাবা বসিয়ে এ কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, পুরো পৃথিবী আমাদের টার্গেট। এই বৃত্তে একটা ক্রস চিহ্নও প্রকাশ করা হয়েছে। এটা মূলত ক্রুশের প্রতীক। যা গোটা পৃথিবীকে এই বার্তা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, পৃথিবীব্যাপী দাজ্জালী ক্রুসেডীয় থাবা বসিয়ে দখল করা আমাদের মিশন। এক সময় যুগের কলঙ্ক ব্ল্যাক ওয়াটারের রক্তাক্ত থাবা নিরাপরাধদের রক্তে রঙিন হয়ে কলঙ্কিত হতে শুরু করে। ফালুজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ইরাকেও তাদের দ্বারা কাজ নেওয়া হয়। ২০০৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধ জোনে জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য তাদেরকে তিনশ' বিশ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি টাকা পরিশোধ করা হয় এবং এ পরিমাণ হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয় যে, চতুর্দিক থেকে এর বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠে। তখন বিশেষ অভিসন্ধির আলোকে নাম পরিবর্তন করে Xe নাম রাখা হয়। এক্সকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যে এতে ক্রুশের রূপ প্রকাশিত হয়ে ওঠে। আর সঙ্গের e দ্বারা উদ্দেশ্য Earth বা পৃথিবী। এর উদ্দেশ্য বুঝতে আর কোনো কষ্ট করতে হয় না। পৃথিবীর বুকে ক্রুসেডীয় দাজ্জালী নিয়ন্ত্রণ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নেতা আমেরিকা এসব অবৈধ ক্রুসেডীয় কুকুরের বাচ্চাকে অন্যের গলায় ছুরি চালানোর জন্য লেলিয়ে দিয়েছে। তাদের নির্ধারিত লোগো এ কথাই প্রমাণ

করে দিয়েছে যে তাদের উদ্দেশ্য হল পুরো পৃথিবীতে খ্রিস্টবাদের থাবা বসিয়ে নিজেদের দাদাগিরি প্রতিষ্ঠিত করা। দাজ্জালের এই সৈন্যবাহিনী মূলত পৃথিবীর সমস্ত উপকরণ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে অন্য সব জাতিকে তাদের মুখাপেক্ষী বানাতে চায়। ইদানিং তারা পাকিস্তানে তাদের ডেরা ফেলেছে। ইসলামাবাদ, পেশওয়ার এবং করাচি পর্যন্ত তারা পৌঁছে গিয়েছে। এরা পাকিস্তানে তাদের মতই নিষ্ঠুর শ্রেণির লোকদেরকে ভর্তি করছে। এই দাজ্জালবাহিনী ভাড়াটে খুনিদেরকে জড়ো করছে। বিশেষত এসএসজির রিটায়ার্ড কমান্ডো ভর্তি করছে। বর্তমান সরকার যদিও তাদের উপস্থিতির কথা অস্বীকার করছে, কিন্তু বাস্তবতা হল, তারা নিজ জায়গায় অটল রয়েছে। ব্ল্যাক ওয়াটার কোম্পানি তথাকথিত পাকিস্তানি কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে কাজ করার জন্য পেশাওয়ারে পৌঁছেছে। তারা পেশাওয়ারের ইউনিভার্সিটি টাউনে কয়েকটি বাসা ভাড়া নিয়েছে। পাক সেনাবাহিনীর এক রিটায়ার্ড ক্যাপ্টেন আলী জাফর জায়দীকে ব্ল্যাক ওয়াটার কোম্পানীর জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে সদস্য সংগ্রহের জন্য স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানগুলো টার্গেট করে অগ্রসর হচ্ছে।

ব্ল্যাক ওয়াটার পাকিস্তানের বড় বড় ছয়টি শহরে আস্তানা গাড়তে চায়। এ জন্য আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা সিন্ধু সখর এলাকা সফর করে এসেছে। বিশেষ একটা জায়গা তালাশ করাই ছিল এই সফরের উদ্দেশ্য। যেখানে বিভিন্ন দফতর স্থাপন করে ড্রোন হামলার জন্য শাহবাজ এয়ারবেইস ব্যবহার করা এবং করাচির মত শহরকে ব্ল্যাক ওয়াটারের ঠিকানা বানানো যাবে। পেশওয়ার এসেম্বলীতেও ব্ল্যাক ওয়াটারের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি।

পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে আমেরিকা তৎপর রয়েছে। এরা পুরো পাকিস্তানকে তাদের ঘেরাওয়ে নিতে চায়। যাতে প্রয়োজনের সময় এরা পাকিস্তানকে কন্ট্রোল করতে পারে এবং পাকিস্তানের তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সোয়াতের বিদ্যমান উত্তেজনাও আমেরিকার পরিকল্পনার অংশ। কারণ যেভাবে ইদানিং চুক্তির পর যুদ্ধ শুরু করে দেওয়া হয়েছে, এটা মূলত মার্কিন ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। ওয়াশিংটন পোস্টে বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি খোলাসা করা হয়েছে যে, ওয়াশিংটনের নির্দেশেই সোয়াতে আক্রমণ করা হয়েছে। এসব অবস্থাকে সামনে রেখে ব্ল্যাক ওয়াটারের লোগোর উপর দৃষ্টি আটকে যায় আর মস্তিস্ক ভাবতে বাধ্য হয় যে, এসব নিষ্ঠুর মানুষদের লোগোর উপর পৃথিবীর মানচিত্রের উপর শয়তানি থাবা বসানো একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা। মূলত ক্রুশপূজারীরা পুরো পৃথিবীকে কন্ট্রোল করে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর উপকরণ লুটে নিতে

চায়। যাতে তাদের বিলাস উপকরণ অতিসহজে ব্যবস্থা হতে পারে এবং তাদের দাদাগিরি পুরো পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। দাজ্জালের সৈন্যবাহিনীর লিডার আমেরিকা এই যুদ্ধে তার পুরো সমর্থন দিয়েছে। পাকিস্তানে তাদের মূল টার্গেট পশতুন অঞ্চল। যেখানে তারা নিজেরা এবং মিত্রশক্তির মাধ্যমে অপারেশন চালিয়ে পাখতুনদের রক্ত পানির মত বইয়ে দিচ্ছে এবং পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশকে ধ্বংস করছে। আমেরিকা বর্তমানে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করছে পাখতুনদেরকে। পাখতুন জাতি মাথা নিতে বিখ্যাত, মাথা নত করতে নয়। ইতোমধ্যে আফগানিস্তানের মাটিতে আমেরিকার সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে। এরা এখন যেকোনো উপায়ে সীমান্ত প্রদেশকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এ প্রেক্ষিতে ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মি রাতারাতি পেশওয়ার শহরে বসতি স্থাপন করেছে। এর জন্য শহরের 'পার্ল কন্টিনেন্টাল হোটেল'-এর শেয়ারও তারা ক্রয় করেছিল। যাতে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা এসব কুকুরদের হাতের মুঠোয় থাকে। লক্ষণীয় বিষয় হল, পার্ল কন্টিনেন্টাল হোটেল এবং ম্যারিয়ট হোটেল ইসলমাবাদের মালিক হাশেওয়ানির নিউইয়র্ক হোটেলে আসিফ আলী জারদারীররও শেয়ার রয়েছে। ব্ল্যাক ওয়াটারের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করার জন্য আমেরিকার যখন কোনো রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন পড়বে, সিন্ধুতে তার চাকরি করার জন্য এমকিউএম সবার আগে থাকবে। আমেরিকা যাকে পালকপুত্রের মত কোলে তুলে রেখেছে। কারণ ব্ল্যাক ওয়াটার আর এমকিউএম এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাদের গুন্ডাবাহিনীও বড় নির্মম ও নিষ্ঠুর খুনি। এভাবেই ওরা করাচিতে রাজত্ব করছে। গুম, খুন, লুণ্ঠন, দখল, চাঁদাবাজি এই গ্রুপকে জীবিত রেখেছে। আমেরিকান ডলারে এখন তারা আকাশ দিয়ে উড়ছে। চলমান পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকার আমেরিকার কারণে এমকিউএমকেও ভয় পায়। সরকার সীমান্ত প্রদেশে একের পর এক অপারেশন করছে। কিন্তু নিরাপরাধ মানুষের হত্যাকারী এমকিউএম-এর বিরুদ্ধে অপারেশন করছে না। কারণ তাদের প্রতি আমেরিকার শুভদৃষ্টি রয়েছে। তাদের কার্যক্রমের বিরাট অংশ ব্ল্যাক ওয়াটারের অংশ হয়ে যায়। বরং এমন বলাই বাস্তবতার কাছাকাছি হবে যে, এমকিউএম পাকিস্তানি ব্ল্যাক ওয়াটার। আমেরিকা প্রত্যেক সেই দল ও সংগঠনকে ক্যাচ করছে যারা পকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করছে। সোয়াতে চলমান উত্তেজনাও এর প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ। কারণ ক্রুশীয় দাজ্জালবাহিনী পাকিস্তানে আগাখানি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখে। সোয়াতকে কেন্দ্র থেকে মুক্ত করে এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশের বীর জনগণ বুক পেতে দিয়ে আমেরিকার সব ধরনের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। আগাখানি রাজ্যেও ব্ল্যাক ওয়াটারের আখড়া

প্রতিষ্ঠা করা হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে কাদিয়ানি ফেরকাকেও মাথা তোলার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। প্রাইভেট টিভি চ্যানেলের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ সানা এজাযী তার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, করাচিতে সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ মিত্র দলের সঙ্গে কয়েক মাস থেকে ব্ল্যাক ওয়াটারের মিটিং হচ্ছে। করাচির পুশ এলাকায় ব্ল্যাক ওয়াটারের জন্য কয়েকটি বাসা কোটি কোটি ডলারের বিনিময়ে ক্রয় করা হয়েছে। আর এমকিউএম-এর নেতৃত্বের এবং পাকিস্তানি সরকারের টার্গেট হল সন্ত্রাসী, যারা এই ভূমিতে পা রাখতে পারবে না। লন্ডনে বসে বসে গলাবাজি করে যে কাদিয়ানিদেরও তাবলীগ ও দীন প্রচারের অনুমতি থাকা উচিত। আমরা ক্ষমতায় এলে তাদেরকেও ইবাদতখানা বানানোর অনুমতি দেব। মনে হচ্ছে স্পষ্টতই আলতাফ হোসাইন মদের কালো গ্লাসে নিজের কুৎসিত আকৃতি দেখে এবং এই গ্লাস নিজের অন্ধকারে ডুবন্ত শরীরে নিঃশেষ করার পর যদি তার নিজের অপয়া মুখ ব্যবহার করে থাকে, তবে এর দ্বারা কালো ইতিহাসের কালো কৃতকর্মই বৃদ্ধি করছে। এ প্রেক্ষিতে সামনে আলোচনা করব এবং পাঠকদেরকে বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

ভবিষ্যতে এই দাজ্জালীবাহিনীর উদ্দেশ্য সর্বোতভাবেই পাকিস্তানের জন্য অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ। এরপরও রাষ্ট্রীয় নীরবতার মানে কি? এই রহস্য উন্মোচন করাও খুব জরুরি, কোন সেই শক্তি যা তাদের ওষ্ঠে নীরবতার মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে তো এতটুকু বুঝে আসছে যে, এগুলো আমেরিকার ডলারের কারিশমা। যার দ্বারা আমেরিকার কল্যাণকামীদের চোখ পর্দাবৃত হয়ে গেছে। কবে তাদের চোখ থেকে এই পর্দা সরবে এবং দেশের স্বার্থ চোখে পড়বে?

পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটারের তৎপরতা

পাঠকবৃন্দ ইতোপূর্বেও পড়েছেন যে, আমেরিকার এক ধনকুবের খ্রিস্টান মৌলবাদী এরিক প্রিন্স ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ ক্যারোলিনায় আমেরিকার নিয়মতান্ত্রিক সৈন্যের সমপরিমাণ প্রাইভেট সৈন্যের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এর নাম দেয় ব্ল্যাক ওয়াটার। এর জন্য ২০০০ একর বিশাল বিস্তৃত জায়গায় সিকুরিটি এজেন্সির নামে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। শুরুতে এর নাম রাখা হয় ব্ল্যাক ওয়াটার ইউএসএ। ২০০৭ সালে এই নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ব্ল্যাক ওয়াটার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সাল এক্স-ই নামে আত্মপ্রকাশ করে। এই কোম্পানির আয় সরকারি কাজের ঠিকাদারির উপর নির্ভরশীল। আমেরিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামস ফেল্ড প্রমুখ বড় বড় মানুষের সঙ্গে এরিক প্রিন্সের সুসম্পর্কের কারণে ইরাকে সিক্যুরিটি

ঠিকাদারিও এই কোম্পানি লাভ করে। ইরাকের নিরাপত্তা বাজেটের দুই তৃতীয়াংশ এই কোম্পানিই পেয়ে থাকে। দেশপ্রেমিক ইরাকিরা ব্ল্যাক ওয়াটারের গতি ও কার্যক্রমের নোট এভাবে নেয় যে, ৩১ মার্চ ২০০৪ সালে ফালুজায় তাদের তিন সদস্যকে হত্যা করে তাদের লাশ ব্রিজের সথে ঝুলিয়ে দেয়। এই একটি মাত্র ঘটনায় সারা দুনিয়ার মানুষ ব্ল্যাক ওয়াটারের নাম জেনে যায়। তবে আমেরিকান সরকার জর্জিয়ায় আমেরিকার স্বার্থ তদারকি করার জন্য অনেক পূর্ব থেকেই তাদেরকে নির্বাচন করেছিল।

সীমান্তের গভর্নর জনাব ওয়ায়েস গণি ১৫ জুন এক সাংবাদকি সম্মেলনে এ কথা স্পষ্ট করেছেন যে, ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানে ১৫ হাজার ভাড়াটে খুনি ভর্তি করা হয়েছিল। তাদেরকে আট হাজার থেকে দশ হাজার টাকা মাসিক ভাতা, খাবার, জ্বালানির ডিজেল, অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং 4X4 গাড়ির ব্যবস্থা করে সারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। এত মানুষের জন্য নিয়মতান্ত্রিক ভাতা প্রদান, খাবার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অনেক বড় এবং সুসংগঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পড়ে। এত বড় কাজ কোনো উপজাতীয় সরদার বা কোনো তালেবান গ্রুপের পক্ষে সম্ভব নয়। আর এত বড় একিট সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান, যারা এমন বিশাল পরিসরে কাজ করছে, এরা কোনোভাবেই নিজেদেরকে বেশিদিন গোপন রাখতে পারবে না। তারা লোভ বা ভয় দেখিয়েই সরকারকে ম্যানেজ করে চলছে।

পাকিস্তান থেকে ন্যাটোর সাপ্লাইয়ের অসংখ্য কন্টিনার এবং ট্যাংকারেও ওই সব অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের জন্য অস্ত্র, জ্বালানি এবং অন্যান্য উপকরণ এসে থাকে। এসব কন্টিনারের অস্ত্র এবং অন্যান্য যুদ্ধসরাঞ্জাম ব্ল্যাক ওয়াটারের অরাজকতাকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। সোয়াত, মেঙ্গুরা, মালাকান্ড, দের, উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান আর এখন ইসলামাবাদ ও লাহোরের ধ্বংসযজ্ঞের বড় বড় ঘটনার পেছনে এসব সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত গ্রুপই চিহ্নত হয়ে থাকে। যাদের উপকরণের কোনো কমতি নেই।

২০০২ সালে গুম হওয়া মানুষদের সন্ধানে ব্যাকুল স্বজনদের পেছনে একটি সুপরিকল্পিত স্কিমের তত্ত্বাবধানে চতুর এজেন্সিগুলোকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয় জড়িত করে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বিষয়টিকে পাকিস্তানি গোয়েন্দা বিভাগের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। পাঠকদের স্মরণ আছে যে ৯/১১-র ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে মোটা অংকের ভাতা দিয়ে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদেরকে আমেরিকা ভর্তি করেছিল, সেখানে আদর্শবাদী মানুষের যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এরপও ডলারের লোভ আর মদের

জড়ো হওয়ার মত মানুষের অভাব ছিল না। তাদের খোঁজে আমেরিকাকে ঘাম ঝরাতে হয়নি। এসব অপরিণামদর্শী লোকেরাই মোশাররফের আমলে কালো গ্লাসের আমেরিকান বড় বড় গাড়িতে বসে সাদা চামড়াওয়ালাদের আগে আগে তাদের জন্য পথ তৈরি করে দিত। এরা ছিল তাদের ভাড়াটে বডিগার্ড। গুম হওয়া মানুষদের সম্পর্কে যেসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে রাতের শেষ প্রহরে এসব লোকদেরকেই চিহ্নত করা হয়েছিল। এজন্য প্রবল ধারণা হল, গুম হওয়া এসব লোকদেরকেও আমেরিকান কোম্পানি আমাদেরই অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের সাহায্যে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে। যাদের সম্মুখে স্থানীয় পুলিশদের নিঃশ্বাস ফেলারও দুঃসাহস নেই। এ কারণেই সরকার আজ পর্যন্ত এমন অসংখ্য গুম হওয়া মানুষকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। সরকারি ফাইলেও তাদের কোনো তথ্য মিলবে না।

ইসলামাবাদের ম্যারিয়ট হোটেল এবং সাম্প্রতিক পার্ল কন্টিনেন্টাল হোটেলে ব্ল্যাক ওয়াটারের অফিসারদের মৃত্যু এ বিষয়টাই প্রকাশ করে যে, এই সংগঠনটি আমাদের দেশে অরাজকতা সৃষ্টির কাজে অতিতৎপর। ডলারের বিনিময়ে বড় বড় হোটেলের মালিকরা পাকিস্তানে তাদের অবস্থানকে আরামদায়ক আবাস বানিয়ে তাদের কাজকে সহজ করে দিয়েছে। অথচ এদের কারণে হোটেলের অন্যান্য বোর্ডারদের জীবন বিপদে পড়ে গিয়েছে। মনে রাখবেন, আসিফ আলী জারদারী সম্পর্কে বিখ্যাত আছে যে, সে দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পূর্ব থেকেই ম্যারিয়ট এবং পার্ল কন্টিনেন্টাল হোটেলের মালিক হাশিওয়ানির নিউইয়র্কের একটি হোটেলের শেয়ার হোল্ডার। পেশওয়ারের পার্ল কন্টিনেন্টাল হোটেলের দুটি ফ্লোরে ব্ল্যাক ওয়াটার তাদের আখড়া বানিয়েছিল। এই ভবনের চতুরপার্শ্বের হেফাজতের জন্য একটা উঁচু এবং মজবুত নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণের প্লান তৈরি করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে ৯ জুনের দুর্ঘটনায় হোটেলের অধিকাংশ বিল্ডিং ধ্বসে যায়। হোটেলটি ব্ল্যাক ওয়াটারের ক্রয় করার সংবাদ এ কথাই প্রকাশ করে যে, পাকিস্তানে তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করার ইচ্ছা রাখে। যা কোনোভাবেই দেশের স্বার্থে নয়। ইরাকের পর আফগানিস্তান আর এখন পাকিস্তানে আল-কায়েদার সম্পৃক্ততার মিথ্যা সংবাদ এবং নানা তৎপরতার পেছনে জঙ্গি আবহ জারি রাখার জন্য ব্ল্যাক ওয়াটারের হাতেই লাগাম দেখা যাচ্ছে। পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটারকে গত বছর থেকে দেখা যাচ্ছে। পেশাওয়ারে তাদের নিয়মতান্ত্রিক অফিস করার সংবাদ এবং অপহরণের আশঙ্কায় ওখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভীতির মধ্যে রয়েছেন। তারা অন্যান্য প্রদেশের বন্ধু-বান্ধবদেরকে অনেক দিন থেকেই পেশওয়ারে আসতে নিষেধ করছেন। একটি বিদেশি কোম্পানির ভয়ে একটি

প্রদেশকে জিম্মি করে অন্যান্য প্রদেশে নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টির এই ঘৃণ্য খেলা যত দ্রুত সম্ভব খতম করা উচিত। সন্ত্রাসের এই বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করা একান্ত জরুরি। সরবরাহ বন্ধ হওয়ার দ্বারা এই পাতা ও শাখা আপনা আপনি শুকিয়ে ঝরে যাবে।

পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটারের তৎপরতার বিরুদ্ধে সরকারকে পরিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে এবং যারা এর সঙ্গে জড়িত, তাদের প্রত্যেককে কঠিন শাস্তি দিয়ে দেশ থেকে সন্ত্রাসের এই আমেরিকান ক্ষতকে চিরদিনের জন্য শেষ করে দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার বিলম্ব করা সমীচীন হবে না। সন্ত্রাসের মূলৎপাটনের জন্য নিজের দেশেই লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘর ছাড়া করা এবং নিরাপরাধ সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে খেলার চেয়ে ব্ল্যাক ওয়াটারের দিকে মনোনিবেশ করে তাদের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই হবে উত্তম। এ ক্ষেত্রে কোনো দূতাবাসের চাপ আমলে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ ব্ল্যাক ওয়াটার বাহ্যত তো একটি কোম্পানি। আর একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জন্য যেকোনো পরিস্থিতিতে বিদেশি একটি কোম্পানির গাট্টি-টোপলা বাঁধানোর আইনি সুযোগ রয়েছে। উপরন্তু কোম্পানিটি যখন দেশের ভেতর অরাজকতার সঙ্গে জড়িত এই কাজ তখন আরো সহজে হওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো কি অন্ধ যে কালের কলঙ্ক ব্ল্যাক ওয়াটারের ঘৃণ্য তৎপরতা তাদের চোখে পড়ে না? আমেরিকার প্রভাববলয় মুক্ত চীন ও রাশিয়ার জাতিসংঘের মাধ্যমে পাকিস্তানি স্থানীয় সংগঠনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিবর্তে ব্ল্যাক ওয়াটার এবং এর গুরুদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না কেন? পাকিস্তান সরকারের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো এবং মানবতার ধ্বজাধারী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্ল্যাক ওয়াটারকে শেষ করে দেওয়া উচিত, যাতে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ইসলামাবাদ, পেশওয়ার এবং তারবিলায় গোপন তৎপরতা

কালের কলঙ্ক ব্ল্যাক ওয়াটার ওয়াল্ড ওয়াইড অথবা এক্স-ই (জি)-এর গু-রা পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনিভাবে পেশওয়ার, কুহাট, তারবিলা এবং কিছু সংবাদমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী করাচিসহ কয়েকটি শহর এবং স্পর্শকাতর স্থানে তাদের উপস্থিতি এবং রহস্যময় তৎপরতার সংবাদ একের পর এক আসছে। এ সম্পর্কে সম্যক অবগতদের দাবি হল, পাকিস্তানে আজ পর্যন্ত যত সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে, সবগুলোতেই ব্ল্যাক

ওয়াটার এবং আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার লোক, যারা পাকিস্তানে রয়েছে, তারা জড়িত ছিল। সূত্র এ কথাও জানিয়েছে যে, ইসলামাবাদে ব্ল্যাক ওয়াটারের কর্মকর্তাদের জন্য ২৫০টিরও বেশি বাসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এরিয়ায় ভাড়া নেওয়া হয়েছে। আর এই স্পর্শকাতর এরিয়ার মধ্যে সেই এরিয়াও রয়েছে, যেখানে ডাক্তার আবদুল কাদিরের বাসা। ব্ল্যাক ওয়াটারের উপস্থিতির সংবাদ বিগত তিন মাস থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য সমস্ত বড় বড় নেতৃবৃন্দ এদের উপস্থিতি ও এদের আপত্তিকর তৎপরতা সম্পর্কে 'আমাদের জানা নেই' বলে আসছেন। সাপ্তাহিক নিদায়ে মিল্লাত এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে লিখেছে–

পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী কয়েক দিন পূর্বে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব ইউসুফ রাজা গিলানি করাচির উর্ধ্বতন মন্ত্রীদের হাউসে প্রাদেশিক কেবিনেটের বৈঠকের পর এক প্রেস কনফারেন্সে অন্যান্য রাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এ কথাও বলেন যে, ব্ল্যাক ওয়াটারের পাকিস্তানে কোনো তৎপরতা নেই। এগুলো সব উড়ো কথা। গণতন্ত্রের জন্য পাকিস্তানে অনেক বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যে, তারা যেকোনো মূল্যে গণতন্ত্রকে সফল করবেন। আর গণতন্ত্র অবশ্য অবশ্যই সফল হবে। এ কথাকে আগে বাড়িয়ে সীমান্ত প্রদেশ বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কামরুজ্জামান কায়েরা ইসলামাবাদে 'ওয়াক্ত' নিউজ চ্যানেলের 'বরওয়াক্ত' প্রোগ্রামে অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয়ে মতপ্রকাশ করতে গিয়ে এ কথাও বলেন যে, দেশে ব্ল্যাক ওয়াটারের কোনো অস্তিত্ব নেই, আর তাদের কাজ করারও কোনো অনুমতি নেই।

প্রধানমন্ত্রী যে সময় এই বক্তব্য দেন, ওই সময়ই সাবেক ফাটা ব্রিগেডিয়ারের সিক্যুরিটি ইনচার্জ মাহমুদ শাহ (অব.) বলেন, ব্ল্যাক ওয়াটার ও ডায়নাকোরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া না হলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। অন্যদিকে আইএসআই-এর সাবেক প্রধান জেনারেল হামিদ গুল (অব.) একটি সমসাময়িক দৈনিকে সাক্ষাতকারে ব্ল্যাক ওয়াটারের উদ্ধৃতি দিয়ে সরকারের অবস্থান সম্পর্কে বলেন যে, সরকার মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। সরকারের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। আর চুক্তির ভিত্তিতেই তারা (ব্ল্যাক ওয়াটার) এখানে অবস্থান করছে। এই চুক্তি এনআরও-এর অংশ। এমন যদি নাই হয়ে থাকে তাহলে এনআরও-কে জাতীয় পরিষদে নেওয়া হল না কেন? পার্লামেন্ট যদি তাদের করণীয় সম্পন্ন করে, তাহলে এসবই ঠিক আছে। আমেরিকা পাকিস্তানে বড় ভয়ঙ্কর খেলা

খেলছে। সে ইতিমধ্যে আমাদের পারমাণবিক মূলধন চুরি করারও অনুশীলন সম্পন্ন করেছে।

এই আলোকপাতের পর ব্ল্যাক ওয়াটার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানির বিবৃতিকে এটাই মনে করা হবে যে, হয়ত তাকে এ বিষয় থেকে একদম বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। অথবা তিনি সব জেনেও না জানার ভান করছেন। বিষয় যাই হোক, সর্বাবস্থায় এটি জাতির জন্য অত্যন্ত আশঙ্কার। এমন একটি ঘৃণ্য সংগঠন, যে নাকি পেশওয়ার এবং ইসলামাবাদের মত গুরুত্বপূর্ণ শহরে নির্বিঘ্নে তৎপরতা ও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, পাকিস্তানি জনগণ ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদেরকে অপমানিত করছে, সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের কয়েকটি দূতাবাসের নিরাপত্তার আড়ালে ওই বিল্ডিংগুলোর সামনে বড় বড় রাজপথগুলোকে পাকিস্তানের জন্য 'নো গো এরিয়া' বানিয়েছে। এ সম্পর্কে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও সীমান্ত প্রদেশ বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও এ কথা বলছেন যে, পাকিস্তানের মাটিতে এদের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাদের এই বক্তব্য আমাদের বোধগম্যের বাইরে।

কিছুদিন পূর্বে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে এ কথা প্রচার করা হয় যে, তালেবান ইসলামাবাদের উপর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে। কিন্তু বাস্তবে মনে হচ্ছে, তালেবানের আড়ালে অন্য কেউ ইসলামাবাদের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। *[সৌজন্যে : সাপ্তাহিক নেদায়ে মিল্লাত লাহোর ১০-১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯]*

ব্ল্যাক ওয়াটারের সন্ত্রাসী স্কোয়াড

একটি সুপরিচিত সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্যদের পাকিস্তানের রাজধানীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বিশেষত উত্তরাঞ্চল ও ওয়াজিরিস্তানের উত্তর-দক্ষিণ পর্যন্ত পৌঁছা এবং সেখানে তাদের উপস্থিতি পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ। এর মাধ্যমে এরা কি রাষ্ট্রীয় আদেশকে চ্যালেঞ্জ করছে না? ১৮ সেপ্টেম্বরের বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত একটি সংবাদে এ কথা স্পষ্ট করা হয়েছে, আমেরিকা পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বিশাল জায়গা জুড়ে জমি ক্রয় করছে। সংবাদটি নিম্নরূপ–

ইসলামাবাদ, ডেরাগাজি খান, পেশওয়ার এবং খোশাবসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আমেরিকার পক্ষ থেকে জমি ক্রয় করা এবং কিছু কিছু স্থানে রহস্যময় তৎপরতার কারণে গোয়েন্দা বাহিনী সতর্কতা প্রকাশ করেছে এবং সরকারকে তাদের রিপোর্টে এই কাজের বিস্তারিত তদন্তের দাবি জানিয়েছে। সেই সঙ্গে

তারা নিশ্চিত করেছে, উল্লেখিত জায়গাগুলো আমাদের নিউক্লিয়ার ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত দিকে থেকে স্পর্শকাতর ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য খতিয়ে দেখা উচিত, আমেরিকানদের জমি ক্রয়ের কাজ কিভাবে, কোন উদ্দেশ্যে এবং কার অনুমতিতে হচ্ছে? কারণ এই কাজ কোনোভাবেই পাকিস্তানের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং প্রতিরক্ষা দাবির দিক থেকে সমুচিত নয়। জানা গেছে, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শঙ্কা প্রকাশ করে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আমেরিকানদের জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজের সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু যন্ত্রপাতিও আনা হচ্ছে, কোনোভাবেই যার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সূত্র মতে, আমেরিকানদের পক্ষ থেকে পাকিস্তানে জমি ক্রয়ের কাজের কতিপয় প্রতিষ্ঠান গুরুত্বের সঙ্গে নিরীক্ষা করছে এবং সরকারকে নিয়মিত অবগত করছে। অন্যদিকে সশস্ত্রবাহিনীর সাবেক চিফ রিটায়ার্ড জেনারেল মির্জা আসলাম বেগ বলেছেন, জমি ক্রয় করা থেকে নানা রকম রহস্যময় তৎপরতা– এসব সেই মিশনের অংশ যে সম্পর্কে রিচার্ড হলব্রুক কিছুদিন পূর্বে এ কথা বলতে গিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে যে, আমাদের মিশন মোশাররফ সরকারের থেকেও অধিক সুচারুরূপে এই সরকারের দ্বারা বাস্তবায়ন হচ্ছে। আর অতীতে আমরা যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছিলাম, তা পূর্বের চেয়ে আরও উত্তমভাবে পেতে থাকব। জেনারেল আসলাম বেগ আরও বলেন, আমেরিকার উদ্দেশ্য কি? তারা যা করছে তা গোপন কিছু নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের মধ্যে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যতা থাকলেও সরকার রহস্যময় নীরবতা অবলম্বন করেছে। তিনি বলেন, অন্ততপক্ষে সরকার এবং সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর এতটুকু দেখা উচিত যে, জমি ক্রয়ের কাজের সামনের ব্যক্তিটি কে? তিনি আরও বলেন, অনাগত প্রতিটি দিন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে। কিন্তু আমরা চোখ বন্ধ করে রয়েছি। অন্যথায় রাওয়াতে স্থাপিত ট্রেনিং সেন্টার দ্বারাই আমাদের বোঝা উচিত যে এসব খেলা কিভাবে হচ্ছে? তিনি বলেন, ভয়ঙ্কর এসব খেলা সম্পর্কে পার্লামেন্টে আলোচনা হওয়া উচিত এবং এসব বিষয় খোলাখুলি জাতির সামনে উন্মোচিত হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, গিলগিট, বেলুচিস্তানের স্বাধীনতা এবং বর্তমানে বেলুচিস্তানের পূর্বদিকে একশ' সোয়াশ' কিলোমিটার পর নতুন একটি স্টেশনের রূপ এবং এখানে হেলিপ্যাড কেন স্থাপন করা হচ্ছে? এর সঙ্গে 'চীনের নিউক্লিয়ার জোন' রয়েছে। এটা ভবিষ্যতে পাকিস্তান এবং চীনের সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি বলেন, এসব রহস্যময় কর্মক্রম, তৎপরতা, রহস্যময় হেলিপ্যাড এবং স্টেশন আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য প্রশ্নবিদ্ধ। আজ আমরা চুপ থাকলে ভবিষ্যতে আমাদের

কোনো কিছুই আর বলার পজিশন থাকবে না। *[সৌজনে : দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯]*

ইসলামাবাদ ও পেশওয়ার থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে সহস্র মানুষ ব্ল্যাক ওয়াটারের হাতে বিপদগ্রস্ত হওয়ার অভিযোগ করেছে। বিষয়টি সীমান্ত প্রদেশের প্রশাসনের নজরেও আনা হয়েছে। কিন্তু আমেরিকান চাপ এবং ভয়ের কারণে প্রশাসনের দায়িত্বশীলগণ এর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার পদক্ষেপ নেওয়া তো দূরের কথা নিচুস্বরে প্রতিবাদ করতেও অপারগ মনে হয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আচরণ এর চেয়েও বেশি দুঃখজনক। তারা ব্ল্যাক ওয়াটার সন্ত্রাসীদের পাকিস্তানে উপস্থিতির ব্যাপারে হ্যাঁ বা না বলতেও রাজি নয়। প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলোর বিভিন্ন প্রোগ্রামে শিরিন মাজারী, লেফটেন্যান্ট জেনারেল হামিদ গুল (অব.), তেহরিকে ইনসাফের প্রধান ইমরান খান এবং মুসলিম লীগের (এন) নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্য কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা এ বিষয়ে সরকারের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, ব্ল্যাক ওয়াটার (Xe) এর লোক পাকিস্তানে আছে। তাদের সংখ্যা প্রায় তিনশ'র মত। ইসলামাবাদ, তারবিলা, কোহাল, পেশওয়ার এবং কিছু কিছু তথ্যমতে করাচি পর্যন্ত তারা জাল বিছিয়েছে। বিশেষ করে তারবিলায় তাদের বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে ডাক্তার শিরিন মাজারী তার বিভিন্ন কলামে উল্লেখ করেছেন।

ডাক্তার শিরিন মাজারীর তথ্যমতে চাকলালাহ এয়ারবেইসে আমেরিকান কমান্ডোদের গোপন আগমন অব্যহত রয়েছে। এই ধারাবাহিকতা করাচিতেও শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের ভিসা ছাড়া এবং অন্যান্য আইনী কার্যক্রম ব্যতীতই তাদের পাকিস্তানে আসার অনুমতি রয়েছে। এরা কারও নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। প্রতিদিন এদের সংখ্যা বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এরা সব সময় তাদের বিশেষ পোশাক এবং বিশেষ স্টাইলে থাকে। ডাক্তার শিরিন মাজারীর বক্তব্য হল, ব্ল্যাক ওয়াটার অথবা আমেরিকান সেনাবাহিনীর সশস্ত্র কর্মকর্তাদের পাকিস্তানে উপস্থিতি এবং তাদের রহস্যময় কার্যক্রমে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং আমাদের দীর্ঘদিনের পরীক্ষীত বন্ধু চীনও কঠিন হুমকির সম্মুখীন। চীনের রাষ্ট্রদূত ইসলামাবাদে এক প্রেস কনফারেন্সে এ বিষয়ে স্পষ্ট মন্তব্য করে বলেছিলেন যে, চীন এই অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং আমরা আমাদের আশঙ্কার বিষয়ে সরকারকেও অবগত করেছি। এর প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরাইশী বলেছিলেন, আমরা চীনের আশঙ্কা দূর করে দেব, চিন্তার কিছু নেই। হামিদ গুল 'আজ নিউজ'-এর প্রোগ্রামে নাদিম মূলকের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমেরিকান দূতাবাসের সহযোগিতায় ব্ল্যাক

ওয়াটারের লোকদেরকে পাকিস্তানেও ভর্তি করছে এবং পাক ফৌজের রিটায়ার্ড এসএসজি কমান্ডোদেরকে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এরপরও সরকারি কর্মকর্তাগণ এই ঘটনা অস্বীকার করে আসছেন। কিন্তু ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে প্রাইভেট চ্যানেল 'আজ নিউজ' এই সংবাদ দিয়েছে যে, ব্ল্যাক ওয়াটার কোম্পানি পাকিস্তানি কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কাজ করার জন্য পেশওয়ারে পৌঁছে গিয়েছে। পরে এ সংবাদও এসেছে যে পাক ফৌজের এক রিটায়ার্ড ক্যাপ্টেন আলী জাফর জায়দীকে ব্ল্যাক ওয়াটারের জন্য কন্ট্রাক্টে ভর্তি করিয়ে সদস্য সংগ্রহ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো টার্গেট করেছে। সূত্র মতে, ক্যাপ্টেন জায়দী দুইশ'র বেশি সদস্যকে কন্ট্রাক্টে ভর্তি করে ব্ল্যাক ওয়াটার কোম্পানিতে শামিল করেছে।

ব্ল্যাক ওয়াটারের পাকিস্তানি এজেন্ট ক্যাপ্টেন জায়দী

কোহসার থানা পুলিশ ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার ইসলামাবাদে আমেরিকান দূতাবাস এবং অন্যান্য আমেরিকান দফতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটি ফার্ম 'ইন্টার রিস্ক' এর মালিক আলী জাফর জায়দীর বাসায় অতর্কিত অভিযান চালিয়ে অনেকগুলো বিদেশী অস্ত্র উদ্ধার করে এবং দুইজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এ সম্পর্কে আমেরিকান দূতাবাসের মুখপাত্র বলেছে, আমরা ওই ফার্মের সেবা ভাড়া নেয়ার সময় পাকিস্তান সরকারকে অবগত করেছিলাম। সূত্রমতে ইন্টার রিস্ক সিকিউরিটি ইজেন্সি ইসলামাবাদের পাশে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। *[সৌজন্যে : দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৯]*

উল্লিখিত সংবাদের উপর পর্যালোচনা করে সংবাদপত্রটি লেখে–

আমেরিকা যেই গতিতে আমাদের দেশে জাল বিস্তার করে চলছে, এতে দেশের নাগরিকদের জান-মালই শুধু নয় বরং দেশের নিরাপত্তাও হুমকির সম্মুখীন। ব্ল্যাক ওয়াটার নামক ইজেন্সির প্রিয় মাতৃভূমিতে উপস্থিতি এবং কার্যক্রম সবার মুখে মুখে। কমবেশি সর্ব মহলেই এ বিষয়ে মন্তব্য হচ্ছে যে, ব্ল্যাক ওয়াটারকে আমাদের পারমাণবিক স্থাপনাকে ব্যর্থ বানানোর মিশন দেয়া হয়েছে। যার জন্য তারা ইসলামাবাদকে হেডকোয়ার্টার বানিয়ে ভবিষ্যতে এখানে আস্তানা বানানোর নিয়তে অনেকগুলো বাসা ভাড়া নিয়েছে এবং নিজেদের কার্যক্রমের পরিধি বিস্তৃত করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে আকর্ষণীয় ভাতা দিয়ে ভর্তি করছে। সাম্প্রতিক ইন্টার রিস্ক সিকিউরিটি এজেন্সির মালিকের বাসা থেকে বিরাট সংখ্যক বিদেশী অস্ত্র উদ্ধার এ বিষয়েরই স্পষ্ট প্রমাণ যে, দুশমন আমাদের ঘাড় মপার জন্য আমাদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। এ অবস্থায় সরকারের

আমাদের নিরাপত্তার পরিপন্থি আমেরিকার কার্যক্রমের প্রথাগত প্রতিবাদ না করা উচিত। বরং ইসলামাবাদ এবং দেশের অন্যান্য শহরে অবস্থিত আমেরিকান নাগরিকদের কড়া নজরদারি করা উচিত। সেই সঙ্গে আমেরিকান দূতাবাসের কার্যক্রম ও তৎপরতার উপরও নজর রাখা উচিত। আমেরিকান দূতাবাসের সূত্র আলী জাফর জায়দীর কোম্পানী ইন্টার রিস্ক সিকিউরিটি এজেন্সির সেবা গ্রহণের কথা স্বীকার করছে। সুতরাং এই এজেন্সির কার্যক্রমও সহজে অনুমান করা যেতে পারে যে, আমেরিকা কোন উদ্দেশ্যে এই প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সিকে ব্যবহার করছে। *[সৌজনে : দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৯]*

১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ইসলামাবাদে আমেরিকান সহকারী রাষ্ট্রদূত জিরাল্ড ফিয়ার স্টেন মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, আমেরিকা দূতাবাস সিকিউরিটি পরিবেশক প্রাইভেট কোম্পানী ইন্টার রিস্ক একটি পাকিস্তানী কোম্পানী। কোম্পানীটি রেজিঃকৃত। তাদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি পাকিস্তানী আইন অনুযায়ীই হয়েছে। আর এটি একটি স্বচ্ছ চুক্তি। পাকিস্তান সরকার এবং ইন্টার রিস্ক কোম্পানির মাঝে যাই হোক, আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ইন্টার রিস্ক এবং আমেরিকান সিকিউরিটি এজেন্সি ব্ল্যাক ওয়াটার সম্পর্ককে অস্বীকার করে। এরপরও তিনি এ কথা স্বীকার করেছেন যে, ইসলামাবাদে আমেরিকান দূতাবাসের কর্মকর্তাদের জন্য ১০০ বাসা ভাড়া নেয়া হয়েছে। *[সৌজনে : দৈনিক এক্সপ্রেস ১১ অক্টোবর ২০০৯]*

অথচ ১২ অক্টোবরের সংবাদপত্রেই এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে, অপ্রসিদ্ধ প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানী 'ইন্টার রিস্ক'-এর মাধ্যমে আমেরিকা থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রসস্ত্র আমদানি করা হয়েছে। গত সপ্তাহে সেক্টর এফ ১৬ তে আমেরিকান দূতাবাসকে সিকিউরিটি পরিবেশনাকারী কোম্পানী ইন্টার রিস্ক-এর মালিক ক্যাপ্টেন সাইয়েদ আলী জাফর জায়দীর (অব.) বাসা থেকে ১৮টি অত্যাধুনিক রাইফেলস আইন প্রয়োগকারী বাহিনী উদ্ধার করেছিল। যেগুলোকে MI-16 বলা হয়। এই অত্যাধুনিক ১৮টি আমেরিকান গান কিছু দিন পূর্বে একটি চুক্তির ভিত্তিতে ইন্টার রিস্ক সিকিউরিটি কোম্পানীর জন্য আনানো হয়েছিল। আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান অত্যাধুনিক গানগুলো হস্তগত করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। *[সৌজনে : দৈনিক এক্সপ্রেস ১১ অক্টোবর ২০০৯]*

এ সম্পর্কে আরও একটি সংবাদ দেখুন

আমেরিকান দূতাবাস এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আমেরিকানদের ঘোষিত সিকিউরিটি পরিবেশনাকারী কোম্পানী ইন্টার রিস্ক-এর মালিক ক্যাপ্টেন আলী

জাফর জায়দীকে (অব.) কোহসার পুলিশ গ্রেফতার করে। ইসলামাবাদের এডিশনাল সেশন জজ মুহাম্মাদ তানভীর মীরের আদালত থেকে আগাম জামিন নামঞ্জুর হওয়ায় আদালত প্রাঙ্গন থেকেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের তথ্যমতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রতারণা এবং অবৈধ অস্ত্রের মামলা করা হয়েছে। ইন্টার রিস্ক সিকিউরিটি কোম্পানীতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধারকৃত রাইফেলসগুলো থেকে সাতটি টেম্পর্ড বের হয়েছে। এস এইচ ও রানা আকরাম বলেছেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পূর্ণ তদন্তের মাধ্যমে সমস্ত সত্যকে উদ্ঘাটন করা হবে। *[সৌজনে : দৈনিক এক্সপ্রেস ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯]*

১৪ অক্টোবর ২০০৯ এ প্রকাশিত একটি সংবাদ

ইন্টার রিস্কের মালিক ক্যাপ্টেন আলী জাফর জায়দী (অব.) আগামী কয়েক দিনের ভেতর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে যাচ্ছে। ইংরেজি পত্রিকা 'দি ন্যাশন'-এর তথ্যমতে, কুলাঙ্গার ইন্টার রিস্ক সিকিউরিটি কোম্পানীর মালিক আলী জায়দীর সম্পর্কে জানা গিয়েছে যে, আগামী কয়েক দিনের ভেতর সে চমকপ্রদ কিছু তথ্য দিবে। ইতোপূর্বে দেয়া আরো কিছু তথ্য তদন্তকারীদের হাতে সংরক্ষিত রয়েছে। এ ছাড়াও তথ্য মতে আলী জায়দী সম্পর্কে জানা গিয়েছে যে, তদন্তের সময় সে স্বীকার করেছে, যাদেরকে সে কোম্পানীর সিকিউরিটি গার্ড নিযুক্ত করে, তাদের অধিকাংশ সদস্যই পেশওয়ারে কনস্যুলেট অফিসের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের নিকট ব্যবহার-নিষিদ্ধ অস্ত্র রয়েছে। এসব গার্ডদের ঘোষিতভাবে আমেরিকান নিরাপত্তা রয়েছে এবং তদন্তকারীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারে না। অত্যন্ত শক্তিশালী সূত্রমতে, পাকিস্তানী শাসকদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে তাদের এই সিকিউরিটি বাহিনীর সদস্যদের পর্যন্ত পৌঁছা। তদন্তকারীরা তাদের ব্যাপারে অন্ধকারেই রয়েছে। কেননা কারোরই জানা নেই যে, জায়দী এই বাহিনীকে ঠিক কোন ধরণের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সূত্র মতে আমেরিকান দূতাবাস (গ্রেফতারের পূর্বে) জামিল এবং জায়দীকে বাঁচানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। তারা উপর মহলে যোগাযোগের মাধ্যমে এই বাহিনীর সদস্যদেরকে মিডিয়া এবং সিকিউরিটি এজেন্সিদের থেকে আড়াল করে রেখেছিল। *[সৌজনে : দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১৪ অক্টোবর ২০০৯]*

রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হতে ইসলামাবাদে আমেরিকান কর্মকর্তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারের পক্ষ হতে বাধ্য হয়ে যখন কিছুটা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার এবং ভিসা না দেয়ার

ফয়সালা করা হয় এবং কিছু কিছু কর্মকর্তাদের দেশ থেকে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়, তখন আমেরিকাস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত হুসাইন হক্কানী হৈ হৈ করে ওঠেন। এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে সাপ্তাহিক নেদায়ে মিল্লাত তার সম্পাদকীয়তে লেখে–

সংবাদপত্রের তথ্যমতে ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত হুসাইন হক্কানী পররাষ্ট্র সেক্রেটারী এবং আই এস আই-এর প্রধানের নিকট পত্র লেখেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, পাকিস্তানে আমেরিকানদের যেসব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে তা চিহ্নিত করে রাখুন। পাকিস্তানে আমেরিকানদেরকে হয়রানি করা এবং ভিসা না দেয়া দেশের ইমেজকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এ ধরনের ঘটনায় বড় মূল্য দিতে হতে পারে। আমেরিকান সাংবাদিক এবং এনজিওকে ব্ল্যাকলিস্ট করার কারণে ক্ষতি হয়েছে। একটি প্রাইভেট চ্যানেলের তথ্যমতে ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী দূতাবাসের মুখপাত্রের নিকট এই পত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ বিষয়ে মুখ খুলতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, জাতীয় গোপন বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলা সমুচিত নয়।

চিঠিতে কোন তাৎপর্য থেকে থাকলে তা অত্যন্ত বিস্ময়ের এবং দুশ্চিন্তার বিষয়। কারণ ওয়াশিংটনে বর্তমান পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু আমেরিকান তৎপরতা জারি রাখার জন্য ওপেন অনুমতি দিতেই বলেনি বরং ধমকের সুরে এ বিষয়টিও আমলে এনেছে যে, এ ধরনের পদক্ষেপের কারণে বড় মূল্য দিতে হতে পারে! তার এই বাচনভঙ্গী থেকে অনুমান করা কষ্টকর হয়ে যায় যে, ভদ্রলোক ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের জন্য দূতিয়ালী কাজ করছে নাকি এক পকেটে পাকিস্তানী আর আরেক পকেটে আমেরিকান পাসপোর্ট রেখে পাকিস্তানের কোষাগার থেকে ভাতা নিয়ে আমেরিকার সেবা করছেন। আমেরিকান শাসকদের জন্য এই ধরনের সেবা আফগান বংশদ্ভূত জুলমে খলিল জাদও দিয়েছে। কারণ আমেরিকান শাসকদের তার সঙ্গে ওয়াদা ছিল যে তারা জুলমে খলিল জাদকে ভবিষ্যতে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট বানাবে। কিন্তু সেই আশা ও ওয়াদা পূরন হয়নি। হওয়ার কথা তো ছিল এই যে, ইসলামাবাদে বর্তমান আমেরিকান রাষ্ট্রদূত মিস পিটার্সন ওয়াশিংটনে আমেরিকান শাসকদেরকে চিঠি লিখবে যে, তারা যেন ইসলামাবাদ এবং পাকিস্তানের অন্যান্য জায়গার সিকিউরিটি ও আমেরিকানদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিকর তৎপরতার তদারকি করেন। কেননা এর দ্বারা পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে কঠিন উদ্বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু তা হয়নি। তবে হক্কানী সাহেব দূতিয়ালি ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে বিদেশে বসে নিজ দেশের

নির্বাহী পরিচালকদের অভিযুক্ত করতে শুরু করেছেন। হক্কানী সাহেব কি এ কথা জানেন যে, ইসলামাবাদে আমেরিকান দূতাবাসের সহকারী রাষ্ট্রদূত জিরাল ফেসটাইন ব্রিটিশ রেডিওতে তার বিশেষ সাক্ষাতকারে এ কথা স্বীকার করেছেন যে, পাকিস্তানে আমেরিকান দূতাবাসের সম্প্রসারণের পর তাদের কর্মকর্তা এবং সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুন করা হবে। করাচিতে থাকা আমেরিকান কাউন্সিল হাউসে এক বছর থেকে এ ধরনের কাজ চলমান রয়েছে। এমনকি পেশওয়ারে ফাইভ স্টার হোটেল পার্ল কন্টিনেন্টাল ক্রয়ের জন্য মালিকের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে।

অন্যদিকে ইসলামাবাদে আমেরিকান দূতাবাসের সম্প্রসারনের সব চেয়ে বড় পরিকল্পনা শুরু করা হচ্ছে। এর জন্য কিছু জায়গাও নেয়া হয়েছে এবং আরও জায়াগা নেয়ার জন্য পাকিস্তানী শাসকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এ ক্ষেত্রে আমেরিকান দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সংখ্যা সৈন্যসহ ২৫০ থেকে বাড়িয়ে ৫০০ করা হবে। আমেরিকান সহকারী রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য হল, সৈন্যদের সংখ্যা সম্পর্কে এই মুহূর্তে তার সঠিক সংখ্যা জানা নেই। কিন্তু তারা আসা যাওয়া করতে থাকবে। তবে আমেরিকান দূতাবাসে যেসব পাকিস্তানী কাজ করছে তাদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এই সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান সহকারী রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটার বা এক্সই (Xe) নামক সিকিউরিটি এজেন্সিকে ঠিকা দেয়ার বিষয়টি নাকচও করেননি। তার দাবি ছিল, পাকিস্তানকে অধিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কয়েকটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করা হচ্ছে। এগুলোর দেখাশোনার জন্য আরও কর্মচারির প্রয়োজন। আমেরিকান সহকারী রাষ্ট্রদূতের এই আপত্তির দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে দেশের সিকিউরিটির ব্যাপারে বিশেষ হতাশাজনক অবস্থা সৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে। এটা এমন স্বীকারোক্তি যার দ্বারা পাকিস্তানের ব্যাপারে আমেরিকার ভবিষ্যত কর্মকৌশল কি হবে তা স্পষ্টই প্রকাশিত হয়েছে। *[সৌজনে : নেদায়ে মিল্লাত, ৭-২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯]*

পাকিস্তানে আমেরিকান প্রভাব : নাওয়ায়ে ওয়াক্তের উদ্বেগ প্রকাশ

এ সম্পর্কে দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্তের সম্পাদকীয়র কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখুন। পত্রিকাটি লিখেছে—

পাকিস্তানের পারমাণবিক ও মিজাইল প্রোগ্রাম আজও ভারত ও ইসরাইলের মত আমেরিকা ও ইউরোপের জন্যও অন্তর্জ্বালা হয়ে আছে। আফগানিস্তানে আমেরিকার ব্যর্থতা ছাড়াও ভারতের অনুপ্রশের কারণে পাকিস্তানের অবস্থা অবনতি হয়েছে। বেলুচ, সোয়াত এবং কাবালী অঞ্চলগুলোতে ভারতের

অনুপ্রবেশের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আমেরিকান অস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে। যার অর্থ হল, আমেরিকাকে পাকিস্তানে অপারেশনের পথ দেখিয়ে এক দিকে নতুন চোরাবালিতে ফাঁসিয়ে দেয়া হচ্ছে, অন্যদিকে 'নিউক্লিয়ার ইসলামী রাষ্ট্র' পাকিস্তানকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা হচ্ছে। তাদের প্রভাবকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য ইসলামাবাদে আমেরিকান দূতাবাসের সম্প্রসারণের নামে এক্সই (ব্ল্যাক ওয়াটার) নামক সন্ত্রাস সংগঠনের সদস্যদেরকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

এক রিপোর্ট মতে ইসলামাবাদের আবাসিক এলাকায় আমেরিকার পক্ষ হতে দুইশ বাসা নেয়ার সত্যায়িত তথ্য, বেফাকি দারুল হুকুমতে সন্দেহভাজন সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গদের তৎপরতাও পাওয়া গিয়েছে। যাদের অনেককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যদেরকে এক্সই বা ব্ল্যাক ওয়াটারের জন্য ভর্তি করার অভিযোগে ইন্টার রিস্ক নামক এজেন্সির অফিসে অভিযান চালানো হয় এবং এজেন্সির মালিককে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু আমেরিকান দূতাবাসের হস্তক্ষেপে পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে কোহসা থানার দুইজনকে রিমান্ডে নিয়েছে। তারবিলার নিকটে একটি স্টেশন যা আমেরিকার ব্যবহারাধীন রয়েছে, তা ড্রোন হামলার কাজে ব্যবহার হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট জোজিফ বাইডন-এর পক্ষ হতে আমেরিকান কমান্ডোদেরকে পাকিস্তানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার নির্দেশ, পাকিস্তানের জন্য ভাবনার বিষয়। পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থ, নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষার জন্য এটা মারাত্মক হুমকি। পাকিস্তানকে সাহায্যের প্রলোভন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে এবং পাকিস্তানে আলকায়েদার উপস্থিতিরি প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে শুধু গেরিলা অপারেশনই নয় বরং মিজাইল ও ড্রোন হামলার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করার পথ মসৃন করা হচ্ছে। যার ফল—আল্লাহ না করুন—পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রোগ্রামের উপর আমেরিকান কন্ট্রোল এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য হুমকির কারণ হতে পারে। আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট তো ওপেন আমেরিকান কমান্ডোদেরকে পাকিস্তানে অপারেশন চালানোর জন্য উৎসাহিত করছেন। কিন্তু আমাদের শাসকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থা এই যে, প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারী নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে আমেরিকাকে যুদ্ধে সার্বিক সহায়তা করতে দায়বদ্ধ হয়ে পড়েছে। আফগানিস্তানে আমেরিকার সফলতার পথ হয়ত কখনেই মসৃন হবে না। আমেরিকার আলকায়েদা ও তালেবানকে পরাজিত করার স্বপ্ন পূরণ হওয়ার পূর্বেই এমনভাবেই আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হবে, ১৯৮৮ সালে সেভিয়ত ইউনিয়ন এবং গত শতাব্দীতে ব্রিটেনকে যেমন ছাইমুখে বিদায় নিতে হয়েছিল। কিন্তু নিজেদের নেটওয়ার্ক

প্রতিষ্ঠিত করার পর যদি আমেরিকা সি আই এ, এফ আই এ এবং ব্ল্যাক ওয়াটার ও এক্সই এর মাধ্যমে পাকিস্তানে অপারেশন শুরু করে দেয়, তবে তা এমন এক নতুন যুদ্ধের সূচনা করবে, যা যে কোন সময় তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের রূপ ধারন করতে পারে। কারণ এক দিকে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের জনসাধারণ তাদের হস্তক্ষেপ এবং আধিপত্য বরদাশত করবে না। অন্যদিকে চীনও তার স্বার্থ রক্ষার জন্য এই যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে। এজন্য পাকিস্তান সরকারের অধিকা দুর্বলতা প্রকাশ করা উচিত নয়। বরং সম্ভাব্য অবস্থার সঠিক অনুমান করে আমেরিকান থাবা থেকে বের হওয়ার জন্য এবং পাকিস্তানে আমেরিকান হস্তক্ষেপ খতম করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া উচিত। *[সৌজনে : দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯]*

আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে ব্ল্যাক ওয়াটারের সম্পর্ক

ব্ল্যাক ওয়াটার কোম্পানী পাকিস্তানে কি পরিমাণ তৎপর, ইসলামাবাদ, তারবিলা, কোহাট এবং পেশওয়ারে তাদের ক্রমবর্ধমান কার্যক্রম থেকেই অনুমান করা যায়। এরা প্রকাশ্যে যে কোন জায়গায় যে কোন ব্যক্তিকে থামিয়ে পূর্ণ তল্লাশি নেয়া শুরু করে। ভাড়ায় নেয়া বাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষ এলাকাকে গতিরোধক দিয়ে রাস্তাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। ওই এলাকায় বসবাসকারীরা দৈনন্দিন কার্যক্রমে হস্তক্ষেপের কারণে মারাত্মক দুশ্চিন্তায় রয়েছে। পথ বন্ধ এবং অবৈধ জিজ্ঞাসাবাদের কারণে মানুষজন শুধু ভীতির মধ্যে রয়েছে তাই নয়, বরং অত্যন্ত অমার্জিত ও অপমানজনক ভাষায় তাদেরকে ভিন্ন রাস্তা দিয়ে বাসা যাওয়ার জন্যও সতর্কও করা হয়ে থাকে। কোন কোন এলাকায় ব্ল্যাক ওয়াটারের সদস্যরা পাকিস্তানী পুলিশ অফিসারদেরকে হেনস্তাও করেছে। বিষয়টি মিডিয়াতেও এসেছে।

ডাক্তার শিরিন মাজারী বলেন–

আমেরিকান কমান্ডোদের জন্য পাকিস্তানী সরকার বিশেষ ছাড় দিচ্ছে এবং এ ব্যাপারে গোপন চুক্তিও সম্পন্ন করেছে। যা দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকির কারণ।

শিরিন মাজারী বলেন–

আমেরিকান দূতাবাসের অযৌক্তিক সম্প্রসারণের ব্যাপারে আমাদের সরকারের অবস্থান অত্যন্ত অনুপযোগী ও অন্যায়। আমেরিকান দূতাবাস প্রথম থেকেই অপ্রয়োজনীয়ভাবে সম্প্রসারিত এবং বিশাল জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এখন সেটাকে আরও সম্প্রসারনের জন্য ১৮ একর ভূমি, কোন কোন তথ্যমত ২৫

একর ভূমি ব্যাবস্থা করা হয়েছে। এতে আমেরিকান কাউন্সিল হাউসের পরিধি ৫৬ একর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং এখানে ৩০০০ মানুষের থাকার জন্য রুম ও আন্ডাগ্রাউন্ডের সুরতে নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। আমেরিকান দূতাবাসে প্রয়োজনীয় কর্মচারির সংখ্যা ২০ থেকে ৬০ পর্যন্ত হতে পারে। আর অস্বাভাবিক অবস্থায় এই সংখ্যা ১০০ পর্যন্তও যেতে পারে। কিন্তু ৩০০০ মানুষের ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন স্থাপনা এবং তাতে আমেরিকান কমান্ডোদের নিয়োগদান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়। আমেরিকার দূতাবাস পাকিস্তানের রাজধানীর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। আর এর চার পাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, পার্লামেন্ট, প্রেসিডেন্ট ভবন, প্রধানমন্ত্রীর ভবন এবং এন্টেলিজেন্স প্রতিষ্ঠানগুলোর কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত। আর জাতীয় ব্যক্তিত্বদের বাসস্থানের সন্নিকটে ব্ল্যাক ওয়াটার সহ অন্যান্য আমেরিকান এজেন্সির তৎপরতা বিষয়টাকে আরও জটিল ও সন্দেহপূর্ণ করে তুলেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রহমান মালিক স্বীকার করেছেন যে, আমেরিকান দূতাবাসের ২৬১ জন কর্মকর্তা, যারা ইসলামাবাদে বাসা নিয়ে আছে। এরপরও তিনি পাকিস্তানে আমেরিকান মেরিন কমান্ডোদের উপস্থিতির কথা অস্বীকার করে এ তথ্যগুলোকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। অথচ অন্যদিকে ব্ল্যাক ওয়াটারের তৎপরতা সম্পর্কে গঠিত জাতীয় এসেম্বলীর 'মানবাধিকার নীরিক্ষা কমিটি' দেশে আমেরিকান সিকিউরিটি এজেন্সি ব্ল্যাক ওয়াটারের প্রকাশ্য উপস্থিতি এবং গোপন তৎপরতার ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য জাভেদ হাশেমীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি উপকমিটি গঠন করেছে।

২৯ সেপ্টেম্বর কমিটির বৈঠকে ইসলামাবাদের ইন্সপেক্টর জেনারেল পুলিশ কলিম ইমাম কমিটিকে জানিয়েছেন, আমেরিকানদের নিশ্চিত সংখ্যা তো জোট সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ই বলতে পারে। এরপরও এক অনুমান অনুযায়ী ৪০০ থেকে ৫০০ আমেরিকান বর্তমানে আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকান সিকিউরিটি এজেন্সি এবং এনজিও'র কর্মকর্তারাও রয়েছে।

ইসলামাবাদের আইজি বলেছেন, আমেরিকান দূতাবাসের পাশে ডিপ্লোমাটিক ইংক্লিউজে ২০টি বাসা রয়েছে। অথচ ইসলামাবাদে তারা ২৪০টি বাসা ভাড়া নিয়ে রেখেছে। এখানে আমেরিকান দূতাবাসের কর্মচারিদের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান একটি সিকিউরেটি এজেন্সির কর্মকর্তা অবস্থান করছেন। আমেরিকান সিকিউরিটি এজেন্সির এই কর্মকর্তা পাকিস্তানি সিকিউরিটি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্বে রয়েছেন।

সীমান্তের আইজি মল্লিক নাভিদ খান কমিটিকে জানিয়েছেন, সীমান্ত প্রদেশে ব্ল্যাক ওয়াটার নামক সংগঠনের কোন অস্তিত্ব নেই। তবে আমেরিকান এক এজেন্সি– ডাইনাকোরের– ২৯ জন বিদেশী এবং ৬৫ জন পাকিস্তানী কাজ করছে। বিদেশী কর্মকর্তাগণ পাকিস্তানী কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ছাড়া আমেরিকান কাউনসলিটের সিকিউরিটিরও দায়িত্বে রয়েছে। *[সৌজন্যে : দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯]*

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রহমান মল্লিক ২৬১ জন আমেরিকান কর্মকর্তার উপস্থিতির কথা স্বীকার করেছেন। অথচ ইসলামাবাদের আইজি কলিম ইমাম বলছেন, আমেরিকানদের সংখ্যা ৪০০ থেকে ৫০০ মত হবে। আসল সংখ্যা যাই হোক, কিন্তু উভয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্বীকার করার দ্বারা অন্তত পক্ষে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইসলামাবাদে আমেরিকান এজেন্সির বিরাট এক সংখ্যক সদস্য উপস্থিত রয়েছে। যা নিঃসন্দেহে পাকিস্তানবাসীদের জন্য দুশ্চিন্তার বিষয়।

ডাক্তার শিরিন মাজারী বলেন–

ব্ল্যাক ওয়াটার এবং আমেরিকান সেনা কমান্ডোরা যেসব এলাকায় তাদের বাসা নিয়েছে, তার মধ্যে আমাদের পারমাণবিক কেন্দ্র কহুটার স্পর্শকাতর স্থাপনা এবং ডাক্তার আবদুল কাদির খানের বাসাও রয়েছে। এরা ভাড়া করা বাসায় গোপন ক্যামেরা, স্যাটেলাইট এন্টিনা এবং গোপন তথ্য জন্য স্পর্শকাতর যন্ত্র স্থাপন করে রেখেছে। বলা যায় তারা এক রকম ইসলামাবাদকে তাদের গোয়েন্দা ইলেক্ট্রনিক স্থাপনার আওতায় নিয়ে ফেলেছে এবং আমাদের সমস্ত কার্যক্রম মনিটর করছে।

বাসার চারপাশে ব্ল্যাক ওয়াটার এজেন্সির কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার কথা জেনে ডাক্তার আবদুল কাদির খান বলেন, ব্ল্যাক ওয়াটার এজেন্সি যদি আমার বাসার নিকটে চলে এসে থাকে, তবে এটা সরকারের দায়িত্ব যে তার প্রতিটি নাগরিককে নিরাপত্তা দেয়া। ডাক্তার কাদির বলেন, আমেরিকার আসল টার্গেট পাকিস্তানের পারমাণবিক উপকরণ এবং আমাদের মিজাইল প্রোগ্রাম। কেরি লুগার বিলে আরোপিত শর্ত সম্পর্কে ডাক্তার কাদির বলেন, এই বিলে পাকিস্তান ও আমেরিকা আমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমি তা জানি না। কিন্তু আসল কথা হল, আমি তো এখানে একটা দাবার ঘুঁটি মাত্র। আমেরিকার আসল টার্গেট পাকিস্তানের পারমনবিক উপকরণ। *[সৌজন্যে : দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯]*

ইসলামাবাদে প্রাইভেট আর্মি ব্ল্যাক ওয়াটার এক্সই'র উপস্থিতির কথা সরকারি পর্যায়ে এখন পর্যন্ত স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু গণমাধ্যমে তাদের উপস্থিতি

সম্পর্কে অনেক তথ্যই এসেছে। এমনকি তাদের বাসস্থানের ছবিও এখন ইন্টারনেটে দেখা যায়। Black Water in Islamabad এর শিরোণাম গুগলসার্চে অনুসন্ধান করলে ছবিগুলো দেখা যাবে। এ ছাড়া ব্ল্যাক ওয়াটারের নিজস্ব ওয়েব সাইট htt//source.blackwaterusa.com-এও সেগুলো রয়েছে। যেখানে কন্ট্রাক্ট ভর্তির জন্য Application ফরম রয়েছে। এই ফরমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ছাড়া পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষীর জন্য উর্দূ, দুররি এবং পাঞ্জাবী ভাষার মানুষকেও আহ্বান জানানো হয়েছে যে, তারা নিজেদের তথ্য প্রদান করে ব্ল্যাক ওয়াটারে ভর্তি হওয়ার আবেদন করতে পারে। এ ছাড়াও গুগলের ওয়েব সাইটের সার্চে Black Water in Pakistan লিখে সার্চ দিয়ে Youtube-এর ওয়েব সাইটে আপলোড করা ভিডিওগুলোও দেখতে পারবেন। এই কুকুরেরা কিভাবে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয় এবং পাকিস্তানে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রে তারা কেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাও দেখতে পাবেন।

সূত্রমতে পাক ফৌজের সাবে এস এস জি কমান্ডো ছাড়া এলিট ফোর্স, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং অন্যান্য সার্ভিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত সদস্যদেরকে ভর্তি করা হচ্ছে। আর এর ভর্তির কাজের জন্য অনেকগুলো পাকিস্তানী কন্ট্রাক্টারও মাঠে নেমেছে। ইতিমধ্যে অনেকেই ভর্তি কাজ সম্পন্ন করেছে।

সূত্রমতে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, আগামী দিনে ব্ল্যাক ওয়াটারের তৎপরতার পরিধি বিস্তৃত হয়ে পুরো দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। কারণ আমেরিকান চাপের কারণে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা আরোপ করার পজিশনে নেই। যদি এমনটি করা হয়, তো দেশের ভেতর বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। ব্ল্যাক ওয়াটারের তৎপরতাকে সেনাবহিনী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথম থেকেই ভালো দৃষ্টিতে দেখছে না। আমেরিকান নির্বাহী পাকিস্তানী সরকার এবং সেনাবাহিনীকে বাধ্য করছে যে এরা যেন তাদের পথে বাধা না হয় এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। ইতিপূর্বে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত এন ডব্লিউ পিটার্সন এবং সহকারী রাষ্ট্রদূত জিরাল ফিয়ার স্টেনের বিপজ্জনক বিবৃতি এবং কেরি লোগার বিলের শর্তাবলীও দৃষ্টিতে রাখা উচিত। কেরি লোগার বিলের শর্তাবলীতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, পাক ফৌজ এবং এন্টেলিজেন্স প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান তালেবান সহযোগীদেরকে কন্ট্রোল করতে হবে অথবা নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে। সুতরাং ১৩ অক্টোবর ২০০৯ সালের পাক ফৌজে ব্যাপকভাবে রদবদলের বিষয়টিকে এরই ধারাবাহিকতায় গণ্য করা হচ্ছে। আমেরিকা পাকিস্তানে তার অবস্থানকে এ পরিমাণ সুদৃঢ় করতে চায় যে, পাকিস্তানে চীনের ভূমিকা যেন সীমিত হয়ে যায় এবং আগামী কয়েক মাসের

মধ্যে পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকাগুলোতে সম্ভাব্য একটি বড় সেনা অভিযানের প্রতিরোধের মাধ্যমে কার্যকর পদ্ধতিতে সুরাহা করার জন্য ব্ল্যাক ওয়াটার, আমেরিকান মেরিন কমান্ডো, সিআইএ এবং এফবিআই-এর এজেন্টদেরকে ব্যবহার করা যায়।

পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনা আমেরিকান নির্বাহী পরিষদের দৃষ্টি-জ্বালার করণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেরি লোগার বিলের শর্তাবলিতে এ সম্পর্কেও একটি শর্ত উল্লেখ হয়েছে। ব্ল্যাক ওয়াটার সহ অন্যান্য কয়েকটি আমেরিকান এজেন্সির এবং তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডোদের ইসলামাবাদের আশেপাশে নিয়োগদান এবং তাদের তৎপরতাকে পাকিস্তানের মিডিয়া এবং গণমাধ্যম ছাড়াও সমর বিশেষজ্ঞরাও ভয়ঙ্কর আশঙ্কাজনক বলে মন্তব্য করেছেন। তারা এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, আমেরিকা, ইসরাইল এবং ভারতের যৌথ পরিকল্পনার ভিত্তিতে পাকিস্তানের পারমাণবিক কেন্দ্রের উপর আল্লাহ না করুন কোন কমান্ডো এ্যাকশন করে ক্ষতি করার চেষ্টা না করলে হয়। পাকিস্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং দেশপ্রেমিক সর্বশ্রেণীর মানুষ ব্ল্যাক ওয়াটার এক্সই-এর পাকিস্তানে উপস্থিতি, আমেরিকান দূতাবাসের প্রয়োজনহীন সম্প্রসারণ এবং ৩০০০ আমেরিকান কমান্ডোর পাকিস্তানে নিয়োগদানকে দেশ ও জাতির স্বার্থের পরিপন্থি এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর কুঠারাঘাত বলে সাব্যস্ত করছেন। বর্তমান সরকারের নিকট দাবি প্রচ্ছন্ন প্রত্যাখ্যানের পরিবর্তে জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিন যে, পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটার সহ অন্যান্য আমেরিকান এজেন্সি এবং কমান্ডোদের তৎপরতা কার অনুমতিতে চলছে। বিশেষত ব্ল্যাক ওয়াটার এজেন্সিকে যদি কোন প্রাইভেট সিকিউরিটি কন্ট্রাক্টের তত্ত্বাবধানে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের হেফাজতের জন্য পাকিস্তানে ডেকে আনা হয়ে থাকে, তো এ সম্পর্কেও জাতিকে জানানো হোক যে, তাহলে পাকিস্তানের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সিকিউরিটি প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর অনাস্থা জ্ঞাপন কেন করা হচ্ছে? আর কয়েকজন ব্যক্তিত্বের নিরাপত্তার জন্য বিরাট অংকের ব্যয় বহন করে এমন ধ্বংসাত্মক কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সম্পদ নিঃশেষ করা হচ্ছে কেন? উপরন্তু ব্ল্যাক ওয়াটার কিংবা আমেরিকান মেরিন কামান্ডোদের মাধ্যমে যদি পাকিস্তানের পারমাণবিক সামগ্রীর কোন ক্ষতি হয়, তার দায় কে বহন করবে? এ প্রসঙ্গে বর্তমান সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ শুধু মাথা উঁচু করে নিজেদের অজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে জীবন বাঁচাতে পারবে না। এই দেশ কোন একক দলের ও কতিপয় ব্যক্তির ব্যক্তি স্বার্থের বধ্যভূমি হতে পারে না। ১৭ কোটি মানুষের রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার রয়েছে যে, তাদের উপর

চেপে দেয়া আপদের হিসাব অবশ্যই বর্তমান সরকার থেকে নিবে। সরকার যদি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হয় তাহলে বোঝা উচিত যে, নৈতিকভাবে তারা রাষ্ট্র পরিচালনার বৈধতা হারিয়ে ফেলেছে।

আমরা কি গোলাম?

[বিখ্যাত কলামিস্ট ইয়াসির মুহাম্মাদ খানের প্রতিক্রিয়া]

কয়েক দিন পূর্বে আমি ইসলামাবাদ থেকে লাহোর যাচ্ছিলাম। আমার পাশের সিটে এক যুবক বসা ছিল। যুবকের চেহারা আকৃতিতে উত্তরাঞ্চলীয় বাসিন্দা মনে হচ্ছিল। দেখতে যুবকটিকে শিক্ষিত এবং ভদ্রও মনে হচ্ছিল। উড়োজাহাজ টেক অফের পর যখন শূন্যে সমান্তরালভাবে চলতে শুরু করল, সে সিট বেল্ট খুলে পত্রিকা পড়ায় মনোযোগি হল। আমিও একটি বইয়ে মনোযোগ দেই। আমরা উভয়ে দীর্ঘক্ষণ নিজ নিজ ব্যস্ততায় মশগুল থাকি। হঠাৎ সে আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করে। সে আমার কুশলাদি ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। এরপর আমাদের মাঝে কথাবার্তা চলতে থাকে। তার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি যখন বললাম, আমি সাংবাদিক, সে সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুরে আমার দিকে মুখ করে বসে বলল–

'গ্রেট স্যার! সাংবাদিকদেরকে আমি খুবই পছন্দ করি। এরা অত্যন্ত সচেতন এবং চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকেন। নিঃসন্দেহে আমার ভ্রমণ আনন্দের হবে।'

আমি হাসি মুখে তার কথার উত্তর দেই। তার চেহারাতেও হাসির ঝলক খেলে যায়। সে বলল–

'সাংবাদিকরা হন তথ্যের ভা-ার। তাদের নিকট গোটা দুনিয়ার তথ্য থাকে। সাংবাদিকরা জাতির সমস্যাগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখেন। তাই একজন সাংবাদিকের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।'

আমি এবারও সৌজন্যতাস্বরূপ তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এরপর আমাদের আলোচনায় বর্তমান সরকারের পলিসি, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, বেকারত্ব, উর্ধ্বমূল্য সব কিছুই আসে। আমরা দীর্ঘ সময় এসব বিষয়ে আলোচনা করতে থাকি।

যুবক রাজনীতির স্টুডেন্ট ছিল। এজন্য রাজনীতির প্রতি তার যথেষ্ট পরিমাণ আগ্রহ ছিল। আমিও এ বিষয়ে কথা না বলে থাকতে পারি না। আমাদের আলোচনা চলছিল। হঠাৎ সে চমকে দেয়া একটি প্রশ্ন করে বসে। সে জিজ্ঞাসা করে–

'আচ্ছা, আমরা কি আমেরিকার টাকায় কেনা গোলাম?'

তার এই আকস্মাৎ প্রশ্নে আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। আমি তাৎক্ষণাত না সূচক মাথা দুলাই। কিন্তু সে একই সুরে বলতে থাকে–

'কিন্তু স্যার! আমরা যদি আমেরিকার গোলামই না হব তো তাদের যুদ্ধ করছি কেন? আমরা আমাদের দেশের নাগরিকদের উপর বোমা বর্ষণ করছি কেন? আমরা আমাদেরই আপনজনদেরকে হত্যা করছি কেন? স্যার, আমরা যদি আমেরিকার গোলামই না হব, তো আমেরিকার আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেই না কেন?'

যুবক পুরোপুরি আবেগী হয়ে পড়ে। আমি তার কাছে এমনটি অবশ্য আশা কিরনি। কিন্তু হয়ত তার আবেগী হওয়াও উচিত ছিল। কারণ সে একজন শিক্ষিত এবং সচেতন যুবক ছিল। এরপরও আমি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বললাম–

আপনার কথা ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী বারবার আমেরিকান হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। সরকার এসব হামলার কারণে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে পররাষ্ট্র দফতর ডেকে প্রতিবাদও করেছেন। এমনকি আমাদের পার্লামেন্ট আমেরিকান হামলার তীব্র নিন্দাজ্ঞাপন করে চৌদ্দ দফার একটি প্রস্তাবও পাশ করেছে। এবং গত কয়েক দিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রেজা গিলানী স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, আমরা আমেরিকার গোলাম কিংবা প্রজা নোই। পাক মাটিতে আমরা কাউকেই হামলা করার অনুমতি দিতে পারি না।'

আমি থামি। সে মুচকি হাসে। হেসে বলল–

কিন্তু স্যার! প্রেসিডেন্ট অথবা প্রধান মন্ত্রীর পক্ষ হতে নিন্দাসূচক বিবৃতি, আমেরিকান দূতের কাছে প্রতিবাদ, পার্লামেন্টে প্রস্তাব মুঞ্জুরি এবং প্রধানমন্ত্রীর– আমরা আমেরিকার গোলাম নোই, পাক মাটিতে আমরা কাউকেই হামলা করার অনুমতি দিতে পারি না– এ ধরনের ভাষণ-বিবৃতির পরও নিয়মিত এবং ধারাবাহিকভাবে হামলা হচ্ছেই হচ্ছে।

আমেরিকান ড্রোন বিমান উপজাতীয় এলাকাগুলোতে নিয়মিত টহল দিচ্ছে। প্রতিদিন মিজাইল নিক্ষেপ করছে এবং উপজাতীয় এলকাগুলোতে প্রতিদিন পনের থেকে বিশ জন শহীদ হচ্ছে। অথচ সরকার কেবল নিন্দাজ্ঞাপন আর প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষ্যান্ত হচ্ছে।

সে আমার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলালাম–

আপনার ধারণামতে সরকারের কি করা উচিত বলে মনে করেন?

সে আরেকবার পাশ বদলায় এবং অত্যন্ত চিন্তাশীল ভঙ্গিতে বলতে থাকে–

'আমাদের শাসকদের ইরান, উত্তর কোরিয়া, ভেনিজুয়েলার মত দেশগুলো থেকে শেখা উচিত। আমাদের শাসকদের উচিত, আমেরিকার সঙ্গে সমতা বজায় করে কথা বলা। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়ে কোন প্রকার কম্প্রোমাইজ না করা। তারা স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমেরিকাকে নিশ্চিত করবে যে, তারা যদি আমাদের সীমান্তে প্রবেশ করে, তাহলে আমাদের সেনাবাহিনী তাদেরকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিবে এবং সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে তাদের সহযোগিতা করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাবে।'

আমি চুপচাপ তার কথা শুনছিলাম আর সে বলে যাচ্ছিল–

'আমাদের শাসকবর্গ যাকে আমাদের যুদ্ধ বলছে, মৌলিকভাবে সেটি আমাদের এবং আমাদের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আপনি চিন্তা করে দেখুন, এই যুদ্ধ শুধু পাকিস্তান আর আফগানিস্তানে হচ্ছে। আর এর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে পাকিস্তানেরই। আমেরিকা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বাহানা বানিয়ে ইসলাম এবং বিশেষ করে পাকিস্তানকে পরাজিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অথচ আমাদের শাসকবর্গ আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্বের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। এরা আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করে কিন্তু তার ফল কি হয়? আমাদের পার্লমেন্ট মেম্বাররা ও শাসকরা আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু আমেরিকান রাষ্ট্রদূতদের পশমও কি নড়ে? প্রত্যেক আক্রমনের পর আমাদের শাসকরা হয়ত নিন্দা বিবৃতি জানায়, কিন্তু এতে কী হয়? আপনিই বলুন, আজ পর্যন্ত এসব প্রতিবাদ, প্রস্তাবনা এবং বিবৃতির কোন ফল পাওয়া গিয়েছে কি? শুধু তাই নয়, আমাদের প্রতিটি নিন্দাজ্ঞাপন, প্রতিটি প্রতিবাদ ও প্রস্তাবনার পরক্ষণেই ন্যাটো ফোর্সের গোয়েন্দা বিমান আমাদের সীমান্তে প্রবেশই করেনি শুধু বরং মিজাইলও নিক্ষেপ করেছে। আর আমাদের শাসকরা আরেকটি বিবৃতি দিয়ে ক্ষ্যান্ত হয়েছে, ব্যাস। এর অর্থ কি স্যার? স্যার, এটা আমেরিকার স্পষ্ট বদমাশি নয় কি? এটা কি এ কথাই প্রমাণ করে না যে, আমেরিকা আমাদের প্রতিবাদ, বিবৃতি এবং কোন প্রস্তাবনাকেই পরোয়া করছে না?'

যুবক আবেগের স্রোতে ভাসছিল। সে থামলে আমি বললাম–

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর নিন্দা বিবৃতি, প্রস্তাবনা এবং প্রতিবাদের মূল্যায়নযোগ্য কোন ফলই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আমেরিকা লাগাতার আমাদের সীমানায় প্রবেশ করছে। কিন্তু এর পরও এটা বাস্তবতা যে, পৃথিবীতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা, পৃথিবীকে সুরতেহাল সম্পর্কে অবগত করা এবং নিজের দাবি মানানোর উত্তম পদ্ধতি প্রতিবাদই। আর

প্রতিবাদ এমন একটি অধিকার, যা দুনিয়ার কোন শক্তিই ছিনিয়ে নিতে পারে না। প্রতিবাদের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার সংগঠন এবং জাতি উঠে দাঁড়ায়। আর এই প্রতিবাদ এমন একটি জিনিস যার কারণে স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের মত সম্পদ অর্জিত হয়ে থাকে। এজন্য সভ্য এবং জাগ্রত জাতির মাঝে প্রতিবাদকে অধিকার মনে করা হয়। আর আমাদের সরকারও প্রতিবাদ করছে। নিন্দাজ্ঞাপন করছে। বাকি থাকল আমেরিকাকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়ার প্রশ্ন? প্রিয়, এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। পাকিস্তান আমেরিকার মত সুপার পাওয়ারের সঙ্গে টক্কর দেয়ার মত পজিশনে নেই।

যুবকের চেহারা রক্তাভ হয়ে ওঠে। হয়ত আমি তার কষ্টের শিরায় হাত রেখে দিয়েছিলাম। সে বিরক্ত হয়ে বলল–

'কিন্তু কেন? আমরা কি স্বাধীন জাতি নোই? আমাদের কাছে কি সৈন্য নেই? আমাদের কাছে কি পারমাণবিক শক্তি নেই? আমাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ এবং সাহস নেই? আমেরিকা আমাদের উপর বোমা মারবে আর চুপচাপ তামাশা দেখতে থাকব? না স্যার, পাকিস্তান একটি আজাদ এবং স্বাধীন দেশ। আমাদের জাতি বাহাদুর, আত্মমর্যাদশীল এবং দুঃসাহসী। পৃথিবীর বুকে পাকিস্তানের একটা মর্যাদা এবং অবস্থান রয়েছে। এজন্য আমাদের শাসকদের উচিত, আমেরিকার হামলার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া। বিশ্বাস করুন স্যার, আমাদের শাসকরা যখন থেকে আমেরিকার সম্মুখে নত হওয়া শুরু করেছে, আমরা তখন থেকে ধ্বংসের মুখে পতিত হতে শুরু করেছি। ৯/১১ এর পর রিচার্ড আর্মটেজ পারভেজ মোশাররফকে ধমকি দিয়েছিল– আমেরিকার বন্ধু হও, অন্যথায় পাথরযুগে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। আমাদের প্রেসিডেন্ট এই ধমকির ফলে আমেরিকার বন্ধুত্ব গ্রহণ করে এবং তার প্রতিটি দাবি মেনে নেয়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা আমেরিকার মিত্র হয়েছি। আমরা বিগত সাত বছর ধরে বন্ধুত্ব বজায় রাখছি। আর আমরা সেই বন্ধুত্বের জন্য ৩৪ বিলিয়ন ডলার উৎসর্গ করে দিয়েছি। আমরা আমাদের আট হাজারেরও বেশি মানুষকে বারুদের স্তূপে পরিণত করেছি। হাজার হাজার পরিবারকে ঘর ছাড়া করেছি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে বেকার করে দিয়েছি। আমাদের নাগরিকদেরকে ধরে ধরে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছি। আমরা সীমান্তের প্রহরী উপজাতীয়দেরকে আমাদের শত্রু বানিয়েছি। আমরা আমেরিকার 'ডু মোর, ডু মোর' (আরো দাও, আরো দাও) দাবির উপর নতজানু হয়ে গিয়েছি। আমরা আমেরিকার সব দাবি মেনে নিয়েছি। এমনকি আজ করাচি থেকে খাইবার পর্যন্ত এবং কশ্মির থেকে নিয়ে

পেশওয়ার পর্যন্ত গোটা দেশ আগুনে দাউ দাউ জ্বলছে। কিন্তু এর পরও আমরা এই বন্ধুত্বের মর্ম বুঝতে পারছি না। আমেরিকা ২০০৮ সালের জানুয়ারী থেকে নিয়ে ২০০৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ২৪ বার উপজাতীয় এলাকাগুলোতে মিজাইল নিক্ষেপ করেছে। সাড়ে তিনশ'র অধিক মানুষকে ভস্মিভূত করেছে। হাজার হাজার মানুষকে ঘরছাড়া করেছে। কিন্তু আমরা এরপরও বন্ধুত্ব বজায় রেখেছি। এসব কি হচ্ছে? আমাদের ইজ্জত, আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ কি প্রশ্নবিদ্ধ নয়?

যুবক আবার আমার দিকে জিজ্ঞাসা ভার দৃষ্টিতে তাকায়। যুবকের আবেগ ও স্পৃহা দেখে আমি মনে মনে দারুন আনন্দিত হচ্ছিলাম এবং মনে মনে তাকে সাবাশও দিচ্ছিলাম যে, একজন দেশ প্রেমিক পাকিস্তানীকে এমনই হওয়া চাই। কিন্তু আলোচনা আমি দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছিলাম। তাই তাৎক্ষণাত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে কিছুটা শীতলতা প্রদর্শন করে তাকে বললাম–

পাকিস্তান বড় কঠিন দূর্যোগপূর্ণ সময় অতিক্রম করছে। আমাদের কোষাগার শূন্য। আমাদের শিল্প, আমাদের ফ্যাক্টরী, আমাদের কারখানা এবং আমাদের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলো একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পূঁজিপতিরা বিরক্ত, রাগান্বিত। বিদ্যুত নেই, আটা নেই, চড়া মূল্য, বেকারত্ব এবং দারিদ্রতা বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমেরিকার দিকে বড় চোখে তাকানো আমাদের ঠিক হবে না। আমেরিকার সাহায্য ছাড়া আমরা এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারব না। আমেরিকা একটি শক্তি। আর আমাদেরকে মানতে হবে যে আমরা আমেরিকার সঙ্গে পেরে উঠব না। এমনকি আমেরিকা ছাড়া আমরা চলতেও পারব না।

আমার এই বাক্য যুবকের অসহনীয় লাগে। সে আমাকে আমার কথার মাঝেই থামিয়ে দেয় এবং আবেগ তাড়িত হয়ে বলে–

জনাব! আমরা আমেরিকা ছাড়াও চলতে পারি। চীন যদি কারো সাহায্য ছাড়া এখানে পৌঁছতে পারে, মালয়েশিয়া যদি উন্নতি করতে পারে। ইরান, উত্তর কোরিয়া এবং বলিবিয়ার মত দেশগুলো যদি আমেরিকার চোখে চোখ রেখে জীবিত থাকতে পারে, তাহলে আমাদের দেশে কিসের অভাব। কৃষি সম্পদে আমরা সমৃদ্ধ। আমরা ষোল সাড়ে ষোল কোটি মানুষ। আমাদের বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে। আমরা সবাই ট্যালেন্ট। আমাদের কাছে ক্ষেত আছে, গোলা আছে। আমাদের কাছে বন আছে, বিল আছে, নদী আছে, সমুদ্র আছে। আল্লাহর দান চারকিট ঋতু আছে। অফূরন্ত খনিজ সম্পদ আছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সব ধরনের নেয়ামত দান করেছেন। আমাদের দেশের

মানুষ উদ্যমী এবং পরিশ্রমী। তাদের যোগ্যতা রয়েছে, সামর্থ রয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা হল আমাদের দেশের যুবকরা দেশপ্রেমিক। সুতরাং আমরা আমেরিকাকে ছাড়া এসব দুর্যোগ থেকে বের হতে পারব না কেন? আমরা উন্নত করতে পারব না কেন?'

আমি চুপচাপ তার কথা শুনছিলাম। সে বলেই যাচ্ছিল–

আচ্ছা, আমরা কত দিন আর অন্যের দিকে চেয়ে থাকব? আমরা আর কত দিন ঝোলা নিয়ে অন্যের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরব? এক দিন না এক দিন তো এই ঝোলা নিক্ষেপ করতেই হবে। আমাদেরকে সম্মুখে অগ্রসর হতেই হবে। আমাদেরকে নিজেদের পায়েই দাঁড়াতে হবে। স্যার, আমরা আর কত দিন অন্যের দয়া ও করুণার উপর থাকব? আর কত দিন স্যার, আর কত দিন?

যুবক কথা বলতেই ছিল। এ সময় এয়ার হোস্টেসের কণ্ঠ ভেসে উচ্চকিত হয়, সম্মানিত যাত্রী বৃন্দ! সবাই নিজ নিজ সিট বেল্ট বেঁধে নিন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে লাহোর এয়ারপোর্টে অবতরণ করব। আমরা উভয়ে দ্রুত সিট বেল্ট বাঁধি। কয়েক মুহূর্তেই জাহাজ এয়ারপোর্টে অতরণ করে। যুবক ওঠে এবং আমার সঙ্গে হাত মেলায় এবং নিচুস্বরে বলে–

'স্যার! এসব শাসকদেরকে বলে দিয়েন যে, আমরা গোলাম নই। আমরা জিন্দা জাতি, আমরা স্বাধীন জাতি।'

সে নাইস ইউ মিট ইউ বলে এবং নিচে নেমে যায়।

আমিও তার পিছনে পিছনে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসি। এয়ারপোর্টে অস্বাভাবিক ভীড় ছিল। যুবক ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যায়। কিন্তু তার একটা বাক্য এখনো আমার মস্তিস্কে বারবার চক্কর খাচ্ছে– আমরা কবে এই ঝুলি নিক্ষেপ করব? আমরা আর কত দিন অন্যের দয়া ও করুণার উপর থাকব? আর কত দিন স্যার, আর কত দিন? আর আমি ভাবছি, যে দেশের যুবকরা উন্নতির স্বপ্ন দেখে, যাদের মধ্যে সাহসিকতা, আত্মমর্যাদাবোধ আর দেশপ্রেম ভর্তি, যে দেশের যুবকদের অন্তর জীবন্ত, কিন্তু এর পরও দেশ উন্নত করছে না। এর শাসকরা গোলামের মত অন্যের দাবি পূরণ করতে ব্যস্ত। তারা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষার ঝোলা নিয়ে ঘুরছে আর দুশমনরা হামলা করার পরও চুপ থাকে। সে দেশ ও দেশের শাসকদের এর চেয়ে দুর্ভাগ্য কি হতে পারে? আমি যতই সেই যুবককে নিয়ে ভেবেছি, আমার মনে হয়েছে, এই দেশের প্রতিটি নাগরিকের এই আবেগ, এই অনুভূতি এবং এই ধারণা। এই দেশের বেশির ভাগ মানুষ আমেরিকাকে ঘৃণা করে। এসব হামলাকে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মনে

করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শাসকরা সেটাকেই আমেরিকার বন্ধুত্ব মনে করে। হায়, আমাদের শাসকরা যদি একটু বুদ্ধিমত্তা, একটু সাহসিকতা এবং একটু উদ্যম ও শৌর্য প্রদর্শন করত! হায়, তারা যদি একটু ঈমানী শক্তি পয়দা করত এবং অন্যের আগুন থেকে নিজের নাগরিকদেরকে বাঁচাত! কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের শাসকদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। তারা এখনো আমেরিকার বন্ধুত্বে নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। আরে আল্লাহ বান্দারা! একটু হলেও তো হুঁশ করবে, সাহসকিতা সৃষ্টি করবে। *[সাপ্তাহিক জরবে মুমিন : ২১-২৭ নভেম্বর ২০০৯]*

জামাতুদ দাওয়ার আমির হামযার আমেরিকানদেরকে হত্যা করার নির্দেশ

সম্মানিত পাঠক! আজ আমার পাকিস্তানের মা, বোন, মেয়ে, শিশু এবং তাদের আত্মমর্যাদশীল পিতা, স্বামী এবং ছেলেদেরকে দংশন করার জন্য কালো কুকুরেরা এসেছে। কয়েকটি শহরে এসেছে। ইসলামাবাদে সাতশ' এসেছে। আরও এক হাজার আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। আরও আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের চশমাও কালো। তাদের গাড়ীও কালো। তাদের নামও ব্ল্যাক ওয়াটার, কালো পানি। তাদের মধ্যে অনেকর রঙও কালো। আর যাদের চামড়া সাদা, তাদের মন ও মস্তিস্ক কালো। তাদের প্রেসিডেন্টও কালো। এদের ডাইরেক্টর যে, তার নাম 'কালো কাফের'। তাদের কর্যক্রমও কালো। এই কালোরা, কালো কুকুরকেই ভালোবাসে। কালো কুকুরকে তারা নিজেদের সঙ্গে শোওয়ায়। তাদের নামে সম্পত্তি ওয়াকফকারী এসব মানুষরূপী কালো কুকুর ভেউ ভেউ করতে এবং দংশন করতে আসছে। ধর্মীয় ঘৃণা ছড়ানোর জন্য, ভাষার বিষ গিলানোর জন্য ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস চালাবে। পারমাণবিক সামগ্রী চুরি করতে, মুজাহিদদের উপর আক্রমণ করতে, কাফেরসুলভ প্রক্রিয়ায় সন্ত্রাস করবে। উপমহাদেশে শাহ ইসমাইল শহীদ রহ. যখন জিহাদ করেছিলেন, ইংরেজরা তখন তাঁর সাথীদেরকে কালাপানির শাস্তি দিয়েছিল। আন্দামান দ্বীপের কালো পানিতে তাদেরকে তাদেরকে কয়েদ করে। এখন আমেরিকা কালাপানির নাম ধারণ করে কালাকর্মের ধারক ভাড়াটে সন্ত্রাসীদেরকে আমাদের দেশে নিয়ে আসছে।

হে পাকিস্তানবাসী! ভয় পেয়ো না। পাকিস্তানের সৈন্য সাত লক্ষ। এই সাত লক্ষ সৈন্য; আচ্ছা সাত লক্ষ না হোক, এর মধ্যে সাতশ সৈন্যও কি পাওয়া যাবে না যে তার মা– মাতৃভূমির কর্তব্য আদায় করবে? কালো কুকুরেরা যখন

আমাদেরকে দংশন করার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হবে, মায়েরা তখন কি তাদের যুবক সন্তানদেরকে প্রতিকারের জন্য এগিয়ে যেতে বলবে না? আমার বিশ্বাস, সাতশ' নয়, সাত হাজার বরং এর চেয়েও বেশি মা তাদের কর্তব্য পালন করবে। স্ত্রীরা তাদের কর্তব্য পালন করবে। মেয়েরা তাদের কর্তব্য পালন করবে। এরপর পুরো পাকস্তান, তার যুবক আবদুর রহমান মক্কী হয়ে যাবে। এসব কালো কুত্তার লাশগুলোও আমেরিকা পাবে না। সুতরাং হে শাসকেরা! ডলার খাও আর তোমাদের প্রভুদেরকে বলে দাও, কালো কুকুরগুলো আটকিয়ে রাখ। অন্যথায় পাকিস্তানের আত্মমর্যাদাশীলরা তাদের চিকিৎসা করবে। এমনিও আমাদের প্রিয়তম সম্মানিত নবী বলে দিয়েছেন, কালো কুকুর শয়তান। কালো কুকুরকে মারলে সাওয়াব হয়। আর হ্যাঁ, আমাদের দেশ যখন তাদের হস্তক্ষেপে নড়বড়ে হয়ে পড়বে এবং আমাদের ইজ্জতের পোশাক, আমাদের পারমাণবিক অস্ত্র, আমাদের সেনাবাহিনীর সম্ভ্রমের উপর আঘাত আসবে, তখন এস কালো কুকুরকে মারা প্রতিটি আত্মমর্যাশীল মুসলমানের উপর পাকিস্তানি ফরজ হয়ে যাবে। সুতরাং সেই সময় আসার পূর্বেই ওদেরকে ঠোকও। ওদেরকে বাঁধো। ওয়াশিংটনের প্রাসাদেই ওদেরকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা কর। অন্যথায় ওদের এফআইআর রেজিঃ করার জন্য পাকিস্তানে কোন পুলিশ পাবে না।

ব্ল্যাক ওয়াটারাইজেশন এবং অর্থনৈতিক মন্দা

একদিকে আমেরিকার ব্ল্যাক ওয়াটারের নেকেড়েরা দেশের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়ছে এবং প্রতিরক্ষার দিক থেকে পাকিস্তানকে দুর্বল করে ফেলছে। অন্যদিকে ইহুদী নাসারার মোহাজনরাও তাক করে বসে আছে পাকিস্তানের কখন সুদি টাকার প্রয়োজন পড়ে। তারা ঋণের জিঞ্জির আমাদের পায়ে লাগিয়ে আমাদের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত রক্তধারাকে বন্ধ করে দিয়ে আমাদেরকে অচল করে দিতে চায়। পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক মন্দায় ফেলতে এরা নানা রকম অস্ত্র ব্যবহার করছে। যেমন ইদানিং বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বিদেশী কোম্পানীগুলো খেলা দেখাচ্ছে। পরিকল্পনা ভিত্তিক এসব বিদেশী কোম্পনীগুলো বিদ্যুৎ উৎপাদনের করার জন্য বিভিন্ন নামে ঠিকা নিয়েছে। এর পর ধীরে ধীরে তার শিরা উপশিরায় প্রবেশ করে দূর্যোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ফলে আজ লোড শেডিংয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন। ইন্ডাস্ট্রীজগুলো ধ্বংসের পথে। শিল্পপণ্যগুলোর দাম বেড়ে গিয়েছে। বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক মাথার ওপরে বসে ছড়ি নাড়াচ্ছে। বিদ্যুতের চড়া মূল্যের কারণে প্রতিটি জিনিসেরই মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। গরীব মানুষের বেঁচে থাকাটাই কষ্টকর হয়ে

পড়েছে। সরকার নিরূপায়। কারণ খয়রাত হিসেবে ঋণ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে পর্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। এ সময় বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি বরদাশত করতে হচ্ছে, কিন্তু উফ পর্যন্ত বলার সুযোগ নেই। বড় অদ্ভুত তামাশা, সাধারণ মানুষ উচ্চমূল্যের কারণে ছটফট করছে আর শাসকরা চুপচাপ সাধু বনে আছে। পেট্রোল, ডিজেল, গম, চিনি– নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। জাতীয় সম্পদ সস্তামূল্যে বিদেশীদের হাতে বিক্রয় করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে জনগণকে বিদ্যুৎ, পানি এবং গ্যাসের মন্দা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। বড় অদ্ভুত ব্যাপার, পানি, গ্যাস খনিজ পদার্থ, এগুলোর মন্দা আসবে কেন? এ বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবলে বিষয়ের গভীর পৌঁছা যায়। আন্তর্জাতিক ইহুদী শক্তি ভারতের সঙ্গে মিলে পাকিস্তানকে বন্ধ্যা বানানোর পরিকল্পনা করেছে। সিন্ধু নদের চুক্তির কারণে পাকিস্তানের নদীর পানি কেটে নেয়া হয়েছে। ভারত একের পর এক ড্যাম তৈরি করে যাচ্ছে। আর পাকিস্তান লোড শেডিংয়ের দুঃসহ যন্ত্রণায় মরছে। কারণ চন্নাব নদীতে বগলিহার ড্যাম নির্মাণের কারণে পাকিস্তানী অর্থনীতিকে বৎসরে এক মিলিয়ন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিগত তিন মাস ধারে চন্নাবের পানি প্রবাহ একদম বন্ধ। এর কারণে ৩৫ লাখ একর ভূমি পুরোটা অনুর্বর হয়ে পড়েছে। বাকি ৩৫ লাখ একর ভূমিও ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ওয়াটার কাউন্সিলের কোয়ার্ডেনেটরজেড এইচ ডাহেরী এ সম্পর্কে বলেছেন যে, ভারত অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে পাকিস্তানের জল উপকরন দখল করে নিচ্ছে। অথচ আমাদের দেশের শাসকরা চুপচাপ তামাশা দেখছে। তিনি আরও বলেন, ভারত এ সময়ে চন্নাব নদীর প্রায় একশ' ভাগ, ঝিলাম নদীর সত্তর ভাগ এবং সিন্ধু নদী থেকে ৬৫ ভাগ পানি ব্যবহার করছে। ওয়াল্ড ওয়াটারের কোয়ার্ডেনেটর বলেছে, ভারত খুব ক্ষীপ্র গতিতে সিন্ধু নদীর উপর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কার্গিল ড্যামের হোমওয়ার্ক করা হচ্ছে। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, ভারত কার্গিল ছাড়াও সিন্ধু নদীতে ১৪টি ড্যাম নির্মাণ করতে যাচ্ছে। ঝিলাম নদীতে ছোট বড় ৪৮টি ড্যাম নির্মাণ করছে। ২০১৪ সালের ভেতর এসব ড্যাম কার্যত ভারতের কন্ট্রোলে চলে যাবে। অথচ আন্ডাস ওয়াটার কমিশনার বলেছে, ভারত বগলিহারের পর আরও দশটি ড্যাম বানানোর পরিকল্পনা করছে। যার কারণে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের কৃষি মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন হবে।

কৃষি ধ্বংস এবং বিদ্যুত স্বল্পতার কারণে পাকিস্তান কঠিনভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। যার ফলে পাকিস্তান মারাত্মক অর্থনৈতিক মন্দার শিকার। সাধারণ জনগণ

উর্ধ্বমূল্য ও বেকারত্বের কারণে অতিষ্ঠ। এক সময় জনগণ শাসকদের টুটি চেপে ধরবে। ফলে সরকার এবং জনগণ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে। দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হবে। সরকার ঋণ নিতে বাধ্য হবে। আর তখন ওই সব মহাজনদের শর্তে ঋণ নিতে বাধ্য হবে। যাতে তারা নিজেদের স্বার্থ পূরনের জন্য তা ব্যবহার করতে পারে। আসল কথা হল, আমেরিকান এজেন্সিগুলো দেশে অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যাতে এসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মন্দার পিছনে আমেরিকার ভূমিকা সর্বাগ্রে। আমেরিকা চায়, পাকিস্তান পরিপূর্ণরূপে তার প্রভাববলয়ে চলে আসুক। যার জন্য হোমওয়ার্ক হচ্ছে। পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটারের উপস্থিতি সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ। বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দা আমেরিকার সৃষ্টিকৃত। আমেরিকা সর্ব দিক থেকে পাকিস্তানকে আক্রমণ করে চলছে। ভারতের সঙ্গে মিলে পাকিস্তানকে মরুভূমি বানানোর চেষ্টায় লিপ্ত। যাতে পাকিস্তানে খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি হয়, উর্বর ক্ষমতা হ্রাস পায় আর আমেরিকার অবৈধ সন্তান ব্ল্যাক ওয়াটারের অস্তিত্বকে মেনে নেয়। তারা যেন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে এবং তারাই যেন ভালো মন্দের মালিক হয়ে দেশের কোণায় কোণায় আধিপত্য খাটাতে পারে। কেউ যেন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দুঃসাহস না করে। বর্তমান যুদ্ধও এই প্রেক্ষিতেই চলছে, যাতে পাকিস্তানের সিকিউরিটি ফোর্স আভ্যন্তরীণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে দুর্বল হতে দুর্বল হতে থাকে এবং আমেরিকারণ প্রেতাত্মার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার শক্তি একেবারে শেষ হয়ে যায়।

আমেরিকার টার্গেট পাকিস্তানে নিরাপত্তাহীনতা, অরাজকতা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করা। সমাজকে অশ্লীল বানানো, যাতে পাকিস্তানের পেট থেকে ব্ল্যাক ওয়াটারের মত একটি অজেয় বাহিনীর প্রলয় তৈরি করে বাকি ইসলামী দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ইংরেজ লেখক Janthan Swift তার Gullivers বইয়ে সেনাবাহিনীকে Hired Yahoos অর্থাৎ মাথা মোটা এবং কম বুদ্ধির মানুষ বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি লেখেন, এরা অত্যন্ত স্বার্থপর মানুষ। এরা অনেকজনকে শুধুই নিজেদের ভাতার জন্য জানে মেরে ফেলে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্ল্যাক ওয়াটারও সেনাবাহিনীর মত ভাতার খাতিরে মানুষের জীবন নেয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে থাকে। ইরাক এবং আফগানিস্তানে এর ঘৃণ্য স্বাক্ষর রেখে এখন পাকিস্তানের জমিনে তাদের শয়তানী থাবা বাসিয়েছে। পাকিস্তান বর্তমান সময়ে আমেরিকান ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছে। সামনে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি পাকিস্তানের শিল্প-কল-কারখানার কোমরকে আরও ভেঙ্গে দিবে। ফলে কারখানা

বন্ধ হতে থাকবে, বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। খুন-খারাবি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব। আর এগুলো দ্বারাই আমেরিকার স্বার্থ পূর্ণতা পাচ্ছে। আমেরিকা পাকিস্তানীদের অহঙ্কারকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার জন্য পাকিস্তানের মাটিতে ব্ল্যাক ওয়াটরকে বিশেষ টাস্ক দিয়ে নামিয়েছে। তারা দেশের ভেতর নৈরাজ্য সৃষ্টি করে আমেরিকান সৈন্যবাহিনর জন্য পথ সুগম করছে। যাতে আমেরিকা পাকিস্তানের উপর খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে। খাদ্যাভাব এই ষড়যন্ত্রেরই অংশ। যা ইদানিংকালের কেরি লোগার বিলের মাধ্যমে পাকিস্তানকে আরও হেয় করা হচ্ছে। উপরন্তু তাহরিকে তালেবানের কেন্দ্রীয় মুখাপত্র আজম তারেক ব্রিটিশ রেডিও'র সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে গিয়ে বলেন, পেশওয়ার সদর এবং খায়বার বাজারের বিস্ফোরনে ব্ল্যাক ওয়াটার নামক আমেরিকান সংগঠন জড়িত। ব্ল্যাক ওয়াটার দেশে বিভিন্ন অপারেশনেও জড়িত। কারণ তাদের টার্গেটই হল অস্থিশীলতা সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে দুর্বল এবং ব্যর্থ রাষ্ট্র পরিণত করা।

তৃতীয় মহাশক্তি এবং ব্ল্যাক ওয়াটার

উপজাতীয় এলাকায় চলমান যুদ্ধ ষষ্ঠ বছরে পা দিয়েছে। এই যুদ্ধ ক্রমম্বয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে। মোহামন্দ এজেন্সি, বাজোর এজেন্সি, খায়বার এজেন্সি, বুনির, মালাকান্ড, উজিরিস্তান, সোয়াত সহ অন্যান্য এলাকা নিয়ে উপজাতীয় এলাকাকে যুদ্ধবাজ, সহনশীল মানুষের জগত বলা হয়। এখানকার ইতিহাস বলে, যেসব তাগুতি শক্তি আত্ম অহমিকা নিয়ে এসব এলকা জয় করতে গিয়েছে, তাদেরকে ব্যর্থতা এবং গ্লানীর মুখ দেখতে হয়েছে। ব্রিটিশবাহিনী ১৯৩৬ থেকে নিয়ে ১৯৪৭ পর্যন্ত এখানে ফকির আইপি নামে এক মুজাহিদকে গ্রেফতারের বাহানায় দখল নেয়ার চেষ্টায় দীর্ঘ এগার বছর অপারেশন চালায়। কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রাণহানী ঘটিয়ে গাট্টি-বোচকা গুটিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

উপজাতীয় এলাকা পাকিস্তানের জন্য নিরাপদ এবং রক্ষিত মনে করা হয়। এক সময় এই অঞ্চলকে 'গায়ের' বলা হত। বাইরের মানুষ এখানে আসতে সাহস করত না। এখানকার মানুষেরা তাদের নিজেদের নিয়ম পরিচালনা করত। এখানকার বাসিন্দাদের জন্য তা গ্রহণীয়ও ছিল। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ এই অঞ্চলকে পাকিস্তানের সেকেন্ড ডিফেন্স লাইন ঘোষণা করে এখানে সৈন্য নিয়োগদান বন্ধ রেখেছিলেন। প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব একটা মনস্তাত্ত্বিক দিক থাকে। উপজাতীয়দের মনস্তাত্ত্বিক দিক হল, তারা তাদের মাটিতে অন্য কাউকে

বেশিক্ষণ বরদাশত করে না। ভালোবাসা দিয়ে তাদেরকে বশে রাখা যায়। কিন্তু শক্তি দিয়ে তাদেরকে দমন করার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম।

এই উপজাতীয় এলাকার উপর আমেরিকার দৃষ্টি এক যুগ ধরে। এটি এমন একটি জায়গা যা একই সময় একাধিক টার্গেট পূরণ করতে পারে। এই এলাকাকে তাদের ঘাঁটি বানালে শুধু পাকিস্তানের পারমাণবিক সম্পদ পর্যন্ত পৌঁছাই সম্ভব হবে না বরং চীন ও আফগানিস্তানের উপরও কড়া নজর রাখা যাবে। ৯/১১ এর পর আমেরিকা একটি বাহানা পেয়েছে। সে পাকিস্তানের লজিস্টিক সাপোর্টের মাধ্যমে আফগানিস্তানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। আর সাত বছর পর সেই যুদ্ধ ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে এসেছে। এ সময় উপজাতীয় এলাকাগুলোতে চড়াও হওয়ার জন্য সে পাকিস্তানকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। পরিশেষে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তথাকথিত যুদ্ধের আড়ালে নিরাপত্তার নামে ২০০৪ সালে নিজের এলাকাতেই সেনাবাহিনী নামায়। যেখানে সন্ত্রাসের কোন নামগন্ধ ছিল না এবং কেউ হস্তক্ষেপ করারও সাহস রাখে না।

এটি ছিল এমন একটি সূক্ষ্ম চালের সূচনা, যা উপজাতীয়দের অন্তরে সরকারের ভালোবাসার জায়গায় ঘৃণা এবং বন্ধুত্বের জায়গায় শত্রুতার এমন বীজ বপন করে দিয়েছে, যার পর নিরাপত্তা একটি স্বপ্ন এবং শৃঙ্খলা ও শন্তি দুর্লভ শব্দে পরিণত হয়েছে। ২০০৪ সালের ১২ অক্টোবর সেনাবাহিনী এবং উপজাতীয়দের মাঝে প্রথম খ-যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ হয় ওয়ানা নামক স্থানে। এতে তিনজন সৈন্য এবং তেরজন উপজাতীয় নিহত হয়। পরবর্তী রিপোর্টে যাদেরকে সাধারণ উপজাতীয় বলা হয়েছে। এরপর এই ধারা চলতে থাকে এবং পানির মত রক্ত মূল্যহীন হয়ে গিয়েছে। উপজাতীয় এলাকায় হওয়া অপারেশনগুলোতে শিশু নারী এবং বৃদ্ধদেরকেও রেহাই না দেয়ার কারণে উপজাতীয়রা ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। এরপর এই যুদ্ধ আর উপজাতীয় এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। পুরো পাকিস্তান আত্মঘাতি বিস্ফোরণের দ্বারা জ্বলে ওঠে। এরপরও ওই সময়ের সরকার আলোচনার পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগ করে উপজাতীয়দেরকে দমন করার মোশাররফ পলিসি বাস্তবায়ন করা হয়। এটি পলিসি ছিল না বরং এটি এমন একটা কাঁটা ছিল যা শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে যাওয়ার প্রতিটি পথে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

নতুন সরকার আসায় জাতি সুখে নিঃশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু ক্রমশ্বয়ে এমন মনে হচ্ছে যে, রুদ্ধতা শেষ হয়ে লূ-হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমেরিকা তো এখনও নীচুস্বরে এ কথা বলেছে যে, আলকায়েদা এবং তালেবানের

পশ্চাদানসরণ করে পাকিস্তানেও প্রবেশ করতে পরে। কিন্তু ১৮ আগস্ট ২০০৮ সালে মোশাররফের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়। সেপ্টেম্বরের শুরুতেই অত্যাচারী মনোভাবের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২,৩,৪ সেপ্টেম্বরের পরে ৬,৮,১৩ অতপর ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮-এ উত্তর উজিরিস্তানে আমেরিকা মিজাইল হামলা করে। এই হামলায় ৫০ এর বেশি মানুষ শহীদ হন।

রমযান মাসে উপজাতীয় এলাকাগুলোতে অপারেশষ বন্ধ করার ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এই ঘোষণার আলোচনা তখনো ইথারেই ছিল ইতিমধ্যে আমেরিকার নির্দেশে উপজাতীয় এলাকাগুলোতে আবার বিশৃঙ্খলা ও উপদ্রপ শুরু হয়। নিজেদের হাতে নিজেদের মৃত্যুর ধারবাহিকতা আবার শুরু হয়। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী পাঁচশ' তালেবান আর ২৭ সিকিউরিটি ফোর্স মারা যায়। কিন্তু বিবিসি'র রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নারী। বাজোড়, উজিরিস্তানের রক্ত শুকানোর পূর্বেই আর্মেরিকার নির্দেশে সোয়াতে অতর্কিত আক্রমণ শুরু করে দেয়। এতে যুদ্ধক্ষেত্র আরও বিস্তৃতি লাভ করে। দেশের প্রতিটি কোণা বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠতে থাকে। আমেরিকা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে পাকিস্তানী শাসকদেরকে নিজেদের বশে রেখে ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মিকে দেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে দেয়। যাদের উপস্থিতি মেরিট হোটেল এবং পেশওয়ারের পার্ল কন্টিনেন্টাল হোটেলে বিস্ফোরণে তাদের লাশ পাওয়া যাওয়ার দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে।

এখন একটি চূড়ন্ত যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। যেখানে দুনিয়ার তিনটি মহাশক্তি অর্থাৎ আমেরিকা এবং তার মিত্রশক্তি, রাশিয়া এবং চীন এবং মুসলিম বিশ্বের প্রতিরক্ষা শক্তির মাঝে ফয়সালা হবে। আমেরিকার শেষ ঠিকানা আমাদের পাকিস্তান। কারণ আফগানিস্তানে তালেবান আমেরিকার অহমিকা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। আর এজন্য আমেরিকা এই যুদ্ধকে আট বছরে কচ্ছপের মত ঠেলে ঠেলে পাকিস্তানে ঢুকিয়েছে। এজন্য তারা ডলার বস্তার ভেতর ভরছে এবং ভবিষ্যতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে আফগানিস্তানে ঢুকিয়ে তাদের টার্গেট অর্জন করতে চায়। পাকিস্তান সরকার যদি আমেরিকার প্রতারণায় পা দেয়, তো আলেকজা-ার, ব্রিটেন, রাশিয়া এবং আমেরিকার পরাজয়ের পর আরও একটি পারমাণবিক শক্তির পরাজয় যুক্ত হবে। কিন্তু পাকিস্তান তার দর্শনের ভিত্তি– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র উপর ফিরে আসবে এবং দীনি শক্তি শাসক হয়ে যাবে।

সেভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর আমেরিকা সারা বিশ্বের উপর আধিপাত্যের স্বপ্ন দেখেছিল। এমন একটি ব্যবস্থা যার দ্বারা গোটা পৃথিবীতে

আমেরিকার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু মাত্র পনের বছর সময়ের ভেতর এই স্বপ্ন চূর্ণবিচূণ হয়ে গিয়েছে। বিগত শতাব্দীতে হিটলার যেমন LEBENSRAUM এর দর্শন পেশ করেছিল, জার্মানরাই সবচেয়ে সম্মানিত জাতি, এজন্য দুনিয়াব্যাপী কেবল তাদেরই রাজত্ব করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু পনের বছরের ভেতর সেই দর্শন মিছমার হয়ে গিয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে, জার্মানের দর্শনকে শেষ করতে গোটা পৃথিবীর শক্তি এক হয়েছিল। হিটলারের আধিপত্যের দর্শন শেষ হয়েছে। এমনিভাবে আমেরিকার হিটলারশাহীর দর্শন যেই শক্তি টুকরো টুকরো করেছে, সেটা মুসলিম বিশ্বের প্রতিরোধ শক্তি। যা এক অবিশ্বাস্য বিজয় ও অভূতপূর্ব বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে আসে। এই শক্তি আশির দশকে সেভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করে। এই প্রতিরোধ শক্তি গ্রেট ইসরাইলের স্বপ্নকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। এই একই শক্তি বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যের স্বপ্নসৌধকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। এই শক্তিই ইরাকে আমেরিকাকে এবং আফগানিস্তানে ন্যাটো ও আমেরিকাকে পরাজয়ের তিক্তস্বাদ আস্বাদন করিয়েছে। আধিপত্যবাদী সকল শক্তির হাত বেঁধে দিয়েছে। সুতরাং এ কথা বলা যথার্থই হবে যে, আজ দুনিয়ার বৈশ্বিক ব্যবস্থা এক কেন্দ্রীক আর নেই, বরং ত্রিমুখীরূপ লাভ করেছে। যাতে তিনটি শক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একটা হল আমেরিকা। তার সঙ্গে ইউরোপ ইউনিয়ন, ভারত এবং জাপান রয়েছে। আরেকদিকে চীন এবং রাশিয়। আর তৃতীয় শক্তি হল মুসলিম বিশ্বের প্রতিরোধ শক্তি। এই তিন মহা শক্তি বিশ্বব্যবস্থার রূপ দান করছে। চীন আর রাশিয়া ধাক্কাধাক্কির অবস্থায় নেই। বরং পরোক্ষভাবে সেও আফগানিস্তানের যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেখানে আমেরিকা, ইউরোপ এবং ভারত মিলে চূড়ান্ত রাউন্ডের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। যার জন্য ভারত তার সৈন্যদেরকে আফগানিস্তানে নামিয়েছে।

এটি এমন এক অবস্থা, যা ভবিষ্যতে যুদ্ধের নকশা পেশ করছে। যেখানে আমেরিকা, ভারত, ইউরোপ, ইসরাইল, চীন, রাশিয়া এবং ইসলামী প্রতিরক্ষা তৃতীয় শক্তি শরিক থাকবে এবং প্রচ- যুদ্ধ হবে। এই ইসলামী শক্তি পাকিস্তানেও জন্ম নিয়েছে। যার পদধ্বনী স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। যার রুখ আমেরিকা এবং তার মিত্ররা পাকিস্তানের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। বিশেষত আফগান সরকার আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রঙিন দারফর, যে ভারতে চৌদ্দ বছর ছিল এবং RAW-এর কাজ করে, তার দর্শন এই ছিল যে, এই যুদ্ধকে পাকিস্তানের দিকে তৃতীয় শক্তি শরিক থাকবে এবং প্রচ- যুদ্ধ হবে। এই ইসলামী শক্তি পাকিস্তানেও জন্ম নিয়েছে। যার পদধ্বনী স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। যার রুখ আমেরিকা এবং তার

মিত্ররা পাকিস্তানের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। বিশেষত আফগান সরকার আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রঙিন দারফর, যে ভারতে চৌদ্দ বছর ছিল এবং RAW-এর কাজ করে, তার দর্শন এই ছিল যে, এই যুদ্ধকে পাকিস্তানের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হোক। যাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং দীনদার শ্রেণী পরস্পরে ব্যস্ত থাকে আর তারা তাদের উদ্দেশ্যে সফল হয়। এই যুদ্ধের মোড় পাকিস্তানের দিকে এজন্য ঘুরে যায় যে, পারভেজ মোশাররফ আমারেকাকে পুরোপুরি অনুমতি দিয়ে রেখেছিল, তারা সোয়াত থেকে উজিরিস্তান এবং বেলুচ পর্যন্ত আমাদের উপজাতীয় এলাকাগুলোতে সিআইএ, এফবিআই এবং আমেরিকার স্পেশাল ফোর্স ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মি স্বাধীনভাবে তাদের তৎপরতা চালাতে পারবে। এজন্য আমেরিকাকে নানা রকম সুযোগ সুবিধাও দিয়েছিল। যেমন তারবিলায় আমেরিকান সিআইএ, এফবিআই-এর বড় ঘাঁটি রয়েছে। যেখানে এখন ব্ল্যাক ওয়াটার অবস্থান করছে। এমনিভাবে বেলুচ এলাকায় সিআইএ-এর সেটাপ রয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আসলাম বেগের বিশ্লেষণ অনুযায়ী আমেরিকা ড্রোন বেলুচে শামসি এয়ার বেস থেকে উড্ডয়ন করে। এভাবে আমাদের মাটিকে আমাদের স্বদেশীদের হত্যার জন্য ওই সব ক্রুসেডারদেরকে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর ইসলামাবাদের মেরিট হোটেলে সিআইএ-এর কন্ট্রোলিং হেডকোয়ার্টার ছিল। পারভেজ মোশাররফ আইএসআই এবং মিলেটারী এন্টেলিজেন্সকে বলেন যে, তারা যেন এসব এলাকা থেকে দূরে থাকে এবং আমেরিকানদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। পাকিস্তান এন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো শুধু গেস্টাপুর কাজ করতে থাকে আর নিজেদেরই লোকদেরকে ধরে ধরে দুশমনদের হাতে তুলে দিতে থাকে।

আমেরিকা বিগত চার বছরে আফগান সীমান্তের সঙ্গে পুরো এলাকায় সোয়াত থেকে উজিরিস্তা এবং বেলুচ পর্যন্ত তাদের নেটওয়ার্ক স্থাপন করে। ব্ল্যাক ওয়াটারের মাধ্যমে নিজেদের গ্রুপ তৈরি করে। তাদেরকে হিসাব ছাড়া ডলার, অস্ত্র এবং অন্যান্য সব সামগ্রী দেয়া হয়। কিন্তু গোলাম কেনার পরও যখন কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভ করতে পারেনি, তখন গিয়ে মিজাইল হামলা শুরু করে দেয়। এখন দৃশ্য হল, আমেরিকা সোয়াত থেকে বেলুচ পর্যন্ত আফগানিস্তান পাকিস্তান সীমান্তকে এক বাফার জোন (Buffer zone) বা ঝুঁকিমুক্ত এলাকা বানিয়ে দিয়েছে। যাতে আমেরিকা আফগানিস্তানে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে।

আমেরিকা কান্টার এলাকাতেও অনেক বড় সেনাঘাঁটি স্থাপন করেছে। যেটি কাবুল নদীর সঙ্গে। এই ঘাঁটির নিরাপত্তার জন্য দক্ষিণ পাকিস্তানের এলাকাগুলোতে সিকিউরিটি জোন বানানো জরুরী ছিল। এজন্য বিশেষভাবে

মাহমান্দ, বাজোড়, সোয়াত এবং নীচু এলাকাগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়। এসব এলাকায় ভারত এবং আমেরিকা ব্ল্যাক ওয়াটার এবং র'এর মাধ্যমে এমন কিছু গ্রুপকে প্রবেশ করিয়েছে, যারা প্রতিরোধকারী সেনাদের বেশ ধারণ করে তাদের বদনাম করা শুরু করে দিয়েছে। যাতে এখান থেকে আমেরিকান স্বার্থের খাতিরে এই শক্তিকে শেষ করা যায়। এই তীর লক্ষ্যভেদ করেছে। পাকিস্তানি সেনাবহিনী আর জাতি পরস্পরে নিজেরা যুদ্ধ করে মরছে।

কিন্তু তৃতীয় এই মহাশক্তি একক কোন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নেই। এটি একটি দর্শন, একটি চিন্তাধারা। এটি কুদরতি শক্তি। যাদের হাতে বৈশ্বিক ব্যবস্থার রূপকল্প তৈরি হচ্ছে। যাদের সঙ্গে সংঘর্ষে গিয়ে দুনিয়ার সমস্ত মহাশক্তিগুলো এবং তাদের মিত্রদের অহমিকা ধুলির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এরপও পাশ্চাত্য বিশ্ব এই শক্তিকে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। অথচ তারা পদে পদে সেই শক্তির হাতে পরাজিত হচ্ছে। তারা এই মহাশক্তিকে সন্ত্রাস বলে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত। ২০০১ সালের ১৭ অক্টোবর যুদ্ধ ঘোষণা করতে গিয়ে বান্দর ও শূকুরের বাচ্চা প্রেসিডেন্ট বুশ যা বলেছিল, তা খেয়াল করুন। সে বড় আত্মগর্ব করে বলেছিল, 'তালেবানদেরকে বাঙ্কার থেকে বের করে করে খাঁচায় ভরা হবে। এই যুদ্ধে আমেরিকা ক্লান্তও হবে না, ব্যর্থও হবে না।' আমেরিকার রিপোর্ট মতে ২০০৯ সালের আগস্ট মাস অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। এমনি তো প্রত্যেক মাসে আমেরিকানদের লাশ কফিনে করে পাঠানো হচ্ছিল। কিন্তু জুলাই মাস পূর্বের তুলনায় জটিল, সেপ্টেম্বর মাস আরও জটি আর অক্টোবর মাস তো আফগান যুদ্ধের আট বছরে সবচেয়ে কঠিনতম মাস ছিল। ২০০৯ সালের ২৮ অক্টোবর তালেবানরা আল্লাহর মদদ ও সাহায্যে আমেরিকান তিনটা হেলিকপ্টার ভূপাতিত করে। এতে ১৪জন আমেরিকান মারা যায়। আর ২৯ অক্টোবর আট আমেরিকান মারা যায়। যাহোক, পেন্টাগন শুধু ২৮ ও ২৯ অক্টোবর তারিখকে আট বছরের আমেরিকান আধিপত্যের পর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি বলে সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তায়ালা এসব কাফেরদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, লাঞ্ছনা তাদের ভাগ্যলিখন। কিন্তু এর পরও এরা নিজেদেরকে ক্রুসেড যুদ্ধের ইন্ধন বানাচ্ছে। জুলাই ২০০৯-এ আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাবার্ট গেটস এ কথার স্বীকারুক্তি করেছে এবং প্রেসিডেন্ট বুশের অহঙ্কারে লাথি মেরেছে যে– 'আমেরিকান সেনাবাহিনী ও জাতি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমরা আফগানিস্তানে দীর্ঘ যুদ্ধের সামর্থ রাখি না।'

তৃতীয় এই শক্তি একটি বাস্তবতা, যাকে বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। যে বুঝেছে, সে সফল। আর যে বোঝেনি, সে নিশ্চিত হেরে যাবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা

আমাদের সীমান্তে এমন মজবুত নিরাপত্তা প্রাচীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেটাকে ভাঙ্গা দুনিয়ার কোন শক্তির নেই। তবে কিসের ভয়? 'আফগানিস্তান' কিসের ভয়? 'পাকিস্তান'– আল্লাহর সিপাহীই এর রক্ষাকর্তা। আল্লাহর মনোবাঞ্ছা হল, পৃথিবীতে তিনি শক্তির ভারসাম্যত রক্ষা করবেন। অন্যথায় শক্তিধর জাতিগুলো দুর্বল ও অসহায় জাতিগুলোকে সেই কবে গলাধঃকরণ করে ফেলত। আমেরিকার বিশ্বের উপর রাজত্ব করার স্বপ্ন মিছমার হয়ে গিয়েছে। এই মিছমার কার হাতে হয়েছে? সেই ক্ষুধার্ত মানুষ ও শুকনো রুটি আহারকারীদের হাতে। যাদের মুখে ঘন দাড়ি, গায়ে লম্বা কবা। যাদের পায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে হালকা হাতিয়ার। এরপরও সাম্রজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদেরকে সন্ত্রাস বলে। আজ তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করতে চায়! আফগানিস্তানের শাসকরাও মোল্লা ওমরের সহযোগিতা কামনা করে।

পাকিস্তান জাতিকে ভীত হওয়ার কিছু নেই। দেশ দুশমনদের থেকে নিরাপদ রয়েছে। কিন্তু আসল ভয় নিজেদের লোকদের নিয়ে, যারা রাজনৈতিক কল্যাণের বেশে তাদের তলপিবাহক হয়ে দেশের কোণায় কোণায় ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মিকে পৌঁছিয়ে দিয়েও তাদের উপস্থিতির কথা অস্বীকার করছে। কি অদ্ভূত ব্যাপার, যেসব খোদাপাগলদেরকে আমরা সন্ত্রাস বলতে পুরো পাকিস্তানি জাতি একমত, তারা তো ওই সব আমেরিকান নেকেড়েদেরকে নিশানা বানানোর সুযোগ হাত ছাড়া হতে দেয় না। কিন্তু দেশের মোহাফেজরা তাদেরকে হেফাজতের জন্য তাদের চারপাশে প্রাচীর হয়ে আছে। তাদের আগমনে স্বাগতম জানায়। সব ধরনের সুযোগ সুবিধা যোগান দেয়ার জন্য কার্যক্ষম দেখায়। আর তাদের সন্তুষ্টির জন্য শির-ধরেরও বাজি লাগায়। কিন্তু চিন্তার কিছুই নেই। এসব খোদাপাগল ভূখা-নাঙ্গা, সহায়-সম্বলহীন আল্লাহর সেপাহী এসব আমেরিকান কুকুরদেরকে শায়েস্তা করার পদ্ধতি খুব ভালোভাবেই জানে।

ব্ল্যাক ওয়াটারের বিস্তৃতি আমেরিকার পথ সুগম করছে

আমেরিকা এই মুহূর্তে পাকিস্তানে পুরোপুরিভাবে জমে বসেছে। এখন তাদের এই অবস্থানকে দৃঢ়করণের জন্য তারা তাদের দূতাবাস সম্প্রসারণের নামে ইসলামাবাদে ছাউনি স্থাপন করছে। আমেরিকান দূতাবাস বর্তমানে ৩৭.৮ একর জায়গাব্যাপী বিস্তৃত। এর মধ্যে ১৮ একর জায়গার উপর সেনা ছাউনিরূপী দূতাবাস ভবন হবে। আর এর নির্মাণের জন্য ৭৩৬.৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ভার ধরা হয়েছে। যা সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ,

অফিসিয়াল সুযোগ সুবিধা, লাহোরে নতুন কাউন্সলেট নির্মাণ ও পেশোয়ারে দূতিয়ালি মিশনের জন্য খরচ করা হবে। প্রশ্ন হল, আমেরিকা ৭৩৬.৬ মিলিয়ন ডলারের এই বিশাল অংক একটি দূতাবাসের নামে পাকিস্তানে কেন খরচ করছে? এরপরও কি আমরা আমাদেরকে স্বাধীন বলতে পারি? এরপরও কি আমরা নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবতে পারি?

দুঃখজনক বিষয় হল, আমাদের সরকার না এ বিষয়টা বুঝতেছে, আর না নিজেদের স্বাধীনতা ও আযাদীর বিষয়টা গুরুত্ব দিচ্ছে। বরং সরকারের বক্তব্য হল, আমেরিকান মেরিনদের আগমন, সেনা ছাউনি নির্মাণ এবং ড্রোন হামলার দ্বারা আমাদের নিরাপত্তার কোন সমস্যা হবে না। এ নিয়ে আমাদের আশঙ্কার কিছু নেই। আমরা আমেরিকার ফ্রন্টলাইন মিত্র এবং বন্ধু। পাকিস্তানের ব্যাপারে আমেরিকার ভয়ঙ্কর কিংবা অশুভ কোন পরিকল্পনা নেই। আমাদের প্রতিরক্ষা মজবুত। আমাদের পারমাণবিক সম্পদ নিরাপদ। আমাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে না। আমরা স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র।

একদিকে এই বক্তব্য-বিবৃতি, আর অন্যদিকে পরিস্থিতি এত জটিল হয়ে পড়েছে যে, যুগের কলঙ্ক আমেরিকান এজেন্সিগুলোর ডজন ডজন কর্মকর্তা পাকিস্তানে তাদের গোপন তৎপরতায় ব্যস্ত। ব্ল্যাক ওয়াটার এবং ইয়াকান হেডের মত গোয়েন্দা এবং ভয়ঙ্কর এজেন্সিগুলো সারা দেশে তাদের ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জাল বিছিয়ে চলছে। এরা সেই লোক, যারা ইরাক এবং আফগানিস্তানে ঢুকে আমেরিকান সৈন্যদের জন্য পথ সুগম করেছিল। আক্রমণের বৈধতা প্রদানের অগ্রণী ছিল। এসব লোকই আজ পাকিস্তানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই। এই ষড়যন্ত্র ও গোয়েন্দাবৃত্তি বিগত এক বছর থোকে পাকিস্তানের ভূমিতে চলে আসছে। এরা প্রথমে মেরিট এবং পার্ল কন্টিনেন্টালের মত হোটেলে অবস্থান নেয়। কিন্তু হোটেলগুলো আত্মঘাতি আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু হওয়া মাত্র এরা গাট্টি-টোপলা গুটিয়ে আবাসিক ও কমার্শিয়াল এরিয়াতে শিফট হয়। বর্তমানে এরা ইসলামাবাদ, লাহোর, করাচি, পেশওয়ার, হায়দারাবাদ এবং কোয়েটা ছাড়া দক্ষিণ পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে তাদের ঘৃণ্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের নেটওয়ার্ক পাকিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চিতে বিস্তৃত। বর্তমানে শুধু পেশওয়ারেই ১৮ ব্ল্যাক ওয়ার্টার কর্মকর্তা উপস্থিত রয়েছে। এই কর্মকর্তাগণ কিছুদিন পেশওয়ারের হায়াতাবাদে অবস্থান করেন। কিন্তু পরবর্তীতে আত্মঘাতিদের ভয়ে ইউনিভার্সিটি টাউন এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। আর তারবিলায়ও প্রায় ৮০ ব্ল্যাক ওয়াটার কর্মকর্তা উপস্থিত রয়েছে। তারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। পাকিস্তান

এবং আমেরিকান সৈন্যদের জন্য পথ সুগম করছে। আপনি নিজেই লক্ষ্য করুন, ৬ আগস্ট আমাদের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র আবদুল বাসিত এ কথা প্রকাশ করেছিলেন যে, পাকিস্তানে অচিরেই এক হাজার আমেরিকান মেরিন আসবে। আর আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই কথার শুধু সত্যায়নই করেননি বরং তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, তিনশ' আমেরিকান মেরিন তারবিলায় পৌঁছে গিয়েছে এবং তারা পাক ফৌজকে ট্রেনিং দিচ্ছে। অচিরেই ন্যাটোও পাকিস্তানে অফিস স্থাপন করবে। পাকিস্তান ন্যাটোকে তারবিলায় এয়ারবেস প্রতিষ্ঠার অনুমতিও দিয়েছে। এই ধরনেরই এক রিপোর্ট বিগত দিনে ওয়াশিংটন টাইমস পেট্রিয়াসের উদ্বৃতি দিয়ে প্রকাশ করেছিল যে, আমেরিকা পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের জন্য এন্টেলিজেন্স প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। প্রতিষ্ঠানটি সেন্টার ফর আফগানিস্তান পাকিস্তান এক্সিলেন্সি নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান পাক-আফগান পরিকল্পনাবিদদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবে। এরপ আমেরিকার পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের জন্য কর্মকৌশল নির্ধারণ করবে। এমনকি এই প্রতিষ্ঠানে একটি ট্রেনিং একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হবে। যা ভবিষ্যতের পর্যবেক্ষক, অফিসার এবং গোপন কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিবে। দেশে যখন আমেরিকানদের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পেতে পেতে ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে আমরা প্রতিরক্ষা দিবস উদযাপন করছি। আর ঢোল পিটিয়ে এই দাবি করছি যে, আমাদের প্রতিরক্ষা মজবুত। আমাদের এটমি প্রোগ্রাম নিরাপদ। আমাদের স্বাধীনতার উপর কোন প্রকার আঁচড় লাগতে দেব না। যেই দেশে হাজার হাজার বিদেশী গোয়েন্দা দাপিয়ে বেড়ায়, যে দেশের আকাশ সীমা তেপ্পান্ন বার লঙ্ঘণ হয়, যেই দেশে ব্ল্যাক ওয়াটার এবং ইয়াকান হেডের এজেন্ট ওপেন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যেই দেশে রিচার্ড হলব্রুক ভয়েসরয়ের মর্যাদা লাভ করেছে, সেই দেশ এবং সেই জাতি কি প্রতিরক্ষা দিবস উদযাপন করতে পারে? তারা কি প্রতিরক্ষা দিবস উদযাপনের অধিকার রাখে? যেই দেশের তুরে খম বডারের উপর ন্যাটোর জঙ্গি হেলিকপ্টার আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে কয়েক কিলোমিটার ভেতরে ঢোকে, ঘন্টার পর ঘণ্টা স্বাধীনভাবে ওড়তে থাকে, এর বিরুদ্ধে দেশের উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল সামান্য প্রতিবাদবিবৃতিও প্রদান করে না, সেই দেশে আত্মমর্যাদাহীনতার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে? যেই দেশকে আমেরিকার কলোনি বানিয়ে দেয়া হয়, যেই দেশের নিজস্ব কোন ভাবমূর্তি ও ওয়েট থাকে না, সেই দেশকে কি স্বাধীন দেশ বলা যায়। পেশওয়ারের জনগণ দীর্ঘ দিন থেকে ওই সব ভাড়াটে সৈন্যদের কারণে নিজেদের পেরেশানী ও সমস্যার কথা জানিয়ে আসছে। তারা তাদের রাস্তাঘাটে অত্যাধুনিক অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় উন্নত বুলেটপ্রুফ গাড়িতে ওই সব সৈন্যদের

ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখতে পায়। ইরাকে যখন তাদের বিরুদ্ধে মানুষ হত্যা, নারী নির্যাতন এবং শিশুদেরকে নিপীড়ন করে হত্যা করার অভিযোগ ওঠে, তখন তারা তাদের নাম পরিবর্তন করে Xe (এক্সই) রাখে। সাধারণভাবে সেটাকে 'জি' বলা হয়। এই সংগঠনের চিন্তাধারাগত ভিত্তি মাল্টার সেই সব খ্রিস্টান গ্রুপের সঙ্গে জড়িত, যারা শেষ ক্রুসেড যুদ্ধে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর হাতে পরাজিত হওয়ার পর লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণে আর ইউরোপে ফিরে যায়নি। বরং ফিলিস্তিনের সঙ্গের সমুদ্রের অপর সাইডে মাল্টার দ্বীপে গিয়ে বসবাস শুরু করে। তাদের জীবনের একমাত্র মিশন হয় যে কোন মূল্যে পৃথিবীকে মুসলমানদের থেকে পবিত্র করা। ব্ল্যাক ওয়াটার সংগঠনটির উৎসও এই চিন্তাধারা থেকেই উৎসারিত। তারা তাদের প্রশিক্ষণাধীন সদস্যদের অন্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং তাদেরকে ঐসব হত্যাযজ্ঞের প্রশিক্ষাণ দিয়েছে, যার দ্বারা শহর অঞ্চলে নিরস্ত্র ও সশস্ত্র ব্যক্তিদের উপর নির্মম জুলুম চালাতে পারে। অনেক বিশ্লেষক পাশ্চাত্য সংবাদ মাধ্যমে লিখেছেন, তাদেরকে যেই ট্রেনিং দেয়া হয় তা ল্যাটিন আমেরিকার জন্য প্রতিষ্ঠিত যুগের কলঙ্ক স্কুল অফ আমেরিকা থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর এবং নির্মম। ওই স্কুল থেকে এমন সেনা প্রশিক্ষণ লাভ করত, যারা ল্যাটিন আমেরিকার দেশ চিলি, হাভারাস, নাকারাগো এবং অন্যান্য স্থানে এমন নির্মম অপারেশন চালিয়ে ছিল, মানব ইতিহাসে যার কোন নজির নেই। ল্যাটিন আমেরিকা মানুষ গুম ও খুন হওয়া ব্যক্তিদের জন্য আজো পর্যন্ত অশ্রু ঝরায়। আর ব্ল্যাক ওয়াটারের ট্রেনিং এবং তাদের অন্তরে ক্রোধ ও ঘৃণার আগুন তাদের চেয়েও বহুগুণে বেশি জ্বালিয়ে দেয় হয়।

বর্তমান পাকিস্তানে তাদের অপারেশনের কয়েকটি চিত্র

কিছু দিন আগে সাবেকা এম এন এ শাহ আবদুল আজিজকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ দায়ের করা হয় তা প্রমাণিত না হওয়ার কারণে আদালত তাকে ছেড়ে দেয়। মুক্তির পর শাহ আবদুল আজিজ এক প্রেস কনফারেন্সে বলেন, গ্রেফতারের পর আমকে কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে দেয়া হয়। চোখের বাধন যখন খোলা হল, দেখলাম আমার হাতে যে হাতকড়া রয়েছে, তাতে স্পষ্টভাবে লেখা আছে মেড ইন ইউএসএ। আমার বুঝতে আর কষ্ট হল না যে আমার গ্রেফতার করার পিছনে কারা জড়িত। এটা মূলত ব্ল্যাক ওয়াটারের কাজ ছিল। শাহ আবদুল আজিজ জামেয়া হাফসের মাসুম নিরাপরাধ ছাত্র ছাত্রীদের জীবন বাঁচানোর জন্য চেষ্টা এবং তাদের সহযোগিতা করার কারানে শাস্তি দেয়া হয়। ব্ল্যাক ওয়াটারের

নেকেড়ারা পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তারা দাসসুলভ আচরণ করে থাকে। পাকিস্তানে তাদের আসার ধারবাহিকতা শুরু হয় ২০০১ সাল থেকে। তখন অবশ্য তারা খুব গোপনে গোপনে কার্যক্রম চালাতে থাকে। কিছু মানুষ গুম হওয়ার পিছনে তাদের হাত ছিল। তারা বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন মানুষকে গুম করে। দেশের সমস্ত সিকিউরিটি এজেন্সিগুলো যাদের ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু কেউই জানের ভয়ে এই সংগঠনের নাম উচ্চারণ করার হিম্মত করেনি। এখন যখন মিডিয়ার বিভিন্ন রিপোর্টে এই সংগঠনের কথা প্রকাশিত হয়েছে, ফলে জনগণ তাদেরকে চিনতে শুরু করেছে যে, এরা কারা? কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের উপস্থিতির কথা বারবার অস্বীকার করার কারণে অনেক সন্দেহের জন্ম দিয়েছে যে, রাষ্ট্র তাদের আগমনের কথা গোপন রাখতে কেন এত বদ্ধপরিকর?

চেঙ্গিজ খানের চেয়েও অধিক রক্ত পিপাসু নেকেড়েদেরকে পাকিস্তানের মাটিতে ঢোকার অনুমতি কে দিয়েছে? যারা মুসলমানের আজন্ম শত্রু। ইরাক ও আফগানিস্তানেও এসব রক্তপিপাসু নেকেড়েরা অতীত ইতিহাসের সর্ব প্রকার নিষ্ঠুরতাকে হার মানিয়েছে। আমেরিকার এই অবৈধ সন্তান পাকিস্তানের মাটিতে খুন খারাবি করে ইহুদী ও নাসারাদের সংকল্পকে পূর্ণতা দিতে চায়। এরা মুসলমান শাসকদের হাতে অতীতের মার খাওয়ার প্রতিশোধ নিচ্ছে। এরা পাকিস্তানিদেরকে তাদেরই মাটিতে প্রকাশ্যে দাসত্বের গ্লানি ভোগ করাচ্ছে। যাতে এখানকার মানুষের অন্তরে তাদের ভয় প্রোথিত হয় এবং কেউ তাদের বিরুদ্ধে মাথা তোলার দুঃসাহস না করে। এর পিছনে সমস্ত অবদান আমাদেরই আপনদের, আমাদেরই নিজের লোকের। যারা ডলারের মোহে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। ব্ল্যাক ওয়াটার সংগঠন মূলত এমন একটি খুনিচক্র, যারা কেবল রক্ত পান করে নিজেদের পিপাসা নিবারণ করে থাকে। আমাদের রক্ত এস নেকড়েদেরকে আমাদেরই মীর জাফর ও মীর সাদেকরা সরবরাহ করছে। মীর জাফরেরা তাদেরকে সর্বত্র সর্বপ্রকারের নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকিকেও পাকিস্তান থেকে অপহরণ করার পিছনে ব্ল্যাক ওয়াটারের হাত রয়েছে। কারণ ওয়াশিংটনে পাকিস্তানি নাগরিকদের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকি এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন যে, আমাকে আমার ছেলে-সন্তানদের সহ ২০০৩ সালের মার্চে করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডি আসার পথে রেলওয়ে স্টেশন হতে বিদেশী কোন এজেন্সি অপহরণ করে। তিনি তা জানেন না। কারণ যখন তার চোখ খোলা হয় তখন

তিনি আফগানিস্তানে ছিলেন। যেই সেলে আমাকে রাখা হয় তার সামনে থেকে আমার বাচ্চাদের চিৎকারের আওয়াজ ভেসে আসছিল। তল্লাশির সময় আমেরিকান প্রশাসন তার সঙ্গে অভদ্রসুলভ আচরণ করে। নেকাব পড়া তিন ব্যক্তি আমার কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলে। এ ছাড়া আফগানিস্তানে আমেরিকানরা তার উপর ফায়ারিংও করেছিল।

এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ব্ল্যাক ওয়াটার পাকিস্তানে কি পরিমাণ তৎপর রয়েছে এবং কত দিন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। তারা পাকিস্তানি জনগণের সঙ্গে পশুর চেয়ে ঘৃণ্য আচরণ করছে। কিন্তু সরকারের কানেও বাতাস লাগছে না। উল্টা বরং তাদের অস্তিত্বকেই লুকানোর চেষ্টা করছে। পাকিস্তানি জনগণের উপর এসব ভাড়াটে খুনিদেরকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। যাতে সাধারণ মানুষ ভয় ও শঙ্কার জাদু থেকে বের হয়ে আসতে না পারে। তাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের এজিটেশন শুরু না হতে পারে। কিন্তু সেই দিন বেশি দূরে নয়, যখন ব্ল্যাক ওয়াটারের মত ধর্মান্ধ সংগঠনের সদস্যদের, যারা মূলত ক্রুসেডের সৈন্য এবং মুসলমানদের থেকে অতীত যুগের বদলা নিতে চায়; তৃতীয় বৃহৎ শক্তি হিসেবে সাধারণ জনগণ আবির্ভূত হবে এবং তাদেরকে পিষে ফেলবে।

ব্ল্যাক ওয়াটার ধর্মীয় উন্মাদক গোষ্ঠী

এক সাদা চামড়া ছিল, তারা যখন ভারতীয় উপমহাদেশের 'বিচ্ছিন্ন' কোন ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করত, তাকে কালাপানিতে পাঠিয়ে দিত। আরেক সাদা চামড়া হল তারা যখন 'বদদের'কে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করে তখন 'কালাপানি'কেই সেখানে পাঠিয়ে দেয়। কাল পকিক্রমায় সাদা চামড়াদের সভ্যতম হওয়ার এটি প্রকৃষ্ট এক দৃষ্টান্ত। সুতরাং জ্ঞাতব্য বিষয় হল এই যে, আল্লাহ প্রদত্ত সুলতানাত পাকিস্তানে এই কালাপানি প্রবেশ করেছে। এখন দেখুন কি হয়?

Black Water Worldwide অথবা Xe Sarvis সম্পর্কে বলা যায় যে এটি পৃথিবীর নিকৃষ্টতম Mercenaries বা ভাড়াটে খুনি সৈন্য। (অভিধানে ভাড়া করা ঘোড়াও বলা হয়েছে।) আমেরিকার কেরোলিনার উত্তরাঞ্চলে এর সদর দফতর। এর শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের অবস্থা এই যে, দুনিয়ার একমাত্র সুপার পাওয়ার পর্যন্ত তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। সম্ভবত এ কারণেই সে এই পিতৃপরিচয়হীন দুস্কৃতিকারীদের দলকে এমন অবৈধ কাজের জন্য ব্যবহার করে, যা সে তার নিয়মিত সৈন্যদের দ্বারা করাতে লজ্জাবোধ করে থাকে। (আবু গারিব

জেল) এভাবে এই সৈন্যকে বহিঃদেশে ব্যস্ত রাখা হয়। যাতে দেশের অভ্যন্তরে তাদের দুস্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকে। ১৯৯৭ সালে আমেরিকায় ব্ল্যাক ওয়াটার নামে এই প্রাইভেট সৈন্যবাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরাল প্রিন্স ও ক্লার্ক এর প্রতিষ্ঠাতা। ২০০৭ সালে সংগঠনের সঙ্গে এক সংযুক্তি বৃদ্ধি করে এর নাম রাখা হয় Black Water Worldwide (ব্ল্যাক ওয়াটার ওয়াল্ডওয়াইড)। তবে সাধারণভাবে আজও এটাকে ব্ল্যাক ওয়াটারই বলা হয়ে থাকে। এই ফার্মের কার্যক্রম বাহ্যত যুদ্ধ প্রশিক্ষণ দেয়া। প্রতি বছর এখান থেকে ৪০ হাজার সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। কোম্পানির দাবি হল, তারা পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম প্রশিক্ষণ এবং সার্ভিস দিয়ে থাকে। ইরাকে তাদের নির্মম ও নিষ্ঠুর কার্যক্রমের কারণে যখন এই সংগঠন সারা পৃথিবীতে বদনামী হয়, তখন এর বর্তমান প্রধান গ্রে জেকন ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ সালে সগঠনের নাম পরিবর্তন করে নাম দেন Xe। সংক্ষেপে 'জি'। কিন্তু তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত কার্যক্রম পূর্বের মতই চলতে থাকে।

বলা হয়ে থাকে, 'জি' সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত আর্মি, খুনি এবং অবৈধ পেশার চিহ্নত অপরাধীদেরকে সারা দুনিয়া থেকে ভর্তি করে থাকে। এর জন্য তাদের বিশেষ টার্গেট হল এশিয়া ও আফ্রিকার গরীব রাষ্ট্রগুলো। গরীব রাষ্ট্রগুলোতে এরা এনজিও এবং জনকল্যাণমূলক সংগঠনের নামে কাজ করে থাকে। এরা বিচ্ছিন্ন অপরাধী ও দুস্কৃতিকারীদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে থাকে এবং তাদেরকে তাদের স্বপ্নের পৃথিবী আমেরিকার জন্য নির্বাচন করে থাকে। এসব আর্মি যেসব অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প, প্লাবণ কিংবা সুনামি ধরনের দুরাবস্থার শিকার হয়, এরা সবার আগে সেখানে পৌঁছে যায় এবং উদ্ধার কাজে অংশ নেয়।

এই ফার্ম বিনিময়ের ভিত্তিতে যে কোন ধরনের ঘৃণ্য কাজ করতে প্রস্তুত থাকে। ইরাক তাদের লজ্জাস্কর অবদানের একটি উদাহরণ মাত্র। এই সংগঠন ইরাক থেকে ইরাকিদেরকেই ভর্তি করে ইরাকিদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। অবশ্য ইরাকিরা কিছু কিছু জায়গায় তাদের স্বপ্ন সাইজও করেছে। যেমন ফালুজা শহরে ব্ল্যাক ওয়াটারের কিছু কর্মকর্তা শস্যের ঠিকাদারের বেশে কাজ করছিল। ইরাকিরা তা জানতে পারে। ইরাকিরা তাদেরকে হত্যা করে ফুরাত নদীর তীরে তাদের লাশ ঝুলিয়ে রাখে। ইদানিং পাকিস্তানি মিডিয়ায় পেশওয়ার এবং ইসলামাবাদে এই সংগঠনের উপস্থিতির সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

বিশিষ্ট কলামিস্ট আওরিয়া মকবুল জানের মতে পেশওয়ারের ইউনিভার্সিটি টাউনে ব্ল্যাক ওয়াটারের হেডকোয়ার্টার। এখানে কর্মরতদেরকে প্রায় সময় এই

এলাকায় আসা-যাওয়াকারী ব্যক্তি ও গাড়ীর উপর পর্যবেক্ষণ করতে দেখা যায়। এর সদস্যরা কালো পোশাক এবং কালো চশমা ব্যবহার করে। এ কথাও শোনা গিয়েছে যে, ইসলামাবাদের আমেরিকান দূতাবাসে সদস্য ভর্তি ব্ল্যাক ওয়াটারেরই পরিকল্পনা। যেমন বলা হয়েছে যে, কোম্পান এশিয়ান, আফ্রিকান এবং ল্যাটিন আমেরিকার গরীব রাষ্ট্রগুলো থেকে এমন সব লোকদেরকে মোটা অংকের ভাতা দিয়ে ভর্তি করছে, যাদের ভেতর অপরাধ প্রবণতা বেশি। এজন্য পাকিস্তানেও এই ফার্ম এ ধরনের কাজ শুরু করে দিয়েছে। ফার্ম ওয়েব সাইটে ভর্তি ফরম ছেড়েছে। উর্দূ, পাঞ্জাবি, পশতু এবং অন্যান্য ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ব্যক্তিদেকে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই প্রিয় মাতৃভূমি থেকেও কিছু আত্মমর্যাদাহীনকে হয়ত পেয়ে যাবে তারা।

ব্ল্যাক ওয়াটারের ফার্ম উত্তর কিরোলিনায় যুদ্ধ প্রশিক্ষণ দেয়ার সেবা বিক্রি করে থাকে। কোম্পানির দাবি হল, তাদের নিকট দুনিয়ার সবচেয়ে বড় Facility রয়েছে। এখানে তারা প্রতি বছর চল্লিশ হাজার সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, যাদের অধিকাংশই আমেরিকান কিংবা বহিঃদেশীয় সেনাবাহিনী সদস্য ও পুলিশের লোক হয়ে থাকে।

২০০৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারিতে কোম্পানির নাম আরও একবার পরিবর্তন করে Xe জি দেয়া হয়। কোম্পানির মুখপাত্র এন নাইরাল নাম পরিবর্তন সম্পর্কে বলেন, ব্ল্যাক ওয়াটার নামটি ইরাকে প্রদত্ত কোম্পানির সেবার সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, কোম্পানির নতুন নাম 'জি'-এর কোন অর্থ নেই। কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এক বছর গবেষণার পর এই নাম নির্বাচন করেছে।

আমেরিকান পররাষ্ট্র বিভাগের তিনটি সিকিউরিটি ঠিকাদার ফার্মের মধ্যে জি (Xe) সবচেয়ে বড়। এর আয়ের ৯০ শতাংশ আসে রাষ্ট্রীয় ঠিকাদারী থেকে, যার দুই-তৃতীয়ংশ দরপত্র আহ্বান ছাড়াই এই ফার্মকে দেয়া হয়। এই ফার্ম আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিশেষত পররাষ্ট্র বিভাগের কাছে ইরাকে ঠিকার ভিত্তিতে সিকিউরিটি সেবা বিক্রি করে। অবশ্য ইরাকের নতুন সরকার গঠন প্রচেষ্টার ব্যাপারে সরকার জানুয়ারী ২০০৯-এ অপারেটিং লাইসেন্সের জন্য ফার্মের আবেদন রদ করেছিল। এরপরও আমেরিকার পররাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে কোম্পানির চুক্তি এখনও শেষ হয়নি। এজন্য তার কিছু সদস্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইরাকেই থাকবে।

এরিক প্রিন্স একজন ধনাঢ্য পিতার সন্তান। সে ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা উত্তর কিরোলিনার বিশাল এক জলাভূমি অঞ্চলে চব্বিশ বর্গ কিলোমিটারের এক

জলাভূমি ক্রয় করে এবং সেখানে তার প্রশিক্ষণ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। এই অঞ্চলের পানির রঙ কালো। এর সঙ্গে মিল রেখেই কোম্পানির প্রথম নাম রাখা হয় Black Water USA ব্ল্যাক ওয়াটার ইউএসএ। এই কোম্পানির কাজ হল সেনা ও আইন বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রশিক্ষণ সেবার ব্যবস্থা করা। ২০০২ সালে কোম্পানি ব্ল্যাক ওয়াটার সিকিউরিটি কন্সালটিং (BSC) এর রূপ দান করে। এটি সেই সব কোম্পানির একটি, যার সেবা আমেরিকা আফগানিস্তানে আক্রমণের পর নিয়েছে। এটি ইরাক যুদ্ধে নিয়োগপ্রাপ্ত ষাট প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানির একটি। এদের দায়িত্বে আমেরিকান কর্মকর্তা এবং আমেরিকান স্থাপনার হেফাজত করা, ইরাকের নতুন সৈন্য এবং পুলিশকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং দখলদার বাহিনীর সাহায্য করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্ল্যাক ওয়াটারের সেবা আমেরিকায় ক্যাটরিনা নামক তুফানের ধ্বংসাত্মকতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও নেয়া হয়েছিল। এই সেবা শুধু আমেরিকান হোমল্যান্ড সিকিউরিটি গ্রহণ করেছে তাই নয়, বরং ব্যক্তিগত গ্রহক, পরিবহন, পেট্রোক্যামিক্যাল প্রতিষ্ঠান এবং বীমা কোম্পানিগুলোও গ্রহণ করেছে। সরকারি ঠিকা থেকে কোম্পানির এক বিলিয়ন ডলারের চেয়েও বেশি আয় হয়েছে। ব্ল্যাক ওয়াটার ৯ ডিভিশন এবং 'ব্ল্যাক ওয়াটার হেক্লোজ' নামে একটি সহকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত।

Xe জি একটি প্রাইভেট কোম্পানি। তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রচারণা থেকে বিরত থাকে। এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন চীফ এগজেক্টিভ ইর্ক প্রিন্স নৌবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। সে নেভিল একাডেমি এবং হিলস ডেল কলেজে শিক্ষা লাভ করে এবং জর্জ বুশের ক্ষমতাকালীন সময়ে হোয়াইট হাউসে ইন্টার্নি (প্রশিক্ষণ গ্রহণে) থাকে। সে রিপাবলিকান পার্টির লক্ষ্য এবং তার প্রার্থীদেরকে অর্থনৈতিক সহযোগিতাও করে। Xe জি-এর বর্তমান প্রধান গেরি জেক্সনও প্রিন্সের মত নৌবাহিনীর Seal (সেল) ছিল। কোম্পানির বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান ফর ব্ল্যাক সিআইএ-এর সন্ত্রাস দমন কেন্দ্রের ডাইরেক্টর এবং ২০০২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত এই কেন্দ্রের এ্যাম্বাসেডার এ্যাট লর্জ ছিল। সরকারি চাকরি ছাড়ার পর সে 'টোটাল ইনটেলিজেন্স সিভিলেশন আনকার পোরইড' নামক একটি প্রাইভেট ফার্মের চেয়ারম্যান হয়। সঙ্গে সঙ্গে Xe ঝি–এর ভাইস চেয়্যারম্যানও। রবার্ট রিচার্ড ২০০৭ পর্যন্ত এই কোম্পানির ভাইস প্রেজিডেন্ট ছিল। এর পূর্বে সে সিআইএ-এর ইস্ট ডিভিশনের প্রধান ছিল।

ব্ল্যাক ওয়াটার ইউএসএ ২০০৬ সালে মাউন্ট কিরাল এলিনাইসে ৮০ একর জমি ক্রয় করে। সেটাকে ব্ল্যাক ওয়াটার নর্থ নাম দেয়া হয়। এটাকে দি সাইট (The site) নামেও পরিচিত। ফার্মের এই অংশ ২০০৭ এর এপ্রিল মাস থেকে কাজ

শুরু করে। ফার্ম সানতিয়া গো কাউন্টির পোটরইভ নামক ছোট একটি শহর থেকে তিন মাইল দূরে উত্তরেও ৮৪ একর জায়গার উপর অনুরূপ একটি ফ্যাসালিটি স্থাপন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এখানকার নাগরিকরা কোম্পানির এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করেছে। এতে এলাকার বাসিন্দারা কংগ্রেসের স্থানীয় সদস্য বোব ফলস ছাড়াও পরিবেশ ও যুদ্ধ বিরোধী সংগঠনের সমর্থনও লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ইরাকে এই কোম্পানির ঘৃণ্য ও অমানবিক আচরণের কারণেও তারা কোম্পানির উপর ক্ষীপ্ত। কোম্পানিকে তারা প্রচ- ঘৃণা করে। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে বাগদাদের নাসুরচকে নিরাপরাধ ইরাকীদের উপর নির্দয় ফায়ারিংয়ের পর কোম্পানি তার নাম এবং লোগো পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। ইর্ক প্রিন্স ২ মার্চ ২০০৯ এ কোম্পানির চীফ এক্সিকিউটিভের পদ থেকে অব্যহতি নেয়। এরপরও সে এখনো বোর্ডের নিয়মতান্ত্রিক চেয়ারম্যান। কোম্পানির নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন জোজিফ ইউরিয়ো। এই পদ প্রথমে গেরি জেক্সনের ছিল। আর ডেনিয়েল স্পোজিতোকে কোম্পানির নতুন চীফ অপারেটিং অফিসার এবং এক্সিক্টিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয়।

কোম্পানির অনেকগুলো উপপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার মধ্যে BSC বিএসসি ছাড়াও ব্ল্যাক ওয়াটার K9 ব্ল্যাক ওয়াটার এয়ার শপ, এল এল সি, ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মড ভিকল, ব্ল্যাক ওয়াটার মেরিটাইম সিভিলিউভিশন্স, রিভন ডুয়েলপেমেন্ট গ্রুপ, ইউ এশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড (প্রেজিডনশাল এয়ার লাইন্স এরই অংশ), এস টি আই এভিয়েশন এবং গ্রে স্টোন লিমিটেড ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২০০৬ সালে ব্ল্যাক ওয়াটার ইরাকে দুনিয়ার শুরু থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত সব চেয়ে বড় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার ঠিকা লাভ করতে সফল হয়। একটি বেসরকারি অনুমান অনুযায়ী ইরাকে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার সিকিউরিটি কন্ট্রাক্টর তৎপর রয়েছে। অনেকের মতে এই সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। ইরাকে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত রিয়ান ক্রু আমেরিকান উচ্চ পরিষদকে জানিয়েছে পররাষ্ট্র বিভাগের বেভরু অফ ডিপ্লোমাটিক সিকিউরিটি ইরাকে সার্বক্ষণিক সিকিউরিটি কর্মচারি রাখতে অপারগ। সুতরাং এই ঠিকাদারদের মাধ্যমে নেয়া ছাড়া কোন পথ নেই। এই কন্ট্রাক্টরদের মধ্য হতে বিশেষ করে ব্ল্যাক ওয়াটারের সদস্যরা পাক্কা গুন্ডা। এমন অনেক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে এরা অনর্থক ফায়ারিং করে নিরাপরাধ ইরাকীদের দলে দলে মেরে ফেলেছে। এদের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে তদন্তও চলছে। এরপও আমেরিকান পররাষ্ট্র বিভাগের আচরণ অদ্ভুত রকমের। যারা এমন ফায়ারিংয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের একজনকেও এর জন্য শাস্তি দিয়েছে বলে এ পর্যন্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া ব্ল্যাক

ওয়াটার এবং এর প্রাক্তন চীফ এক্সিকিউটিভ এবং বর্তমান চেয়ারপার্সন ইর্ক প্রিন্স প্রমুখ তদন্তানাধীন রয়েছে।

ব্ল্যাক ওয়াটারের বিরুদ্ধে মৌলিক অভিযোগ

ব্ল্যাক ওয়াটারের এক সাবেক কর্মকর্তা এবং এক সাবেক আমেরিকান মেরিন ২০০৯ সালের ১৩ আগস্ট ভার্জিনিয়ায় অবস্থিত বেফাকি আদালতে কোম্পানির বিরুদ্ধেমারাত্মক স্পর্শকাতর ও ভয়াবহ অভিযোগ দায়ের করেছে। তারা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান চেয়ারপার্সন ইর্ক প্রিন্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে যে, যে সব সদস্য কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্ত কাজে বেফাকি অথরেটিজের সহযোগিতা করেছে এরা তাদেরকে হয় খুন করেছে কিংবা খুন করতে সহায়তা করেছে। তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে যে, ইর্ক প্রিন্স নিজেকে ক্রুসেডার জঙ্গি বলে এবং ইসলাম ও মুসলমানদেরকে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে ব্ল্যাক ওয়াটারের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও করে যে, এই কোম্পানি ইরাকে অস্ত্রও স্মাগল করেছে। তাদের একজন বলেছে, ইর্ক প্রিন্স ইরাকে বেআইনিভাবে অস্ত্র স্মাগল করে বিরাট অংকের ডলার কামিয়েছে। তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগও করা হয় যে, কোম্পানির এক্সিকিউটিভ আমেরিকান পররাষ্ট্র বিভাগকে ধোঁকা দেয়ার জন্য সে সব ভিডিও, ই-মেইল ও কাগজপত্র ধ্বংস করেছে, যা কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য পররাষ্ট্র বিভাগের প্রত্যাশিত ছিল। জীবনাশঙ্কার কারণে তাদের নাম গোপন রাখা হয়েছে।

স্বীকারোক্তিমূলক এই জবানবন্দিতে এ ছাড়াও অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। এবং এ দাবিও করা হয়েছে যে, এগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হলে আবেদনকারীরা শাস্তির জন্য প্রস্তুত রয়েছে। স্বীকারোক্তিমূলক এই জবানবন্দি সেই সত্তর পৃষ্ঠা আন্দোনের অংশ, যা ব্ল্যাক ওয়াটারের বিরুদ্ধে ইরাকী নাগরিকদের উকিল সুসান বরকে (Susan Burke) আদালতে উপস্থাপন করেছে। মিস বরকে একজন প্রাইভেট উকিল। তিনি Centre for Contituional Rights আইনি অধিকার কেন্দ্রের সঙ্গেও কাজ করেন। ইরাক যুদ্ধে ব্ল্যাক ওয়াটার যে সব যুদ্ধাপরাধ এবং অনৈতিক অপরাধে জড়িত ছিল, সত্তর পৃষ্ঠার এই দলিল তার বিবরণে পূর্ণ। কেন্দ্র ওয়াশিংটন ডিসিতে ব্ল্যাক ওয়াটারের বিরুদ্ধে পাঁচটি বিভিন্ন সিভিল কেস দায়ের করে রেখেছিল। সবগুলো ৩ আগস্ট রাতে ভারজিনিয়ার স্টর্ণ ডিস্ট্রিক্টে জজ টি এস এলিসের আদালতে পেশা করা হয়েছে। এই আন্দোলন, ব্ল্যাক ওয়াটারের সেই আন্দোলনের জবাবে পেশ করা হয়েছে, যাতে কোম্পানি এই

অবস্থান গ্রহণ করেছে যে, প্রিন্স ইর্ক এবং কোম্পানি ইরাকে যা কিছু করেছে, তা ভাড়াগ্রহীতা (আমেরিকান পররাষ্ট্র বিভাগ)এর ইঙ্গিতে করেছে। প্রিন্স ইর্ক এবং কোম্পানী উভয়েই নির্দোষ। সুতরাং কেস খারিজ করা হোক। এতে কোম্পানির প্রাক্তন কর্মকর্তার কোড নাম John doe # 2 রাখা হয়েছে। তার বক্তব্য হল কোম্পানিতে সে চার বছর ধরে চাকরি করছে। আর কোম্পানি এখন তাকে সরাসরি খুন করার ধমকি দিচ্ছে।

স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দাখিলকারী সাবেক আমেরিকান মেরিনের কোড John doe # 1 রাখা হয়েছে। জবানবন্দিতে সে বলেছে, ব্ল্যাক ওয়াটার কোম্পানির তত্ত্বাবধানে সে ইরাকে কাজ করছিল। এ সময় কোম্পানিতে কর্মরত অন্যান্য সঙ্গীরা তাকে বলেছিল, ইর্ক প্রিন্স অথবা কোম্পানির গোপন তথ্য ফাঁস করার কাজে জড়িত সদস্যদের রহস্যপূর্ণ অবস্থায় মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে। সে এই আশঙ্কাও প্রকাশ করে যে, এই স্বীকারুক্তিমূল জবানবন্দি সম্পর্কে কোম্পানি জানতে পারলে তারও ক্ষতি করবে।

John doe # 2 তার পাঁচ পৃষ্ঠার জবানবন্দিতে বলেছে, মিস্টার প্রিন্স জ্ঞাতবস্থায় ইরাকে কোম্পানির সে সব সদস্যদেরকে নিয়োগ দিয়েছে, যারা পৃথিবীতে খ্রিস্টবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তার সমমনা এবং তাদেরকে এই নিদের্শনা দেয় যে, প্রতিটি সুযোগকে তারা কাজে লাগাবে এবং ইরাকিদেরকে বাছবিচারহীনভাবে হত্যা করবে। এই সদস্যদের অধিকাংশ (মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধরত ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) নাইটস অফ দি ট্যাম্পোলার-এর কোড নাম ব্যবহার করে থাকে। (এ ছাড়াও) মিস্টার প্রিন্স তার কোম্পানিকে এমনভাবে পরিচালনা করে, যাতে ইরাকীদেরকে হত্যা করার উৎসাহ পাওয়া যায় এবং তাদেরকে মারার ব্যাপারে সাহস যোগানো হয়। তার এক্সিক্টিভ প্রকাশ্যে বলে, ইরাকে যাওয়ার উদ্দেশ্যই হল ইরাকীদেরকে শুট করা, তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করা। তারা এমনভাবে অনুভূতি ব্যক্ত করে থাকে যে, যেন ইরাকে ইরাকীদেরকে মারা স্পোর্টেসেরই একটি অংশ। প্রিন্সের কর্মচারীরা ইরাকী এবং অন্যান্য আরবদের ঐতিহ্য ধারনের উপর অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে থাকে।

John doe # 1 জবানবন্দিতে বলেছে, ফার্মের কর্মচারীরা ইরাককে কুকুরের খাবারের ব্যাগে অস্ত্র স্মাগল করছে। সে তার চাক্ষুস সাক্ষী। John doe # 2 প্রিন্স ইর্ক এবং তার কর্মকর্তারা এই বেআইনি ও ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রিন্সের প্রাইভেট উড়োজাহাজে স্মাগল করছে। এই উড়োজাহাজ প্রেজিডনাশল (প্রেসিডেনীয়) এয়ার লাইন্সের নামে অপ্রেট করা হয়। এর মাধ্যমে সে মোটা অংকের টাকা

কামিয়েছে। John doe # 1 তথ্য মতে চুক্তির ভিত্তিতে এই অস্ত্র বহনের উপর পররাষ্ট্র বিভাগের পক্ষ হতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

এমন অস্ত্রের স্মাগলিং সম্পর্কে এবিসি'র ব্রাইন রুস ২০০৮ সালের নভেম্বর মাসে রিপোর্ট দিয়েছিল যে, উত্তর কিরোলিনার ফেডারেল গ্রান্ড জিওরী কুকুরের খাবারের বড় ব্যাগে সেমি অটোমেটিক গান এবং সাইলেন্সারের ইরাক স্মাগলিংয়ের ব্যাপারে ব্ল্যাক ওয়াটারের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে। ফার্মের আরেক সাবেক কর্মচারীও এ সংবাদের সত্যায়ন করেছে।

John doe # 1, John doe # 2 উভয়ে এই অভিযোগও দায়ের করেছে যে, ইরাকে এমন সদস্যদেরকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছিল, যাদের স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্লিয়ারেন্সও নেয়া হচ্ছিল না। John doe # 2 বলেছে, ফার্মের কিছু কিছু বুঝমান সদস্য নিরাপরাধ ইরাকীদেরকে অপ্রয়োজনীয় গণহত্যা বন্ধ করতে প্রিন্সের সঙ্গে তর্কও করত। কিন্তু সে তাদের যুক্তি প্রমাণ ও পরামর্শের প্রতি কোন প্রকার কর্ণপাত করত না। এমনকি ফার্মের বিদেশী অফিসাররা 'অনুপযুক্ত' সদস্যদেরকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করত। অনেককে ফেরতও পাঠাত। কিন্তু প্রিন্স ও ফার্মের এক্সিক্টিভ পুনরয় কঠিন নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করত যে, সে কোম্পানিকে অর্থনৈতিকভাবে ঋণগ্রস্ত করা থেকে বিরত থাকুক। এ বিষয়ে কোম্পানির মস্তিস্ক সুস্থতা বিশেষজ্ঞ যখন এমন অনুপযুক্ত সদস্যের ইরাকে নিয়োগ দানের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছে, প্রিন্স তাদেরকে পদচ্যুত করে দিয়েছে। তাদের দুইজনের এই অভিযোগও রয়েছে যে, প্রিন্স এবং ওই সময়েল ফার্মের চেয়ারম্যান গেরি জ্যাক্সন মস্তিস্ক বিশেষজ্ঞ এবং সিকিউরিটি বিভাগের সঙ্গে সম্পকৃক্ত বিশেষজ্ঞদের আপত্তি পররাষ্ট্র বিভাগের নিকট গোপন রেখেছে। প্রিন্স এবং গেরির এ সম্পর্কে বক্তব্য ছিল, তারা এ জানত এসব সদস্যদের হাতে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র দেয়া অনুচিত, কিন্তু কোম্পানির টার্গেট ছিল অধিক পয়সা কামানো। John doe # 1 বলেছে, সে ব্যক্তিগতভাবে এমন অনেক ঘটনার সাক্ষী, যাতে নিরাপরাধ ইরাকী জনগণকে বিনা কারণে হত্যা করা হয়েছে কিংবা আহত করা হয়েছে। কিন্তু ফার্ম এ সম্পর্কে পররাষ্ট্র বিভাগকে কখনোই অবগত করার প্রয়োজন বোধ করেনি। অথচ এ ব্যাপারে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। এ ধরনের সমস্ত ঘটনার ভিডিও টেপও তৈরি করা হত এবং শব্দও রেকর্ড করা হত। দিন শেষে এক সেশনে ভিডিওগুলো আমাদেরকে দেখানো হত। ওই সেশনের নাম ছিল Hot Wash। এই সেশন শেষ হতেই ভিডিও ওয়াশ করে ফেলা হত। যাতে ফার্মের বাইরে কারো কানেই না যায়। এই ভিডিও টেপগুলোও আমেরিকান পররাষ্ট্র বিভাগকে কখনো সরবরাহ করা হয়নি। ফার্ম

থেকে ঠিকাকারী অথরেটিজ বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রের ব্যবহার থেকে ফার্মকে নিষেধ করে ছিল। যেমন গ্রেনেড লাঞ্চার। কিন্তু ফার্মের 'মানসিক ভারসাম্যহীন' সদস্যরা লাশের সংখ্যা বেশির থেকে বেশি বৃদ্ধি করার জন্য ইরাকী নাগরিকদের উপর নির্দ্বিধায় এগুলো ব্যবহার করতে থাকে। John doe # 2 এ কথা পর্যন্ত বলেছে যে, প্রিন্স আমেরিকান কোম্পানি Le Mass থেকে এমন বারুদও সংগ্রহ করতে থাকে যা মানব শরীরে প্রবেশের পর সশব্দে বিস্ফোরিত হয়। প্রিন্স অধিক লাশ প্রাপ্তির জন্য এই বারুদ ব্যবহার করাতে থাকে। ohn doe # 2 এ কথাও বলেছে, প্রিন্স ব্ল্যাক ওয়াটারের অধীনে এক ডজনেরও বেশি কোম্পানি বানিয়েছে। এর মধ্যে কিছু Of shure রেজিস্টার্ড। এই কোম্পানিগুলো কি করে? তা গোপন রাখা হয়েছে। তার বক্তব্য হল, এই কোম্পানিগুলো প্রতারণা ও অপরাধের ঘাঁটি। উদাহরণত প্রিন্স ট্যাক্স ফাঁকি এবং মানি লন্ডারিংয়ের খাতিরে অর্থ ব্ল্যাক ওয়াটার থেকে তার কোম্পানি গ্রে স্টোন (Gray Stone) এর খাতে স্থানান্তরিত করে দেয়। অনেক সময় নিজের সম্পদ নিজের কোম্পানিগুলোর অপ্রেশনের উপর বণ্টন করে দিত। আবার কখনো সমস্ত সম্পদ তার নিজের একাউন্টে নিয়ে নিত।

আমেরিকান কংগ্রেসের সদস্য ডেন্স কেভিনাচ ২০০৪ সাল থেকে ব্ল্যাক ওয়াটারের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করছে। তার বক্তব্য হল, ব্ল্যাক ওয়াটার দেশের ভেতরে এবং বাইরে স্ব-নিয়ন্ত্রণে নিজেই এক স্বতন্ত্র আইন। প্রশ্ন হল (এত সব অভিযোগের পরও) তার পক্ষে আইনের উর্ধ্বে অবস্থান কিভাবে সম্ভব হল? প্রশাসনের যেসব সাবেক কর্মকর্তারা এই ফোরামকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাদের কাছে তথ্য চাওয়া আবশ্যক যে, এর প্রতিষ্ঠাতা কে এবং এর দ্বারা কারা উপকৃত হয়েছে? কেননা যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্টপোষকতা ছাড়া এর অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না।

ব্ল্যাক ওয়াটার এবং ধর্মীয় উন্মাদনা

ব্ল্যাক ওয়াটারের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ তো এই যে, এরা বিনা কারণে গণহত্যার ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কোম্পানির বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দাখিলকারী এর এক সাবেক সদস্য বলেছে. কোম্পানি এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ইর্ক প্রিন্সের কাছে এমন কার্যক্রম ব্ল্যাক ওয়াটারের জন্য স্পোর্টস বা খেলার মত। এ ধরনের অভিযোগ ছাড়াও এই কোম্পানির বিরুদ্ধে খ্রিস্টান মৌলবাদ সংগঠন হওয়ার অভিযোগও রয়েছে। যে কোনও মানুষের মৌলবাদী হওয়া বড় কোন অপরাধ নয়। তবে মৌলবাদ কট্টর রূপ ধারণ করলে তা

মানসিক ব্যাধিতে রূপ নিতে পারে। আর এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে অন্য কোন ধর্ম এবং তার অনুসারীদের অস্তিত্ব বরদাশত করে না। ব্ল্যাক ওয়াটারের প্রতিষ্ঠাতা ইর্ক প্রিন্সের সম্পর্কে বলা হয় যে সে নিজেকে ক্রিশ্চিয়ান ক্রুসেডার দাবি করে। মধ্যযুগে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যুদ্ধ চলকালীন সময়ে এই পরিভাষা রূপ পায়। ব্ল্যাক ওয়াটার এবং অর্ডার অফ মাল্ট নামক ভ্রাতৃত্বের মাঝে যোগাযোগ স্পষ্ট হয়েছে। প্রিন্স গ্রুপের চীফ অপারেটিং অফিসার জোজিফ শামট্স, নাইটস অফ দি সাওয়ার্নে মিলেটারী অর্ডার অফ মাল্টা'র সম্মানিত সদস্য। অর্ডার অফ মাল্টা একটি রোমান ক্যাথলিক অর্গানাইজেশন। বর্তমানে এর সদর দফতর রোমে। এর সীমা Kinghts Hospitaller নামক একটি সংগঠনের সঙ্গে গিয়ে মেলে। ১০৫০ সালে বায়তুল মুকাদ্দাসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদের কাজ ছিল পবিত্র শহরের যিয়ারতকারী অসহায় ও নিঃসম্বল মানুষদের সেবা করা। পরবর্তীতে ক্রুসেড যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের এলাকা জয় করে নেয়। তখন এই সংগঠন আফ্রিকান দ্বীপ রহুডসে স্থানান্তরিত হয়। এরপর ১৩১০ সাল থেকে ১৫২৩ সাল পর্যন্ত সেখনে কাজ করতে থাকে। পরবর্তীতে ১৫৩০ সালে এটি মাল্টার দ্বীপে স্থানন্তরিত হয়। সেখান থেকে ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন সেটাকে স্থানান্তর করে এবং এটি রোমেই স্থায়ী হয়ে যায়। বাহ্যত এই সংগঠনটি সারা বিশ্বে চিকিৎসা সেবা এবং ফ্রি হাসপাতালের কারণে পরিচিত। এর সম্পর্ক ক্যাথেলিক চার্চের সঙ্গে। এরপরও এর সদস্যরা নিজেদেরকে আজও ক্রুসেডার এবং নাইটসের Knights উত্তরপুরুষ মনে করে। এই অর্ডারের সদস্য ১,২৫০০, স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক ৮০ হাজার, স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক ২০ হাজার। ক্রুসেডার এবং নাইটসের উত্তরপুরুষ হওয়ার কারণে তাদের ভেতর থেকে ক্রুসেড যুদ্ধের পরাজয়ের লাঞ্ছনা ও গ্লানী অদ্যবধি বের হয়নি। এজন্য ব্ল্যাক ওয়াটারের প্রতিষ্ঠাতা ইর্ক প্রিন্সও দুনিয়া থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। জর্দানের পার্লামেন্ট সদস্য জামাল মুহাম্মাদ আবিদাত-এর The Latest Consipracy Theory শিরোণামের একটি আর্টিক্যাল আবুদাবির দৈনিক আল-বয়ানে ছাপা হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, এ কথা বাস্তবিকই অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে, ইরাকে ব্ল্যাক ওয়াটারের মত তথাকথিত সিকিউরিটি ফার্মের সম্পর্ক নাইটস অফ মাল্টার সঙ্গে। যেটি একটি অদৃশ্য রাষ্ট্র অথবা দুনিয়ার সব চেয়ে রহস্যপূর্ণ একটি রাষ্ট্র। এখানে মজার একটি অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, জর্দানি পার্লামেন্ট নাইটস অফ মাল্টাকে রহস্যময় এবং সন্দেহজনক বলেছে এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্ল্যাক ওয়াটারের নিন্দা ও সমালোচনা করেছে। অন্যদিকে তার এই আর্টিক্যাল প্রকাশিত হওয়া এবং আরব মিডিয়া ও গণমাধ্যমে এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে

'গ্র্যান্ড মাস্টার অফ অর্ডার' এর ব্রাদার এন্ড রিউব্রাইট এই সম্পর্কের প্রত্যাখ্যান করত বলেন, ইরাক ও আফগানিস্তানে শ্রমবিক্রেতা ভাড়ার ঘোড়া বা ভাড়াটে সমাজের সঙ্গে অর্ডার অফ মাল্টার কোনই সম্পর্ক নেই। অর্ডারের গ্র্যান্ড মাস্টারও ব্ল্যাক ওয়াটারের জন্য Mercenaries এ সোসাইটির শব্দ ব্যবহার করে তাদের অপকর্মের সমালোচনা করেছে। কিন্তু এসব বলেও গ্র্যান্ড মাস্টার তার আঁচল পরিস্কার করতে পারবে না। কারণ ইউরোপীয় পার্লামেন্ট তার এক সদস্য গিউইউনি কাডিওফিওয়া'র এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেখানে ব্ল্যাক ওয়াটার এবং অর্ডার অফ মাল্টার মধ্যকার সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। ব্ল্যাক ওয়াটারের উপর লিখিত বইয়ের লেখক চেরি স্কাহাল দাবি করেন যে, ফার্মেল নেতৃত্বে এমন একটি এজেন্ডার উপর কাজ করছে, যা কট্টোর ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করছে। ফার্মের সিও পেন্টাগনের সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল জোজিফ শামটস ক্রুসেডীয় চিন্তাধারার শক্তিশালী প্রচারক। 'আল্লাহর অধীনে আইনের শাসন' তারই শ্লোগান।

ইহুদী প্লান এবং ব্ল্যাক ওয়াটার

আমেরিকার এই ন্যাটোজোট এবং আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানি শাসকবর্গ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'পবিত্র জিহাদে' ৯/১১ ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত রয়েছে। সব ধরনের ধ্বংসাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জেতার জন্য নিজেদের হাজার হাজার মানুষ মেরেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে আহত ও ল্যাংড়া-লুলা করেছে এবং কোটি কোটি বিলিয়ন ডলার ধ্বংস করেছে। কিন্তু এরপরও 'দিল্লী এখনো অনেক দূরে'। ভবিষ্যতেও তা নিকটবর্তী হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

বর্তমানে সন্ত্রাসের স্বীকৃতি দুটি দিক রয়েছে। আমি পূর্ণ আস্থা ও নিশ্চয়তার সঙ্গে উভয় দিককে সামনে আনছি। এর প্রয়োজন এ কারণে যে, উভয়টিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে চিহ্নত করে অগ্রসর হলে ফল পাওয়া যাবে।

সন্ত্রাসের এক দিক হল, আমেরিকা, ভারত এবং ইসরাইলের ত্রি-মিত্র পাকিস্তানের কাঁটা বের করার জন্য মুসলিম বিশ্ব থেকে সেনা ভর্তি করেছে। তাদেরকে অত্যাধুনিক অস্ত্রের নিয়মিত সাপ্লাই, সামরিক পথপদর্শন এবং হাজার হাজার ডলার মাসিক ভাতা দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা ধর্মীয় লেবাস ধারণ করে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। আত্মঘাতি হামলা করবে। আর আমরা প্রোপাগান্ডার যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

সন্ত্রাসের আরেক দিক হল, মূলত ও কার্যত এটি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। যা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ হয়ে যায়। কাফের যখন তাদের মাটিতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুত হবে, আফগান ও ইরাকে যেমন হয়েছে এবং হচ্ছে। একে সন্ত্রাসের নাম দিয়ে এজন্য বদনাম করা হচ্ছে যে, যাতে এই প্রোপাগা-ার আড়ালে প্রথম প্রকারের আসল সন্ত্রাস ঢেকে থাকে। এরাই সেই আমেরিকা, ইউরোপ এবং পাকিস্তান, যারা রুশ সাম্রজ্যাবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ মেনে নিয়ে মুজাহিদদেরকে কার্যত সহযোগিতা করেছিল। এটাকে পবিত্র মনে করত। আর আজ মোনাফেক ও কাফেরদের সেই দলই তেমন পবিত্র জিহাদকেই সন্ত্রাস নাম দিচ্ছে। প্রথম প্রকারের সন্ত্রাস এজন্য শেষ হবে না অথবা শেষ করা যাবে না যে, এর অন্তরালে পাকিস্তান সমাপ্তির এজেন্ডা রয়েছে। আমেরিকার সহযোগিতায় ভারত ও ইসরাইলের সম্মিলিত মিশন। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বেনগোরিয়া প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে তার 'দুশমন নাম্বার ওয়ান' বলেছে এবং ভারতের মাধ্যমে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার আয়োজন সম্পন্ন করেছে। তার এই দাম্ভিক উক্তি Jewish Chronicle-এ প্রকাশিত হয়েছে।

পৃথিবীর বুকে পাকিস্তান যত দিন থাকবে এবং ইহুদী নাসারা ও হিন্দুদের অন্তরে জ্বলন্ত অগ্নি নির্বাপিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত এই সন্ত্রাসী কার্যক্রম কোনো না কোনো রূপে সোয়াত থেকে বেলুচ পর্যন্ত এবং লাহোর ও ইসলামাবাদ থেকে করাচি পর্যন্ত চলতেই থাকবে। কারণ যারা এই সন্ত্রাস দমনের দাবি করছে, তারাই মূলত এই আগুন জ্বালাচ্ছে। আর তাদের সর্বোত সাহায্য-সহযোগিতার জন্য ঘরের মীর জাফর ও মীর সাদিকরা প্রস্তুত রয়েছে। ঘরের মোনাকেরা দুশমনের সঙ্গে হাত মিলালে টিপু সুলতান ও সিরাজুদ্দৌলার বাহাদুরি কোনোই কাজে আসে না।

আরেকদিকে স্পষ্ট সন্ত্রাস। কার্যত এটি সন্ত্রাসই না বরং এটি কুফুরের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পবিত্র যুদ্ধ। যেই যুদ্ধ তাদের শান্তি ও স্বচ্ছল জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে। নিকট অতীতের উদাহরণটি অধিক উপযোগী বিবেচিত হতে পারে যে, রাশিয়ার মত বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ জিহাদের পর ইমারতে ইসলামী আফগানিস্তানের ৯৪-৯৫ ভাগ অংশ নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল। অস্ত্র ও মাদক– যা পূর্বের কোন শাসক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, তালেবান তা কার্যত শেষ করে দিয়েছিল। জননিরাপত্তা ছিল আন্তর্জাতিক যে কোন সূচক থেকে বেশি।

প্রথম শ্রেণীর সন্ত্রাস খারাপকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অথবা অলিতে গলিতে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমেরিকান সিআইএ'র সন্ত্রাসী হাত ব্ল্যাক ওয়াটার পাকিস্তান থেকে অভাবগ্রস্ত, জাতীয় বোধ ও চেতনাবিহীন এবং

দেশপ্রেমের শত্রু সাবেক সেনাবাহিনী সদস্য বিশেষত এসএসজি-দেরকে ডলারের চমক দেখিয়ে ভর্তি করছে। তাদের নিজেদের আদর্শে উজ্জীবিত করে, যা মূলত ব্রেন ওয়াশিং। যাতে এরা তাদে স্বদেশীদেরকে হত্যা করতে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার না হয়। যেখানে কার্যত এসব কাজ হচ্ছে এবং সচেতন ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে বহিঃদেশীয় এই ভয়ঙ্কর তৎপরতা সম্পর্কে নিয়মিত তাদের শঙ্কা কথা প্রকাশও করছে, সেখানে শাসক শ্রেণীর বিবেক ডলারের বিছানায় আরামছে ঘুমাচ্ছে। সুতরাং এই সন্ত্রাস শেষ না হয়ে যে সর্বগ্রাসী রূপ ধারন করবে, সেটাই স্বাভাবিক। অর্থের কাছে বিবেক যখন বিক্রি হয়, বহিঃশত্রু কেবল তখনই ক্ষতি করতে সক্ষম হয়।

পরিকল্পিত ও স্বরচিত সন্ত্রাস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি এগুলো শেষ করার বা এগুলোর মোকাবেলার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়, যেগুলোকে সন্ত্রাসের নাট্যকার ও তত্ত্বাবধায়করা সন্ত্রাস নাম দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর– মনে রাখবেন, প্রথম শ্রেণীর সন্ত্রাসীরা অস্ত্র সমার্পণ না করা কিংবা রাশিয়ার মত আফগানিস্তানের কাছে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত তা কখনোই শেষ হবে না। কাল সাক্ষী, আফগান থেকে রাশিয়া বের হয়ে যাওয়ার পর তালেবান যখন পরিপূর্ণরূপে ক্ষমতা হাতে নেয়, সেদিন থেকে আমেরিকা ও ন্যাটোজোটের আক্রমণের আগ পর্যন্ত আফগানিস্তানে কোনো ধরনেরই সন্ত্রাস ছিল না। আত্মঘাতি হামলা ছিল না। সামাজিক পর্যায়ে চুরি-ছিন্তাইও ছিল না। সংখ্যালঘুসহ প্রতিটি আফগানী ও বহিঃদেশীয় নাগরিক এই আদর্শ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার সুফল সমানভাবে ভোগ করেছে। শাসক এবং তাদের স্টাবলিস্টমেন্টদের আচরণ এ পরিমাণ স্বচ্ছ ছিল যে, ব্রিটিশ সাংবাদিক রেডলে, যে তাদের হাতে কয়েদ ছিল, এ পরিমাণ প্রভাবিত হয় যে, বন্ধি অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার পর মুসলমান হয়ে যায়। এই স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা আজও তালেবানের মূলধন। অথচ তাদেরকে প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসের অপবাদ সহ্য করে যেতে হচ্ছে।

বর্তমান সন্ত্রাস– যা বাস্তবিকই সন্ত্রাস, অর্থাৎ আমেরিকা, ইসরাইল ও ভারতের সৃষ্টি করা সন্ত্রাস– বন্ধ হবে যখন মুসলিম উম্মাহ পূর্ণ ঐক্যের সঙ্গে মিল্লাতে কুফুরের বিরুদ্ধে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জিহাদ ঘোষণা করবে। নিজের সৈন্যবাহিনীকে নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করে দুর্বল না করে প্রকৃত শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হবে। দেশের মসজিদগুলো থেকে কুফুরের ফতওয়ার জায়গায় উম্মাহর ঐক্যের শিক্ষা প্রচারিত হবে এবং সময়ের সবচেয়ে

প্রভাবশালী হাতিয়ার মিডিয়া তার বিবেক সওদা না করবে, তখন গিয়ে এই সন্ত্রাস বন্ধ হবে।

আফগান থেকে শুরু হয়ে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত সন্ত্রাস, মূলত সেই সন্ত্রাসের সূচনা, যা ইসলামী পারমাণবিক শক্তি ইসলামী জমহুরিয়া পাকিস্তানের পারমাণবিক সম্পদের উপর কন্ট্রোল করার জন্য করা হয়েছে। যার লক্ষ্য শুধু সশস্ত্রবাহিনীকে নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করে দুর্বল করা এবং তাদের পরস্পরের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষের সাগর সৃষ্টি করে সেটাকে আরও ব্যাপকতর করা নয়, বরং পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর চরম আঘাত করে দুর্যোগের চোরাবালিতে চিরতরে দাফন করা। নির্বাচিত একটি অংশ দেখুন–

আমাদের যতদূর সম্ভব অইহুদীদেরকে এমন যুদ্ধে জড়াতে হবে, যাতে তাদের কোন এলাকার উপরেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত না থাকে। বরং এই যুদ্ধের ফলে তারা যেন অর্থনৈতিকভাবে চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়। এই সুযোগে পূর্ব থেকেই তক্কে থাকা আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো (আমাদের শর্তানুযায়ী) সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবে। যেই সহযোগিতার জন্য অসংখ্য পাহারাদার চোখ তাদের উপর চেপে বসে আমাদের বাহিনী কাজকে পূর্ণতা দিবে। চাই তাদের নিজস্ব পদক্ষেপ যাই হোক না কেন। (Protocols 2:1)

উপরের উদ্বৃতি অংশটুকু আরও একবার পড়ুন এবং বিগত সময়গুলোতে এর বাস্তব অবস্থা লক্ষ্য করুন। ইহুদীরা এক তীরে দুই শিকার করার কেমন চমৎকার পন্থা গ্রহণ করেছে। আমেরিকা ও ন্যাটোকে ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে উভয় দলের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে। পূর্বে থেকেই তক্কে থাকা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ অথবা লন্ডন ও প্যারিস ক্লাব শর্তের সঙ্গে সহযোগিতার দুয়ার খুলে দিয়েছে। ভবিষ্যতে আরোপিত শর্তাবলীতে পাকিস্তানের জন্য বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, খাদ্য ইত্যাদির দর উচ্চতার চরম শিখরে পৌঁছিয়ে জনগণ এবং সরকারকে মুখোমুখি করতে চায়, তো মুখোমুখি না করার শর্তে ড্রোন হামলায় ধৈর্য ধারন করা, ব্ল্যাক ওয়াটারের অবস্থান স্থির ও দৃঢ়করণের জন্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা বিধান করা, এই শর্তের ভেতর অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। অন্যথায় শাসক শ্রেণী ব্ল্যাক ওয়াটারের উপস্থিতি সত্ত্বেও তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে কেন? এর সহজ সরল উত্তর তো বিখ্যাত সেই প্রবাদ বাক্য– 'মুখ খায়, আর লজ্জা পায় চোখ'। আমেরিকা বলেছে, আমরা ১৩ বিলিয়ন ডলার দিয়েছি। মন্ত্রী বলেছে আমরা ৯৭ কোটি পেয়েছি। অদৃশ্য শক্তি তাদের সফলতার আরেকটি রহস্যও বর্ণনা করে। সেই রহস্যের আলোকে পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার অনুমান করুন।

'আমাদের সফলতার দ্বিতীয় কারণ হল, আমরা অ-ইহুদীদের দেশে জনগণের অভ্যাস ও চেতনাকে এই পরিমাণ উত্তেজিত করে দেই যে, তাদের সাধারণ বুঝ-বুদ্ধি ও বিচার জ্ঞান আর থাকে না। যার ফলে তাদের গন্তব্য হয় শৃঙ্খলাহীন ও বিক্ষিপ্ত। তারা একজন আরেকজনের উপর আস্থা রাখতে পারে না।' (Protocols 5:10)

আচ্ছা, আমাদের বর্তমান যাত্রা কি সেই গন্তব্যের দিকেই নয়? আমাদের লংমার্চ, আমাদের টিভি চ্যানেলে নিত্যনতুন টকশো, আলোচনা ও তর্কবিতর্ক কি এমন পরিবেশই সৃষ্টি করতে ব্যস্ত নয়? অদৃশ্য শক্তি আর চাপা ও মৃদু আওয়াজে নয় বরং জোরাল পদক্ষেপেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং 'মনজিল তো বেশি দূরে নয়'-এ বিশ্বাসকে ঘোষণা সহকারে প্রচার করছে।

জনরায়কে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য প্রথমে আমাদেরকে উত্তেজনা ছড়াতে হবে। জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে। তাদের ভেতর নৈরাশ্য এবং অস্থিরতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আর এর জন্য বিপরীত চিন্তাধারা ও মতাদার্শ সৃষ্টি করতে হবে এবং সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই খেলা খেলে যেতে হবে দীর্ঘ সময় ধরে। এরপর জনগণ অধৈর্য হয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবে। (Protocols 5 : 10)

বিভিন্ন চিন্তা ও মতের মানুষদেরকে শুধু বিশেষ দলে বিভক্ত ও বিন্যস্তকরণই নয়, বরং তাদেরকে শ্লোগান ও গলাবাজিও শেখাতে হবে। (Protocols 5 : 9)

আমাদের এই কর্মপদ্ধতি থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য দুশমন শক্তি আজ এক দলের উপর আক্রমণ করে তো কাল আরেক দলের উপর। পরস্পরের অন্তরে ঘৃণার বীজ বপন করে মাঠে নামিয়ে দেয়। আর তারা দূরে বসে তামাশা দেখতে থাকে। ইরাকে এই কাজ আমেরিকান সৈন্যবাহিনী এবং ব্ল্যাক ওয়াটার খুব নিপুণভাবে সম্পন্ন করে। বর্তমানে পাকিস্তানেও একই খেলা খেলানো হচ্ছে ব্ল্যাক ওয়াটারের মাধ্যমে। দিন দুপুরে সশস্ত্রাবস্থায় মোটর সাইকেলে আরোহন করে বেফাকি সেক্রেটারীর সম্মুখে বেফাকি মন্ত্রীকে টার্গেট করে এবং নির্বিঘ্নে চলে যায়। অদৃশ্য শক্তি আর অদৃশ্য নেই। বরং প্রভাবশালী দৃশ্য শক্তি হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। জাতি আসমানের দিকে মুখ তুলে একজন মুক্তিদাতার অপেক্ষায় রয়েছে। মুক্তিদাতা কবে আসবে, কিভাবে আসবে? বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞজনরা বলেন, জাতিকেও সম্মিলিতভাবে তাওবা করা এবং পথ পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে। তবেই মুক্তিদাতা আসবে। এরপর গিয়ে সন্ত্রাস চিরতরে বন্ধ হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর আমেরিকান কন্ট্রোল

পাকিস্তান সরকার ৬০টি শহরে পুলিশ বিভাগ ফিংগার প্রিন্ট কম্পিউটারাইজড করে দিয়েছে। যাতে অভিযুক্ত ও অপরাধীদের ব্যক্তিগত বারকোড দেয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে সারা দেশে অপরাধীদের পরিপূর্ণ ক্রাইম রেকর্ড সহজেই লাভ করা যায়। এই ফিংগার প্রিন্ট কম্পিউটারাইজড সিস্টেম লগ ব্যান্ড ও মার্টিন নামক আমেরিকান কোম্পানি যৌথভাবে ন্যাশনাল বায়ারদের দ্বারা তৈরি করেছে। যার হেডকোয়ার্টার হল আমালদমে। উল্লিখিত সিস্টেমকে 'পাকিস্তান অটোমেটিক ফিংগার আইডেন্টিফিকশন সিস্টেম' নাম দিয়েছে। যা সারা দেশে এক সঙ্গে শুরু করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার প্রথম ফেজে দেশের ষাটটি শহরকে রিমোট টার্মিনাল দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় ফেজের কাজ চলছে। উল্লিখিত সিস্টেম স্যাটেলাইটের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যার মাধ্যমে দেশের যে কোন অপরাধীর বিশেষ কোড ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত ফিংগার প্রিন্ট সহজেই তালাশ করা যায়। সীমান্তে সামগ্রিকভাবে চারটি স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর একটি স্টেশন পেশওয়ারে হবে। এ ব্যাপারে ফরেন্সেক ডিভিশন সিন্ধুতে ২৪ ঘণ্টা প্রস্তুত থাকে। যার জন্য ছোট গাড়ীগুলো সব সময় উপস্থিত থাকে। কাঙ্ক্ষিত ফিংগার প্রিন্ট তালাশ করতে ১০ থেকে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। বাহ্যত এই সিস্টেমের উদ্দেশ্য মূলতবীকৃত মামলার সমাধান করা এবং এতে জড়িত অপরাধীদের সন্ধান করা। কিন্তু লগ হ্যান্ড মার্টিন আমেরিকান কোম্পানি এই সিস্টেমকে পাকিস্তানে উপস্থিত আমেরিকান দুশমনদেরকে খোঁজার জন্য পরিচিত করিয়েছে। যাতে আমেরিকা তাদের পর্যন্ত পৌঁছে ব্ল্যাক ওয়াটারের মাধ্যমে খতম করে দিতে পারে।

আমেরিকা পাকিস্তানের প্রতিটি বিভাগে ব্ল্যাক ওয়াটারকে সুযোগ সুবিধা প্রদানের অন্তহীন এক ধারা শুরু করেছে। পাকিস্তানি ব্যবস্থাপনাকে যদি উন্নত করাই এই সিস্টেমের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি পুলিশের উচিত, তারা ব্ল্যাক ওয়াটারের এসব নেকড়েদের ফিংগার প্রিন্ট সংগ্রহ করুক। যাতে তাদের প্রতিটি অপারেশনের পর তাদেরকে গ্রেফতার করা সহজ হয়।

কিন্তু আমেরিকা পাকিস্তানকে যা কিছুই দিক, প্রথমে সে তার স্বার্থটাই দেখে থাকে। সে যখন নিশ্চিত হয় যে, এর দ্বারা আমেরিকার স্বার্থ পূর্ণতা পেতে সহায়ক হবে, তখনই সে সেই কাজ করে।

পাকিস্তান রেডিও'র উপর আমেরিকান কন্ট্রোল

আমেরিকা তার সম্প্রচারকে পাকিস্তানের দূরদূরন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য রেডিও পাকিস্তানের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। রেডিও পাকিস্তানের মাধ্যমে উর্দু এবং পশতু ভাষায় ভয়েস অফ আমেরিকার অনুষ্ঠান পাকিস্তানের প্রতিটি কোণায় শোনা যায়। এর মাধ্যমে আমেরিকা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তার বিষাক্ত অপপ্রচার ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করবে। আমেরিকা মূলত এর দ্বারা পাকিস্তানের সরলমনা মানুষকে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে এবং ডলারের বিনিময়ে মুজাহিদদের গোয়েন্দাবৃত্তি করার কথা প্রচার করতে চায়। পাকিস্তানি মিডিয়াকে জ্বালাতন ও উত্যক্ত করার এটিও একটি অংশ। যাতে সাধারণ জনগণ আমেরিকার নেতিবাচ প্রোপাগাণ্ডায় বেশি কান দেয় আর বাস্তবতা তাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। এই সুযোগে তারা তাদের ক্রুসেডবাহিনীর জন্য নতুন রাজপথ অতি সহজে সন্ধান করে নিতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে এসব সরলমনা মুসলমানদেরকে প্রতারিত করে ব্ল্যাক ওয়াটারের মত সংগঠনে জিম্মি হিসেবে ভর্তি করতে পারে। আমেরিকা তার ধূর্ততা, প্রতারণা এবং ডলারের যাদুতে এসব শাসকদেরকে পুরোপুরি অসহায় করে ফেলতে পারে এবং পাকিস্তানের প্রতিটি জায়াগায় ক্রুসেডের ঝা-া উড়িয়ে তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। আমেরিকা ধীরে ধীরে পাকিস্তানের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে তার কব্জায় নিচ্ছে। যাতে পাকিস্তানের কেউই তাদের সামনে মাথা তোলার দুঃসাহস না করতে পারে। এজন্য রেডিও পাকিস্তানের মাধ্যমে আমেরিকা সরাসরি পাকিস্তানি জনগণকে তাদের নির্দেশনাবলী পৌঁছাতে পারবে।

পাকিস্তানে আমেরিকান ঘাঁটি

চলমান ক্রুসেড যুদ্ধের শুরুতেই মুসলিম উম্মাহর উপর চেপে থাকা খেয়ানতকারী শাসকরা তাদের সব ধরনের সহযোগিতা এবং সমর্থন তাগুতের পক্ষে দেয়াকেই তাদের অস্তিত্বের রক্ষাকবচ মনে করেছে। এ পর্যায়ে উচিত তো ছিল এই যে, কুফুরের ঝড়োগতির সামনে, নিজেদের চূড়ান্ত সহায় সম্বলহীনতা সত্ত্বেও দৃঢ়তার পাহাড় হয়ে দ-ায়মান খোদাপাগলদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উম্মতের হেফাজতের রণাঙ্গনে পায়ে পায়ে নিজেদের করণীয় পালন করা। কিন্তু জাতির এই গাদ্দাররা বাতিলের চাকরি, ইহুদী ও খ্রিস্টানের পা চাটা, পুরোপুরি বুঝে শুনে ক্রুসেডবাহিনীর জন্য ফ্রন্টলাইনজোট হয়েছে। ডলারের মত অপবিত্র জঘন্য প্রাপ্তির বিনিময়ে ঈমান ও আকিদার মত সুস্পষ্ট নেয়ামতের কুরবানি

দিতে রাজি হয়েছে। অথচ পবিত্র কুরআনে বারবার এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে–

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

> ইহুদী ও নাসারারা তোমাদের প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তাদের ধর্মের অনুসরণ কর। *[সূরা বাকারা : ১২০]*

শাসকরা ডলারের পথ অবলম্বন করে খোরাসানের ভূমিতে অসহায় নারী, দুর্বল বৃদ্ধ ও নিঃস্পাপ-নিরপরাধ শিশুদেরকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিয়ে 'ভৃত্যের অধিক আনুগত্যতা' প্রকাশ করতে গিয়ে লজিস্টিক সাপোর্টের নামে ক্রিশ্চিয়ান সৈন্যদের জন্য নিজেদের দুয়ার খুলে দিয়েছে। ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পতনে জেনারেল পারভেজের ঘৃণ্য ভূমিকা কখনোই ভোলা যাবে না। জেকাবাদ ও দালবাদিন এয়ারবেস থেকেই দাজ্জালি সৈন্যবাহিনীর লিডার আমেরিকার উড়োজাহাজ সাতান্ন হাজারেরও বেশি বার উড্ডয়ন করেছে এবং আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠার অপরাধের শাস্তি সেখানকার আত্মমর্যাদাশীল উম্মততনয়দেরকে বারুদ ও অগ্নি বর্ষণ রূপে দিয়েছে। ৯/১১ এর সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের পর ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের সমর্থন ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ যে ভূমিকা পালন করেছে, তার কোন বিবরণ ও উপমা প্রকাশ করতে কলম অক্ষম। অথচ পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী-নাসারাদেরকে কখনোই বন্ধু বানিয়ো না। এরা একজন আরেকজনের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ জালিম কওমকে হিদায়াত দেন না। *[সূরা মায়েদা : ৫১]*

পাকিস্তানি শাসকরা এই দেশকে পুরোপুরিভাবে আমেরিকা এবং তার মিত্রদের হাতে তুলে দিয়েছে। আফগানিস্তানের হামিদ কারজাই, ইরাকের নূর আল মালেকী আর এদের মধ্যে রতি পরিমাণ পার্থক্যও নেই। প্রথমোক্ত দুই শাসক তো আমেরিকার সহচর ও পুতুল। আমেরিকা পাকিস্তানের মাটি তাদের

দাজ্জালীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ইচ্ছামত ব্যবহার করেছে। পাকিস্তানের রূপে তারা এমন এক মিত্র লাভ করেছে, যারা অহর্নিশ তাদের জান-প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। এখান থেকেই তাদের উড়োজাহাজ উড্ডয়ন করে। আফগানিস্তান ও স্বাধীন উপজাতিদের আত্মমর্যাদাশীল ও বিদ্রোহী সত্তার অধিকারী এবং কঠিন পরিশ্রমী, উদ্যমী ও ধৈর্যশীলদের উপর বম্বিং করে এই দেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত তাদের এয়ারবেসে এসে নির্বিঘ্নে অবতরণ করে।

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকান সেন্টের ইন্টেলিজেন্স কমিটির প্রধান সেন্টার ডাইন ফাইনাস্টাইন দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করেছিল যে, উপজাতিদের অঞ্চলে মিজাইল আক্রমণকারী ড্রোন বিমান পাকিস্তানের ভেতর থেকেই উড্ডয়ন করত। সেখান থেকেই সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হত। দালবাদিন, পিসনি এবং জ্যাকাবাদের বিমান ঘাঁটি পুরোপুরিভাবে আমেরিকান ও ক্রুসেডীয় জোট সৈন্যের তত্ত্বাবধানে ব্যবহার হচ্ছে। বেলুচে অবস্থিত শামসি এয়ারবেস থেকে ড্রোনবিমান নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং উপজাতি অঞ্চল বিশেষত উজিরিস্তানে টার্গেট চিহ্নত হওয়ার পর সেই ড্রোনবিমান থেকে মিজাইল বর্ষণ করা হয়। কখনো জানাযার উপর। কখনো জনবসতির উপর। কখনো রাস্তায় চলাচলকারী গাড়ির উপর।

কয়েক দিন পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল মীর্জা আসলাম বেগ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছিলেন। ঘরের রহস্যবিদরা বলেন, ইসলামাবাদে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাস সংলগ্ন ২৫ একর জায়গা আমেরিকা গ্রহণ করেছে। সেখানে আমেরিকান সৈন্যের তিনশ' অফিসারের জন্য আবাসিক কম্পাউন্ড নির্মাণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত দুইশ'র অধিক আবাসিক ভবন নির্মাণ হয়েছে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পাকিস্তানকে নয় মিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছে এবং প্রতি বছর পাঁচ মিলিয়ন ডলার দেয়া হবে। এটি আমেরিকার বাইরে আমেরিকার সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা ঘাঁটি হবে। আসলাম বেগের বক্তব্য অনুযায়ী এই সেন্টার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ইসলামাবাদ ধ্বংসযজ্ঞের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রে পরিণত হবে। এ ছাড়াও বলা হয় যে, আমেরিকান গোপন এজেন্সি সিআইএ ইসলামাবাদে ৮০ থেকেও বেশি বাংলো নিয়েছে। যেখানে এসব নরকীটরা ক্রুসেড যুদ্ধের জন্য তাদের গোপন তৎপরতা চালাবে।

ইতিপূর্বে এ বিষয়টিও প্রায় সুনিশ্চিত হয়েছে যে, শওকত আজিজ করাচিতে দেড় ট্রিলিয়ন (পনের হাজার কোটি) রুপির ২১ একর জায়গা আমেরিকাকে মাত্র দেড় বিলিয়ন রুপিতে বিক্রি করেছিল। অর্থাৎ ১ ট্রিলিয়ন ৪৮ বিলিয় ৫০ হাজার রুপি উপঢৌকন হিসেবে প্রভুর পদতলে অর্পণ করেছে। এই জায়গা কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার হবে, তা কারো কাছেই গোপন বা দুর্বোধ্য নয়। আমেরিকার পক্ষ হতে

মুসলিম উম্মাহকে যে আঘাত করা হচ্ছে সে ব্যাপারে পাকিস্তানি শাসকবর্গের ঘৃণ্য কৃতকর্মের কথা বর্ণনার অযোগ্য। 'আমাদের যুদ্ধ'র শ্লোগানদাতারা কাদের যুদ্ধ করছে? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই বাস্তবতা দিনের আলোর মত স্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু সেই সব 'বুদ্ধিমান'দের কি করা হবে যারা এসব ব্যবস্থা এবং এর রক্ষক শাসকদেরকে এখনো মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়।

সিন্ধুর তীর থেকে তুরেখম পর্যন্ত কয়েক হাজার কিলোমিটার লম্বা রাজপথ ক্রুসেডারদের জন্য ওয়াকফ করে রাখা হয়েছে। এই পথ দিয়েই ক্রুসেডের সৈন্যরা আফগানিস্তানে রসদ পৌঁছায়। এই রসদ শুধুই যে আফগানিস্তানের মজলুম মুসলমানদের বিভীষিকাময় রজনীকে দীর্ঘ করার উপকরণ হবে তাই নয়। বরং এগুলো ক্রুসেডীয় সৈন্যদের জন্য জীবন উপকরণও। যারা প্রতিদিন ড্রোন হামলার মাধ্যমে উপজাতিদেরকে নিশানা বানাচ্ছে। একমাত্র এই পথটিই যদি বন্ধ করে দেয়া হয়, তো ক্রুসেডবাহিনী খোরাসানের মাটিতে একদম অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, কে নিবে এই পদক্ষেপ?। পাকিস্তানি জনগণের মস্তিস্কে কালেমাগো শাসকদের পবিত্রীকরণ অনেকটা এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে, উম্মতে মুসলিমার হাজারো নারী-পুরুষের পবিত্র রক্তে ভেজা এসব শাসকদের হাত, বেলুচে এক হাজারেরও বেশি সংখ্যক এবং প্রায় দুইশ' বেলুচ নারী, আফিয়া সিদ্দিকী এবং জামেয়া হাফসার নিখোঁজ ছাত্রী কারাপ্রকোষ্ঠে অমানবিক নির্যাতন সহ্য করছে। গ্রেফতারের পর আমেরিকার নাপাক হাতে অনেককে তুলে দেয়া হয়েছে। গোয়ান্তানামো বে'র খাচায় জাতির অসংখ্য বীরপুরুষদেরকেও পারভেজ মোশাররফের হাতে বন্দি হয়েছে।

ইসলামাবাদের মেরিট হোটেলও আমেরিকান সৈন্যদের জন্য রেজিনাল হেডকোর্য়াটার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হওয়ার পর পেশওয়ারের পিসি হোটেল নির্বাচন করা হয়। এটি বর্তমান এই অঞ্চলে ক্রুসেড যুদ্ধ কন্ট্রোল করার জন্য আমেরিকান বাহিনীর গোপন ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। এই হোটেলে যুগের কলঙ্ক আমেরিকান সিকিউরিটি এজেন্সি ব্ল্যাক ওয়াটার শুধু তাদের মজবুত ঘাঁটিই প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল না বরং আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানে চলমান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমস্ত সুরতহাল এখান থেকেই মনিটর করত। হোটেলটি আমেরিকার গোপন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

ইনশাআল্লাহ, মহান আল্লাহর তাওফীকে বিশ্বব্যাপী এসব ইহুদী নাসারাদের কোনো আশ্রয়ই নিরাপদ থাকবে না। আল্লাহর পথের বীর মুজাহিদরা এভাবেই তাদের সঙ্গে লড়াই করে যাবে।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফেতনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে তার সম্যক দ্রষ্টা। *[সূরা আনফাল : ৩৯]*

পাকিস্তান ও আমেরিকান চালবাজি

এমনিতো পৃথিবীকে গ্লোব ভিলেজ বলা হয়। এই বিশ্বগ্রামের মোড়ল আমেরিকা– পুরো বিশ্বে যার রাজত্ব করার পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে– যখন ইচ্ছা একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পাগড়ী ছুড়ে ফেলে অথবা তাকে শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করে। বিশ্বগ্রামের এই মোড়লের শানে গোস্তাখিকে চরম অপরাধ মনে করা হয়। আর এটা এমনই এক কঠিন অপরাধ, যার শাস্তি লক্ষ মানুষের জীবনের প্রদীপ নিভিয়ে, কন্যা জয়া জননীর সম্ভ্রম লুণ্ঠন করে শহরের পর শহর উজাড় করা রূপে ভোগ করতে হয়। এই মোড়ল ও তার চামচাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস নেই কারোরই। বিশ্বের বুকে এই মোড়ল দাবার বোর্ড বিছিয়ে রেখেছে এবং প্রতিটি ঘরে তার ঘুঁটি সাজিয়ে রেখেছে। যার দ্বারা সে সুযোগে সুযোগে কাজ নিতে থাকে এবং গোটা বিশ্বকে সে তার দাসানুদাস মনে করে। বিশ্বব্যাপী এই দাবার বোর্ডে সে নিজেকে একক খেলোয়াড় মনে করে বসে আছে। কিন্তু তার এই খামখেয়ালি তখনই ধরা খেয়ে গেছে, যখন এই গ্রামেরই এক কোণা থেকে মুষ্টিময় তালেবান তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই তালেবানদেরকে নির্মূল করার জন্য তারা নানা রকম চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ও কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রধান আমেরিকা এবং তার মিত্রজোটের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জকারী এসব তালেবান তাদের কঠিন প্রতিপক্ষ প্রমাণিত হয়েছে। এদের অস্ত্র স্বল্পতা থাকলেও, এরা ঈমানী বলে বলিয়ান এবং শাহাদতের জযবায় বিহ্বল। কিন্তু মোড়ল আমেরিকার কথা অনুযায়ী ওঁতপেতে থাকা এসব তালেবান কঠিন চাল চালিয়ে যথা সময়ে আমেরিকার পাকা খেলোয়াড় হওয়াকে ভুল প্রমাণ করে এই দাবা খেলায় সৈন্য দ্বারা রাজাকে মাটিকে দিয়েছে। খেলার এই ছকে পড়ে থাকা কিছু কিছু ঘুঁটির কথা অনুযায়ী আমেরিকান আচরণ সেই সাপের মতই, যে তার নিজের বাচ্চাকে পর্যন্ত গিলে খায়। এই ঘুঁটিগুলোকে কোথায় কখন কিভাবে ব্যবহার করতে হবে? এই ধূর্ত

খেলোয়াড় তা খুব ভালোভাবেই জানে। বিশ্বময় বিছানো দাবার বোর্ডে পড়ে থাকা ঘুঁটিগুলোর একটি পাকিস্তানও। যার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর রাজা আমেরিকা তার তুণীরের প্রতিটি তীরকে পরীক্ষা করার জন্য আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছে। গ্লোবাল ভিলেজের কতিপয় রাষ্ট্রপ্রধানকে এ পরিমাণ নিজের গোলাম বানিয়ে রেখেছে যে, তারা উঠতে বসতে, শুইতে ঘুমাইতে একমাত্র তারই পূজা করে থাকে। এমনকি অনেকে তাদের দেশের নিরাপত্তাকে পর্যন্ত হুমকির সম্মুখীন করেছে। এই খেলায় পাকিস্তানকে আমেরিকার খুবই প্রয়োজন। এরপরও সে পাকিস্তানকে সুনিপুণ টার্গেটে পরিণত করে। আমেরিকা পাকিস্তানের সঙ্গে সেই সাপের মতই আচরণ করে যাচ্ছে এবং সুযোগ পেলেই দংশ করছে। যাতে সে আরও দুর্বল থেকে দুর্বল হয়ে যায়। কারণ দুর্বল পাকিস্তানই আমেরিকার স্বার্থ রক্ষার জন্য উত্তম। আমেরিকার সহযোগিতা প্রত্যাশীদের খুব ভাল করেই জানা আছে যে, সুবিধা ভোগের আশায় আমেরিকা পাকিস্তানে অজস্র টাকা বিনিয়োগ করছে। তাদের প্রতিটি ষড়যন্ত্রই পাকিস্তানের নিরাপত্তার পরিপন্থী। কিন্তু এরপরও আমেরিকার প্রতিটি ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা প্রথম ষড়যন্ত্র শুরু হয় সেই দিন যেদিন আমেরিকান থিংট্যাঙ্ক পৃথিবীর মানচিত্র ২০২০ প্রকাশ করে। ওই মানচিত্রে পাকিস্তানের অস্তিত্বকে খ- বিখ- দেখানো হয়েছে। সীমান্ত প্রদেশ আফগানিস্তানের অংশ, গিলগাত বেলতিস্তাকে আগাজানি রাজ্যে পরিবর্তন, বেলুচ প্রদেশে ইরানের কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করে তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্র, আর পাঞ্জাব ও সিন্ধুকে ছোট্ট একটি পাকিস্তানের রূপে দেখানো হয়েছে। তখন থেকেই এই ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। নাইন ইলেভেনের পর আমেরিকা সরাসরি দেশে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে। এখন আফগানিস্তানের উপর আক্রমণ করার জন্য আমেরিকার আবার এই বেকার ঘুঁটির প্রয়োজন। পেন্টাগন তখন একে ব্যবহার করার জন্য মনস্থির করে। কিন্তু নিজের অতীত কর্মের জন্য চিন্তিত আমেরিকা ভাবল, এ ক্ষেত্রে পরীক্ষিত বন্ধু সাবেক প্রধানমন্ত্রী পরভেজ মোশাররফই উপযুক্ত ব্যক্তি। সে মতে তাকে বশে আনার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলকে দায়িত্ব দেয়া হল। জাতিকে যে প্রতি মুহূর্তে এক হাত দেখে ছাড়ে, সেই মোশাররফকে এক ফোনেই ধরাশায়ী করে ফেলে। আমেরিকান প্রতিটি শর্তের উপর ইয়েস স্যার শুনে আমেরিকা তো আনন্দে নেচে ওঠে এবং তার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য পূরনের পরিকল্পনা আঁটতে থাকে। প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ এবার পাকিস্তান জাতিকে নতুন এক শ্লোগানে সঙ্গে পরিচিত করায়। 'সবার আগে পাকিস্তান' এই শ্লোগান পাকিস্তানের কচি-কাঁচা নতুন প্রজন্মের এমন ক্ষতি সাধন করে, আজ পর্যন্ত যা পূরণ হয়নি।

যাহোক, আমেরিকার ষড়যন্ত্রের ধারা শুরু হয়ে যায়। যার দ্বারা পাকিস্তান সীমাহীন বিপদে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান আমেরিকার ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে রূপ নিয়েছে। আফগান যুদ্ধ পাকিস্তানকে প্রচ-ভাবে নাড়া দিয়েছে এবং এ পরিমাণ প্রভাবিত করেছে যে, পদে পদে অনিঃশেষ দুর্যোগের ধারা শুরু হয়েছে। আমেরিকার দাসত্বে পারভেজ সরকার চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করে। পাকিস্তানের পরম উপকারী বন্ধু ও হিতৈষী ডাক্তার আবদুল কাদির খানকে আমেরিকার ইঙ্গিতে টার্গেট বানিয়ে নিজ ঘরে অন্তরীণ রেখে লাঞ্ছনাকর জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়েছে। পাকিস্তানের মাটি মজলুম মুসলমানের জন্য সঙ্কীর্ণ করে ফেলা হয়েছে। নিরাপরাধদের ধরে ধরে আমেরিকার ঝোলায় ফেলা হয়েছে। পারভেজ মোশাররফ নিজেও তার বই 'ইন দ্যা লাইন অফ ফায়ার'-এ সে কথা স্বীকার করেছে। বইটিতে Men Hunt (মানুষ শিকার) অধ্যায়ে লিখেছে, আমি আলকায়েদার সাথে ইঁদুর বিড়ালের খেলা খেলেছি। তাদের ৬৭২ জনকে ধরেছি। এর মধ্যে ৩৬৯ জনকে আমেরিকার হাতে সোপর্দ করেছি। আর এর বিনিময়ে মিলিয়ন ডলার পুরস্কার পেয়েছি। এর মধ্যে এক প্রাচ্যকন্যা– যিনিই সাম্প্রতিক আলোচনায় এসেছেন– ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকীও রয়েছেন। তিনটি দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ করাচি থেকে ওই অসুরেরা ধরে হিংস্র আমেরিকানদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছিল।

এই অসহায় মজলুম নারী অদ্যাবধি আমেরিকার হিংস্র নেকড়েদের হাতে নির্মম নির্যাত সহ্য করে তাদের জেলের অন্ধকারে পঁচছে আর বিবেকহীন আদালতের জবরদস্তির শিকার হয়ে পাকিস্তানি জাতির মুখে তার অসহায়ত্বের থাপ্পড় মেরে যাচ্ছে। যার কারণে এই জাতিকে কণ্যাবিক্রেতা ভর্সনাও শুনতে হয়েছে। তার অসহায়ত্ব ও চোখের দুর্লভ পানি এই জাতির কাছে তার অপরাধ বলার জিজ্ঞাসা করছে। কিন্তু চেতনাহীন এই জাতির মধ্যে কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত নেই। আর মুহাম্মাদ বিন কাসিমের মত তার ডাকে সাড়া দেয়ারও কেউ নেই। উচ্চ আদালত যখন মিস পার্সন কেসের শুনানি করতে গিয়ে কিছু পদক্ষেপ নেয়, আমেরিকার ইঙ্গিতে তখন পারভেজ সরকারের সুবিচারের উপর আক্রমণ করে এবং পাকিস্তানকে দুর্যোগের কালো কূপে নিক্ষেপ করে। চতুর আমেরিকা সেই সময় বেলুচ প্রদেশের দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ নবাব আকবার বাগটিকে পারভেজ মোশাররফের হাত দ্বারা খুন করিয়ে বেলুচ জাতির অন্তরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণার বীজ বপন করে দিয়েছে এবং স্বাধীন বেলুচ-এর ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। এর উপসর্গ সাম্প্রতিক স্বাধীনতা দিবসের সময় প্রকাশও পেয়েছে। বেলুচ জাতি

বিদ্রোহ করে তাদের প্রস্তুতির বহিঃপ্রকাশ ২০০৯ সালের ১১ তারিখের দিনকে তাদের স্বঘোষিত পাকিস্তান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ও নিজস্ব পতাকা উড্ডীন করেছে এবং একই বছর পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ১৪ আগস্টকে তারা কালোদিবস হিসেবে উদযাপন করেছে।

আমেরিকা এই চাল চালিয়েই লাল মসজিদ ও জামেয়া হাফসার উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে চড়াও করিয়ে দেয় এবং হাজার হাজার নিরাপরাধ ছাত্র ছাত্রীদেরকে চিরনিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ফলে তৈরি হয় নতুন এক যুদ্ধক্ষেত্র, যার বিভৎসতা গিলে ফেলে গোটা দেশকে। নিভে যায় হাজার হাজার নিরাপরাধ বনি আদমের জীবন প্রদীপ। এতেও ডায়নি আমেরিকার কলিজা ঠা-া হয় না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চালিয়ে যেতে থাকে নিত্যনতুন সব ষড়যন্ত্র।

আমেরিকা যখন উপলব্ধি করে আফগান সীমান্তাঞ্চল কোনো অবস্থাতেই তার অস্তিত্বকে মেনে নিবে না এবং তাকে পা রাখার জন্য এক ইঞ্চি মাটি দিতেও তারা নারাজ, তখন সে তার পাঁয়তারা পরিবর্তন করে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং তার নিজের স্বার্থ রক্ষায় আমেরিকা নতুন এক চাল চালে। কারণ আমেরিকা পাকিস্তানের উপজাতি অঞ্চলগুলোতে বিদ্যমান পাখতুনদের সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়েছিল। এ সূত্রে পাকিস্তান সরকারকে ভীতি ও চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পাক আফগান সীমান্তের মধ্যবর্তী উপজাতি পট্টিতে অপারেশন চালাতে বাধ্য করে। পাকিস্তান উপজাতি অঞ্চলগুলোতে তার সৈন্য প্রেরণ করে উভয়ের মাঝে প্রাচীরের ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। এ কারণে পাকিস্তানি সৈন্য ও উপজাতিদের মাঝে শুরু হয় অনিঃশেষ এক যুদ্ধের। এতে আমেরিকার স্বার্থই শুধু রক্ষা হয়। আর পাকিস্তানের গোলায় ওঠে অপূরণীয় ক্ষতিসম্ভার।

আমেরিকা এতেও ক্ষ্যান্ত হয়নি। বরং পাকিস্তানি ফোর্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করতে শুরু করে। পাকিস্তানকে এখানে আরও নত পেয়ে সে এই অঞ্চলে তার ড্রোন টেকনোলজি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কাউকে অবগতি করা ছাড়াই ড্রোন হামলা শুরু করে দেয়। আমেরিকা এর থেকে ডবল ফায়াদা ভোগ করতে থাকে। এক আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত ড্রোন ফ্যাক্টরি সঙ্গে কৃত চুক্তি— যার লক্ষ্য ছিল ড্রোন পরীক্ষা করা, যার দ্বারা কোম্পানি লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন ডলার কামিয়েছে। বরং এমন বললে ভুল হবে না যে, এই উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য আমেরিকা তাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেছে।

ইসলামাবাদে অবস্থিত মেরিট হোটেল এই লক্ষ্যে ব্যবহৃত হেডকোয়ার্টার ছিল। যার জট ওই হোটেলে আত্মঘাতি হামলার দ্বারা খুলেছে। ওই আত্মঘাতি হামলায় আমেরিকান বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ভস্ম হয়ে গিয়েছে। আমেরিকা এর পর

তার কর্মকৌশল পরিবর্তন করে শামসী এয়ারবেসে তার হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরিত করে। যা এখনো সেখানে অবস্থিত রয়েছে।

সীমাতিরিক্ত ড্রোন হামলায় সহস্র মানুষের মানুষের জীবনহনি ঘটাকে কেন্দ্র করে যখন হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়, পাকস্তান সরকার তখন মূলা থেকে ধুলা ঝেড়ে পূর্ব থেকে প্লানকৃত প্রতিবাদের রেকর্ড বাজাতে থাকে। যাতে জনগণের বাড়ন্ত ক্রোধ ঠান্ডা হয়। কিন্তু কতিপয় আমেরিকান কর্মকর্তা তাদের বিবৃতিতে ড্রোন হামলায় পাকিস্তানের সম্পৃক্তহীনতার জট খুলে দেয়।

আইএসআই-এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আমেরিকান চাল

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকার চালবাজি ও ষড়যন্ত্র থামছে না। আমেরিকা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরেক চরম আঘাত হেনেছে। আইএসআই-এর বিরুদ্ধে তালেবানদের সহযোগিতার অভিযোগ এনে এই এজেন্সিকে বন্ধ করার দাবি উঠিয়েছে। পাকিস্তান এখানে ক্ষমাপ্রার্থনামূলক ভূমিকা নিয়েছে। আমেরিকাকে কেউ এ কথা বলার দুঃসাহস করেনি যে, তোমাদের নাকে ডগায় জায়নবাদ এজেন্সি 'মোসাদ', ব্রাহ্মবাদী এজেন্সি 'র' এবং আরও কত অসংখ্য এজেন্সি পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী কাজে জড়িত। সেগুলো কি তোমাদের চোখে পড়ে না?

মোটকথা আমেরিকা পাকিস্তানকে ক্ষতি করার কোনো সুযোগকেই হাত ছাড়া করছে না। এই ধারাবাহিকতায় আমেরিকা ইসলামাবাদে অবস্থিত তাদের দূতাবাস সম্প্রসারণের জন্য একশ চুয়াল্লিশ কানাল (১৮ একর) জায়গার উপর নতুন স্থাপনার কাজ শুরু করেছে। এতে প্রায় আশি বিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে। অনুমান করুন কেমন দুর্গ নির্মাণ করা হচ্ছে! আর আমেরিকান মেরিনের নতুন সাজোয়া বাহিনী কী উদ্দেশ্যে আসছে? আমেরিকান রাষ্ট্রদূত স্বয়ং নিজে স্বীকার করেছে, তারা ইসলামাবাদে দুইশ বাসা ভাড়া নিয়ে রেখেছে। কাদের জন্য এই বাসাগুলো ভাড়া নেয়া হয়েছে? বলার অপেক্ষা রাখে না, আমেরিকান নতুন মেরিনা সেনারাই সেখানে অবস্থান করবে। এই মেরিন সেনাদেরকে পাকিস্তানে আনার উদ্দেশ্য হল, তারা ইসলামাবাদে অবস্থান করুক। যাতে সময়মত পাকিস্তানি পারমাণবিক অস্ত্র তুলে নিয়ে যেতে পারে। এ বিষয়ে ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রদূত উঝ ঝা দাহুই কিছু দিন পূর্বে ইসলামাবাদের কয়েকজন সাংবাদিককে চীন দূতাবাসে আমন্ত্রণ জানান এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আমেরিকান মেরিনদের আগমনে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। চীন রাষ্ট্রদূতের

এই বক্তব্য ইসলামাবাদে আমেরিকান দূতাবাসের সম্প্রসারণ এবং আমেরিকান মেরিনদের আগমনের সংবাদকে সত্যায়ন করে। গণচীনের আশঙ্কা এর দ্বারা প্রকাশ পায় যে, প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রেজা গিলানী চীনের আশঙ্কাকে আমলে নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, 'চীনের বন্ধুদের দুঃশ্চিন্তাকে দূর করা হবে।'

পর্যালোকদের বক্তব্য হল, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর নিশ্চয়তাদান চৈনিক নেতৃত্বকে কিভাবে নিশ্চিন্ত করবে। এখন এতটুকু বলা যেতে পারে যে, গণচীন পাকিস্তানের কর্মপদ্ধতির প্রতি অসন্তুষ্ট। আর চীনদের এই আশঙ্কা যথার্থ যে, পাকিস্তান আমেরিকার বড় একটি ঘাঁটিতে রূপ নিয়েছে। আর চীনের দীর্ঘ দিনের পুরনো বন্ধু, বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার দাবিকে উপেক্ষা করে আমেরিকার কোলে গিয়ে বসেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্ল্যাক ওয়াটারের সাতশ' সদস্য পেশওয়া এবং ইসলামাবাদে ডেরা ফেলেছে। বর্তমানে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আমেরিকানদের আচরণ পুরোপুরিভাবে বিজেতা অঞ্চলের গোলামের মত। ব্ল্যাক ওয়াটার সৈন্যের আরেক নাম xe (জি)। এরা অন্ততপক্ষে অন্যান্য আরও ছয়টি শহরে ডেরা পাতবে। জেনারেল আসলাম বেগ (অব.) বলেন, ত্রিপল ওয়ান ব্রিগেডের কাজ করবে ব্ল্যাক ওয়াটার। রাজনৈতিক খুনের অপারেশনগুলো ব্ল্যাক ওয়াটার করবে। আন্তর্জাতিক কিছু পত্রিকায় অত্যাধুনিক যন্ত্র ও অস্ত্রে সজ্জিত সাঁজোয়াবাহিনীর গাড়ির ছবি প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলো প্রকাশ্যে কাসিম পোর্টে নামানো হয়েছে। কথিত আছে, এসব সাঁজোয়াযান দ্বারাই ইরাকের মানুষের হোলি খেলা হয়েছে এবং ফালুজা ধ্বংস করা হয়েছে। ইরাকে তাদের আগমনের পূর্বে ইরাকি প্রধানমন্ত্রী বলেছিল, এই সাঁজোয়াযানগুলো ইরাক সরকারের অনুমতি ছাড়া এসেছিল। যার প্রতিবাদও করা হয়েছিল। কিন্তু কোন প্রতিবাদ কাজে আসেনি। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, কাসিম পোর্টে যে সাঁজোয়াযানগুলো নামানো হয়েছে, এর জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট অনুমতি নেয়া হয়নি। যাহোক, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, আমেরিকা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রবেশ করেছে। বাহ্যত মনে হচ্ছে, ইসলামাবাদ ব্ল্যাক ওয়াটারের থাবার মধ্যে রয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে যে, এখানে মিনি পেন্টাগন বানানো হচ্ছে।

জেনারেল মির্জা আসলাম বেগ (অব.) বলেন, ব্ল্যাক ওয়াটারের এক হাজারটি নতুন দল অচিরেই পাকিস্তানে এসে পৌঁছবে। পেশওয়ারের ইউনিভার্সিটি টাউনে তাদের জন্য বাসা ভাড়া নেয়া হয়েছে। এরা চার্টার্ড উড়োজাহাজের মাধ্যমে ভিসা ছাড়াই পাকিস্তানে ল্যান্ড করবে। সাম্প্রতিক পাকিস্তান সরকার ভিরিতে কোল্ডস্টোর নির্মাণের জন্য একটি বেনামি পাকিস্তানি কোম্পানিকে ঠিক

দিয়েছে। যাদের কনস্ট্রাকশনের কোন প্রকার অভিজ্ঞতা নেই। বরং এটি আমেরিকান একটি চাল। এর মাধ্যমে ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মি পাকিস্তানে ঢুকানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় বারবার অস্বীকার করে আসলেও অতীতে এর অস্তিত্ব পেশওয়ারে পার্ল কন্টিনেন্টাল হোটেলে আত্মঘাতি হামলায় প্রমাণিত হয়েছে। ওই হামলায় মৃতদের মধ্যে ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মির কর্মকর্তাদের লাশও উদ্ধার হয়েছে। ব্ল্যাক বর্তমানে xe (জি) নামে পাকিস্তানে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। ব্ল্যাক ওয়াটার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৯৭ সালে আমেরিকার উত্তর কিরোলিনা রাজ্যে। ইর্ক প্রিন্স আর এল ক্লার্ক এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সংগঠনটি প্রতি বছর চল্লিশ হাজার যোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যাদের থেকে চুক্তি ভিত্তিক গুম, খুন, অরাজকতা ও ধ্বংসযজ্ঞের কাজ নেয়া হয়। ২০০৪ এর জুন থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধ জোনে যুদ্ধাপরাধ ঘটনানোর জন্য ব্ল্যাক ওয়াটারকে তিনশ' বিশ মিলিয়নেরও বেশি অর্থ দিতে হয়েছে। বাগদাদে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিরাপত্তার জন্য তাদের সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে। ব্ল্যাক ওয়াটারের নেকড়েরা সিভিল লেবাস পড়ে। এরা মুখে কম বলতে অভ্যস্ত, যা বলে অস্ত্রের ভাষায় বলে। পেন্টাগন যে সব দেশে তাদের অস্তিত্ব প্রকাশ না করে শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, পেন্টাগনের জন্য এই নেকড়েগুলো অধিক উপকারি সাব্যস্ত হয়। আমেরিকা এখন পর্যন্ত পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটারের অস্তিত্বের কাথা অস্বীকার করে যাচ্ছে। কিন্তু পুলিশের সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল বলেছেন, পেশওয়ার এবং পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকায় পেন্টাগনের ভাড়াটে খুনিদের উপস্থিতি ও তাদের তৎপরতা পাকিস্তানের জন্য আশঙ্কাজনক। করাচির এয়ার ডিফেন্সেও ব্ল্যাক ওয়াটারের জাল বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। এরা অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদেরকে ভর্তি করছে। এটি পাকিস্তানের জন্য কঠিন ঝড়ের পূর্বাভাস।

আমেরিকা তার সেনাশক্তিকে পাকিস্তানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধক্ষেত্রে জড়ায়ে তাদের শক্তিকে ক্রমাগত দুর্বল করে ফেলছে। যাতে রিয়াসতি অথরিটি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব প্রতিপত্তির সম্মুখে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। আমেরিকা আফগানে তাদের পরাজয় স্পষ্ট দেখতে পেয়েই এই চাল চালে এবং অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে তাদের নিজেদের দিকে ধাবমান প্রলয়ের মোড়কে পাকিস্তানের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। পাকিস্তানের উপজাতি অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সুবিধা করতে না পেরে এই আগুনকে পাকিস্তানের সেটেল এরিয়া সোয়াত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনী দুই বছর ধরে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। কিন্তু সাম্প্রতিক

বিগত কয়েক মাস পূর্বের থেকে এতে আরও বেশি কঠোরতা সৃষ্টি করা হয়েছে। আমেরিকা যখন উপলব্ধি করেছে যে পাকিস্তান এ সব যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে তেমন প্রভাবশালী কাজ করতে পারছে না। ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী তিন মাস পূর্বেই ওয়াশিংটন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে সোয়াতে হামলা করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কিছু অপারগতার কারণে এই অপারেশন পিছিয়ে দেয়া হয়। যাতে এমন একটি অপারেশনের বৈধতা সৃষ্টি করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রাদেশিক সরকার একটি যেনতেন নিরাপত্তা চুক্তি করে। যেটাকে নিযামে আদল রেগুলেশন নাম দেয়া হয়। এতে আমেরিকা এবং ন্যাটো আপত্তি জানায়। কিন্তু অপারেশনের ব্যাপারে একশ ভাগ নিশ্চয়তা দেয়া হলে তারা নিশ্চিন্ত হয়। মিডিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি জোরে শোরে প্রচার করা হতে থাকে যে সরকার কট্টোরবাদিদের কাছে হার মেনেছে। কিন্তু মূলত এ সব যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে গ্রাউন্ড তৈরি করা হচ্ছিল। নকল ভিডিও'র মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। টিভি ডেবিট এবং টকশোতে এ্যাংকরদের মাধ্যমে খুব ভালোভাবে হাওয়া লাগানো হয়। যাতে জনগণের সামনে এ পরিমাণ মিথ্যা বলা যায় যে, তাদের চোখে মিথ্যার স্তর পড়ে যায় এবং বাস্তবিকার্থেই আর দেখার যোগ্য না থাকে। এরপর তাদেরকে যাই দেখানো হবে, তারা সেটাকেই সত্য হিসেবে মেনে নিবে। তখন সাম্রজ্যবাদী শক্তি শতভাগ সাফল্য অর্জন করবে।

সোয়াত উপত্যাকায় ভারি অস্ত্র, জঙ্গি বিমান এবং সব ধরনের যন্ত্রপাতি ও যুদ্ধ সরাঞ্জাম নিয়ে আক্রমণ করা হয়। এই আগুন ছড়াতে ছড়াতে পুরো ডিভিশনকে গ্রাস করে ফেলে। যার ফলে চল্লিশ লাখ মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে, অভিবাসী শিবির স্থাপিত হয়, উপত্যাকা ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয় এবং ভিক্ষার ঝুলি দীর্ঘতর হয়। আমেরিকা এ অবস্থা থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হয়। এসব মোহাজিরদের নামে বিভিন্ন দেশ থেকে ডোনার কনফারেন্স আহ্বান করা হয়। যাতে পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের ভিক্ষার ঝুলি তাদের সামনে তুলে ধরা যায়। আর তারা তাতে দুই চার টাকা খয়রাত করে তাদের সম্ভ্রমের শবযাত্রা বের করে দেয়। খয়রাতদাতারা তাদের গ্রুপের নাম দেয় 'ফ্রেন্ড অফ পাকিস্তান-পাকিস্তান বন্ধুমহল'। আল্লাহ আমাদেরকে এসব তথাকথিত বন্ধুদের থেকে রক্ষা করুন। এরা থাকলে আমাদের আর কোন শত্রুর প্রয়োজন হবে না। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রধান আমেরিকা এই অবস্থাতেও তার ফায়দা খুঁজতে থাকে এবং সমস্ত প্রশংসা নিজের ঝোলায় ভরতে থাকে।

খয়রাতে পাওয়া অর্থ কি হয়েছে? এটা গোপন কোন বিষয় নয়। বরং এ সব মোহাজেরকে আনসারদের দায়িত্বে রেখে গিয়েছে। আনসাররা দেশের বিভিন্ন প্রন্ত হতে তাদের জন্য অনুদান সংগ্রহ করে তাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে। গোটা দেশে অনুদানের জন্য আহ্বান ছড়িয়ে দেয়া হয়। সারা দেশের মানুষ সতস্ফূর্তভাবে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাহায্য করতে থাকে।

আমেরিকা বড় সুচতুরতার সঙ্গে তার যুদ্ধকে পাকিস্তানের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে ডবল ফায়দা হাসিল করে। প্রথমত আফগানের মাটিতে চলমান যুদ্ধের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারণ করে দুনিয়াবাসীকে এসব যোদ্ধাদেরকে কট্টোরবাদী ও জঙ্গিবাদী সাব্যস্ত করে সন্ত্রাসের কাতারে ফেলে বিশ্বের সহমর্মিতা লাভ করে। অন্যদিকে তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের পূর্ণতা ও পাকিস্তানকে টুকরা টুকরা করার কার্যপরিধি বাড়িয়ে পাকিস্তানের উপর কঠিন আঘাত করেছে। যার দ্বারা পাকিস্তানের ভিত্তি পর্যন্ত নড়ে গিয়েছে এবং পাকিস্তান অভ্যন্তরীণভাবে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। যার ফল সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দা রূপে দেখা দিয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এত বেশি খারাপ যে, আমেরিকা ও তার দোসররা যদি আমাদেরকে খয়রাত না দেয় তো আমরা দেউলিয়া হয়ে যাব। এই ভিক্ষাগ্রহণ আমাদেরকে এ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে যে, তাদের অনবরত ড্রোন হামলা ও মিজাইল নিক্ষেপের বিরুদ্ধে আমাদের টু শব্দটি করার ক্ষমতা নেই। এখন তো লোক দেখানো প্রতিবাদও বন্ধ করে দিয়েছে। ভালোই হয়েছে, অন্তত আমেরিকার মিডিয়া আমাদের নকল প্রতিবাদ নিয়ে উপহাস করতে পারবে না।

প্রতি সপ্তাহে না হলেও প্রতি মাসে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত অথবা জেনারেল অথবা উভয়ে আমাদের উপর দৈবঘটিত বিপদ হয়ে নাজিল হয়। আমাদের দাসসুলভ কার্যক্রমের তদারকি করা, আমাদেরকে স্টিমরোলারে নিষ্পেষিত করা, লাঠি চার্জ করা, আমাদের পারিবারিক সমস্যার সমাধান দেয়া, আমাদেরকে দাসত্বের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া, আমাদের হাতে পায়ে হাতকড়া ও বেড়ি পরানোর কাজ তারা আঞ্জাম দিতে থাকে। ৫২ সপ্তাহে ৫২বার সরকারী সফর। ইন্সপেকশন তথা পর্যবেক্ষণ সফরে নিজ চোখে দেখা যে কে কি করছে। কার দ্বারা কখন কী করাতে হবে। আর আমাদের চাটুকারিতারও কোনো শেষ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, নিপীড়নের জন্য কেন পাকিস্তানের মুসলমানদেরকেই নির্বাচন করা হল? কেন শুধু বিশ্ব মুসলিমরাই টার্গেট? আচ্ছা, বুশ আফগানের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ডাক দিয়ে কি সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়নি? ভারতের হিন্দু পরিষদ সংগঠন কি সন্ত্রাসী দল নয়? ইহুদীরা অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনীদের রক্ত ঝরিয়ে কি পূণ্যের কাজ করছে? যারা ইসলামের জন্য জীবনদান করে কেবল তারাই কেন সন্ত্রাসী হবে?

এটা শুধুই একটা বাহানা। যাকে ব্যবহার করে সন্ত্রাসের শ্লোগানকে উচ্চকিত করে আমেরিকা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার স্টিমরোলার সচল লেখেছে। কিন্তু স্বার্থপর পাকিস্তানি সওদাগাররা পাকিস্তানকে কেবল এজন্যই আমেরিকার ঝুলিতে তুলে দিচ্ছে যে, পাকিস্তানে আমেরিকার ক্রমবর্ধমান সেনাশক্তির উপস্থিতি ধার্মিক শ্রেণীর প্রভাব বলয় থেকে ব্যবসায়ী মহলকে নিরাপদ রাখতে পারে এবং মোনাফাখোরদের অধিক সুবিধা লাভ করতে পারে। পাকিস্তান আমেরিকাকে পা রাখার জায়গা দিয়ে অনেক বড় ভুল করেছে। আমেরিকাকে তাড়ানো এখন প্রায় অসম্ভব। তাদেরকে তাড়ানোর জন্য হাজারো পাকিস্তানীর জীবন কুরবানি দিতে হবে। আর তা এজন্য সম্ভব নয় যে, সাধারণ জনগণ জেনে গিয়েছে যে, তাদের কুরবানি ও ত্যাগের কোন ফল ও প্রতিদান তারা পায় না। বরং সব ফায়দা শাসকরাই ভোগ করে থাকে।

এই খেলার দ্বিতীয় খেলোয়াড় তালেবান আফগান যুদ্ধে তাদের আসল শক্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। যা ব্যবহার করে আজ আমেরিকা এবং পুরো জোটকে নাকানি চুবানি খাওয়াচ্ছে। যার স্বীকারোক্তি কখনো ব্রিটেন, কখনো আমেরিকা, কখনো ন্যাটোর মুখে মাঝে মাঝেই শোনা যায়। ন্যাটো চীফকে বলতে শোনা যায় যে, আফগান রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি অনেক কঠিন এবং দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ। ন্যাটোর সৈন্য আফগানিস্তানে মরার জন্য গড়া হয়নি। কখনো অধিক সৈন্য প্রেরণের দাবি করা হয়। কখনো আমেরিকান জোটকে বিজয়ের সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়ে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয় যে, বিজয় সন্নিকটে।

যার উত্তরে তালেবান প্রধান মোল্লা ওমর এ কথা বলেন যে, আফগানিস্তানের অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাহিদদের মাঝে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার শক্তি রয়েছে। মুজাহিদরা প্রস্তুত। ফলে আমেরিকার সুখস্বপ্ন অধরাই রয়ে যায়। আত্মতৃপ্তি ফিকে হয়ে যায়। এই যুদ্ধে আমেরিকার যা হওয়ার তা তো হয়েছেই। কিন্তু দাবার ঘুঁটি তার খেলোয়াড়েরই হাতে এ পরিমাণ নিষ্পেষিত হয়েছে যে, তার জান যায় যায় অবস্থা।

পাকিস্তান মূলত নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মেরে যাচ্ছে। কারণ সারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রধান আমেরিকা এবং দাজ্জালের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যে-ই চ্যালেঞ্জ করেছে, সেই জঙ্গি। তারাই তার সঙ্গে টক্কর দেয়ার এবং তাকে টুকরা টুকরা করার সামর্থ রাখে। আর এ ক্ষেত্রে আমেরিকা খুব ভালো করেই জানে যে, পাকিস্তানের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথে এরাই বাধা। আর তার তাদের পথ থেকে এই বাধাকে হটানের শক্তিও রাখে না। এজন্য স্বয়

পাকিস্তানের দ্বারাই তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছে। যা নিয়মিতও মনিটরও করা হচ্ছে। কিন্তু আফসোস, আমরা গাফলিতির ঘুমে বিভোর। জনসাধারণকে বিলাসিতার ঘূর্ণিপাকে ফেলে এই বাস্তবতাকে আর কত দিন গোপন করে রাখব? তাদেরকে রেওয়াতি গুল মুহাম্মাদ কত দিন পর্যন্ত বানিয়ে রাখবে যারা তাদের ঘরের আঙ্গিনায় বাইরের একটি ইট ও পাথর পড়তে দেয়, নারায হয় না। শতাব্দী পূর্বে জেরুসালেম ক্রিশ্চিয়ানবাহিনী (ক্রুসেডবাহিনী) দখল করে নিয়েছিল। প্রতিবেশি ইসলামী দেশগুলোর উদাসীনতা আজকের আমাদের মতই ছিল। সেটাও রমযান মাস ছিল। দামিশকের জামে মসজিদে ইমাম সাহেব দুপুরের সময় মসজিদের আঙ্গিনায় সবার সম্মুখে খাবার খেতে বসে। নামাযীরা এ দৃশ্য দেখে তো মহাক্ষ্যাপা। সবচেয়ে বড় মসজিদের সব চেয়ে বড় ইমাম, সেই কি না মসজিদের আঙ্গিনায় বসে পবিত্র রমযান মাসের এমন অবমাননা করছে! ইমাম সাহেব সেদিন যেই উত্তর দিয়েছিলেন, আজ আমাদের বেলাও তা প্রযোজ্য। সেদিন ওই ইমাম সাহেব উত্তর দিয়েছিলেন, আজ একজনের রোযা ভাঙ্গা আর প্রকাশ্যে রমযান মাসের অবমাননা করায় তোমার এমন ক্ষীপ্ত। কিন্তু ক্রুসেডার সন্ত্রাস বাহিনীর হাতে আজ জেরুসালেম আক্রান্ত, তোমরা তো সেটাকে নিন্দনীয় মনে করছ না। আজ আমাদের জেরুসালেমও কঠিন বিপদের মুখে এবং ক্রুসেডার বুশ প্রকাশ্যে ক্রুসেডের ঘোষণাও করেছে। কিন্তু আমরা আত্মতৃপ্তি নিয়ে আসমানী সাহায্যের অপেক্ষায় আছি!

আইন ও নিয়মের উর্ধ্বে ব্ল্যাক ওয়াটার

ব্ল্যাক ওয়াটার বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণ্য একটি সংগঠন। তারা নিজেদেরকে প্রাইভেট সিকিউরিটি সংগঠন হিসেবে পরিচিত করেছে। বিশ্বে অসংখ্য প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানি রয়েছে। যারা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সিকিউরিটি গার্ড সরবরাহ করে থাকে। এসব সিকিউরিটি নির্ধারিত কিছু নিয়ম ও আইনের ভেতর থেকে কাজ করতে বাধ্য থাকে। কিন্তু ব্ল্যাক ওয়াটার এমন একটি সিকিউরিটি সংগঠন, যে নিজেকে এসব আইন ও নিয়মের উর্ধ্বে মনে করে। তারা সরকারি সংগঠনের উপর শাসকর্তার ভূমিকা পালন করে। এমনকি আমেরিকার গোয়েন্দা এজেন্সি সিআইএ-ও বিশেষ কিছু মানুষের জবাব দিতে বাধ্য থাকে। এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যারা সিআইএ-এর প্রধানের কাছে জবাবদিহী চান যে, টাকা কোথায় থেকে এসেছে, কোথায় খরচ করেছ? কিন্তু ব্ল্যাক ওয়াটার যেহেতু নিজেকে কর্পোরেট কালচারের অংশ মনে করে, এজন্য

তারা নিজেকে টাকার হিসাব দেয়ারও মুখাপেক্ষী মনে করে না, নিজেদের গোপন তৎপরতার রিপোর্টও কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেয়া আবশ্যক মনে করে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্ল্যাক ওয়াটার মনে করে, আমরা যেহেতু টাকার বিনিময়ে ব্যক্তি বিশেষের সিকিউরিটি প্রদানের কাজ করি, সুতরাং আমরা কাউকেই কারো তথ্য সরবরাহ করব না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে ব্ল্যাক ওয়াটার নিজেকে সব ধরনের আইনের উর্ধ্বে মনে করে। তাদের ধারনামতে দুনিয়ায় কেউ এই পর্যায়ে নেই যে ব্ল্যাক ওয়াটারের কাছে জবাব চাইতে পারে। এই সংগঠনে অসংখ্য ভাড়াটে খুনি রয়েছে। আবার ক্রিমিনাল ও ভয়ঙ্কর অপরাধীদেরকেও ব্ল্যাক ওয়াটার আশ্রয় দিয়ে থাকে এবং মোটা অংকের বিনিময়ে তার দ্বারা কাজ নিয়ে থাকে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভয়ঙ্কর এই খুনি সংগঠনটির উপর আমেরিকার শুভদৃষ্টি রয়েছে। আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। হ্যাঁ আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে, যেই আমেরিকা দুনিয়া থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের কাজ করছে। অধিকাংশ জায়গায় আমেরিকান সেনাবাহিনীর নামে ব্ল্যাক ওয়াটারের হিংস্র গুন্ডারা অপারেশনে অংশ নেয়। ইরাকে হামলার সময়ও আমেরিকা ব্ল্যাক ওয়াটার থেকে ঠিকা নিয়েছিল। কিন্তু পরে এদের হিংস্রতা, ধর্ষণ, শিশু নির্যাতন এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার সংবাদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এতে ব্ল্যাক ওয়াটারের মাঝে বিশেষ কোনই পরিবর্তন আসেনি।

ব্ল্যাক ওয়াটারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচিতি

ব্ল্যাক ওয়াটার সম্পর্কে জানার পর স্বাভাবিক ভাবেই জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয় যে, কে এই হিংস্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। লোকটি কোন চিন্তা ও মানসিকতার অধিকারী। এ সূত্রে চল্লিশ বছর বয়সী ইর্ক প্রিন্সের নাম সম্মুখে চলে আসে। সে প্রায় ২৮ বছর বয়সে এই সংগঠনের ভিত্তি রাখে এবং আনুমানিক ২১ বছর বয়স থেকেই এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে কাজ শুরু করে দিয়েছিল। লোকটি নিজেকে এমন একজন ক্রুসেড যোদ্ধা মনে করে, যাকে পৃথিবী থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। একে মৃত্যুদূত হিসেবেও অনেকে জানে। এ সম্পর্কে আদালতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও জমা করা হয়েছে। জবানবন্দিটি ব্ল্যাক ওয়াটারেরই সাবেক দুই সদস্য দিয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর ভয়ে তারা তাদের পরিচয় প্রকাশ করতে নিষেধ করেছে। তারা তাদের জবানবন্দিতে বলেছে, 'ইর্ক প্রিন্স

নিজেকে এমন একজন ক্রুসেডার মনে করে যাকে পৃথিবী থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের নির্মূল করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, ব্ল্যাক ওয়াটারের প্রতিষ্ঠাতা ইর্ক প্রিন্স বর্তমানে অসংখ্য মামলায় পড়িত। তার সংগঠন ব্ল্যাক ওয়াটারের ইরাকের ট্রেক রেকর্ড অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং স্পর্শকাতর। স্বয়ং আমেরিকার আলেকজান্ডারিয়ার ডিস্ট্রিক কোর্টেও ব্ল্যাক ওয়াটারকে মামলার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই মামলার রায়ের পর এই রায় হবে যে, বুশযুগের এই অন্ধকার অধ্যায় শেষ হয়েছে কি হয়নি? যা আমেরিকান নির্বাহী এবং ব্ল্যাক ওয়াটার নাম এই প্রাইভেট কোম্পানির হাতে শুরু হয়েছে। 'স্পেগাল অন লাইন' নামক একটি জার্মান ম্যাগাজিনের মতে ব্ল্যাক ওয়াটারের প্রাক্তন কিছু কর্মচারিও কোম্পানিটির গোপন তৎপরতা সম্পর্কে তথ্য দিতে চায়।

২০০৭ এর ১৬ সেপ্টেম্বরে সংঘটিত এক ঘটনায় ১৭ জন নারী ও শিশুকে বাগদাদের নাইসুর স্কয়ারে ব্ল্যাক ওয়াটারের খুনি সদস্যরা শহীদ করে। এ সম্পর্কে 'সুজন ব্রুক' এর পক্ষ হতে কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ইর্ক প্রিন্সের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই মামলার আবেদনে সুজন ব্রুক ইর্ক প্রিন্সকে 'আধুনিক যুগের মৃত্যুদূত' সাব্যস্ত করেছেন। আদলতে দেয়া আবেদনে সুজন ব্রুক অভিযোগ করে যে, চল্লিশ বছর বয়সী ইর্ক প্রিন্স আইন লঙ্ঘণ ও দায়বদ্ধহীনতার কালচার উস্কিয়ে দিয়েছে। সে আরও বলেছে যে, ব্ল্যাক ওয়াটারে ধ্বংসাত্মক শক্তি বৃদ্ধি এবং তার অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার করে থাকে।

এই মামলায় সুজন ব্রুক ইর্ক প্রিন্সকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করে। মামলাটি আমেরিকান ডিস্ট্রিক কোর্ট স্টার্ন ডিস্ট্রিক অফ ভার্জিনিয়া আলেকজান্ডার-এ দায়ের করা রয়েছে। সুজন ব্রুক বলেছে, সে ইর্ক প্রিন্সের বিরুদ্ধে চল্লিশজন চাক্ষুষ সাক্ষীকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য উপস্থাপন করবে। হত্যার এই চাক্ষুষ সাক্ষীদেরকে বাগদাদ থেকে ডেকে আনা হবে। এরা নিজ চোখে ব্ল্যাক ওয়াটারের সদস্যদেরকে নারী ও শিশুদেরকে গুলি করে হত্যা করতে দেখেছে। স্মর্তব্য যে, ইর্ক প্রিন্সের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী সেই সুজন ব্রুক, যিনি আবু গারিবের বন্দিদের বিষয় আলোচনায় এনে বিশ্বব্যাপী সুনাম কামিয়ে ছিলেন। এবার সে ব্ল্যাক ওয়াটারের প্রাক্তন মালিক সহ বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সদস্যদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ব্ল্যাক ওয়াটারের ট্রেনিং সেন্টার

ব্ল্যাক ওয়াটার ও তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে জানার পর প্রশ্ন হয়, এই পরিমাণ সুশৃঙ্খল সংগঠন কোথায় বসে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং এদের সদস্যদেরকে কোন দেশে কোন জায়গায় ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে যে, ব্ল্যাক ওয়াটারের হেড অফিস, যেখানে বসে এই বিশাল প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, এটি আমেরিকার মধ্যবর্তী সবুজ শ্যামল একটি জায়গায় অবস্থিত। জায়গাটি আমেরিকার ভার্জিনা ও উত্তর কিরোলিনা রাজ্যের বর্ডারে অবস্থিত। ব্ল্যাক ওয়াটারের এই সেন্টার সাত হাজার একর অর্থাৎ ২৮ বর্গ কিলোমিটার জায়গার উপর।

জলবায়ুর প্রভাবে এখানকার জমিনের উপর গাঢ় সবুজ রঙের ছোট ছোট উদ্ভিদ জন্মে। আশপাশের প্রবাহিত পানি এ এলাকাকে আধা-জলাভূমির আকৃতি প্রদান করেছে। কোথাও কোথাও গভীরতা একটু বেশি হলে সেখানে পানির কারণে ছোট ঝিলের আকারও ধারণ করেছে। মোটামুটি পুরো এলাকাটিতেই পদতলে মথিত ঘাস ও ঝোপের দৃশ্য চোখে পড়ে, যা অগভীর পানির নিচে নিমজ্জিত। দেখলেই বুঝে আসে যে, যুদ্ধ প্রশিক্ষণের জন্য, বিশেষত গেরিলা ট্রেনিং-এর জন্য এটি একটি আদর্শ স্থান। অগভীর পানির নিচের ঘাসের উপস্থিতির কারণে পুরো এলাকার পানি কালো রঙের দেখায় বিধায় এলাকাটিকে কালো পানি বা ব্ল্যাক ওয়াটার নামে অভিহিত করা হয়।

ছয় হাজার একরের এই অনাবাদি ভূমি ইর্ক প্রিন্স ১৯৯০ সালে ক্রয় করেছিল। এরপর এই বিশাল ও বিস্তৃত এলাকার চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দেয় এবং লাগাতার সাত বছর ধরে এতে ইচ্ছামত পরিবর্তন করতে থাকে। সাত বছর পর ইর্ক প্রিন্স এখানে 'ব্ল্যাক ওয়াটার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড' নামে একটি সংগঠনের ভিত্তি রাখে। এই সাত বছরে এর পরিধি সাত হাজার একরে পৌঁছে গিয়েছিল।

২৮ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী এই জায়াগার অনুমান করা যায় এভাবে যে, লাহোর অভ্যন্তরীণ শহর দুই বর্গ কিলোমিটারের উপর অবস্থিত। এমন ১৪টি শহরের সমান এই জায়াগা ইর্ক প্রিন্স নামক একক ব্যক্তি ক্রয় করে এবং এখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সিকিউরিটি এজেন্সি ব্ল্যাক ওয়াটার ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রেনিং সেন্টারটা এতবড় যে, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে গুগল আর্থে গিয়ে (7612) w36o27N) খুব সহজেই দেখা যায়।

এমনিভাবে ২০০৬ এর নভেম্বরে এই সংগঠন শিকাগোর মাউন্ট কেরোল শহরেও ইর্ক প্রিন্স ৩০ একর ভূমি ক্রয় করেছিল। সেখানেও এই সংগঠনের উত্তরাঞ্চলীয় সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ব্ল্যাক ওয়াটারের বার্ষিক চল্লিশ হাজার সদস্যের ট্রেনিং প্রদান

বর্তমান এই অবস্থা জানার পর প্রশ্ন জাগে, ব্ল্যাক ওয়াটার কি পরিমাণ শক্তিশালী সংগঠন এবং এত বিশাল ও বিস্তৃত জায়গায় সে কি পরিমাণ মানুষকে ট্রেনিং দেয়। এ ছাড়া তাদের কাছে কি ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জাম রয়েছে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এবং ব্ল্যাক ওয়াটারের শক্তির ধারণা এ বিষয় থেকে লাভ করা যায় যে, এই ট্রেনিং সেন্টারে প্রতি বছর চল্লিশ হাজার মানুষকে সিকিউরিটির এমন সব কাজের ট্রেনিং দেয়া হয়, যার সাহায্যে প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরনের টার্গেট পুরা করা যায়। অনুমান করুন, এই চল্লিশ হাজার মানুষকে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ট্রেনিং দেয়াতে কি পরিমাণ ব্যয় হবে! আর পত্রিকা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যমতে ব্ল্যাক ওয়াটারের কর্মরত প্রত্যেক সদস্যের বেতন আমেরিকার যে কোন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল থেকেও বেশি। অর্থ্যাৎ অন্যভাবে এ কথা বলা যায় যে, ব্ল্যাক ওয়াটারের চল্লিশ হাজার সদস্যকে আমেরিকান চল্লিশ হাজার অবসর প্রাপ্ত জেনারেলের ভাতার চেয়েও বেশি ভাতা দেয়া হয়। আর এর পূর্বে ট্রেনিং গ্রহণকারীদের বড় একটা সংখ্যার ব্ল্যাক ওয়াটারের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে সংগঠনের পক্ষ হতে ভাতা পেয়ে থাকে। তা ছাড়া এই সংগঠনের নিজস্ব হেলিকপ্টার এবং অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরাঞ্জাম রয়েছে।

ব্ল্যাক ওয়াটারের মত এমন শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর কুখ্যাত সিকিউরিটি সংগঠন আমেরিকার মত দেশে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং কাজ করে যাচ্ছে। যাদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশি অস্ত্র রয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি বাজেটের সৈন্য রাখার সম্মান অর্জিত রয়েছে।

করাচিতে ব্ল্যাক ওয়াটারের সদস্য ভর্তি

ব্ল্যাক ওয়াটার প্রথমবারের মতো ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসে তখন, যখন ইরাক দখলের পর আমেরিকান সেনাবাহিনী ব্ল্যাক ওয়াটারকে সেনা সংগ্রহের ঠিকা দেয়, এই ঠিকার ব্যপকতার অনুমান এভাবে করা যায় যে, এটি ২১ বিলিয়ন ডলারের ঠিকা ছিল। এই ঠিকার জন্য কাঙ্ক্ষিত সংখ্যা পুরা করার জন্য ব্ল্যাক ওয়াটার সারা বিশ্ব থেকে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করে এবং

সেখানে আন্তর্জাতিক ফার্মে কাজ করার নামে সুস্থ ও উন্নত গড়নের ব্যক্তিদেরকে এবং সেনাবাহিনীতে বিগত ক্যারিয়ারের ভিত্তিতে লোক নিয়োগ দেয়া হয়।

২০০১ সালেও করাচি শহরে অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যদেরকেও একটি সিকিউরিটি ইজেন্সি বিপুল সংখ্যক সদস্য ভর্তি করেছিল। এর জন্য বিজ্ঞাপনও দেয়া হয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, বহিঃদেশে অনেক সংখ্যক সিকিউরিটি গার্ড দরকার। উপরে উপরে এ কথা প্রকাশ করা হয় যে, এটি সাধারণ একটি সিকিউরিটি কোম্পানি। যার ঠিকাদারিতে বাহির দেশে সিকিউরিটি গার্ড প্রয়োজন। সুধী পাঠক এ কথা শুনে অবাক হবেন যে, এসব ভর্তিও ছিল ব্ল্যাক ওয়াটারের জন্য। এ কারণেই 'এক্সন ম্যান সার্ভিস'-এ অন্তর্ভুক্ত জেনারেল হামিদ গুল বিগত কয়েক বছর থেকে পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটারের উপস্থিতির কথা বারবার বলে যাচ্ছিল। কিন্তু কেউই সেদিকে মনোযোগ দেয়নি।

এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, ব্ল্যাক ওয়াটারের দেয়া শত করা সত্তরটি ঠিকার জন্য কোন ডাক তোলা হয়নি। আর তাদেরকে সরাসরি ব্ল্যাক ওয়াটারকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্ল্যাক ওয়াটারের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল শুটার। আপনি তাদেরকে নিদগ খুনিও বলতে পারেন। সারা দুনিয়া থেকে তাদেরকে ভর্তি করা হয় আর কোম্পানিতে এদের বিশেষ গুরুত্বও রয়েছে। ব্ল্যাক ওয়াটার এসব সদস্য ফিলিপাই থেকে নিয়ে ল্যাটিন আমেরিকা পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের লোকদেরকে ভর্তি করিয়ে থাকে এবং এদের সাহায্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সব প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে।

ব্ল্যাক ওয়াটারকে কিছু সীমাবদ্ধতা ও কুখ্যাতির কারণে ২০০৭ সালে তাদের নাম পরিবর্তন করতে হয়। কিছু দিন পূর্বে আরও একবার নাম পরিবর্তন করে Xe (জি) রেখেছে। আর কিছু গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী পাকিস্তানে কাজ করার জন্য তারা নতুন আরেক নাম রাখবে এবং সেই নামের ব্যানারেই কাজ সম্পন্ন করবে। এটাও এক বাস্তবতা যে, নাম পরিবর্তন সত্ত্বেও কোম্পানিটি ব্ল্যাক ওয়াটার নামে যে পরিচিতি এবং কুখ্যাতি লাভ করেছে , তা হ্রাস পাবে না। গোটা বিশ্বে তাকে ব্ল্যাক ওয়াটার নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

ব্ল্যাক ওয়াটারের অপারেশন পদ্ধতি

ব্ল্যাক ওয়াটারের মাধ্যমে আমেরিকা কি ধরনের স্বার্থ উদ্ধার করে এবং কি পরিমাণ উপকৃত হয়, আর তাদের অপারেশনের পদ্ধতিই বা কি, তাও জানা জরুরী। এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে জানা গিয়েছে যে, ব্ল্যাক ওয়াটারের সদস্যদের বড় একটি সংখ্যা আমেরিকান সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ

করছে। এসব কর্মকর্তা আমেরিকান সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেশ ধারণ করেও কাজ করছে। এমনিভাবে সোয়াত অপারেশনেও এমন কিছু বিদেশী মানুষের লাশ পাওয়া গিয়েছে, যাদের খতনা করা ছিল না। এরা কার? খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, এরা ব্ল্যাক ওয়াটারের সদস্য ছিল। তারা আমেরিকা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাজ করছিল।

ব্ল্যাক ওয়াটারকে ব্যবহার করে আমেরিকা তার সেনাবাহিনী এবং লোকবলের বাঁচাচ্ছে। এভাবে তারা এক তীরে দুই শিকার করে যাচ্ছে। একদিকে যারা মারা যাচ্ছে তারা আমেরিকার সৈন্য নয়, ব্ল্যাক ওয়াটারের ভাড়াটে খুনি। অন্যদিকে ন্যাটো সৈন্যবাহিনী এবং অন্যান্য দেশকে এই বার্তা দিচ্ছে যে, ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যও তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে। এভাবে আমেরিকা তার মিত্র রাষ্ট্রগুলোকেও খুব চতুরতার সঙ্গে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে।

ব্ল্যাক ওয়াটারের কাজ করার ধরণ (অপারেশন পদ্ধতিও বলা যায়) এমন যে, আমেরিকা যে অঞ্চলে অপারেশন করতে চায় কিংবা করছে, সংগঠনটি সেই অঞ্চলে এনজিও এবং জনকল্যাণমূলক সংগঠনের নামে অফিস নেয়। এরপর সেখানে বাহ্যত পোশাক আশাকে শিক্ষিত মনে হয় এমন ব্যক্তিকে সেখানে প্রেরণ করে। তারা সেখানে জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করে। এরপর এনজিও ও জনকল্যাণমূলক কাজের আড়ালে গেরিলা সদৃশ ভাড়াটে খুনিরা এসে পড়ে এবং এনজিও ও জনকল্যাণমূলক কাজের আড়ালে অবস্থান করতে থাকে। এর পর সুযোগ মত তাদের কার্যক্রম শুরু করে দেয়।

ব্ল্যাক ওয়াটারের এই অপারেশন পদ্ধতি ইরাকের সাধারণ জনগণ খুব উত্তমরূপে জেনে গিয়েছে। কারণ প্রতিদিন তাদের হাতে ওখানকার সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছে। ইরাকে এমন কোন শহর নেই যেখানে তাদের ক্রয়কৃত এনজিও'র কর্মী তাদের জন্য ইরাকী সাধারণ মানুষের গুপ্তচর বৃত্তির কাজে জড়িত নয়। এ কারণেই ফালুজায় যখন আমেরিকান আক্রমণ তীব্রতর হয়, ফালুজার নাগরিকরা খাদ্যপণ্য সরবরাহকারী ঠিকাদারদেরকে মেরে ফুরাত নদীর তীরে তাদের লাশ ঝুলিয়ে রাখে। কারণ এসব ঠিকাদার জনকল্যাণ কাজের আড়ালে ভাড়াটে খুনিদেরকে হত্যাযজ্ঞ চালানোর জন্য পথ দেখিয়ে দিত। ফালুজা আর নাজাফে এই সংগঠনের সদস্যদের নির্যাতনের নির্মম দাস্তান এখন জনসম্মুখে চলে এসেছে। খুন খারাবি, গ্যাং রেপ এবং শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন ছিল তাদের নির্যাতনের সাধারণ ফিরিস্তি।

ব্ল্যাক ওয়াটারের দাবি পাকিস্তানের অভিনন্দন

সুধী পাঠক, পৃথিবীর কুখ্যাততম সিকিউরিটি কোম্পানি ব্ল্যাক ওয়াটার সম্পর্কে অনবরত এসব রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে যে, তাদের ভাড়াটে খুনিরা পাকিস্তানে চলে এসেছে। বিশেষ এবং গোপন কোন মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা পাকিস্তানে দৃঢ়পদ ও সুসংহত হচ্ছে। তাদের পক্ষে আমেরিকার স্পেশাল পৃষ্ঠপোষকতাও রয়েছে। আমেরিকান সরকার তাদেরকে পাকিস্তানে বিশেষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আনতে চাচ্ছে এবং তাদের সাহায্যে বিশেষ কোন গোপনীয় কাজ সম্পূর্ণ করতে চায়।

আমেরিকা ব্ল্যাক ওয়াটারের সাহায্যে পাকিস্তানে কি করতে চায় এবং তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, সে বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা হোক যে আমেরিকা এই সংগঠনকে পাকিস্তানে স্বাধীনভাবে কাজ করার এবং কোন ইনভিস্টিগেশন ও মামলা ছাড়া নিরাপদে আমেরিকা পৌঁছানোর জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকারের কাছে তাদের দাবিই বা কি?

আমেরিকা সরকার ২০০৮ এর বসন্ত ঋতুর শুরুতে কিছু দাবি উপস্থাপন করেছিল। নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী এর কিছু দাবি পারভেজ মোশাররফই মেনে নিয়েছিল। আর বাকিগুলো তার জানেশীনরা মেনে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তারা ড্রোন হামলার পলেশী অবলম্বন করে। অর্থাৎ উপরে উপরে বিরোধিতা কিন্তু কার্যত তাদের পক্ষে কাজ করছে।

আমেরিকা পাকিস্তান সরকারের কাছে যেসব দাবি করেছিল, এর মধ্যে প্রথম দাবি এই ছিল যে, আমেরিকান সৈন্যের পরিত্রান। কিন্তু বয়স্ক অফিসার এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদেরকে দূতাবাসীয় কর্মচারির বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে আসার অনুমতি দিতে হবে। তারা শুধু তাদের পরিচয় প্রকাশ করবে। তাদের জন্য ভিসা গ্রহণের কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। অর্থাৎ তারা পাকিস্তান সরকারের অনুমতি ছাড়াই আসতে পারবে এবং যখন ইচ্ছা চলে যেতে পারবে। এর মধ্যে শুধু ব্ল্যাক ওয়াটারের সদস্যরাই নেই বরং সৈনিক মাফিয়া এর অন্তর্ভুক্ত। আফগান ও পাকিস্তানে এদের সংখ্যা প্রায় বিশ হাজারের চেয়েও বেশি হবে। আমেরিকান সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সঙ্গে এদের কোনই সম্পর্ক নেই। নীতি নৈতিকতারও তাদের কোন বালাই নেই। এরা সিআইএ-এর সঙ্গে যুক্ত অথবা তাদের অধীনে হয়ে থাকবে। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এরা করা?

আমেরিকা সরকারের দ্বিতীয় দাবি ছিল, ভিসা ছাড়া যে সব সশস্ত্র সৈন্যরা আসবে, আমেরিকায় ইস্যুকৃত তাদের লাইসেন্সগুলো পাকিস্তানেও বৈধ সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ ভিন্ন ভাষায় আমেরিকা তাদেরকে যুদ্ধ জাহাজ, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধাস্ত্র অথবা রকেট লাঞ্চার সহ যে ধরনেরই অত্যাধুনিক অস্ত্র রাখতে এবং চালানোর লাইসেন্স দিবে, পাকিস্তান সরকার এসব অস্ত্র রাখতে তাদেরকে নিষেধ করতে পারবে না। এই দাবির একটা দিক এটাও ছিল যে, এরা ইউনিফর্ম পরিধান করে যেখানে ইচ্ছা অস্ত্রসহ যেতে পারবে। তাদের এই ইউনিফর্ম আমেরিকার সেনাদের থেকে ভিন্ন।

আমেরিকা সরকারের তৃতীয় দাবি ছিল, এদের কোনো অপরাধের কারণে পাকিস্তানের আইন প্রয়োগযোগ্য বিবেচিত হবে না। বরং তাদের উপর কেবল আমেরিকান আইনই প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ দাবির আলোকে বলা হচ্ছে, এরা যদি প্রকাশ্যে মদ পান করে ঘুরতে থাকে, তাদের হাতে ভয়ঙ্কর অস্ত্রও থাকে, এটা কোন অপরাধ নয়। পাকিস্তান সরকার তাদের এসব কাজের বিরোধিতা করতে পারবে না। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর কথা হল, আমেরিকান স্বার্থ রক্ষার জন্য্ রো যদি ভয়ঙ্কর কোন পদক্ষেপ নেয়, তবে এটাও কোন অপরাধ হিসেবে ধর্তব্য হবে না। কারণ এরা পাকিস্তানি আইনের উর্ধ্বে। আর এর আলোকে তারা যে অপরাধই করুক না কেন, তা আমেরিকান আইনের দৃষ্টিতে দেখা হবে। আর কোন মামলার প্রয়োজন হলে, তাও পাকিস্তানের আদালতে দায়ের হতে পারবে না।

এমনিভাবে আরেকটি দাবি ছিল, ব্ল্যাক ওয়াটার– যাকে বর্তমান জি বলা হয়, এবং তার সাহায্যকারী অন্য যে কোন সংগঠন যা কিছুই আনা নেয়া করুক, এর জন্য কোন প্রকার ট্যাক্স নেয়া হবে না। (এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ব্রিটিশও ভারত উপমহাদেশে পা রাখতে এবং পরবর্তীতে দখল করতে সফল হয়েছিল ওই সময়ের শাসক এক ইংজের ডাক্তারের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার কথায় তার জাতিকে (ব্রিটিশ) সব ধরনের ট্যাক্স দেয়া হতে অব্যহতি দিয়েছিল।

দাবির লিস্টে আরও একটা দাবি ছিল, এই সংগঠন এবং আমেরিকা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আগমনকারী লোকেরা তাদের সঙ্গে গাড়ি, বিমান এবং অস্ত্র আনতে পারবে। আর এর জন্য তারা পাকিস্তানকে কোন প্রকার পার্কিং ফি দিবে না। অন্য শব্দে তাদের বিশ জন লোকও যদি যুদ্ধ জাহাজ ও সাঁজোয়া যান নিয়ে আসে, তো পাকিস্তান তা রাখার জন্য স্টেশন দিতে বাধ্য থাকবে। আর এর জন্য তাদের থেকে কোন প্রকার ফি নেয়ারও অনুমতি থাকবে না। অর্থাৎ এসব সুযোগ সুবিধা ওই সব আমেরিকানদের জন্য মুফতে হবে।

আমেরিকা সরকারের দাবির এই বিশাল লিস্টে একটা দাবি এও ছিল যে, এরা (আমেরিকান কর্মকর্তা ও ব্ল্যাক ওয়াটার) পাকিস্তানে টেলিফোন ও অন্যান্য যোগযোগের অন্যান্য ব্যবস্থা পতিষ্ঠা করতে পারবে। আমেরিকান সরকার তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্ল্যাক ওয়াটার এবং এ ধরনের অন্যান্য সংগঠন এবং তাদের গোয়েন্দা ইজেন্সিগুলোকে তাদের উদ্দেশ্য সফলের জন্য কত দূর পর্যন্ত পৌ ছে গিয়েছে। এর অনুমান এর দ্বারা করা যায়। এসব দাবির আরেকটি দিক এও ছিল যে, এসব লোকদের (ব্ল্যাক ওয়াটার এবং আমেরিকান প্রাইভেট কর্মকর্তা) তৎপরতার কারণ যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে এবং এর ফলে কোনো সম্পত্তি কিংবা জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে মামলা করা তো পরের কথা, কোন প্রকার বিনিময়ও দাবি করা হবে না। এর দ্বারা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে তাদের দাবিগুলোর উদ্দেশ্য কি ছিল। তা ছাড়া এগুলো নিছক দাবিই ছিল নাকি নিয়মিত নির্দেশ ছিল।

পাকিস্তান আমেরিকার দাবি মেনে নিয়েছে

আমেরিকান সরকার এসব লজ্জাজনক ও নিকৃষ্ট দাবিতে আরও কত অসংখ্য দাবি যে আদায় করে নিয়েছে, তা অনুমান করাও কষ্টকর। তবে সূত্র মতে এ সব দাবির নব্বই ভাগ বাস্তাবয়ন হয়েছে। আর কারো কারো বক্তব্য, এখনো এ পরিমাণ দাবি আদায় করে নিতে পারেনি। কিন্তু এ আলোকে যদি ড্রোন হামলাকে দেখা হয়, তখন খুব ভালো করেই অনুমিত হয় যে পাকিস্তান সরকার তাদে কি পরিমাণ দাবি মেনে নিয়েছে। ড্রোন বিমান এবং তার পাইলোট বিদেশী। আর এর ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে এর জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ এবং অদ্যবধি কোথাও কোন মামলা হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি। এমনিভাবে বিদেশীদের তৎপরতা ও সন্দেহজনক কার্যক্রমও ক্রমাগত বেড়ে চলছে।

এমনিভাবে ২০০৯ এর ২৪ আগস্ট প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক ডাক্তার শিরিন মাজারী আলোকপাত করে যেন 'ব্ল্যাক ওয়াটার' চার্টার ফ্লাইটে আসে। আর পাকিস্তান সরকার তাদেরকে হায়ার করেছে। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান ন্যাটোর অফিস বানানোর অনুমতি দিয়েছে এবং তারবিলার নিকট বেসও খুলবে। তিনি আরও বলেন, আমেরিকা বলেছে তারবিলায় প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য তিনশ' আমেরিকান এসেছে। ভিয়েতনামেও প্রথমে ট্রেনার এসেছিল, তার পর সৈন্য এসেছিল। ডাক্তার শিরিন মাজারী আরও একটা দিক সম্মুখে আনেন যে, আমেরিকান সাংবাদিক নেকোলাস শামিডাল যিনি বাহ্যত রিসার্চের জন্য এখানে এসেছিলেন, এমন কিছু জায়গায় যাচ্ছে, যেখানে রিসার্চের কাজ ছিল না। এজন্য

তাকে এখান থেকে বের করে দেয়া হয়। কিন্তু আমেরিকাস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত হুসাইন হক্কানী তাকে আবার পাকিস্তানের ভিসা দিয়েছে।

এমনিভাবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জুমার দিন দুপুর দুইটায় ইসলামাবাদে এফআই-এর সদর দফতরের নিকট এক গাড়ীতে চারজন সশস্ত্র আমেরিকানকে আটক করা হয়। তারা পাকিস্তানী কর্মকর্তাদেরকে তাদের পরিচয় দিতে অস্বীকার করে এবং আমেরিাকন দূতাবাসে যোগাযোগ করে। কিছুক্ষণ পরেই আমেরিকান দূতাবাসের দুইজন সেনা অফিসার সেখানে পৌঁছে যায়। লজ্জার কথা হল, এরা নিম্ন শ্রেণীর অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার ছিল। আমেরিকানদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় আর পাকিস্তানিদেরকে থানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। সূত্র মতে এসব আমেরিকান ব্ল্যাক ওয়াটারের কর্মচারি। যারা দৈনিক ৪০০ থেকে ৫০০ ডলারে আমেরিকার কাজ করছে।

পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটারের ঠিকানা

পাকিস্তানে আমেরিকান ও বিদেশীদের এ ধরনের তৎপরতা প্রকাশ্যে চলে আসার পর স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, ব্ল্যাক ওয়াটার ও অন্যান্য প্রাইভেট ও আমেরিকান গোপন সংগঠনগুলো কোথায় থাকে? পাকিস্তানে তাদের ঠিকানা কোথায়? এটি বড় কঠিন এবং মারাত্মক একটি প্রশ্ন। এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গিয়েছে যে, ব্ল্যাক ওয়াটারের সদস্যদেরকে পেশওয়ারে প্রকাশ্যে অধুনিক ও ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র হাতে চলা ফেরা করতে দেখা গিয়েছে। আরও অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে, তাদের দফতর পেশওয়ারের হায়াতাবাদে ছিল। এরপর পর্ল কনটিনেন্টাল হোটেলের তৃতীয় ও চতুর্থ তলায়ও তারা তাদের অফিস বানায়। পেশওয়ারের পিসি হোটেলে আত্মঘাতি হামলা হলে তাদেরকে সেখানে নিরাপদে বের করে নেয়া হয়। কিন্তু এক রিপোর্ট অনুযায়ী এই হামলায় ব্ল্যাক ওয়াটারের দুই সদস্যও মারা গিয়েছে। তাজা খবর হল, আমেরিকা পেশওয়ারের পিসি হোটেল কিনে নিয়েছে। প্রতিরক্ষা দৃষ্টিকোণ থেকে হোটেলটির গুরুত্ব এজন্যও বেশি যে, এর পাশেই রিকমান্ড হাউস।

পেশওয়ারেই আমেরিকান আরও একটা কোম্পানি ক্রিয়েটিভ এ্যাসোসিয়েট্স ইন্টারন্যাশনাল আনকার পোর্টেড'ও কাজ করছে। ওই কোম্পানির কথা অনুযায়ী এটি একটি সাধারণ এনজিও। তারা জনকল্যাণমূলক কাজ করছে। কিন্তু তাদের এই মিথ্যাচার প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যে সব গাড়ি ব্যবহার করে, তার নাম্বার দূতাবাসের। সত্যি যদি এটি

সাধারণ কোন এনজিও হয়ে থাকে, তাহলে এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দূতাবসে নাম্বার ব্যবহার করে কেন? এ সম্পর্কে জানা গিয়েছে যে, এটি সিআইএ-এর ফ্রন্ট কোম্পানি। সংগঠনটি Creative Assrciates International Inc অর্থাৎ CAII তার ওয়েব সাইটেও নিজেদেরকে এনজিও বলে পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অনুসন্ধান চালানোর পর এ বিষয়টি সামনে এসেছে যে, সংগঠনটি ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি প্রাইভেট আনকরপোর্টেড কোম্পানি হিসেবে রেজিস্ট্রেডকৃত। এনজিও হিসেবে তাদের রেজিস্ট্রি নেই।

CAII ইউনিভার্সিটি টাউন পেশওয়ারেও ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছে। এখানে তারা নিজেদেরকে আমেরিকান সিকিউরিটি গার্ড পরিচয় দিয়ে থাকে। তাদের সবচেয়ে সন্দেহভাজন বিষয় হল, তাদের ওয়েব সাইট তাদের মালিকানার কোন পরিচয় প্রকাশ করে না, কিন্তু কর্মকর্তাদের পরিচয় প্রকাশ করছে। এদের সমস্ত প্রোজেক্টও শ্রীলঙ্কা, গাজা, আঙ্গুলা, ইরাক, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সব এলাকায় অবস্থিত। সাম্প্রতিক তারা ফাটাতে অবিশ্বাস্য এক প্রোজেক্টের আড়ালেও কাজ করছে। এই প্রোজেক্টের নাম দিয়েছে 'ফাটা ডেপ্লোমেন্ট প্রোগ্রাম গভর্নমেন্ট টু কমিউনিটি'। অথচ বাস্তবতা হল, এদের কাজ খুনি ব্ল্যাক ওয়াটার গার্ডের বেস্টনিতে ঘোরা আর ফাটা, পেশওয়ার ও এর আশে পাশে যুদ্ধবাজ ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাত করা। এরা তাদের ওয়েব সাইটে বিশ্বব্যাপী ৩০টি কাজের কথা প্রকাশ কে রছে। যার অর্ধেক পাকিস্তানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সূত্র মতে ব্ল্যাক ওয়াটারের ভয়ঙ্কর ভাড়াটে খুনিদের মধ্য থেকে ১১৮ জন পেশওয়ারে আর ৮০ জনের মত তারবিলায় অবস্থান করছে। আমেরিকার পক্ষ হতে আফগানিস্তানে নিয়োজিত কমান্ডার জেনারেল ম্যাক ক্রাস্টাল এই খুনি স্কোয়াডের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রধান। অন্যদিকে আমেরিকান মেরিনদের উপিস্থিতিও ইসলামাবাদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। তাদেরকেও তারবিলার আশে পাশে দেখা গিয়েছে। এটা সেই জায়গা যেখানে আমাদের সেনাবাহিনী স্পেশাল অপারেশন টাস্ক ফোর্স অবস্থিত। এই এলাকায় পূর্বেও ৩০০ এর অধিক আমেরিকান সৈন্য আছে। যাদেরকে তথাকথিত 'ট্রেনার' বলা হচ্ছে। অথচ সাবেক নেগরান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লেফটনেন্ট জেনারেল হামিদ নাওয়াজ বলেছেন, পাকিস্তানে আমেরিকান ট্রেনারের কোনই প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, আমাদেরকে এমন কোন মিশন দেয়া হয়নি, যার জন্য আমাদের আমেরিকার ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি এ কথাও বলেন যে, তিনি যখন প্রতিরক্ষা সেক্রেটারী ছিলেন, তার প্রতিনিধি দলের সেনা অফিসারকে এজন্য ভিসা দেয়

হয়নি যে, তার নাম আলকায়েদার সদস্যদের সঙ্গে মিলে যেত। এমনিভাবে সাবেক পররাষ্ট্র সচীব রিয়াজ খোখরও বলেছেন যে, আমেরিকানরা ভিসা ছাড়াই পাকিস্তানে আসছে।

এমনিভাবে ইসলামাবাদে– যার উপর আমেরিকা ও ব্ল্যাক ওয়াটারের বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে– সেক্টর এফ ৬, এফ ৭ এবং এফ ৮-এও আমেরিকান ও বিদেশীদের রহস্যপূর্ণ তৎপরতা ও কার্যক্রমের জন্য ওখানকার লোকদের ভেতর শঙ্কা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে।

পাকিস্তানে আমেরিকান ও ব্ল্যাক ওয়াটার সহ অন্যান্য বিদেশী এজেন্সিগুলোর তৎপরতার শঙ্কার কারণ। এদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য রাখা এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের জন্য আবশ্যক। এ কথা সত্য যে, প্রধামন্ত্রী ইউসুফ রেজা গিলানী তার এক বিবৃতিতে বলেছে যে, পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটার নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে, ব্ল্যাক ওয়াটার তার নাম পরিবর্তন করেছে। এদিক থেকৈ ব্ল্যাক ওয়াটার সত্যিই পাকিস্তানে নেই। কিন্তু ওই নেটওয়ার্কই নতুন এক নামে মাঠে কাজ করে যাচ্ছে।

ব্ল্যাক ওয়াটারকে প্রকাশ্যে দূতিয়ালি পর্যায়ে সাহায্য

বিদ্যমান অবস্থা দেখে মনে হয়, আমেরিকা যেন সর্ববস্থায় তার বিশেষ কর্মকর্তাদেরকে পাকিস্তানে পৌঁছানো এবং বিশেষ মিশন সম্পন্ন করার পর নিরাপদে ফেরত চায়। তাই সে তার উদ্দেশ্য সফল করণের জন্য অধিক সৈন্য ও প্রাইভেট কর্মীদেরকে নিরাপদ পথ দেয়ার জন্য দূতিয়ালি পর্যায়ে সাহায্য নিয়েছে এবং ফুল প্রুফ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছে। সূত্র মতে এখন তাদেরকে দূতাবাসের কর্মচারি হিসেবে পাকিস্তানে আনা হচ্ছে।

ডিপ্লোমেটিক লেভেলে যে কোন দূতাবাস ৭৫০ জনের স্টাফ রাখতে পারে। কিন্তু আমেরিকা এখন একতরফাভাবে স্টাফ বৃদ্ধি করছে। এতে এখন এখানে ৪০০ এলিট মেরিন অবস্থান করবে। আমেরিকা ইসলামাবাদেও ১৮ একর জায়গা সিডিএ থেকে নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করেছে এবং আমেরিকার এই দূতাবাসে ২৫০ আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায়, এটি দূতাবাস নয় বরং সেনা ছাউনি। এ ছাড়াও আমেরিকা ২০০টি বাসা ভাড়া নিয়েছে। আরেক রিপোর্ট অনুযায়ী আফগানিস্তানে ২৫ হাজার আর পাকিস্তানে ৮০ হাজার আমেরিকান জোট সৈন্য পূর্ব থেকেই উপস্থিত রয়েছে।

অধিক আশঙ্কার বিষয় হল, আমেরিকা কহুটার নিকট জায়গা গ্রহণ করেছে। সেখানে তার কর্মকর্তারা আবাসিকভাবে অবস্থান করবে এবং তাদের মিশন সফলের জন্য চেষ্টা করবে। অন্যদিকে এশিয়া টাইমস অনলাইনস (১৩ আগস্ট ২০০৯) অনুযায়ী আমেরিকা তারবিলায়ও বড় একটা প্লট ক্রয় করেছে এবং সেকানে ২০টি কন্টিনারও পাঠিয়েছে। কন্টিনারগুলোতে কি ছিল তা জানা নেই। এ ছাড়া এই রিপোর্টও পাওয়া গিয়েছে যে, আমেরিকা ইসলামাবাদে তার উপস্থিতি সম্প্রসারণের জন্য এক বিলিয়ন ডলার ব্যয় করারও পরিকল্পনা নিয়েছে। এই প্লানের কেন্দ্রীয় এবং বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব এই যে, ৪০০ এর অধিক মেরিন এবং সহস্র এবিসি রাখার পরিকল্পনাও এই প্লানেরই অংশ। অথচ পূর্ব থেকেই আমেরিকার ৩৫০ সদস্যের অনুমদিত সৈন্যবাহিনী পাকিস্তানে রয়েছে।

ব্ল্যাক ওয়াটারের মিশন কী

সম্মানিত পাঠক! এসব দৃশ্য সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হলে এ বিষয়টি সামনে আসে যে, ব্ল্যাক ওয়াটার এবং আমেরিকান সংগঠনগুলোর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী পাকিস্তানে শুধু আসেইনি বরং তারা তাদের গোপন মিশন বাস্তবায়নের কাজও শুরু করেছে। কী সেই মিশন? তা উপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। আমেরিকার এসব লেঠেল বাহিনী আমেরিকান দূতাবাসের গাড়িতে সশস্ত্র টহলই শুধু দিচ্ছে না, বরং তার রক্ষীদের মধ্যে ব্ল্যাক ওয়াটারের শূটার এবং ভাড়াটে খুনিও রয়েছে। এরা বাসা ও অফিসের জন্য যে সব এলাকা নির্বাচন করেছে, সেগুলো হল কোর কমান্ডার হাউস, সেনাবাহিনীর স্পেশাল অপারেশন টাস্ক ফোর্স, কহুটা রিসার্চ সেন্টার এবং ইসলামাবাদ। ইসলামাবাদের সেক্টর এফ ৬, এফ ৭ এবং এফ ৮-এও তাদের সন্দেহজনক তৎপরতা নোট (লক্ষ্য) করা গিয়েছে। আর সেক্টর ই ৭-এই রয়েছে পারমাণবিক বিজ্ঞান ডাক্তার আবদুল কদির খানের বাসা।

পাকিস্তানের আমনবিক শক্তির অধিকারী হওয়া আমেরিকার জন্য কতটা যে অস্বস্তির, তা তাদের ব্ল্যাক ওয়াটার, অন্যান্য কর্মকর্তাদের তৎপরতা, সুপরিকল্পিত কার্যক্রম এবং সুচয়িত এলাকায় অবস্থান থেকেই তাদের প্লান অনুমান করা যায়। অন্যদিকে জামাতে ইসলামীর আমীর সাইয়েদ মনোয়ার হাসান বলেছেন, আমেরিকা ইসলামাবাদে দূতাবাসের নামে মেরিন হাউস বানাচ্ছে। যেখানে হাজারের অধিক মেরিন যোদ্ধা নিযুক্ত করা হবে। সরকার পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটারের কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দিয়ে নিজেরই খবার

খনন করেছে। তিনি এ কথাও বলেন যে, আমেরিকা নারাজ হলে বর্তমান শাসকরাই ব্ল্যাক ওয়াটারের প্রথম টার্গেট হবে।

ব্ল্যাক ওয়াটারের পাকিস্তানে আগমন এবং বিদ্যমান অবস্থা অন্তহীন আশঙ্কাজনক। শাসকদের এ বিষয়ে সিরিয়াস চিন্তা ভাবনা করে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা পাকিস্তানকে তার নিরাপত্তায় রাখুন। আমীন।

ব্ল্যাক ওয়াটার নিয়ে এত হৈ চৈ কেন

'সাবার আগে পাকিস্তান' শ্লোগানকে যারা নিজেদের ঈমান ও আকিদার মর্যাদা দিত, বাহ্যত তারা এখন নিজেদের জীবন নিয়েই সঙ্কটে রয়েছে। 'ব্ল্যাক ওয়াটার'-এর সম্পর্কে পাকিস্তানের গণমাধ্যম যে শোরগোল ও চিৎকার শুরু হয়েছে, তা দেখে এবং শুনে এমন মনে হচ্ছে যে, আমেরিকা পাকিস্তানের উপর চড়ে সম্মুখে দৌড় দেয়ার আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে। দেশটির উপর তাদের পরিপূর্ণ দখল এখন সময়ের ব্যাপার। কিন্তু এসব কিছু মঞ্চ অভিনয় থেকে কম নয়। এর মাধ্যমে পাকিস্তানী জনসাধারণকে এমন এক ভয়ঙ্কর বিপদ সম্পর্কে আতঙ্কিত করে তুলছে, যা অতীতের বাষট্টি বছর সাধারণভাবে এবং বিগত আট বছর বিশেষভাবে এদের সমস্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তাদের পুতুল শাসকদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে।

এখন আমরা এ বিষয়টি নিরীক্ষা করব যে, ব্ল্যাক ওয়াটার কি? এই সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি? সংগঠনটি পাকিস্তানে কয়েক মাস থেকে (মিডিয়া যেমন বলছে) তৎপর নাকি অনেক পূর্বের থেকেই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আর কোন সেই অজুহাত যার ভিত্তিতে ব্ল্যাক ওয়াটার দৈত্যটি হঠাৎ বোতল থেকে বের হয়ে এসেছে, যার আতঙ্ক ও ত্রাসে প্রতিটি মানুষকে আতঙ্কিত এবং প্রকম্পিত দেখা যাচ্ছে।

ব্ল্যাক ওয়াটার মৌলিকভাবে কট্টোর ক্রিশ্চিয়ানদের একটি গ্রুপ। যারা সারা বিশ্বে ক্রিশ্চিয়ান স্বার্থ রক্ষার জন্য নিপীড়ক ও নির্যাতকের ভূমিকায় কাজ করছে। সংগঠনটি ১৯৯৬ তে উত্তর কিরোলিনার অনুর্বর অঞ্চলে অস্তিত্ব লাভ করে। বস্তুত তাদের উদ্দেশ্য প্রাইভেটভাবে সিকিউরিটি দায়িত্ব পালনের জন্য সেনা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা। প্রতিষ্ঠার এক দশক পর ব্ল্যাক ওয়াটার আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাইভেট সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর চল্লিশ হাজারেরও বেশি সৈন্য ও অন্যান্য এজেন্সিগুলোর সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করে থাকে। তাদের কাছে

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাইভেট সেনা ছাউনি, বিশ উড়োজাহাজের বিমান বাহিনী এবং কয়েকটি গানশপ হেলি কপ্টার রয়েছে। এই সেনাবাহিনীর প্রধান হল একজন আমেরিকান। তার নাম ইর্ক প্রিন্স। সে প্রাক্তন নৌ অফিসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন খ্রিস্টান মৌলবাদীও। মতাদর্শের দিক থেকে ইর্ক প্রিন্স মাল্টার সেই সব কট্টর খ্রিস্টান গ্রুপের সঙ্গে জড়িত, যারা শেষ ক্রুসেড যুদ্ধে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর হাতে পরাজিত হওয়ার পর লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণে ইউরোপে ফিরে না গিয়ে ফিলিস্তিন সংলগ্ন সমুদ্রের বিপরীত দিকে মাল্টায় গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল এবং মুসলমানদের সঙ্গে আদি শত্রুতা পোষণ এবং তাদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করার মিশন নিয়ে কাজ করছিল। এই সংগঠনের সঙ্গে চার বছর পর্যন্ত চাকরি করা 'জন ডো' অন দি রেকর্ড আদালতে জবানবন্দি দিতে গিয়ে ইর্ক প্রিন্সকে ক্রিশ্চিয়ান সাব্যস্ত করেন এবং বলেন, সে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান এবং তাদের বিশ্বাসকে মূলৎপাটিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। তার সংগঠন ইরাকে খুন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য পুরস্কৃত করেছে। ইর্ক প্রিন্স একজন খ্রিস্টান। সে খ্রিস্টবাদের উন্নতি ও বিস্তৃতি এবং মুসলমানদেরকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য কাজ করছে। ইর্ক প্রিন্স তার পিতার কোটি কোটি ডলারের অটোপার্টসের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। কিন্তু এতে সে মুসলমানদেরকে ধবংশ করার খায়েশ পূরণ করবে কিভাবে? এজন্য সে নেভিতে জয়েন করে। তার পিতার মৃত্যুর পর নেভিকে অব্যহতি নেয় এবং মেশিগান চলে আসে। এরপর সে তার পিতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে এবং তার অংশের টাকা দিয়ে ব্ল্যাক ওয়াটার ইউএসএ প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৯০ এর দশকে এই পরিবারের সদস্যরা বড় বড় ব্যাংকার হিসেবে গণ্য হত। ইর্ক প্রিন্স নিজে সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তার সঙ্গীদেরকে অর্থনৈতিক সহযোগিতাকারী হিসেবে ব্যাপক পরিচিত ছিল। ২০০১ পর্যন্ত সরকারী চুক্তি অনুযায়ী ব্ল্যাক ওয়াটারের কাছে এক মিলিয়ন থেকেও কম বিজনেস ছিল। কিন্তু জর্জ বুশের প্রেসিডেন্টের প্রথম মেয়াদের শুরুতেই নাটকীয়ভাবে এক বিলিয়ন ডলার থেকেও বেশি মুনাফা লাভ করেছিল। ২০০৭-এ আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট কোম্পানি থেকে ৯২ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি করে। এর পূর্বে ২০০৩ এর আগস্টে ২১ মিলিয়ন ডলারের কন্ট্রাক্ট লাভ করে। আমেরিকান সাম্রাজ্য, পুঁজিবাদী এবং মোনাফাখোরের সঙ্গে যার প্রেম, সেখানে সাধারণ মানুষকে ব্যাপকহারে হত্যাকারী আন্তর্জাতিক অস্ত্রাদি এখন ব্যবসায়ী হাতে পৌছেছে। সুতরাং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক ওয়াটারের নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার উপাখ্যান ছড়িয়ে পড়ছে।

বর্তমানে আমেরিকার পক্ষ হতে ইরাকে নিযুক্ত প্রাইভেট সিকিউরিটি ফার্মের মধ্য হতে ব্ল্যাক ওয়াটার সব চেয়ে বড় এবং এর আমদানির নব্বই শতাংশ সরকারী ঠিকা থেকে আসে। ব্ল্যাক ওয়াটারের একজন কর্মীর পিছনে বার্ষিক ৪,৪৫০০০ ডলার ব্যয় করা হয়। যা আমেরিকার একজন জেনারেলের ২৬ বছরের চাকরী জীবনের প্রাপ্ত ভাতা থেকেও বেশি। সুতরাং উল্লিখিত সংখ্যার দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, এই সংগঠনটি আর্থিক ভিত্তি কেমন এবং অর্থনৈতিকভাবে সংগঠনটি কতটা শক্তিশালী।

এত সবের মধ্যেও একটি বিষয় সব সময় মাথা রাখা উচিত, পবিত্র কুরআনে যে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টই ইরশাদ করেছেন। (সুবাহানাল্লাহ, কেমন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বাণী। প্রত্যেক যুগেই যা কাফেরদের প্রকৃত রূপকে উন্মোচিত করে এবং তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আগাম সংবাদ দেয়। যাতে মুমিনরা হীনমন্যতা ও নৈরাশ্যের শিকার না হয়।) পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালের এই আয়াতটি একটু দেখুন এবং আয়াতটি নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন, ক্রুসেডবাহিনী কি আজকের এই যুগেও নিজ হাতে তাদের ধ্বংসের অঢেল উপকরণ সংগ্রহ করছে না?

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

নিশ্চয় যারা কাফের, তারা নিজদের সম্পদ ব্যয় করে, আল্লাহর রাস্তা হতে বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে। তারা তো তা ব্যয় করবে। অতঃপর এটি তাদের উপর আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষে তারা পরাজিত হবে। আর যারা কাফের তাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে। *[সূরা আনফাল : ৩৬]*

پھر ہم اپنے رب کے بھروسے پر کیوں نہ کہیں

شاید قریب آ گئی جہانِ پیر کی موت

তবে আমরা কেন আমাদের মহান প্রভুর প্রতি ভরসা করে বলব না

বুড়ো পৃথিবীর হয়তো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে।

ব্ল্যাক ওয়াটারের ভাড়াটে সৈন্যরা কী পরিমাণ নিষ্ঠুর এবং জালেম, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে আন্দাজ করাও সম্ভব নয়। মানুষের মৃত্যু তাদের প্রশান্তির কারণ।

নিরাপরাধ মানুষকে মেরে তারা মজা অনুভব করে। ইরাকে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। ব্ল্যাক ওয়াটারের কালসাপরা তাদের গাড়ির পিছনে কিংবা ডানে-বামের গাড়িতে ব্যাস এমনিই ফায়ারিং করত। ড্রাইভারকে গুলিত করত, গাড়ি ভারাসাম্য হারিয়ে গাছের উপর গিয়ে আছড়ে পড়ত। ভেতরে উপবিষ্টরা বের হয়ে পালাতে গিয়ে একের পর এক গুলির শিকার হত। ফুটপাতে সব মরে পড়ে থাকত। ইউটিউবে এ ধরনের অসংখ্য ভিডিও দেখা যায়। এগুলো সেই সব হিংস্র ভাড়াটে খুনিদের কর্ম, পৃথিবী যাদেরকে ব্ল্যাক ওয়াটার জি সার্ভিস নামে চেনে। ইরাক, আফগানিস্তান এবং অন্যান্য দেশে যা সন্ত্রাসের নিদর্শন।

সংগঠনটি ইরাকে যে গোল খেলেছে তার বিবরণ পড়লে এবং শুনলে– যার অন্তরে উম্মতের ব্যথা রয়েছে এবং যে 'মুসলমান এক দেহের মত, তার এক অঙ্গে ব্যথা হলে গোটা শরীরে জ্বর চলে আসে' নবীজির এই কথা যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– তার শরীরই শিউরে উঠবে। এ সম্পর্কে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখ। আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি দল ব্ল্যাক ওয়াটারের তত্ত্বাবধানে ইরাকে নাসুর চকের দিকে যাচ্ছিল। মাঝখানের এক গাড়িতে একজন সিনিয়র আমেরিকান অফিসার ছিল। যাকে ব্ল্যাক ওয়াটারের বুলেটপ্রুফ গাড়িগুলো ঘিরে রেখে নিয়ে যাচ্ছিল। এরা সড়কের বিপরীত দিক থেকে তীব্র গতিতে যাচ্ছিল। ইরাকি পুলিশ সাধারণ ট্রাফিককে জোরপূর্ব থামিয়ে রেখেছিল, যাতে দলটি নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারে। এমন সময় চকে একটি গাড়ি প্রবেশ করে। পুলিশের এক সদস্য তাকে থামানোর জন্য চিৎকার করে। কিন্তু ড্রাইভার তার চিৎকার শুনতে পায় না। ব্ল্যাক ওয়াটার তার আমেরিকান ক্লায়েন্টের নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে সঙ্গ ফায়ার শুরু করে দেয়। বৃষ্টির ফোঁটার মত ফায়ারিংয়ে পুরো গাড়ি ঝাঝড়া হয়ে যায়। কুলাঙ্গাররা এতেই ক্ষ্যান্ত হয় না, গাড়িটির উপর হ্যান্ডগ্রেনেডও নিক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে পুরো গাড়ি আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ইতিমধ্যে পুরো নাসুর চক উপর্যপরি এলোপাতাড়ি ফায়ারিংয়ে কেঁপে ওঠে। মানুষেরা জীবন বাঁচানোর জন্য গাড়ি থেকে নেমে পালাতে শুরু করে। ওই গাড়িতে তো কোন আলকায়েদা সদস্যও ছিল না, কোন সন্ত্রাসীও ছিল না। গাড়িটিতে ইরাকের ছোট্ট একটি পরিবার– স্বামী, স্ত্রী আর একটি দুগ্ধপানকারী শিশু ছিল। তাদের অপরাধ এতটুকু ছিল যে, সে ট্রাফিকের ভিড়ে ভয় পেয়ে গিয়ে রোডে চলে এসেছিল। আর নিজের দেশে, নিজের মাটিতে, নিজেদেরই রাস্তার উপর ভিনদেশীদের হাতে মারা পড়ল। চাক্ষুস ব্যক্তিরা বলেছেন, মা আর বাচ্চার লাশ গলে পরস্পরের সঙ্গে লেগে

গিয়েছিল। ব্ল্যাক ওয়াটারের এলোপাতাড়ি ফায়ারিংয়ে পড়ে আরও ২৮ জন ইরাকি শহীদ হন।

এই ঘটনায় ইরাকি উকিল হাসান জাব্বারের পিঠেও চারটি গুলি লাগে। তিনি এক ইন্টারভিউয়ে বলেছেন, আমি নারী ও শিশুদেরকে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে এবং হামাগুড়ি দিয়ে নিরাপদ স্থান খুঁজতে দেখেছি। আমি দশ বছরের একটি বাচ্চাকে মিনি বাস থেকে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় পালাতে দেখেছি। কিন্তু একটি গুলি তার মাথাকে চূর্ণ করে দিয়ে যায়। বাচ্চাটির মা, যে তাকে চিৎকার করে তাকে থামানোর চেষ্টা করছিল, এ দৃশ্য দেখে চিল্লাতে চিল্লাতে বাস থেকে নেমে আসে। কিন্তু নিষ্ঠুর গুলি তাকেও ভূনা করে ফেলে।

একজন আমেরিকানের জীবন বাঁচানোর জন্য নিরাপরাধ মানুষদেরকে জবাইকারী এসব হিংস্রদেরকে কি মানুষ বলা যেতে পারে? এটি কঠিন এক পরীক্ষা উম্মতের সামনে। আর পরীক্ষা ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি ও স্বর্গসুখ লাভ করা এবং দুনিয়ার সম্মান ও রাজপ্রতাপ অর্জন অলীক কল্পনা। কারণ পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে–

> أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ
>
> নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথী মুমিনগণ বলছিল, 'কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে'? *[সূরা বাকারা : ২১৪]*

এর পর আল্লাহ তায়ালা নিজেই অস্থির ও অসহায়ত্বে মূর্ত অন্তরকে জীবন সঞ্জীবনী পয়গাম দেন–

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। *[সূরা বাকারা : ২১৪]*

পাকিস্তানে বিগত কয়েক সপ্তাহে ব্ল্যাক ওয়াটারের আগমনের ব্যাপারে আলোচনা-পর্যালোচনা ও শোরগোল এমনভাবে শুরু করা হয়েছে যে, যেন এই

আপদ এই মাত্র পাকিস্তানে নাজিল হয়েছে। বিস্তারিত কথা তো অনেক বেশি, এখানে আমরা সংক্ষেপে মিডিয়ায় প্রকাশিত বাস্তবতা ও বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করার পর এ বিষয়টি জানার চেষ্টা করব যে, ব্ল্যাক ওয়াটার কি সত্যি সত্যি কয়ে সপ্তাহ পূর্বে পাকিস্তানে আপদ হয়ে নেমেছে, নাকি বাস্তবতা ভিন্ন কিছু।

পাকিস্তানের মিডিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী ইসলামবাদে আমেরিকান দূতাবাস সম্প্রসারনের আড়ালে একটি মিনি পেন্টাগন বানানো হচ্ছে। ১৮ একর জায়গা শুধু এক বিলিয়ন রুপিতে আমেরিকান দূতাবাস ক্রয় করেছে। ইসলামাবাদে আমেরিকানরা ২০০ এর অধিক বাসা ভাড়া নিয়েছে। আর জেনারেল তারেক মজিদ বলেন, একটি বাসায় যদি গড়ে ৬ থেকে ৭ জন সদস্যও অবস্থান করেন তো এই সংখ্যা দেড় হাজারের মত হতে পারে। এ ছাড়া দূতাবাসে যে মেরিন হাউস বানানো হচ্ছে, না জানি সেখানে কত মানুষ থাকতে পারবে। মোট সংখ্যা প্রায় তিন থেকে চার হাজারের মত হয়।

ব্ল্যাক ওয়াটার তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এসএসজি-এর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদেরকে ভর্তি করছে। উর্দূ ও পাঞ্জাবী ভাষায় দক্ষ এজেন্টদেরকেও ভর্তি করা শুরু করে দিয়েছে। এর জন্য ব্ল্যাক ওয়াটারের ওয়েব সাইটে ফরমও রয়েছে। ওয়েব ফরমে যদিও এ কথা উল্লেখ নেই যে, তাদেরকে কোথায় নিযুক্ত করা হবে, তবে উর্দূ ও পাঞ্জাবীতে দক্ষ এজেন্টদেরকে পাকিস্তানেই ডিউটি দেয়া হতে পারে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য একটি প্রাইভেট সিকিউরিটি ফার্মের ওয়েব সাইট স্কয়ার ডট ব্ল্যাক ওয়াটার ইউএসএ ডট কম-এ একটি ভর্তি ফর দেয়া হয়েছে। সেখানে অন্যান্য ভাষা ছাড়া উর্দূ এবং পাঞ্জাবী ভাষায় দক্ষতা রাখে এমন এজেন্টদেরকেও ভর্তি করা হচ্ছে।

ব্ল্যাক ওয়াটারের দয়িত্বশীলগণ করাচিতে তৎপরতা চালানোর জন্য ২২ জনকে ভর্তি করেছে। যার মধ্যে ১৬ জন আইন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অফিসার। অন্যদিকে তিন মাস থেকে ব্ল্যাক ওয়াটারের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারীরা করাচিস্থ সরকারী জোটভুক্ত দলগুলোর লিডারদের সহযোগিতায় ব্ল্যাক ওয়াটারের কর্মীরা শহরের ডিফেন্সে ৭টি বাসা এবং গুলশানে ইকবালে ৪টি বাসা নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ভাড়া দিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে ক্রেগ ডিউস নামক ব্ল্যাক ওয়াটারের দায়িত্বশীল, যে ক্রিয়েটিভ এ্যাসোসিয়েট্স ইন্টারন্যাশনাল-এর কর্মকর্তা হিসেবে প্রকাশ্যে এসেছে, যাকে মূলত ব্ল্যাক ওয়াটারের একটি বাহু বলা যেতে পারে, পেশওয়ারে রহস্যময় তৎপরতায় জড়িত থাকার অপরাধে তাকে সরসারি গ্রেফতারের পর

দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী ক্রেগ ডিউস দ্বিতীয়বার পাকিস্তানে এসেছে এবং তার তৎপরতা আবার শুরু করে দিয়েছে।

বিষয়গুলো শুধু বাসার ভেতরেই সীমাবদ্ধ নেই বরং ব্ল্যাক ওয়াটারের কর্মীরা ইসলামাবাদের রাস্তাঘাটেও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা অস্ত্র প্রদর্শন করছে এবং জনগণের সঙ্গে অবমাননকর আচরণ করছে। দুইটি ঘটনার বিবরণ অনেকটা এমন। প্রথম ঘটনা ২৫ আগস্টের রাতে ঘটে। পুলিশ দুটি সন্দেহভাজন গাড়ি থামায়। গাড়িটিতে চারজন আমেরিকান ছিল। তাদের কাছে ভয়ানক সব অস্ত্র এবং অটোমেটিক মেশিনগান ছিল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা ব্ল্যাক ওয়াটারের গার্ড বলে পরিচয় দেয়। এরপর তাদেরকে গ্রেফতার করে মারগিলা পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। আমেরিকান দূতাবাসের সিকিউরিটি অফিসার ক্যাপ্টেন এজাজ তাৎক্ষণাত সেখানে পৌঁছে যায়। সে এসএইচও-কে ধমকি দেয় এবং তাদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে আবপাড়ায়। পাকিস্তানি নাগরিক মুহসিন বুখারীকে আমেরিকান ব্ল্যাক ওয়াটারের কর্মিরা প্রহার করে। তার অপরাধ ছিল সে তার গাড়ি ব্ল্যাক ওয়াটারের গাড়ির সামনে পার্ক করেছিল।

তথ্য অনুযায়ী করাচিতে ব্ল্যাক ওয়াটারের তৎপরতা ক্রমাগত বৃদ্ধিই পাচ্ছে। করাচি পোর্টে ৫০০ এর বেশি হাম্ব রয়েছে। এগুলো গোপনে বিভিন্ন অংশে ট্রান্সপোর্ট করা হচ্ছে। শহরের আবাসিক এলাকাগুলোতে অপারেশনের জন্য হাম্ব (High Utility Multipurpose Vehicle) অত্যন্ত সহায়ক। একটি হাম্বের মূল্য এক লাখ চল্লিশ হাজার ডলার। যা পাকিস্তানের এক কোটি বারো লাখ রুপির সমান। তাহলে আমেরিকা পাকিস্তানে যুদ্ধ করার জন্য যে ৫০০ হাম্ব পাঠিয়েছে তার মূল্য কত? পেশওয়ারেও ব্ল্যাক ওয়াটারের কার্যক্রম জোরেশোরে চলছে। ব্ল্যাক ওয়াটার সেখানে চল্লিশ রুম বিশিষ্ট দুটি বিল্ডিং ভাড়া নিয়েছে।

এটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বিস্তারিত সাম্প্রতিক পাকিস্তানি মিডিয়া জুড়ে রয়েছে। এবার ব্ল্যাক ওয়াটারের 'রহস্য' উন্মোচনের রহস্য খুঁজে দেখা যাক। এক কথায় বলা যেতে পারে 'উপযুক্ত রেট' না পাওয়ার কারণে আমেরিকানদের সঙ্গে এই মল্লযুদ্ধ শুরু হয়েছে।

সর্বপ্রথম দেখতে হবে, এত সব ঘটনার পিছনে নাটের গুরু কে? গভীরভাবে লক্ষ্য করলে সব খেলার পিছনে আইএসআইয়ের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ, কলামিস্ট, সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল এবং অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল বিদ্যমান রয়েছে।

পাকিস্তানে বিদ্যমান একটি মহল (যার মধ্যে রাষ্ট্র নির্বাহী, সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ, রাজনীতিবিদ এবং মিডিয়া) দীর্ঘ দিন থেকে উম্মতে মুসলিমার

-৯

আদি দুশমন খ্রিস্টবাদ ও জায়নবাদ সৈন্যবাহিনীর জন্য জানপ্রাণ দিয়ে লড়ে যাচ্ছে। এই দলকে 'পেটপূজারী' শিরোণাম দিলে অতুক্তি হবে না। পেট আর লিপ্সা দুনিয়ার আগুনই বটে। যে-ই আগুনকে নেভানোর জন্য এই মহল জাতির সঙ্গে গাদ্দারি করে ক্রুসেডারদের জন্য নিজেদের কাঁধ বড়িয়ে দিয়েছে। ফলে পেটের আগুন নেভার পরিবর্তে আরও তীব্র হয়েছে। দুনিয়ার লিপ্সা তাদের মন ও মস্তিস্ককে বড় নির্মমভাবে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে ফেলেছে। কিন্তু নিজেদের সর্বস্ব আনুগত্য প্রকাশ সত্ত্বেও ক্রুসেড প্রভুদের পক্ষ হতে তাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয়েছে এবং লোভ ও কামনার পূজারীদের মনোতুষ্টির উপকরণ ক্রমাগত কমতে থেকেছে। (কিন্তু জাহান্নামের আগুন ঠিকই তাদের জন্য প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।) এবার ক্রুসেডাররা যখন তাদের স্বভাব অনুযায়ী অমানবিকতা শুরু করেছে, আর এসব পেটপূজারীদের আহারও কমে গিয়েছে অর্থাৎ ডলার রূপী জাহান্নামের আগুনের অংশ কম পেতে দেখেছে, তখন তারা তাদের মনিবের বিরুদ্ধে প্রেসার সৃষ্টির জন্য এই তুফান খাড়া করে দিয়েছে।

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী সিনেটর জন কেরি এবং সিনেটর রিচার্ড লুগারে পাকিস্তানী সাহায্যে যৌথ বিল, যাকে 'কেরি লুগার বিল' নাম দেয়া হয়েছে, আমেরিকার কংগ্রেস অনুমোদন করেছে। যার ভিত্তিতে পাকিস্তান পাঁচ বছরে ৭.৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য পাবে। সাহায্যের বার্ষিক কিস্তি ১.৫ মিলিয়ন ডলার। আমেরিকা অতীতের মত এই সাহায্যও বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেয়ার ঘোষণা করেছে। ইতিপূর্বে আমেরিকার পক্ষ হতে যে সাহায্যই দেয়া হত, তা সরাসরি পাকিস্তান সরকার এবং সেনাবাহিনীকে দেয়া হত। এর স্বচ্ছ ব্যবাহারের উপর কখনো নজর রাখা হয়নি। কিন্তু এবারের বিষয়টা অনেকটা ভিন্ন।

আমেরিকার এবারের কর্মকৌশল ছিল এই যে, তারা সাহায্য সরাসরি সরকার ও সেনাবাহিনীকে না দিয়ে এনজিও, জেলা প্রশাসক এবং সেনা প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছে এবং এর ব্যবহারের প্রতিও বিশেষ Check and Balance ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। এ কারণে জাতির খেয়ানতকারী শাসকরা তাদের দোকানদারিতে মন্দা দেখে হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে।

আমেরিকা এবার প্রতিটি বিষয়কে নিজে গ্রাস রুট লেভেল-এ দেখার পলিসি গ্রহণ করে এবং ছোট বড় প্রতিটি রাজনীতিবিদের সঙ্গে আমেরিকা নিজে যোগাযোগ রক্ষা করে। ওবামার বিশেষ উপদেষ্টা রিচার্ড হল ব্রুক হোক, ইসলামাবাদে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত এন ডব্লিউ পিটার্সন হোক অথবা লাহোরে থাকা আমেরিকান কাউন্সিলর ব্রাইন ডি হেন্ট হোক, সবার দৃষ্টি এক কেন্দ্রে নিবদ্ধ যে তৃণমূল পর্যন্ত সরাসরি যোগাযোগ বজায় রাখা। এজন্য

ক্ষমতাসীনদের পেটে মোচড় দিয়ে উঠেছে যে, যে অভিশপ্ত দুনিয়ার ধন দৌলতের জন্য ঈমান বিক্রি করেছে, নাস্তিক্যের পথ গ্রহণ করেছে এবং মুসলমানদের জনবসতি উজাড়কারী ক্রুসেডারদের কোলে গিয়ে বসেছে, সেই ধন-দৌলতও যদি হাত ছাড়া হয়, তাহলে তো এটা বড় কঠিন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া হয়। এজন্য তাদের হজম শক্তি নতুন এই পদ্ধতি হজম করতে পারেনি। এজন্য 'হজম শক্তির এই ব্যাধি' এসব অপরাধীদেরকে এখন এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি দিচ্ছে না।

একদিকে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত এন ডব্লিউ পিটার্সন বলছে 'জারদারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে আমরা নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও উন্নয়নমূলক সাহায্যের ক্ষেত্রে সামষ্টিকভাবে ৩ বিলিয়ন ডলার সাহায্য করা হয়েছে। আইনীভাবে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা জাতীয়, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আরও ফান্ড ব্যবস্থা করব। কিন্তু অন্যদিকে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী শওকত তারিন বলছেন যে, আমেরিকা বর্তমান সরকারকে ৩ বিলিয়ন ডলার দেয়নি। আমি মাত্র ৯৭ কোটি ডলারের আমেরিকান সাহয্য সম্পর্কে অবগত আছি। কেরিলুগার বিল-এর অধীনে ১.৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্যের সূত্রে আমাদের চাওয়া হল আমেরিকান সরকার পাকিস্তান সরকারকে সাহায্য করুক।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র আবদুল বাসিত বলেছেন, 'আমেরিকা যদি পাকিস্তানকে এনজিও'র মাধ্যমে সাহায্য করে, এর বড় একটি অংশ এসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ের পিছনে নষ্ট হবে। সাহায্যের বিষয়ে আমরা আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা করে যাচ্ছি। আশা করি এমন কোন কর্মপদ্ধতি পেয়ে যাব যা উভয় দেশের জন্য উপকারী হবে। আমেরিকার অনুদানের বড় একটি অংশ ব্যবস্থাপনার কাজে নষ্ট হোক আমরা তাই চাই না।

সাবেক কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী গাওহার আইউবের বক্তব্য হল, এনজিও একটা অফিসে কয়েকটা কম্পিউটারের মাধ্যমে এত বড় প্রোজেক্ট কিভাবে সম্পন্ন করতে পারে? কোন এনজিও কি ড্যাম বানাতে পারে? স্থানীয় সরকারও বড় কোন কাজ করতে পারে না। তাদের কাছে তো কাজ করার উপকরণও নেই, তথ্যও নেই। ফল এই হবে যে, এই ফান্ড ব্যবহারই হবে না। আমেরিকান অনুদান এভাবে স্থানীয় সরকার এবং এনজিওকে দেয়া হলে তা নষ্ট হয়ে যাবে। এনজিও'র হাতে ফান্ড হস্তান্তর করা হলে এর ব্যবহার করা কষ্টকর হবে। আর হলেও ভুল ব্যবহার হবে। কারণ এনজিওগুলোর টার্গেটই থাকে দামি দামি গাড়ি আর মোটা অঙ্কের ভাতা। এমন হলে তো টাকা ফেরত যাওয়া শুরু হবে।

রিচার্ড হলব্রুকের বক্তব্য হল, পাকিস্তান আমেরিকার অনুদান ঠিক কবে পাবে, আমরা তার কিছু বলতে পারছি না। এখনো কংগ্রেসের সদস্যদের দ্বারা এই বিলোর অনুমোদন বাকি রয়েছে। (পরবর্তীতে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বিলটি পাকিস্তানের উপর অত্যন্ত লাঞ্ছনাকর শর্তে অনুমোদন করা হয়।) তা ছাড়া উভয় দেশের সরকারি ব্যবস্থাপনার জটিলতা অনুদানে বিলম্বের কারণ হতে পারে। আমেরিকান কংগ্রেস জানতে চান এই অনুদান কোথায় কিভাবে ব্যয় হবে?

পাকিস্তানের জনসাধারণকে এ কথা বোঝার প্রয়োজন রয়েছে যে, ব্ল্যাক ওয়াটার এবং আমেরিকান সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো রাতারাতি পাকিস্তানে আসেনি। মুজাহিদরা তো আল্লাহর মদদ, নুসরত ও তাওফীকে বিগত আট বছর থেকে আমেরিকার সমস্ত টেকনোলোজি এবং এই 'কালো পানি'কে ভোগাচ্ছে। মেরিট হোটেল, যা আমেরিকান নির্বাহী তার রেজিনাল অপারেশন হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করছিল আত্মঘাতি হামলা করে নিস্তনাবুদ করে দিয়েছে। মেরিট হোটেল ধবংশ হওয়ার পর তারা পেশওয়ারের পিসি হোটেল ব্যবহার শুরু করে এবং এখান থেকেই সব ধরনের ব্যবস্থাপনা ও পরিচলানা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। আল্লাহর নুসরতে মুজাহিদরা আমেরিকার এই ঘাঁটিও ধ্বংস করে দেয়। (স্মর্তব্য যে, এই হোটেল দুটি ব্ল্যাক ওয়াটারের জন্য কেন্দ্রতুল ছিল, আর তার পুরো কার্যক্রমও এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হত।) এমনিভাবে ন্যাটোর কন্টিনারে হামলা করে মুজাহিদরা প্রচ্ছন্নভাবে এই বার্তা দিয়েছে যে, এখন আফগানিস্তানে বিদ্যমান ক্রুসেডবাহিনীর জন্য এখান থেকে পালানো ছাড়া অন্য কোন অপশন ও পথ নেই। মোটকথা, মুজাহিদরা পুরো পাকিস্তানের প্রতিটি জায়গায় আমেরিকা এবং স্বার্থকে আঘাত করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। (ইনশাআল্লাহ)

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

আর সাহায্য কেবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আলাহর পক্ষ থেকে। *[সূরা আল ইমরান : ১২৬]*

আল্লাহ তায়ালার এই নুসরাতের (যার ওয়াদা তিনি তার ওয়াদার উপর ঈমানগ্রহণকারী ও পরীক্ষার কঠিন প্রান্তর ধৈর্য ও অবিচলতার মাধ্য অতিক্রমকারীদের জন্য করেছে।) বদৌলতেই ইরাক ও আফগানিস্তানে 'তাগুতে আকবার' আমেরিকা তার অস্তিত্বের যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে। আর ব্ল্যাক ওয়াটারের একটা দিক এটাও যে, হেরে যাওয়া এই যুদ্ধে ক্রুসেডারদের 'ফ্রন্ট লাইন জোট'ও ভবিষ্যতের দৃশ্যপত্র দেখছে এবং নিজের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য

বিভিন্ন তালবাহানায় এক দিকে মুজাহিদের দৃষ্টিতে নিজেদের আত্মবিশ্বাস ঠিক রাখার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে সাধারণ জনগণকে আস্থায় আনার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে যে, আমেরিকা পাকিস্তানে হামলা করলে তাদেরকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে দেয়া হবে।

বাদ থাকল সাধারণ জনগণের কথা। তো সাধারণ জনগণকে খুব ভালো করে জেনে রাখা উচিত যে, আমেরিকার প্রলয় যদি কেউ মোকাবেলা করে থাকে তো এই মুজাহিদদের ক্ষুদ্র দলই করেছে। যারা আফগানিস্তানের পাহাড়গুলোকে খোদায়ী দাবিদার তথাকথিত সুপার পাওয়ার-এর কবরস্থানে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। কারণ আল্লাহর এ বান্দারা কেবল একটা কথাই জানে–

جس دل میں خدا کا خوف رہے، باطل سے ہراساں کیا جا ہوگا

جو موت کو خود لبیک کہیں وہ حق سے گریزاں کیا ہوگا۔

> যার অন্তরে আল্লাহর ভয়, বাতিলের চোখ রাঙানিতে সে আতঙ্কিত নয়। মৃত্যুকে যে আলিঙ্গন করে, সত্য উচ্চরণে সে কখনো পিছপা হয় না।

মুজাহিদরা ক্রুসেডারদের প্রতিটি আঘাত ও আক্রমণকে নিজের বুক দিয়ে ঠেকিয়ে উম্মতের হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেছে। মুজাহিদ, সাধারণ মুসলমানের হেফাজতের জন্য ঠিক তেমনই ময়দানে দেখা যাবে, যেভাবে আফগানিস্তান ও ইরাকে আল্লাহর তাওফীক ও মদদে বাতিলের অহঙ্কারের শির নিশ্চিহ্ন করার জন্য ময়দানে বের হয়েছিল। কারণ আল্লাহ তায়ালার এসব বান্দা কোন তাগুতের ভয় ও চাপে থামার পাত্র নয়। তারা তো এই সবকই পড়েছে যে–

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

> আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী যদি মুমিন হয়ে থাক। *[সূরা আল ইমরান : ১৩৯]*

আমেরিকান সৈন্য এবং ব্ল্যাক ওয়াটারের বন্দিখানা ও ঘাঁটি

মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্যমান আমেরিকান ঘাঁটি মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করে। তাদের নিকট কুফরের ঘাঁটি থেকে মুসলমানদেরকে বোম মেরে উড়ে দেয়া এবং ভয়ঙ্কর গ্যাস দ্বারা ভস্ম করে দেয়ার চুল্লিও রয়েছে। বন্দিদের স্থানন্তর এবং তাদেরকে আমেরিকা পর্যন্ত

পৌঁছানোর গুরুত্বপূর্ণ কাজও করে। আমেরিকা মূলত গোটা আমেরিকায় তার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে যুদ্ধ সরাঞ্জামসহ ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মি নিযুক্ত করছে। আরব রাষ্ট্রগুলোর নিকট ঘাঁটি গাড়ার উদ্দেশ্য ওখানকার তেলকে কম দরে এবং বদমায়েশীর মাধ্যমে সাত সমুদ্র পার করা। এ ছাড়া এসব ঘাঁটির একটা ক্রুসেডীয় লক্ষ্যও রয়েছে। তা হল, মহাকালের অন্তে শুভ-অশুভের মধ্যে সর্বশেষ যে ভয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধ (Armageddon - আরমাগেডন) শুরু হবে, হাদিস এবং আসারে যার উল্লেখও রয়েছে, তখন এখান থেকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে যুদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। আর দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের সময়ও দাজ্জালী কুকুর এই ব্ল্যাক ওয়াটার এবং আমেরিকান দাজ্জালের সঙ্গ দিয়ে তাকে প্রভু মেনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চড়াও হবে এবং জায়নবাদ ও খ্রিস্টবাদ শক্তিগুলো মুসলমানদের উপর চতুর্দিক থেকে হামলা করে তাদের টার্গেট সফল করবে।

ইন্টার নেটের কিছু নিউজ অনুযায়ী আমেরিকা গোটা বিশ্বে তার ঘাঁটি ও অফিসের সিকিউরিটি ব্ল্যাক ওয়াটারের আর্মির উপর ন্যাস্ত করেছে। যাতে তার নিয়মিত সৈন্য ব্যারাকে অবস্থান করতে পারে এবং এসব সমস্যা ও অসুবিধা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এর দৃষ্টান্ত ইরাকে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান গ্রীন জোন এবং আফগানিস্তানে গোটা কাবুল এবং ডিপ্লোমাটিক এরিয়া এবং পাকিস্তানে ইসলামাবাদে ব্ল্যাক ওয়াটারের দাপিয়ে বেড়ানো জাতির জন্য একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এর আলোকে তাদের ঘাঁটিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করছি।

ইরাকে আমেরিকান ঘাঁটি

এমনিতে বর্তমানে পুরো দেশই আমেরিকার কন্ট্রোলে। বর্তমান ইরাকে আমেরিকা ও জোটের এক লাখের মত সৈন্য উপস্থিত রয়েছে। কিন্তু মিডিয়ায় তাদের পুতুল সরকারের সঙ্গে মিলে ইরাক থেকে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহারের নাটক করে। আর আমাদের অবুঝ মুসলমানেরা আমেরিকান নাটকে প্রভাবিত হয়ে তাদের সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে শুরু করে। কিন্তু আমেরিকান ডলারে লালিত পালিত বুদ্ধিজীবীরা জেনে রাখুন, আজ তো আপনি আমেরিকার পক্ষে কথা বলছেন, কাল আপনাকে আল্লাহর দরবারে যেতে হবে। সেদিন মুসলমান জাতির হাত থাকবে আপনার জামার কলারে। বাগদাদের এয়ারবেসে আমেরিকার সবচেয়ে বড় ঘাঁটি বিদ্যমান রয়েছে। সেখান থেকে ইরাক যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া বাগদাদের সিকিউরিটি গ্রীন জোনে বিদেশী সমস্ত সন্ত্রাসীরা বসে আছে। ক্যাম্প ক্রোপার ও সাদ্দাম হোসেনের প্রাসাদে

আমেরিকান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। যা কয়েক বর্গ মাইল জুড়ে বিস্তৃত। ইরাকের সমস্ত জেলও আমেরিকান সৈন্য ও ব্ল্যাক ওয়াটারের ঘাঁটি।

এ পর্যন্ত ইরাকে আঠারটি আমেরিকান জেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো হল এই–

১. ট্রান্সাল জেল, মসুল।
২. বাদুশ জেল, মসুল।
৩. শিশু জেল, মসুল।
৪. আরবিল সেন্ট্রাল জেল।
৫. নারী জেল, আরবিল।
৬. আসসাহলিয়াহ জেল।
৭. তাফসিরাত জেল, বাগদাদ।
৮. আররাসাফা জেল।
৯. আবুগারিব জেল।
১০. আবুগারিব জেল (অভ্যন্তরীণ)। এই বন্দিখানাতে তদন্ত কেন্দ্র ও টর্চারসেলও রয়েছে।
১১. ক্যাম্প আশরাফ জেল। এ বন্দিখানাতেও তদন্ত কেন্দ্র ও টর্চারসেল রয়েছে।
১২. ক্যাম্প ক্রোপার জেল। এখানেও তদন্ত কেন্দ্র ও টর্চার সেল রয়েছে।
১৩. আলকুত জেল।
১৪. আল হিলা জেল।
১৫. আদদিওয়ানিয়া জেল।
১৬. কারবালা জেল।
১৭. আননাজাফ জেল।
১৮. ক্যাম্প বুকা জেল/উম্মে কসর সেন্টার। এ বন্দিখানাতেও তদন্ত কেন্দ্র ও টর্চার সেল রয়েছে।

ক্যামেরা আমেরিকানদের নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে দিয়েছে

আবু গারিব জেলে নির্মমতার দায় আমেরিকান সৈন্যদের সঙ্গে ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মিরও। এসব ভাড়াটে খুনিরা মুসলমানদের উপর নির্যাতনের চূড়ান্ত ঘটিয়েছে এবং তাদের শয়তান আত্মাকে প্রশান্তি দেয়ার জন্য এসব মুসলমানদের ছবি এবং ভিডিও প্রকাশ করেছে। জারজ আমেরিকান সৈন্য এবং ব্ল্যাক ওয়াটারের

কুকুরেরা এসব রেকর্ড, ছবি ও ভিডিও নিউজ এজেন্সিদের কাছে বিক্রি করে কাড়ি কাড়ি ডলারও কামিয়েছে এবং মুসলমান শাসকরা এগুলো উপহাসের পাত্র হয়ে এগুলো দেখতে থাকে।

আবু গারিব জেলে আমেরিকার নিষ্ঠুরতার উপাখ্যান গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব জেনে গিয়েছে যে, মানবাধিকারের ধ্বজাধারী রাষ্ট্রটি ভেতরে ভেতরে কেমন ভয়ঙ্কর হিংস্র। এরপর আমেরিকা লোক দেখানোর জন্য তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে মামলা করার ঘোষণা করে। মামলা পরিচালনার সংবাদ এবং নির্যাতক সৈন্যদের নামও গণমাধ্যমে আসতে থাকে।

এর দ্বারা অনেকে এ কথা মনে করে যে, সম্ভবত আমেরিকার আবু গারিব এবং ইরাকের অন্যান্য জেলে নির্যাতন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাজা তথ্য হল, তাদের ধারণা ভুল। জুলুম নির্যাতন বরং পূর্বের চেয়ে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকান বোম্বিংয়ের কারণে যেসব ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গিয়েছে, এদের সংখ্যা সম্পর্কে সাম্প্রতিক সাপ্তাহিক নিউজ উইকও এ কথা স্বীকার করেছে যে–

The total Figure at 100,000 or more, mostly from aeriaclbombardment.

তাদের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। এর মধ্যে বেশির ভাগ মৃত্যু হয়েছে আকাশ বোম্বিংয়ের মাধ্যমে। আমেরিকার এসব নিষ্ঠুরতা হালাকু খান ও চেঙ্গিজ খানের বর্বরতার কাথাই স্মরণ করে দেয়। ওই সব হিংস্র, অসভ্য ও অশিক্ষিতরা তরবারি দিয়ে সাধারণ মানুষের মাথা কেটে মু- দিয়ে মিনার বানিয়েছিল। আর আজকের তথাকথিত সভ্য, শিক্ষিত এবং টেকনোলোজিতে সমৃদ্ধ লোকেরা কি করল? তারা সাধারণ মানুষকে ঘর থেকে বের করে হাত বেধে মাটিতে শুয়ে দিয়েছে। এরপর তাদের উপর ধীর গতিতে ট্যাঙ্ক চালিয়েছে। সাপ্তাহিকটি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছে, আমেরিকার কারো উপরই ভরসা ছিল না। জনবসতিগুলোতে ক্রেকডাউন করা হত। এরপর সাধারণ মানুষদেরকে একত্রিত করে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিত। একটি যুবককে বেধে এ পরিমাণ পাথুরি ভূমিতে টানা হেঁচড়া করা হয় যে, তার পায়ের তালু থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। আমেরিকান সৈন্যের বুটও সেই রক্তে রঙিন হয়ে যায়।

একজন ইরাকি কর্মচারি, যে সাম্প্রতিক সময়ে আবু গারিব জেলে ডিউটি দিচ্ছিল, বাড়ি আসার সময় অসংখ্য ছবি নিয়ে আসে। কর্মচাটির বউ ছবিগুলো ওয়েব সাইটে ছেড়ে দেয়। এর মধ্য হতে চল্লিশটি ছবি আমেরিকার মিডিয়াও প্রকাশ করে। কয়েকটি ছবি খলিজের দৈনিক গলফ নিউজও প্রকাশ করে। এক

ছবিতে দেখা যাচ্ছিল এক যুবককে আমেরিকান সৈন্যরা উভয় হাত কেটে দিয়েছে। হাত কেটে দিয়েই তারা ক্ষ্যান্ত হয়নি, তার ঘাড়ের রগও কেটে দিয়েছে। সেখান থেকে রক্ত বের হচ্ছে। কাউকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ শকট দেয়া হচ্ছে। শকটের কারণে যখন দাপাদাপি করছিল, আমেরিকান সৈন্য তার বুকের উপর পা রেখে দাপাদাপিও করতে দিচ্ছিল না। কাউকে সামনে পিছন থেকে শক্ত করে এমনভাবে বেঁধেছে যে, হাঁটু পর্যন্ত সে নাড়াতে পারছে না। এরপরও যদি কেউ একটু নড়েচড়ে বসে তো আমেরিকান সৈন্য তাকে ভারি বুটের লাথি মারতে থাকে। বিশ্ব এই বর্বরতা দেখেও চুপ। প্রশ্ন জাগে, নিরবতার এই অপরাধে পৃথিবী কতদিন পর্যন্ত অপরাধী হয়ে থাকবে। কল্যাণের চাদর আর কত দিন পর্যন্ত বিছানো থাকবে। অপারগতার পর্দা আর কত দিন পর্যন্ত টাঙ্গানো থাকবে।

ফালুজায় ইরাকি মুজাহিদদের গেরিলা আক্রমণ

২০০৩ এর মার্চে আমেরিকা যখন ইরাকে আক্রমণ করে, তাদের ধারণা ছিল ইরাকি জনগণ আমেরিকান সেনাবাহিনীকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিবে এবং তাদেরকে মুক্তিদাতা মনে করে নিজেদের মনিব হিসেবে গ্রহণ করে নিবে। আর আমেরিকা ইরাক দখলের পর এখান থেকে গোটা অঞ্চলকে তার নিয়মতান্ত্রিক দখল নেয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমেরিকার এই আশা পূরণ হয়নি। ইরাক দখলের ছয় বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত আমেরিকানদের উপর আক্রমণ এবং ধবংশাত্মকতা বেড়েই চলছে। আমেরিকা বুঝতেই পারছে না যে, এসব কি হচ্ছে? ২০০৪ এর ৩ মার্চ ফালুজায় ব্ল্যাক ওয়াটারের কর্মীদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয়া হলে নরাধম বুশের নির্দেশে ফালুজায় এই ক্রুসেডবাহিনী তাদের ট্যাঙ্কের উপর ক্রুশ ঝুলিয়ে অন্ধের মত আক্রমণ করে। প্রথম বছর তো সাদ্দাম হোসেনের ছেলে আদি এবং কুসাইকে আক্রমণের জন্য দায় করতে থাকে। আর তাদেরকে শহীদ করার পর সাদ্দাম হোসেনকে এর প্রধান সাব্যস্ত করে। আর সেও যখন গ্রেফতার হয়, তখন আবু মুসআব যারকাবিকে আক্রমণের জন্য দায়ী করে। সময় যখন আরও গড়িয়ে যায়, তখন সারা বিশ্বের বিশেষ করে আরব বিশ্বের মুজাহিদদেরকেও এর জন্য দায়ী করতে থাকে। আর বর্তমানে ইরাকে এসব অইরাকি মুজাহিদের ধুমধামই সবচেয়ে বেশি। আমেরিকানদের দাবি হল, তারা ফালুজা থেকে বিপুল সংখ্যক অইরাকি মুজাহিদকে শহিদ করেছে এবং অনেককে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু শামের পথ ধরে প্রতিদিনই এসব মুজাহিদ দলে দলে ইরাকে যাচ্ছে। এসব

মুজাহিদের 'কোমর' ভেঙ্গে ফেলার জন্য আমেরিকানরা ইরাকের জায়গায় জাগায় অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। এতে তারা অসম্ভব শক্তি ও অত্যাধুনিক যুদ্ধ প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। বিগত দুই মাসে সর্বপ্রথম আমেরিকানরা সামারায মুজাহিদদের 'কোমর' ভাঙ্গার জন্য শক্তি পরীক্ষা করে। এর পর এর ধারাবাহিকতা ফালুজায় শুরু হয়। আমেরিকার দাবি করছে যে, এবার সত্যি সত্যি মুজাহিদদের কোমর দেয়া হয়েছে। কিন্তু যখন মসুল মুজাহিদদের দখলে চলে আসে এবং বাগদাদ, রমাদী, বাকুবা এবং আম্বারে কঠিন কঠিন আক্রমণ হতে থাকে, তখন এ কথা বলা হতে থাকে যে, ফালুজা অপারেশন নতুন বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। ফালুজার মুজাহিদরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আক্রমণ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকানরা মুজাহিদদের 'কোমর' ভাঙ্গার জন্য মসুল এবং বাগদাদেও ব্যস্ত। বিবিসি'র কথা অনুযায়ী, মনে হচ্ছে আমেরিকানরা আজ পর্যন্ত মুজাহিদদের 'কোমর'ই পায়নি। কিংবা তাদের কোমরই এমন যে, এক জায়গায় ভেঙ্গে গেলে আরেক জায়গা থেকে বের হয়ে আসে।

আমেরিকান সেনাবাহিনী এবং ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মি যখন ফালুজা তোলপাড় করতে এবং ফালুজাবাসীকে রক্ত ও মাটিতে দাপাদাপি করাতে ব্যস্ত, দিনটি ছিল ঈদুল ফিতরের দিন। ওই দিনই মুজাহিদরা ইরাকের তৃতীয় বৃহত্তম শহর মসুলের বড় বড় পুলিশ স্টেশনগুলোর উপর আক্রমণ শুরু করে এবং সাতটি পুলিশ স্টেশন দখল করে নেয়। মুজাহিদরা মসুলে আক্রমণ করার পূর্বে পুলিশদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে, জান বাঁচাতে চাইলে পালিয়ে যাও, অন্যথায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর। এই ঘোষণা শোনা মাত্র আমেরিকার বছরব্যাপী সাধনা এবং বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে তৈরিকৃত ইরাকি পুলিশ অস্ত্র, সামানাদি এবং গাড়ি রেখে পালিয়ে যায়। মুজাহিদরা অতি সহজে শহর দখল করার পর থানাগুলো ধ্বংস করে আগুন লাগিয়ে দেয়। আর পুলিশদের ফেলে যাওয়া অত্যাধুনিক অস্ত্র, কম্পিউটার, পুলিশের ইউনিফর্ম, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, গোয়েন্দাগিরি ও যুদ্ধের অত্যাধুনিক মেশিন এবং যন্ত্রপাতি সহ গাড়িগুলোও নিয়ে যায়।

আমেরিকান প্রশাসনে এর চেয়েও বড় ভয় হল, পলাতক সিকিউরিটি ফোর্সের বড় একটি সংখ্যা মুজাহিদদের সঙ্গে একত্মতা ঘোষণা করে। কারণ তাদের মধ্যে অধিকাংশ সদস্য পালানোর পর এখন পর্যন্ত বাড়ি ফিরে আসেনি। মুজাহিদরা সেই পুলিশ একাডেমি থেকেও মন ভরে ফৌজি সামানা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করে, যেগুলো আমেরিকা কোটি কোটি ডলার মূল্যে ইরাকি পুলিশের প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি করেছিল। ওই একাডেমিতে আক্রমণের কয়েক

দিন পূর্বেই ইরাক এবং আমেরিকান অফিসাররা ওই একাডেমি পরিদর্শন করেছিল এবং এর কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিল। এই ঘটনা আমেরিকান প্রশাসনে ইরাকি পুলিশ এবং সিকিউরিটি ফোর্সের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে যে, এরা যে কোন সময় পালাতে পারে এবং মুজাহিদদের সঙ্গে একত্মতা ঘোষণা করতে পারে। কারণ এই ধারাবাহিকতা তো অনেক পূর্ব থেকেই চলে আসছিল।

৮ নভেম্বর নিউজ উইকে ইরাক বিষয়ে 'জাহান্নামের শাস্তি' শিরোণামে একটি প্রতিবেদন ছেপেছে যে, ইরাকি মুজাহিদ উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ইরাকি ফোর্সে ছড়িয়ে পড়েছে। এক সিনিয়র ইরাকি অফিসার বলেছে, মুজাহিদরা সিকিউরিটি ফোর্সের সমস্ত তৎপরতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখে। তারা এদেরকে যত সহজে টার্গেট বানায়, এগুলো তারই প্রমাণ যে, তারা ফোর্সে পুরোপুরিভাবে ঢুকে গিয়েছে।

নিউজ উইক তার প্রতিবেদনে আমেরিকার স্থাপিত অত্যন্ত সুরক্ষিত দুর্গ গ্রীন জোন সম্পর্কে লিখেছে যে, কয়েক মাস আগেও মুজাহিদরা বাগদাদ থেকে শত মাইল দূরে পাইপ লাইন ধবংশ করত। কিন্তু এখন আমেরিকান গ্রীন জোনের উপর আক্রমণ করা তাদের প্রাত্যহিক বিষয় হয়ে গিয়েছে। এখানে প্রতিদিন ফায়ারিং, মার্টার ও রকেট হামলা এমনকি কার বোম আক্রমণও রুটিনে পরিণত হয়েছে। অথচ এখানে সিকিউরিটি এ পরিমাণ শক্ত যে, এগুলো কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু মুজাহিদরা তো বাগদাদের সাধারণ জনগণের ভেতর রয়েছে। তারা সাধারণ মানুষের কাছে সব ধরনের সাহায্য ও আশ্রয় পায়। এ কারণেই রামাদিতে গত সপ্তাহে যখন ওখানকার গর্ভনরের পলানোর পর আমেরিকান সেনাবাহিনী ওখানকার গর্ভনরের সঙ্গে, যে নিজেই প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা করেছিল, আলোচনায় ব্যস্ত ছিল, দুইজন মুজাহিদ সাইকেলে চড়ে ক্লাশিংকোফ দ্বারা ফায়ার করতে করতে ঠিক সেখানেই পৌঁছে যায়। এতে সবাই সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। এখানে তো প্রত্যেক ব্যক্তিই সন্দেহভাজ।

নিউজ উইক আরও লিখেছে, আমেরিকানরা মনে করছিল এখন তাদের বিরুদ্ধে তৎপরতা ও আক্রমণ কম হবে। কিন্তু বাস্তবতা হল আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ার উপরই রয়েছে।

২২ নভেম্বর রাইটার্স লিখেছে, আমেরিকা ইরাকে এখন কার উপর আস্থা রাখবে, সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের জন্য।

ফালুজায় যে সময় আমেরিকান সৈন্য ও ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মি আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে, তখনই হাজার হাজার মুজাহিদ শহর ছেড়ে চলে যায়। মাত্র কয়েক

শ' মুজাহিদ তাদের প্রতিরোধের জন্য থেকে যায়। হাতে গোনা এই কয়েক শ' মুজাহিদই আমেরিকার বিরুদ্ধে এ পরিমাণ দৃঢ়তা ও বীরত্বের সঙ্গে মোকাবেলা করে যে, আমেরিকা তাদের শক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হয়।

ফালুজায় মুজাহিদদের হাতে আহত আমেরিকান সৈন্য এবং ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মির জন্য জার্মানি হাসপাতালে স্থান অসঙ্কুলান হয়ে পড়ে। এমনকি দেশের বাইরে আমেরিকার ওই সবচেয়ে বড় সেনা হসপিটালের প্রশাসন বলেছে, আমাদের জায়গা বাড়াতে হচ্ছে। অনেকগুলো নতুন কক্ষ আহতদের জন্য ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করতে হচ্ছে। এখানে প্রতিদিন প্রায় একশ' জনের মত আহতকে আনা হচ্ছে। যাদের মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

১৪ নভেম্বর হাসপাতালে কয়েকজন আহত আমেরিকান সৈন্য এক প্রেস কন্‌ফারেন্সে বলে, তাদের ধারণা ছিল না যে মুজাহিদরা এত অপ্রতিরোধ্যভাবে মোকাবেলা করবে। কারণ আমাদের সৈন্যরা এত বেশি পরিমাণ বোম্বিং করেছিল যে, জানে বাঁচাই কারো সম্ভব ছিল না।

এ সময় আহত সৈন্য ত্রইউলেস শিফার বলে, ওখানে যুদ্ধরত মুজাহিদদের কেউ পিছু হটার নাম নিচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল ওরা মৃত্যুর সঙ্গেও লড়াই করবে। এখানে প্রতিটি ঘরে এবং প্রতিটি ছাদে লড়াই চলছিল। মনে হচ্ছিল তাদের কাছে রকেট এবং মার্টার গুলির ভা-ার রয়েছে, যা কখনো শেষ হবার নয়। তারা সব দিকে বোমা বর্ষণ করছিল।

বিবিসি আলজাজিরার সেই প্রতিনিধি, যে ফালুজায় আটকে গিয়েছিল, সেও আমেরিকান ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্যাঙ্ক এবং যুদ্ধযানগুলোর কথা বলেছে। বিবিসির ফাযেল বাদারানি এ কথাও বলেছে যে, জুলান জেলায় আমেরিকানরা তাদের ট্যাঙ্ক পর্যন্ত ফেলে পালিয়ে যায়। যা মুজাহিদরা দখল করে নেয়।

পেন্টাগন ফালুজায় ২০ দিনের লড়াইকালীন সময়ে মৃত আমেরিকানদের সংখ্যা প্রথমে ৫৩ জন পরে ৭১জন পর্যন্ত বলেছে। আর মুজাহিদরা ১০ দিন পরেই প্রচারিত সংখ্যায় বলেছে যে, তারা কমপক্ষে ৪০০ আমেরিকানকে ধ্বংস করেছে। তাছাড়া দুটি এফ-১৬ জঙ্গি বিমান, এগারটি হেলিকপ্টার, পাঁচটি পাইলোটবিহীন গোয়েন্দা বিমান, এগারটি আব্রাহাম ট্যাঙ্ক, নয়টি সাঁজোযান এবং তেরটি অন্যান্য হাম্বি গাড়ি ধ্বংস করেছে। আর ২৬জন আমেরিকান এবং ১২৩জন ইরাকি সৈন্যকে জীবন্ত গ্রেফতার করেছে। যার ভিডিও আরব গণমাধ্যমও প্রচার করতে অস্বীকার করে। সাত হেলিকপ্টার ধ্বংসের স্বীকার তো খোদ আমেরিকান সৈন্যই করেছে।

আক্রমণের পাঁচ দিন পর আমেরিকা ফালুজায় পূর্ণ দখল এবং বিজয়ের ঘোষনা করে। কিন্তু আমেরিকার এই বিজয় ঘোষণাও ইরাক বিজয়ের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না। কারণ এখানকার অবস্থাও প্রায় তেমনই ছিল। আমেরিকানদের উপর লাগাতার আক্রমণ এবং ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল এবং শহরের পরিত্যক্ত বাড়ি ও ধ্বংসস্তূপ থেকে আমেরিকানদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। আমেরিকা মুজাহিদদের যে কোমর ফালুজায় ভেঙ্গে ফেলার দাবি করেছিল, তা ফালুজার প্রতিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে বের হচ্ছিল।

ফালুজায় আক্রমণে আহত আমেরিকানদের সংখ্যার ব্যাপারে আমেরিকান সংবাদপত্র সাটার এন্ড স্টার পিস-এর ইউরোপিয়ান এডিশন লিখেছে যে, এখানে ৮৫০জনেরও বেশি আমেরিকান সৈন্য আহত হয়েছে। অথচ আমেরিকা তার সৈন্যদেরকে বাঁচানোর জন্য নিত্য নতুন টেকনোলোজি এবং যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করেছে। গুপ্তচরবৃত্তি এবং বোম্বিংয়ের জন্য পাইলোটবিহীন বিমান ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে কোন অবস্থাতেই কোন সৈন্যের ক্ষতি না হয়। কিন্তু মুজাহিদরা সফল যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করত এক হাজারেরও বেশি আমেরিকানদেরকে হত্যা ও আহত করেছে। আমেরিকান যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ ও প্রশাসন এ অবস্থার উপরও পেরেশান।

সাটার এন্ড স্টার পিস ২৫ নভেম্বরের সংস্করণে বলেছে, শুধু জার্মানিতে অবস্থিত আমেরিকান সেনা হসপিটালে এ পর্যন্ত ইরাক থেকে নিয়ে আসা ২১ হাজার সৈন্যের চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। রিপোর্টটি আমেরিকান সৈন্যের এক কর্মকর্তা বিনমুদে লিখেছে। অথচ পেন্টাগন ইরাকে আহত সৈন্যদের সংখ্যা ৯৩০০ বলেছে। এর মধ্যে ১৫০০ মারাত্মকভাবে আহত। তারা চিরতরে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধ করার মত উপযুক্ততা তারা হারিয়ে ফেলেছে। এত বিশাল পরিমাণে আহত ও নিহত হওয়া সম্পর্কে পেন্টাগনের প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক ড্যানিয়েল গোরের বক্তব্য হল, এর মূল কারণ হল সৈন্য স্বল্পতার কারণে ইরাকে সৈন্যদের দীর্ঘ সময় অবস্থান এবং তাদের পরিবর্তন না হওয়া। আমরা এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি।

ফালুজায় এত বড় এবং এমন ধ্বংসাত্মক হামলা সত্ত্বেও আমেরিকান জেনারেল পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করছে যে, এর দ্বারা মুজাহিদদেরকে নির্মূল করা যাবে না। ১১ নভেম্বর আমেরিকান মুসলিম সৈন্যের চেয়ারম্যান জয়েন্ট চীফ অফ স্টাফ জেনারেল রিচার্ড মায়ের আমেরিকাকে সতর্ক করে বলেন যে, কেউ যদি এ কথা মনে করে যে ফালুজা অপারেশন জিহাদী আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটাবে, তবে আমেরিকার ভুল হবে। আমরা ময়দানে আছি, আমরা দুশমনকে চিনি। এজন্য

ফালুজা অপারেশনে আমাদের কোন লক্ষ্যও ছিল না, আগ্রহও ছিল না। আর এর দ্বারা তাদের কোনো আশাও ছিল না।

ইরাকে যুদ্ধরত আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতা এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সবচেয়ে বেশি। আমেরিকান মিডিয়া এ বিষয়ে এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, ইরাক থেকে প্রত্যাবর্তিত প্রতি ছয়জন সৈন্যের একজন পাগল। আর পুরো পাগল না হলেও প্রায় পাগল অবশ্যই। ইরাক যুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রত্যাবর্তিত সৈন্যের মোট সংখ্যা ৩০ হাজারের মত বলা হচ্ছে। এ হিসেবে মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত সৈন্যের সংখ্যা ৬ হাজার হয়। আমেরিকান সংবাদপত্র, লসএঞ্জেলেস টাইমস এবং Esther Schrader Times গত ১৪ নভেম্বর এক রিপোর্টে বলেছে যে, শুধু আমেরিকার সেনা হাসপাতাল অলট্রেড আর্মি ইনিস্টিটিউট-এ চিকিৎসার জন্য আগত মেরিনদের মধ্য হতে শত করা ১৫.৬ আর সৈন্যদের মধ্যে ১৭.১ মানসিক রোগের শিকার। সৈন্যের যুদ্ধগঠিত মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের বক্তব্য হল, সে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এই পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকবে এবং এ ধরনের ব্যাধিতে সৈন্যরা ব্যাপকহারে আক্রান্ত হতে থাকবে। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী সেনা সার্ভেতে ৬২০০ সৈন্য এমন ব্যাধির শিকার হয়েছে। আমেরিকান হাসপাতালগুলোর সঙ্গে জার্মানের সেনা হাসপাতালেও মানসিক রোগে আক্রান্ত বিশাল সংখ্যক সৈন্য চিকিৎসাধীন রয়েছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে নিউ ইয়র্ক টাইমস এক আহত আমেরিকান সৈন্য জেন্ট স্যামিসানের বরাত দিয়ে লিখেছিল, ওই আহত সৈন্যকে যখন ইরাক তেকে জার্মানিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার উক্তি হল, আমার বিমান আহত সৈন্যদের চিৎকার ও কান্নাকাটিতে ভারি হয়ে উঠছিল। আমি যখন জার্মানিতে পৌঁছি, পরিস্থিতি তখন একেবারে শোচনীয় ছিল। এখানে এমন অনেক সৈন্যও ছিল, যারা পাগল হয়ে গিয়েছিল। অনেকে একেবারে ল্যাংড়া, লুলা এবং পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। আমারও মেরুদণ্ডের হাড্ডি ভেঙ্গে গিয়েছিল। একটা পা-ও হারিয়ে চিরতরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছি।

এখানে ইরাক ও আফগানিস্তানের জন্য আমেরিকান সৈন্যের স্বল্পতার আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমেরিকান কমান্ডার ইরাকের জন্য দীর্ঘ দিন ধরে আরও সৈন্য দাবি করছিল। সে বলছিল, জরুরি ভিত্তিতে তার ৫ হাজার সৈন্যের প্রয়োজন। এর মঞ্জুরি বুশ প্রশাসনের পক্ষ হতে কয়েকবার ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু ইরাক ও আফগানিস্তানে পাঠানোর মত বর্তমানে এ পরিমাণ সৈন্যই নেই আমেরিকার কাছে। এ কারণেই ইরাকে আসা সৈন্যরা ছুটি পাচ্ছে না। কারণ তাদের স্থান পূরনের মত সৈন্যই নেই। এজন্য অবসরপ্রাপ্ত এবং বুড়ো

সৈন্যদেরকে নেয়ার প্রোগ্রাম রূপ দেয়া হচ্ছে। বিশেষত এমন পরিস্থিতিতে যখন নাকি শুধু ইরাকে আমেরিকান সৈন্যের উপর আক্রমণ দৈনিক গড় ১০০ অতিক্রম করে গিয়েছে। সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান সৈন্য অফিসারের স্বল্পতাও দেখা দিয়েছে। আমেরিকান সংবাদপত্র বালটি মুর্সান-এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে ইরাক এবং আফগানিস্তানে নিযুক্ত সেনা অফিসারদেরকে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে এখন ১৭৯ দিনের ডিউটির পরিবর্তে পুরো ১২ মাসের ডিউটি করতে হবে। কারণ অফিসার খুবই কম। এর সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান মিলিটারি স্কুলগুলো থেকেও অফিসারদেরকে বের করে ইরাকের রণাঙ্গনে নিয়ে আসা হচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলো পিছিয়ে দেয়া হচ্ছে। কারণ ইরাক এবং আফগানিস্তানে মেজর এবং লেফটনেন্ট র‍্যাংকের শত শত পদ শূন্য রয়েছে।

ইরাকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক অপারেশনে এ পরিমাণ গোলাবারুদ ব্যবহার করা হচ্ছে যে, আমেরিকান সরকারের জন্য সরবরাহ জারি রাখও কষ্টকর হয়ে পড়েছে। পাঠকদের মনে থাকার কথা যে, কয়েক মাস পূর্বে আমেরিকা ইসরাইলের নিকট আবেদন করেছিল যে, সে যেন আমেরিকান সৈন্যর জন্য ৫০ লাখ গুলি ব্যবস্থা করে। কারণ তাদের ভা-ার খালি হয়ে গিয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদদের হাতে সেনাবাহিনীর দামি দামি গাড়ি ব্যাপকভাবে ধ্বংস হওয়ার কারণে এরও স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। ইরাকে অবস্থিত আমেরিকান কমান্ডারদের বক্তব্য হল, তাদের তাক্ষণিকভাবে ৩০০০ যুদ্ধযান প্রয়োজন। ইরাকে আমেরিকান সেনাবাহিনীর স্থলভিষিক্ত সেক্রেটারী ইস ব্রাউন লি ১৫ নভেম্বর ওয়াশিংটন টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বলেছে, মুজাহিদদেরকে সাফ করতে আমাদের এক্ষণি কয়েক হাজার গাড়ির প্রয়োজন। আমেরিকান সেনাবাহিনীর ইতিহাসে এটাই প্রথম ঘটনা যে, যুদ্ধের ধরন ও প্রকৃতি এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে এবং সেনাবাহিনীকে পরিপূর্ণরূপে নিত্যনতুন অস্ত্র ও যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ এবং যুদ্ধকৌশলের প্রয়োজন হচ্ছে। আমেরিকান যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কল্পনা ও স্বপ্নেও এ বিষয়টি ছিল না যে, বাগদাদে সাদ্দাম সরকারের সমাপ্তির পর তাদেরকে এত বড় মাপের নতুন এক শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে এবং তাদের সৈন্যের ফ্রন্ট লাইন এবং ব্যাক লাইন উভয়কে সর্ব সময় দৌড়ের উপর থাকতে হবে। এ কারণেই আমরা যে পরিকল্পনা করে এসেছিলাম, আমাদেরকে এখন তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ যুদ্ধ গাড়ি, সেনট্রাক, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট এবং স্পায়ার পার্টসের প্রয়োজন পড়ছে। এখানে পরিস্থিতিতো এ পরিমাণ বিগড়ে গিয়েছে যে ইরাকে আমেরিকান সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটনেন্ট জেনারেল রেকার্ড সান্চকে আমেরিকান সরকারের নামে এই

চিঠি লিখতে হয়েছে যে আমি বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরাক অপারেশন চালিয়ে যেতে পারছি না। আমাদের উর্দি পরিহিতরা লজ্জিত এবং Improvised Explosive devices (IEDs) বিস্ফোরণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে আহত ও নিহত হচ্ছে। আমাদের গাড়িগুলো ধ্বংস হচ্ছে। কারণ গাড়িগুলো দুর্বল, বিস্ফোরক সহ্য করতে পারে না।

এর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে জেনারেল ব্রাউন পেন্টাগনে প্রতিরক্ষা যন্ত্রপাতি ও উপকরণ তৈরিকারক কোম্পানিগুলোর মালিকদের বৈঠক আয়োজন করেছিল। যাতে ইরাকের জন্য উত্তম থেকে উত্তম অস্ত্র এবং টেকনোলোজি ব্যবস্থা করা যায়। কারণ সেনাবাহিনী এ পর্যন্ত বিদ্যমান যন্ত্র দ্বারা নিশ্চিন্ত নয়। চলমান বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে জেনারেল ব্রাউন লি সবচেয়ে অত্যাধুনিক হাম্বিজ যুদ্ধ গাড়ি তৈরিকারক কোম্পানি AM General এবং বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ও গাড়ির সহযোগী ঢাল তৈরিকারক কোম্পানি Gora-Hess এবং Eisenhandt এরও সম্মিলিত বৈঠক করেছিল। এই বৈঠকের পর জেনারেল ব্রাউন লি বলেছিল, সে এসব কোম্পানির মালিকদেরকে বলেছে যে, তারা তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করুক এবং এগুলো আরও মজবুত করে তৈরি করা হোক। কারণ ইরাকে মুজাহিদদের বারুদের বিস্ফোরণ আমাদেরকে গাড়িগুলোকে ধ্বংস করে ফেলছে। অন্যদিকে সৈনিকরা এমন ইস্পাতের ঢালের জোরদার দাবি করেছে। যাতে বলা হয়েছে যে, তাদের ৫ থেকে ১০ টনের ট্রাকেরও নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করা হোক। এগুলোও মুজাহিদদের অতি সহজ টার্গেট। আর এ পর্যন্ত ইরাকে এমন নয় হাজার কিট্স (Kits) পাঠানো হয়েছে। জেনারেল ব্রাউন লি বলেছে, আমাদের কেউই কখনো এ কথা ভাবেনি যে, আমাদেরকে র ট্রাকগুলোরও নিরাপত্তার বিষয়ে এত গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কিন্তু আজ আমাদেরকে তা করতে হল।

এই বিশাল আলোচনার পর মুজাহিদ এবং আমেরিকান সেনাবাহিনী ও ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মির মাঝে চলমান যুদ্ধে কার পাল্লা ভারি, কাদের সাহস দুর্বল আর কারা আত্মপ্রত্যয়ী, তা বিশ্ববাসীর সম্মুখে চলে এসেছে। আর এটাই বিজয়ের প্রথম ধাপ।

সেনাবাহিনী ও ব্ল্যাক ওয়াটারের পিছনে আমেরিকার ব্যয়

২০০১ এর ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আমেরিকা আর্মির ব্যয়ে ৩০০ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি করেছে। আজ পর্যন্ত সমস্ত লড়াইয়ে পেন্টাগন ইরাক ও

আফগানিস্তানের যুদ্ধে শুধু একজন সৈনিকের পিছনে এ পরিমাণ ব্যয় করেছে যে, আজ পর্যন্ত অন্য কোন যুদ্ধে তা করা হয়নি। লেগজেংগটন ইনিস্টিটিউটের একজন সৈনিক বিশেজ্ঞ জনাব লোরন বি থমাস বলেছেন যে, উপসাগরীয় যুদ্ধের পর প্রতি বছর সৈনিক-ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অন্যতম একটি কারণ হল উপার্জনের বড় একটি অংশ সেনা সরাঞ্জাম ক্রয়ে ব্যয় করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটে সৈনিক ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মিও আমেরিকান ব্যয় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

সরকারী সূত্র অনুযায়ী ইরাক যুদ্ধে শুধু এক মাসে ৪.৩ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার ব্যয় হয়েছে। আর আফগানিস্তানে ৮০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে। এই অর্থ তেল, গোলা, বারুদ, সৈনিক, নিউ ক্লিয়ার বোম এবং নিউ ক্লিয়ার বোম এক জায়গা হতে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার যন্ত্রের পিছনে ব্যয় হচ্ছে। Congressional রিসার্চ সার্ভিসের তথ্য মতে ১৯৬৫ এবং ১৯৭৫ সালে আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে এ পরিমাণ অর্থ মুদ্রাস্ফীতির বিনিময় হার হ্রস করার পেছনে ব্যয় করেছি।

বুশ প্রশাসন বলেছে, তারা আগামী এক থেকে দুই বছরে ইরাক থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করবে, যদি এ কথা বোঝা যায় যে ইরাকি ফোর্স ইরাকের আগামী দিনের বিদ্রোহ দমন করতে পারবে। এর অর্থ এই দাড়াল যে, আমেরিকা ইরাক দখল এবং তার চেপে বসে থাকতে চায়। আর এর জন্য সে আরও ৮১.৯ বিলিয়ন ডলার যুদ্ধ বাজেট পেশ করেছে।

এখন পর্যন্ত আমেরিকা এক লাখ সত্তর হাজার সৈনিক ইরাক এবং আফগানিস্তানে প্রেরণ করেছে। আর ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় এর অর্ধেকের একটু বেশি আমেরিকান সৈন্য দক্ষিণ এবং উত্তর এশিয়ায় নিযুক্ত করেছিল।

১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকার সৈনিকদের পিছনে ব্যয় কেন বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষজ্ঞরা এর অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করেছে। তাদের মত অনুযায়ী আমেরিকার বর্তমান মেলেটারী যোগ্য এবং পেশাদার, যা ইতিপূর্বে ছিল না। এ সময়ে মেলেটারীতে উচ্চ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অত্যাধুনিক সরাঞ্জাম সজ্জিত। যা পূর্বের সৈনিকদের কাছে ছিল না। আর অর্থ যুদ্ধ ব্যয় থেকে পুরা করা হয়, রেগুলার প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে করা হয় না।

ইরাকের পরিস্থিতি নেহায়েত শোচনীয়। এরপরও আমেরিকা যুদ্ধকে দীর্ঘ করতে চায়। পূর্বের তুলনায় এই যুদ্ধে অনেক বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

৮১.৯ বিলিয়ন ডলারের বাজেটের মধ্য থেক ৭৪.৯ বিলিয়ন ডলার প্রতিরক্ষা ডিপার্টমেন্ট, ১২ বিলিয়ন যুদ্ধ সরাঞ্জাম মেরামত এবং ৩.৩ বিলিয়ন আরও ট্রাক

ও অন্যান্য নিরাপত্তা উপকরণের জন্য রাখা হয়েছে। এই ব্যয় গোটা বিশ্বের ব্যয়ের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। সূত্র অনুযায়ী রাশিয়া দ্বিতীয় বড় রাষ্ট্র, যে মিলেটারীর পিছনে বেশি ব্যয় করে থাকে। তাদের বার্ষিক সেনাবাহিনী ব্যয় ৬৫ বিলিয়ন ডলার।

কুকুরের বাচ্চা ঘেউ ঘেউ করে

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি প্রচারিত সাপ্তাহিক 'টাইম'। পত্রিকাটি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ইহুদীদের ম্যাগাজিন। গত বছরেও এই মাসে অর্থাৎ ২০০৪ এর এপ্রিলে ম্যাগাজিনটি বছরের এক শত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব শিরোণামে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। এ বছরও ২০০৫ এর এপ্রিলে বিশ্বের প্রভাবশালী একশ' ব্যক্তিত্বদের নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। গত বছরেও আবু মুসআব যারকাবীকে একশ' প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এ বছরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই একশ' প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে জীবনের বিভিন্ন বিভাগের দিক থেকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর নেতৃত্ব ও বিপ্লবের বিভাগ থেকে আবু মুসআব যারকাবীর নাম দেয়া হয়েছে। যেই পৃষ্ঠায় আমেরিকান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রামস ফিল্ড-এর ছবি ছাপানো হয়েছে, ওই একই পৃষ্ঠায় আবু মুসআব যারকাবীর ছবিও ছাপানো হয়েছে। রামস ফিল্ড ও আবু মুসআব যারকাবীর তুলনা এভাবে করা হয়েছে যে, রামস ফিল্ড সম্পর্কে লিখেছে, রামস ফিল্ড যুদ্ধের এক নতুন পথে পা রেখেছে। এমনিভাবে আবু মুসআব যারকাবী'র সম্পর্কে শিরোণাম করা হয়েছে– His Enemy is America

আমেরিকা তার দুশমন।

আর রামস ফিল্ড সম্পর্কে লিখেছে–

Sharp, Strong, Always Barking সে তীক্ষ্ণ, গতিশীল, সুদৃঢ়, সব সময় ঘেউ ঘেউ করে।

আর আবু মুসআব যারকাবী সম্পর্কে লিখেছে, আমেরিকার কাছে সন্ত্রাস গ্রুপের এই নেতাকে হত্যা করার সুযোগ ছিল। কিন্তু সে পালাতে সক্ষম হয়। বর্তমানে সে ইরাকে রয়েছে।

Has killed countiess American and other western soldiers.

সে অসংখ্য আমেরিকান এবং অন্যান্য ইউরিপিয়ান সৈনিকদেরকে হত্যা করেছে।

টাইম ম্যাগজিন থেকেই অনুমান করুন, রামস ফিল্ড সম্পর্কে বলছে যে, সব সময় ঘেউ ঘেউ করা তার কাজ। এবার বলুন, ঘেউ ঘেউ কে করে? কুকুরই

নিঃসন্দেহে ঘেউ ঘেউ করে থাকে। শুধু রামস ফিল্ডই নয়, বরং তার মাকেও কুত্তি বলা হচ্ছে। কে বলেছে? আমেরিকার সেনাবাহিনীর প্রধান বলছে। তার নাম টমি ফ্রান্‌ক্স। টমি ফ্রানক্স যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর অধীনস্থ ছিল, সে তার বস সম্পর্কে লিখেছে–

'আমি আফগানিস্তানে ছিলাম। ইরাকের উপর হামলার প্রোগ্রাম ছিল। রামস ফিল্ড আমাকে ফোনে বলল, আগামী সপ্তাহে তোমাকে (আমেরিকায়) আমার কাছে দেখতে চাই।' আমি তখন বললাম–

Son of bitch, I thought, no rest for the waary.....
কুত্তির বাচ্চা, আমি ভাবছি উর্দিওয়ালাদের কোন শান্তি নেই।

এক সৈনিক ইরাক থেকে আমেরিকার সাংবাদিক মাইকেল মুরকে চিঠি লিখেছে। মাইকেল মুর চিঠিটি তার ওয়েব সাইটে প্রকাশ করেছে। তার বইয়েও ছেপেছে। মনে রাখবেন, মাইকেল মুরকেও সাপ্তাহিক টাইম এক শত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছে। কারণ ইরাক এবং আফগানিস্তানে আমেরিকার যে দুর্গতি, মাইকেল মুর তার থেকে পর্দা উন্মোচিত করেছে। এই মাইকেল মুরের নামে লেখা আমেরিকান এক সৈনিকের চিঠির একটি বাক্য দেখুন। সে লিখেছে–

I believe this country was founded by thleves and run by crooks.
আমার ঈমান হল এই দেশ (আমেরিকা) চোরেরা বানিয়েছে। আর এখন এটি ধূর্ত পেশাদার খুনি চক্রের হাতে চলে যাচ্ছে।

সৈনিকটি আরও লিখেছে, আমি আমার কমান্ডার ইন চিফকে (বুশ) ঘৃণা করি। আমি সেই গ্রাউন্ডকেও ঘৃণা করি, যেখানে এই কমন্ডার ইন চিফ এসে পায়চারি করে। আমার প্রার্থনা, লোকটি আমাদের দেশের সঙ্গে এবং আমরা সৈনিকদের জীবনের সঙ্গে যা করছে, এর জন্য সে যেন নরকে পঁচে। আমার দেশের পতাকাকে স্যালুট দিতেও মন চায় না। আমি আমার দেশের পতাকাকেও ঘৃণা করি। জানি না কবে এই বাজে লোকদের থেকে নিস্কৃতি পাব।

আরেক সৈনিক লিখেছে–

I that the army and my job.
আমি সেনাবাহিনী এবং আমার সৈনিক হওয়াকে ঘৃনা করি।

ইরাকে নিযুক্ত সৈনিক মিস্টার ডানিয়েল রাক্লে ২০০৪ এর ২ জুলাইয়ে লেখা এক চিঠিতে তার শাসকদেরকে এই ভাষায় স্মরণ করেছে–

'এরা সবাই (বুশ, রাইস ফেল্ড প্রমুখ) বাজে মানুষ। এরা সবাই নরকে যাবে।'

মাইকেল নামক আরেক সৈনিক লিখেছে–

The soldiers on the ground think Rummy is a pussy. They hate him.

ইরাকে অবস্থিত সৈনিকরা রামস ফিল্ডের নাম বিকৃতি করে রমি বলে ডাকে এবং (Pussy) বলে গালি দেয়। সৈনিকটি লিখেছে, এখানকার সৈনিকরা রামস ফিল্ডকে কঠিনভাবে ঘৃণা করে।

আফগানিস্তানে আমেরিকান এবং ব্ল্যাক ওয়াটারের ঘাঁটি

আফগানিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটার শুধু বড় শহরগুলো যেমন কাবুল, মাজার শরীফ, হেরাত, হেলমান্দ, কান্দাহার, জালালাবাদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই এলাকাগুলোতেও তাদের অফিস আমেরিকান ঘাঁটিগুলোর ভেতরেই অবস্থিত। অন্যান্য দেশের তুলনায় আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটার জয়েন্ট সেক্রেটারী সিস্টেমের অধীনে কর্মরত। কারণ এখানে এসব ঘাঁটিগুলোতে আমেরিকান সৈনিক ও ভাড়াটে কুকুরেরা একত্রে ডিউটি দেয়। বাগরামের বিমান ঘাঁটি, কান্দাহারের এয়ারবেস, গার্দিজ এবং লুগারের বিমান ঘাঁটি এবং খোস্তের সব চেয়ে বড় আমেরিকান ঘাঁটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ডেগু গারশিয়া

এটি বাগদাদ থেকে ৩৩৪০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ভারত সাগরে ব্রিটিশ দ্বীপ। এখানে ছয়টি B-2 এস্টথ বোমারু বিমান, B-52 বিমানের ঘাঁটি যা স্যাটেলাইট লেজার গাইড আমাদের বোমে সজ্জিত। ডেনমার্কের ছয়টি সামুদ্রিক জাহাজের ঘাঁটিও এখানে অবস্থিত রয়েছে। আমেরিকান মেরি টাইম পরিপুর পজিশং ফ্লাটে এমপিএফ স্কোয়ার্ডানে ১৭৩০০ সৈনিককে ত্রিশ দিনের মধ্যে পৌছে যাওয়া নিশ্চিত করে।

এখানে ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মির জন্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। এদেরকে ফালুজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য এই পথেই ইরাকে ঢুকানো হয়। আর অন্যান্য মাধ্যম ছাড়াও এখান থেকেও ব্ল্যাক ওয়াটারকে বিভিন্ন উপকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইরাকে ব্ল্যাক ওয়াটারের উপস্থিতি প্রকাশ পায় যখন ইরাকিরা তাদের কয়েকজনকে হত্যা করে চৌরাস্তায় তাদের লাশ ঝুলিয়ে রাখে।

তাজাকিস্তান

তাজাকিস্তানের মানাস এয়ারবেসে কোটি কোটি ডলারের বিনিময়ে লিজ নেয়া এই ঘাঁটি আফগানিস্তানে যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

তুরস্ক

ইনসারাল্ক এয়ারবেসে সাত হাজার সৈনিক রয়েছে। পঞ্চাশেরও অধিক এফ-১৫ এবং এফ-১৬ এফ-৩ বিমান এবং একুশ ব্রিটিশ রায়েল এয়ার ফোর্সের ১০০১ টরেন্ডো। GR এবং জ্যাগওয়ার বিমনের সঙ্গে ব্ল্যাক ওয়াটার সিকিউরিটিও রয়েছে। ইরাকে মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলার জন্য মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর প্রতিটি ঘাঁটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভূ-মধ্য সাগর

দৈত্যাকৃতির আমেরিকা সামুদ্রিক বহর (১) ইউএসএস হেরি এস নরোম্যান (২০) ইউএস থিউডোর রোজভেল্ট বহরে ৭৫ জঙ্গি বিমান সাত কোটি ডস্ট্রাইর বিটিশ টাস্ক ফোর্সের চার হাজার সৈনিকের ১৬ জাহাজ এবং ৪ হাজার রায়েল নেভি MMS আর্ক রায়েল এবং অনেকগুলো হেলিকপ্টার হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। হিংস্র রক্তপিপাসু ব্ল্যাক ওয়াটারের সিকিউরিটি গার্ডও উপস্থিত রয়েছে। যারা যে কোন সময় মুসলমানদের রক্ত চোষার জন্য এলার্ট রয়েছে।

কুয়েত

এক লাখ আমেরিকান সৈন্য যারা আসসালেম এবং আহমাদ আল জায়ের এয়ার বেসে নিযুক্ত ৬০ উড়োজাহাজ এফ ১১৭ এস্টেথ বোমারু বিমান এ-১০ ট্যাঙ্ক মিস্টার, এ্যাপাচি এবং ব্ল্যাক হ্যাক হেলিকপ্টারসহ এটিও একটি ইসলামী রাষ্ট্রের এয়ারবেস। যেখানে ক্রিশ্চিয়ান কুকুররা মুসলমানদেরকে কামড়ানোর জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। এত সাজসরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও আমেরিকান ব্ল্যাক ওয়াটার ডগ প্রত্যেক জায়গায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভেউ ভেউ করতে এবং কামড়ানোর জন্য উপস্থিত থাকে। এদিক থেকেও ব্ল্যাক ওয়াটার ইরাকে ঢুকে খুন সন্ত্রাস সহিংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে এবং সিকিউরিটির নামে মুসলমানদেরকে গণহত্যা করছে।

দাওহা ক্যাম্প

৬৪০ এমআই আর্মস ট্যাঙ্ক, ৪০০ যুদ্ধযান, ৩০০ জঙ্গীবিমান, যার সঙ্গে ৩০০ হারটেরস এবং ১৪৪ এ্যাপাচি হেলিকপ্টা এবং পেট্রিয়াট প্রতিরক্ষা মিজাইল ব্যবস্থাও রয়েছে।

ব্রিটিশ ফার্স্ট আর্মড ডিভিশনের কামানে ২৬ হাজার সৈনিকের লড়াকু বাহিনী– তার মধ্যে মরুইঁদুর সপ্তম আর্মড ব্রিগ্রেড, যাতে ১২০ চ্যালেঞ্জার, ২টি ট্যাঙ্ক, ১৫০ টি যুদ্ধযান, ১৬ এয়ার সল্ট ব্রিগ্রেড, ৮২ হাজার সৈনিক এবং ৩টি কমান্ডার ব্রিগ্রেডার, কানাডার ২হাজারেরও বেশি সৈনিক সহ স্পেশাল সৈনিক সিকিউরিটির দায়িত্বশীল ব্ল্যাক ওয়াটার।

বাহরাইন

জাফির নেভিল বেসে আমেরিকান সামুদ্রিক পঞ্চম বহরের হেডকোয়ার্টার সিকিউরিটির দায়িত্বশীল ব্ল্যাক ওয়াটার।

এমারত

ইউ-২ গোয়েন্দাবিমান ফ্রান্স বিরাজ জঙ্গি বোমারু বিমান।

আম্মান

৮ আমেরিকান বি-১৮ বিমান, ব্রিটিশ এয়ারফোর্স, ২ নমরুদ বিমান, কানাডিয়ান ডাস্টায়েরে যুদ্ধ বিমান।

জর্দান

ব্রিটেনের ৬টি টারেন্ডো, ৪টি জেগওয়ার, ৭টি হারিয়ের জেট।

জবুতি

আমেরিকান বিমান এবং নৌবাহিনীর ৩ হাজার স্পেশাল ফোর্স।

লোহিত সাগর

আমেরিকান টাস্ক ফোর্স ইউএসএস বিলিভউড-এর কামানে ৩টি আক্রমণকারী সামুদ্রিক জাহাজ, ১৫০০ সামুদ্রিক সৈন্য, ৩২ হেলিকপ্টার, ৬টি হারট্রেস। স্মরণ রাখতে হবে যে, লোহিত সাগরের নিকট সুদান, সোমালিয়া এবং আফ্রিকান

মহাদেশের উপর আমেরিকান নজর রয়েছে। এখান থেকে সে এই দেশগুলোর উপর কখনো কখনো বোম্বিং করে। সোমালিয়ায় আশশাবাব নামক মুজাহিদদের সংগঠন দেশের অর্ধেকেরও বেশি অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। আমেরিকা গোপনে গোপেন সেখানেও তাদের হামলা চালু রেখেছে। এর বড় দৃষ্টান্ত হল, সোমালিয়ার সরকারের আমেরিকার সঙ্গে আশশাবাব মুজাহিদদেরকে নির্মূল করার আলোচনা সমস্ত মিডিয়ায় এসেছে।

আরব সাগর

আমেরিকান সেনাবাহিনীল দৈত্যাকৃতির জঙ্গি সামুদ্রিক বহর যার মধ্যে ইউএসএস কন্সটলিশান, ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন, ইউএসএস কাইহাক, ইউএসএস নমিটার, ১২ লাখ ২৫ হাজার আমেরিকান সৈন্য, ৯৭০ থেকেও বেশি আমেরিকান যুদ্ধবিমান ১০০০ টম হক মিজাইল এবং আমেরিকান ব্ল্যাক ওয়াটারের গোপন নেকড়ে বাহিনী।

কাতার

কেন্দ্রীয় কামান আমেরিকান সেন্ট্রাল কমান্ডারের প্রধান জেনারেল নোমি ফ্রাঙ্কস আলহাদিদ এয়ারবেসে তার হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছে এবং পুরো যুদ্ধকে এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই কেন্দ্রে আমেরিকান কমিউনিটিকেশনের এক হাজার কর্মী কয়েক শ' ব্রিটিশ এবং সাড়ে তিন হাজার যোদ্ধা সৈনিক উপস্থিত রয়েছে।

পাকিস্তানে সবচেয়ে বড় আমেরিকান ঘাঁটি

আমেরিকা অন্যান্য সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে যেভাবে তার ডেরা পেঁতেছে এবং রাষ্ট্রগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে, যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। এমনিভাবে পাকিস্তানকেও পরিপূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কয়েক স্থানে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। যার মধ্যে শাহবাজ এয়ারবেস, শামসী এয়ারবেস উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা এমনি তো শামসী এয়ারবেস থেকে ড্রোন হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গা অর্থাৎ তারবিলা, ইসলামাবাদ, পেশওয়ার, করাচি, লাহোর ইত্যাদি জায়গায় ব্ল্যাক ওয়াটারকে অবস্থান করিয়ে রেখেছে। সেই সঙ্গে কতিপয় অসচেতন পাকিস্তানীদেরকে ব্যবহার করে ডলারের বান্ডিল দেখিয়ে তাদের ঘৃণ্য লক্ষ্যে ব্যবহার করে যাচ্ছে। এদেরকে সাহালা ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্ল্যাক ওয়াটারের হাওলা করে দেয়া হয়েছে।

যাদের মাধ্যমে ব্ল্যাক ওয়াটার পাকিস্তানে বিভিন্ন অপারেশন চালাচ্ছে। তারা বোমা বিস্ফোরণ এবং বিভিন্ন জায়গায় ফায়রিংয়ের মাধ্যমে নিরাপরাধ মানুষ হত্যা করে এই এ্যাকশগুলোকে ভিন্ন খাতে চালিয়ে নিজেদেরকে নিরাপদে বাঁচিয়ে রাখে। পাকিস্তানি এজেন্সিগুলো জেনে বুঝে এই বিষয়গুলো না দেখার ভান করছে এবং প্রতিটি অপারেশনকে অন্য ঘটনার সঙ্গে জুড়িয়ে দিয়ে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত করছে। কিন্তু এটা এ পরিমাণ স্পর্শকাতর বিষয় যে, এদিক থেকে চোখ বুঁজে থাকা জাতি ও দেশের সঙ্গে স্পষ্ট গাদ্দারীর নামান্তর।

পাকিস্তানে আফিয়ার গ্রেফতারী

২০০৩ এর ১ মার্চ নাওয়ায়ে ওয়াক্ত এই সংবাদ প্রকাশ করে যে, আমেরিকান গোয়েন্দা বিভাগ এফবিআই'র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত পাকিস্তানী নারী নিউরো ডাক্তারকে আলকায়েদার সঙ্গে সম্পৃক্ততার সন্দেহে বন্দি করেছে।

ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকী সম্পর্কে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, তাকে আমেরিকান গোয়েন্দা বিভাগ করাচি থেকে তুলে নিয়েছে। আমেরিকান এফবিআই কাজটি মূলত ব্ল্যাক ওয়াটারের মাধ্যমে করিয়েছে। বন্দিদের থেকে তথ্যানুসন্ধান এফবিআই'র কাজ। আর এ বিষয়টি স্বীকার করতে হবে যে, আমেরিকা ২০০১ থেকে পাকিস্তানে এসেছে। তারা তাদের সিকিউরিটি ব্ল্যাক ওয়াটারের দায়িত্বে দিয়ে রেখেছে। সিআইএ এবং এফবিআই তো গোয়েন্দা বিভাগ। তাদের সামরিক ও জঙ্গি অপারেশনে জড়িত ব্ল্যাক ওয়াটার ও আমেরিকান সৈন্য।

পিএইচডি ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকীকে গুলশানে ইকবালে তার আত্মীয়ের বাসা থেকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছে। সে আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছিল। এয়ারপোর্ট থেকে বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা তার বাসায় যায় এবং তাকে বন্দি করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে এফবিআই এবং বিশেষ বাহিনীর কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেয়। ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে আলকায়েদার কেমিক্যাল গ্রুপের জন্য কাজ করার সুস্পষ্ট অভিযোগ ছিল। করাচিস্থ সরকারি প্রশাসন তাকে বন্দি করার বিষয়ে কিছু জানে না বলে প্রকাশ করে। সাম্প্রতিক সময়ে এফবিআই লেডি ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকীর ছবি তাদের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করে। রিপোর্ট অনুযায়ী আফিয়া সিদ্দিকী নিউরো সার্জিক্যাল সাইন্সে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী। সে হোস্টেনে তার তিন বাচ্চাসহ বসবাস করছিল। আফিয়া সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে আদনান জি আশশকরী জুমা নামক এক ব্যক্তির সাপোর্টেরও অভিযোগ রয়েছে। যাকে আমেরিকা খুঁজছে।

বাগরাম জেলে ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকীর অবস্থানের সত্যায়ন

হঠাৎ ২০০৮ সালে আমেরিকা প্রশাসন প্রথমবার পাকিস্তানী নাগরিক আফিয়া সিদ্দিকীর আফগানিস্তানে আমেরিকান তত্ত্বাবধানে থাকার কথা স্বীকার করে। সিদ্দিকী পরিবার মিডিয়াকে জানিয়েছে যে, আমেরিকায় সিদ্দিকী পরিবারের উকিল এলিন ওয়াইট ফিল্ড-এর সঙ্গে এফবিআই'র এক এজেন্ট সাক্ষাত করে। সর্বপ্রথম তখনই এ বিষয়ের স্বীকার করা হয় যে, ডাক্তার আফিয়া আফগানিস্তানে আমেরিকান তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এফবিআই এজেন্ট ডাক্তার আফিয়া সম্পর্কে এ কথাও বলেছে যে, সে আহত। সিদ্দিকী পরিবারের সূত্র জানিয়েছে যে, ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকী সম্পর্কে উন্মুক্ত মিডিয়ার মাধ্যমে সন্তোষজনক সংবাদ পাই। আর এফবিআই-এর পক্ষ হতে এর সত্যায়নের পর তার এটার্নি এন ওয়াইট ফিল্ডের মাধ্যমে আমেরিকায় স্টিজন সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ডাক্তার আফিয়ার সম্পর্কে আরও তথ্য দেয়া এবং তার সঙ্গে সাক্ষাত পদ্ধতির সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে। স্টিনজ সার্ভিসকে এ কথাও বলা হয় যে, তার গুম হওয়ার সময় তার তিন বাচ্চাও তার সঙ্গে ছিল, যারা আমেরিকান নাগরিক। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবারাহ করা হোক। সিদ্দিকী পরিবার এফবিআই'র সত্যায়নের পর মানবাধিকারের সমস্ত সংগঠন এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন দলের সমর্থন জানানোর আপিল করেছে এবং দাবি করেছে যে, ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকী এবং অন্যান্য কয়েদীদেরকে তাৎক্ষণিক মুক্তি এবং তাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে তাদেরকে সমর্থন দিন।

ডাক্তার আফিয়াকে নাটকীয়ভাবে আমেরিকায় স্থানন্তর

পাঁচ বছর থেকে নিখোঁজ ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকীকে আফগানিস্তান থেকে এফবিআই'র বন্দিত্বে নিউইয়ক পৌঁছে দেয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে হত্যা চেষ্টার মামলা করা হয়। নিউইয়র্ক পুলিশ কমিশনার রেমন্ড কেলি এবং এফবিআই'র প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ডাক্তার আফিয়াকে এক মাস পূর্বে আফগানিস্তানের গজনি প্রদেশ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সে আঠারো জুলাই এফবিআই এবং আমেরিকান সৈন্যদের সম্মিলিত তদন্ত টিমের উপর এক সৈনিকের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে ফায়ারিং করে। জবাবি এ্যাকশনে ডাক্তার আফিয়া আহত হয়। এই বিবৃতি অনুযায়ী ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকীকে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে দীর্ঘদিন যাবত এফবিআই খুঁজছে এবং সুস্পষ্টভাবে সে আল কায়েদার সদস্য। এদিকে সিদ্দিকী পরিবারের উকিল বলেছেন, সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার আমেরিকান প্রশাসনের কাছে ডাক্তার

আফিয়া পর্যন্ত পৌঁছানোর কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেছে। আর ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকীর বোন ডাক্তার ফাওজিয়া করাচিতে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল হায়দারের সঙ্গে প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন, আমার বোনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ মিথ্যা। তিনি বলেন, এফবিআই আফিয়ার এক বাচ্চার উদ্ধৃতি দিয়েছে, অন্য দুইটার দেয়নি। এ সময় ডাক্তার ফাওজিয়া অঝোরে কাঁদতেছিলেন।

ডাক্তার ফাওজিয়া সিদ্দিকী বলেছেন, আমেরিকান প্রশাসন পাঁচ বছরে আফিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমান করতে পারেনি। এখন এক সপ্তাহের ভেতর কি করে প্রমাণ করবে? তিনি বলেন, ডাক্তার আফিয়ার উপর অত্যন্ত অমানবিকভাবে জুলুম নির্যাতন করা হয়েছে। এখন তাকে নিউ ইয়ার্কে স্থানন্তর করা হয়েছে। আমার বোনের অপরাধ, সে পাকিস্তানী। সে মুসলিম নারী। তিনি বলেন, সারা বিশ্বের মুসলমান এবং পাকিস্তানের সরকার ডাক্তার আফিয়ার বাচ্চাসহ মুক্তির জন্য আওয়াজ তুলুন।

ডাক্তার ফাওজিয়া বলেন, ফোনে আমাকে একের পর এক হুমকি দেয়া হচ্ছে। ইসলামাবাদে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করার জন্য ভয় দেখানো হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের পুরো পরিবারকে অজ্ঞাত কিছু মানুষ হত্যার হুমকি দিচ্ছে। ডাক্তার ফাওজিয়া বলেন, আফিয়াকে ২০০৩ সালে করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার পথে এয়ারপোর্ট থেকে অপহরণ করা হয়। এরপর পাকিস্তানের প্রশাসন তারই এক নারী নাগরকিকে আমেরিকান এজেন্সিদের হাতে তুলে দেয়।

তিনি বলেন, নির্যাতানের কারণে আফিয়ার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার চরম বিপর্যয় ঘটেছে। আমেরিকার আদালতে আমাদের ন্যায় বিচার পাওয়ার আশা নেই। আমাদেরকে এবং উকিলকে ডাক্তার আফিয়ার নিকট যেতে দিন এবং তাকে ও তার বাচ্চাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন।

ইকবাল হায়দার বলেন, ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে চার্জশীট নির্জলা মিথ্যায় ভরা। এ বিষয়ে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা করুন। আমাদের বড় পোড়া কপাল, আমাদেরই দেশের শাসকরা কয়েকটি ডলারের বিনিময় নিজের নাগরিকদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমেরিকানদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে মামলা চালাব।

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন তার এক বিবৃতিতে বলেছে, ডাক্তার আফিয়া এবং তার বাচ্চাদেরকে বেআইনিভাবে গ্রেফতারির বিষয়ে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠন তদন্ত করুক। আমেরিকা এবং ন্যাটো ভয়ঙ্কর

যুদ্ধাপরাধী। গোটা বিশ্বে তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালত অথবা গণহত্যা আইনের আওতায় বিচারের আওয়াজ তোলা উচিত।

ডিফেন্স অফ হিউম্যান রাইটস-এর চিফকে অর্ডিনিটার খালেদ খাজা বলেছেন, ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকীকে ২০০৩ এর ৩০ মার্চ পাকিস্তান সরকার অপহরণ করেছিল। তার পরিবারের প্রতিবাদ জানানো কারণে তাদেরকে বাসায় গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল। এরপর সরকার তাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়। অথচ সম্প্রতিক ব্রিটিশ সাংবাদিকের পাকিস্তানে এসে প্রেস কনফারেন্সের সময় গোয়ান্তানামোবে জেলে বন্দি কয়েদি নাম্বার ৬৫০ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করেছে। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ নেয়নি। অথচ এটা আমাদের জাতির আত্মসম্মানের বিষয়। জাতিকে জানানো হোক, সরকার জাতির সম্ভ্রম ও আত্মসম্মান বিক্রি করে কত টাকা নিয়েছে। আফিয়া সিদ্দিকীর মামলার ব্যাপারে অতিসত্তর ইসলামাবাদে আন্দোলন সূচনা করবে।

আমেরিকান প্রশাসন বলেছে, ডাক্তার আফিয়াকে গজনিতে গভর্নরের বাসার এরিয়া থেকে আফগান পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। আফগান পুলিশ আফিয়া সিদ্দিকীর নিকট থেকে কাঁচের পাত্র এবং বোতলের মধ্য হতে কিছু কাগজপত্র পেয়েছিল, যাতে বোমা বানানোর প্রণালী লিখিত ছিল।

এদিকে আমেরিকান এটর্নি জেনারেল মাইকেল গার্শিয়া তার এক বিবৃতিতে বলেছে যে, ১৭ জুলাই ডাক্তার সিদ্দিকীর হ্যন্ডব্যাগ থেকে সন্দেহজনক কাগজপত্র এবং বোমা তৈরির প্রণালী পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়াও এমন কিছু জিনিস পাওয়া গিয়েছে, যা ক্যামিকেলের ভেতর পড়ে। নিউইয়ার্কসহ আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার মানচিত্রও তার কাছে পাওয়া গিয়েছে। এফবিআই ছত্রিশ বছরের আফিয়া সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে হত্যা পরিকল্পনার অপরাধে মামলা দায়ের করে গ্রেফতার করেছে। অপরাধ প্রমাণিত হলে তার বিশ বছরের শাস্তি হতে পারে।

এর মাঝে আমেরিকান বন্দিখানায় থাকা পাকিস্তানি নাগরিক ডাক্তার আফিয়া সিদ্দিকীকে গতকাল আমেরিকার আদালতে হাজির করা হয়। এফবিআই'র স্পেশাল এজেন্টের চার্জশীট আমেরিকা বনাম আফিয়া সিদ্দিকী শিরোণামে নিউ ইয়ার্কের সারান ডিস্ট্রিক্টে দায়ের করা হয়েছে। সেকানে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ২০০৮ এর ১৮ জুলাই আফিয়া জেনে শুনে ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করেছে। আমেরিকানদেরকে গালি দিয়েছে এবং স্পেশাল এজেন্টদের উপর ফায়ারিং করেছে। এ সময় সে উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার শ্লোগান দেয়।

অন্যদিকে পাকিস্তানি পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র মুহাম্মাদ সাদিক বলেছেন, ডাক্তার আফিয়া আমেরিকার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সরকার আমেরিকার

তত্ত্বাবধানে থাকা সমস্ত কয়েদীদেরকে নিরপদে দেশে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

হোয়াইট সুগার থেকে ব্ল্যাক ওয়াটার

পাকিস্তানে হোয়াইট সুগার দুর্লভ বস্তু হয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের ফয়সালার পর সরকারি চাপের কারণে প্রতিটি দোকানে নোটিশ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এখানে হোয়াইট সুগার পাওয়া যায়। কিন্তু কোন গ্রাহক যখনই তার প্রয়োজন মত চাইবে, উত্তরে দোকানদার মাত্র এক কিলো হোয়াইট সুগার দিতে সম্মত হবে। কারণ গর্ভঃ সুপ্রিমকোর্টের ফয়সালা অনুযায়ী হোয়াইট সুগার বিক্রি করার ফয়সালা করার কারণে মার্কেট থেকে হোয়াইট সুগার ব্লাকে নাই করে দেয়া হয়েছে। এখন সরকার যা কিছু হাতে পায় তা সাধারণ মুদি দোকানে বিক্রি করার জন্য পাঠিয়ে দেয়।

সুপ্রিম কোর্ট এ কথা জানে যে, সুগার মিল মালিকরা সরকারেরই কিছু মানুষ। কিন্তু সাধারণ জনগণের দুর্দশা দেখে রায় প্রকাশ করে। কিন্তু কিছু মানুষের এটা হজম হয় না। তারা হাইকোর্টের রায়কে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে। কিন্তু সুপ্রিমের কোর্টের রায়ের পর এর বাধ্য হয় এবং রায়ের আলোকে হোয়াইট সুগার বিক্রি করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। এত কিছুর পরও হোয়াইট সুগার দুর্লভ হয়ে গিয়েছে। সরকার এ বিষয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে। সরকারী 'বেলুন' হতে তখনই বাতাশ বের হয়ে যায়, যখন দেশের অধিকাংশ স্থানে হোয়াইট সুগার তিন গুণ বেশি মূল্যে বিক্রি শুরু হয়। এই হল হোয়াইট সুগারের অবস্থা। কিন্তু হোয়াইট হাউসের নির্দেশে পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটার নামক নতুন এক জিনিস আবির্ভূত হয়েছে। যা হোয়াইট সুগারের মন্দা থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর প্রমাণিত হয়েছে। হোয়াইট সুগার ব্যবহার না করলে মানুষ অন্তত জীবিত থাকে। কিন্তু ব্ল্যাক ওয়াটারের গুলি খাওয়ার পর শরীর থেকে জীবনের সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায়। এটি এমন ভয়ঙ্কর বিপদ, যা প্রত্যেক সেই মুসলমানকেই গিলে খাবে, যে রাষ্ট্রের স্বার্থে কথা বলবে। হয়ত হোয়াইট সুগারও হোয়াইট হাউজের নির্দেশে দুর্লভ করে দেয়া হয়েছে। যাতে পাকিস্তানিদের শরীর হতে সুগার লেভেল ডাউন হয়ে যায়। আর এরা সুগার চাওয়ার জন্য বাধ্য হবে। সুগার ব্যবহার না করা হলে যেমন শরীরের ভারাসম্যতা নষ্ট হয়, পরিশেষে তাকে শত মন মাটির নিচে দাফন হতে বাধ্য করে, ঠিক তেমনিভাবে হোয়াইট হাউস ব্ল্যাক ওয়াটারকে পাকিস্তানের অস্তিত্বের নিযাম ওলট পালট করার জন্য পাঠিয়েছে। যাতে ব্ল্যাক ওয়াটার পাকিস্তানের লাল খুনকে ব্ল্যাক করে তার স্বার্থ উদ্ধার করতে

পারে। সম্প্রতি যেভাবে পাকিস্তানী রিটায়ার্ড ক্যাপ্টেন জাফর জায়দীর রক্তকে তার কালো যাদুর মাধ্যমে কালো করে তার দ্বারা ফায়দা উঠিয়ে এসএসজি'র রিটায়ার্ড কামান্ডকে ব্ল্যাক ডলারের মাধ্যমে ক্রয় করে ঈমান ও মাতৃভূমি বিক্রি করতে উদ্বুদ্ধ করে স্বদেশীদের রক্তে হাত রঙিন করার জন্য প্রস্তুত করে ব্ল্যাক ওয়াটার আর্মিতে ভর্তি করে নিয়েছে। এই গাদ্দার ক্যাপ্টেনের মাধ্যমে ব্ল্যাক ওয়াটার তার টাকায় কেনা গোলামদেরকে সরকারের নাকের ডগায় সাহালা ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ দিয়ে হিংস্র নেকড়ে বানিয়ে পাকিস্তানীদের রক্ত চোষার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। যাতে তাদের মাধ্যমে অপারেশন চালিয়ে নিজেকে নিরাপদে রাখতে পারে। অপারেশনের সময় এ সব টাকায় কেনা গোলামদের কেউ যদি পাকড়াও হয়, জনসমক্ষে তখন অন্যান্য সংগঠনের নাম চলে আসে। আর সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠিন থেকে কঠিন পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। মিডিয়ায়ও সেগুলো জোরদারভাবে প্রচার করতে থাকে। যাতে মানুষের মধ্যে ভয়-ভীতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতি ঘৃণাও জন্মে। যাতে পরবর্তীতে এটাকে পুঁজি করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা যায়। বর্তমান সময়টা ব্ল্যাক ওয়াটারের স্বার্ণযুগ। কারণ দেশের ভেতর এমন মানুষ রয়েছে যাদের মাথার উপর ব্ল্যাক ওয়াটার তাদের সমস্ত অপারেশনের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারে। ব্ল্যাক ওয়াটার পাকিস্তানকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে এ সব অবস্থা থেকে পুরোপুরিভবে ফায়দা উঠাচ্ছে। আমেরিকা তাদেরকে সব ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য ভয় দেখাচ্ছে এবং চাপ প্রয়োগ করছে। সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ব্ল্যাক ওয়াটারের সঙ্গে জড়ানোর পরিবর্তে অন্যদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে জাতির সঙ্গে কঠিন বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। ব্ল্যাক ওয়াটার ডাক্তার আবদুল কাদির খানের বাসার নিকটবর্তী দুটি বাসা ভাড়া নিয়েছে। অন্য ঘটনা অনুযায়ী ইসলামাবাদ পুলিশ ফাঁড়িতে একটি কার তল্লাশী নিলে তাতে ভয়ঙ্কর অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধার হয়। যার কোন অনুমোদনপত্র দিতে পারেনি। আরোহীরা নিজেদেরকে ব্ল্যাক ওয়াটারের সদস্য বলে পরিচয় দেয়। পুলিশ তাদেরকে স্থানীয় থানায় নিয়ে যায়। এই সংবাদ যখন আমেরিকান দূতাবাসে পৌঁছে, সেখান থেকে একজন পাকিস্তানি রিটায়ার্ড ক্যাপ্টেনকে থানায় পাঠিয়ে দেয়। সে থানায় উপস্থিত এসএইচকে অত্যন্ত নীচু ভাষায় গালিগালাজ করে এবং কঠিন পরিণতির ধমকি দিয়ে ব্ল্যাক ওয়াটারের নেকড়েদেরকে অস্ত্রসহ ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। তৃতীয় ঘটনা ঘটেছে আলী মুহসিন বোখারী নামক পাকিস্তানি এক নাগরিকের সঙ্গে। আলী মুহসিন বোখারী তার গাড়ি ব্ল্যাক ওয়াটারের গাড়ির সামনে রাখার কারণে ব্ল্যাক ওয়াটারের লোকেরা তাকে নির্মমভাবে প্রহার করে।

এ সব ঘটনা ও অবস্থা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির চিত্র প্রকাশ করছে। আল্লাহই ভালো জানেন ভবিষ্যতে এই দেশের জনগণকে কত রকমের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। বর্তমান অবস্থা তো দেশে হোয়াইট সুগার গায়েব, ভবিষ্যতে না জানি আরও কত কিছু গায়েব হয়। আমাদের তো ভয় হচ্ছে, ব্ল্যাক ওয়াটারের মাধ্যমে আমেরিকা আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রই না আবার গায়েব করে ফেলে। কারণ এসব কুখ্যাত নেকড়েরা পাকিস্তানে এসেছেই এই মিশন নিয়ে। আজ তো হোয়াইট সুগারের জন্য দোকানে দোকানে বোর্ড টাঙ্গানো হয়েছে। আগামীকাল এমন না হয় যে, পাকিস্তানের রাস্তায় রাস্তায়, পাড়া-মহল্লায় এই বোর্ড টাঙ্গানো থাকবে যে, ব্ল্যাক ওয়াটার পাওয়া যাচ্ছে। আপনি একটা চাইলে দোকানদার ডরজন ডরজন এগিয়ে দিবে। কারণ হোয়াইট হাউস পাকিস্তানে ব্ল্যাক ওয়াটারে ভরে দেয়ার শপথ নিয়েছে। আগে পাকিস্তান থেকে গায়েব হত পাকিস্তানের মানুষ। এই অসুরেরাই এদেরকে গায়েব করে ফেলত। এখন পাকিস্তান থেকে গায়েব হওয়ার মত বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি কয়েকটি জিনিস বাকি আছে। কিন্তু সবচেয়ে রহস্যময় বস্তু পাকিস্তানের আণবিক অস্ত্র– এই বস্তু গায়েব হওয়া থেকে কেউই বাঁচাতে পারবে না। কারণ ব্ল্যাক ওয়াটারের দৈত্য বোতল থেকে বের হয়ে এসেছে। এই দৈত্য এখন দেশের প্রতিটি জিনিসকে গিলে খেতে শুরু করেছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, যারা এই দৈত্যকে কাবু করবে, সরকার তাদেরকেই নির্মূল করছে। এটা নিজের পায়ে নিজের কুড়াল মারার নামান্তর।

বদমাশ আমেরিকা ঐতিহাসিক সন্ত্রাসী

ব্ল্যাক ওয়াটারের বুনিয়াদ বোঝার জন্য আপনাদেরকে আমেরিকার কিছু ঐতিহাসিক নিষ্ঠুরতার প্রতি নজর দিতে হবে। যাতে পাঠকবর্গ বুঝতে পারেন আসল সন্ত্রাসী কে? সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং আলকায়েদার মূলৎপাটনের বাহ্যিক টার্গেট নিয়ে আমেরিকা নতুন সহাস্রাব্দের দ্বিতীয় বর্ষ একের পর এক এমন সব কর্মপদ্ধতিকে তার পরিচয় বানিয়ে নিয়েছে, যা তার গণতন্ত্রের চেহারার দাগকে এ পরিমাণ উজ্জ্বল করে দিয়েছে যে, এখন চেনাই কষ্টকর হয়ে পড়েছে যে, আমেরিকা সত্যিই গণতন্ত্রের রক্ষক এবং মানবাধিকারের ধারক রাষ্ট্র। নাকি কমিউনিস্ট ব্যবস্থা থেকেও অধিক নির্দয় ব্যবস্থার অধিকারী মানবতার দুশমন একটি ইসতিবদাদী শক্তি। এর প্রকৃতি সত্যি democratic নাকি সে নতুন imperialism এর রূপ গ্রহণ করে নিয়েছে? এই প্রশ্ন শুধু আমাদের মাথায়ই যে আসছে তা নয়, অনেক চিন্তকরাই এই প্রশ্ন উঠিয়েছেন। এমনকি খোদ আমেরিকান এবং আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রে নিয়মিত এই প্রশ্ন

উঠছে। আমেরিকার যেসব পদক্ষেপের কারণে এই প্রশ্নগুলো উঠছে, তার খোলাসা এই–

আইনের শাসন এবং নিয়মের ক্ষমতায়ন গণতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্রপদ্ধতি রাষ্ট্রে শাসকের আইন অথবা শাসকের ক্ষমতায়ন চলে। সাম্প্রতিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, আমেরিকান ব্যবস্থাপনা নিউ কনজার্ভেটিভ দর্শনের অধিকারী সাম্প্রদায়িক শাসকদের সিদ্ধান্তকৃত সঙ্কল্প, পরিকল্পনা এবং বিশেষ ধরনের আমিত্বের (sysematic selfishness) অনুগত।

আইনের শাসনে মানবাধিকারকে সম্মান করা হয়। পক্ষান্তরে স্বৈরতন্ত্রের পরিবেশে মানবাধিকারের পরোয়া করা হয় না। আমেরিকান ব্যবস্থাপনার সাম্প্রতিক সময়ের পদক্ষেপ দ্বারা প্রকাশ হয় যে, সিদ্ধান্তকৃত টার্গেট অর্জন করাই হয় তার প্রধান চাওয়া-পাওয়া। চাই এতে মানবাধিকার গোল্লায় যাক না কেন?

রাশিয়ায় স্টালিনের শাসনের বিরোধীদেরকে জোরপূর্বক দেশান্তরিত করার ঘৃণ্য প্রচলন ছিল। ফ্যাশিস্ট ও নাজি পলিসিতে বিরোধীদেরকে অপহরণ করার নিকৃষ্ট পলিসি ছিল। ল্যাটিন আমেরিকায় বিরোধীদেরকে চিরতরে গায়েব করে দেয়ার নিষ্ঠুর পদ্ধতি ছিল। আর বর্তমানে সন্ত্রাসের নামে আমেরিকা কোথাও সরাসরি আর কোথাও তার প্রভাবাধীন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় এই পলিসিগুলোই বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এদের গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো কোথাও সরাসরি আর কোথাও বিশেষ কোন দেশের এজেন্সিদের সহযোগিতায় টার্গেটকৃত ব্যক্তিদেরকে অপহরণও করছে। জোরপূর্বক দেশান্তরিত করার উদাহরণও সামনে আসছে। এবং এমন ব্যক্তিদের আলোচনাও মিডিয়া থেকে আসছে, যারা দীর্ঘ দিন যাবত লাপাত্তা। তার মানে এদেরকে গায়েব করে ফেলা হয়েছে।

২০০২ এর ডিসেম্বরে ওয়াশিংটন পোস্ট সিআইএ'র একটি গোপন প্রোগ্রামের কথা প্রকাশ করেছে। সন্দেহভাজ ব্যক্তিকে অন্যের সহযোগিতা এবং বন্ধু রাষ্ট্রের হাতে হস্তান্তর করা এবং নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ ব্যক্তির চারপাশকে সঙ্কীর্ণ করার কার্যক্রমকে ব্যাপকতর করা হয়েছে।

বিখ্যাত সংবাদপত্র Guardian (গার্ডিয়ান) ২০০৫ এর ১৯ মার্চ সংস্করণে জানিয়েছে যে, এই প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্নদেশের অপরাধী ও সন্দেহাভাজন ব্যক্তি, যারা আমেরিকান সিকিউরিটির হাতে আসে, তাদেরকে সিরিয়া, উজবিকিস্তান, পাকিস্তান, মিশর, জর্দান, সৌদি আরব এবং মারাকিশের মত রাষ্ট্রগুলোর হাওলা করে দেয়া হয়। এসব জায়গায় তাদেরকে নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হয়। এই দলে মজলুম মানুষদের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছে, যাদেরকে এমনভাবে গুম করা হয়েছে যে, কেউ জানেই না যে, জমিন তাকে গিলে খেয়েছে নাকি আসমান তুলে নিয়ে গিয়েছে।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর বন্দিদের প্রকারের ব্যাপারে অভিধানে নতুন কিছু পরিভাষা সংযোজিত হয়েছে। এমন একটি নতুন পরিভাষা হল Ghost detainess ভূত বন্দি। খোদ আমেরিকান তদন্ত কর্মকর্তাদের বিশ্লেষণ হল ইরাকে সিআইএ নিয়মিত এমন সব ব্যক্তিদেরকে ধরে আনছে, যাদের কোন পরিচয় নেই অথবা তাদের গ্রেফতারীর স্পষ্ট কোন কারণও নেই। এ ধরনের কয়েদীদেরকে ভূত কয়েদী নাম দেয়া হয়েছে।

মেজর জেনারেল এনটিভ নিভ টিগো ইরাকের কুখ্যাত বন্দিখানা আবু গারিবের বন্দিদের সঙ্গে দুরাচারের ব্যাপারে তার রিপোর্টে এই Ghost detainess ভূত কয়েদী সম্পর্কে বলেছে যে, রেডক্রস তার আন্তর্জাতিক কমিটির পক্ষ হতে বন্দিখানার এক সার্ভের সময় ৩২০তম এমপি ব্যাটালিয়ানের আমেরিকান সেনা আর্মির নিয়ম লঙ্ঘন করে রেডক্রসের এই কমিটির প্রতিনিধিদের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য এ ধরনের কয়েদীদেরকে এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে লুকিয়ে ছাপিয়ে রাখতে থাকে। এটি আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘণ।

মানবাধিকারের পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠান human rights Watch হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ২০০৪ এর অক্টোবারে এসব সদস্যদের সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করে। পাকিস্তান ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মারাকিশ এবং উপসাগরীয় কিছু দেশ থেকে হারাসাতে নিয়ে আমেরিকার হাওলা করা হয়েছে। এরা হয়ত একেবারে গায়েব হয়ে গিয়েছে, অথবা দীর্ঘ দিন পর তাদেরকে হারাসাতে রাখার কথা প্রকাশ করা হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর ২০০৫ এর ১৪ ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় jan mayer জন মায়ের এর এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেখানে এমন সব ব্যক্তিদের আলোচনা এসেছে, যারা ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমেরিকান এজেন্সিগুলোর ছদ্মবেশি এজেন্টরা জোরপূর্বক অহরণ করেছে। এরপর তাদেরকে বল প্রয়োগ করে উড়োজাহাজে তুলে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে, এর পর আর তাদের হদিসই পাওয়া যায়নি।

সংবাদ বিশ্লেষক Adrian levy এডরিয়ান লেভী এবং Cathy scort clark কেথি স্কাট ক্লার্কে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের সেনা সূত্রের উদ্বৃতি দিয়ে লিখেছে যে, ভূত কয়েদীদের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি হবে। এদের মধ্যে অনেক কয়েদীদের রক্ত হীম করা কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। এদেরকে ধরার পর তৃতীয় কোন দেশের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখানে তদন্ত ও অনুসন্ধানের নামে এবং অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য এমন নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে, যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

আইন বিশেষজ্ঞরা এমন হস্তান্তর rendition কে আমেরিকান কংগ্রেসের ১৯৯৮ সালের পাশকৃত আইনের পরিপন্থী সাব্যস্ত করেন। এই আইনের আলোকে কোন

ব্যক্তিকে এমন কোন দেশের হাওলা করা নিষিদ্ধ করা সাব্যস্ত করা হয়, যেখানে ওই ব্যক্তিকে জুলুম নির্যাতন এবং তার সঙ্গে অমানবিক আচরণ করার সম্ভবনা থাকবে। সাম্প্রতিক চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের আর্টিক্যাল ৪৯-ও কোন একক ব্যক্তিকে অথবা কোন দলকে অধিকৃত অঞ্চল থেকে ধরে বাইরে পাঠানো কিংবা অন্য কোন দেশের হাতে হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ, বেআইনী এবং অমানবিক বলেছে।

আইনী বাধ্যবাধকতা থেকে বাঁচার জন্য আমেরিকান প্রশাসন অসংখ্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে নিজেই গ্রেফতার করে অন্য দেশ থেকে নিজের আন্ডারে এনে কিউবায় গোয়ান্তানামাবে'র (Guantanamobay) বন্দিখানায় নিক্ষেপ করেছে। এভাবে যৌক্তিক ও সভ্য পদ্ধতির আইনী কার্যক্রম থেকে পাশ কাটার পথ বের করা হয়েছে। যাতে এ কথা বলা যায় যে, এই দ্বীপে আমেরিকান আইন প্রয়োগই হয় না। তিন চার বছর পর্যন্ত তাদেরকে সব ধরনের আইনি সুযোগ সুবিধার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। ২০০৪ এর জুনে আমেরিকান সুপ্রিমকোর্ট এমন বন্দিদেরকে আমেরিকান আদালত থেকে রুজু করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু ওখানে বন্দি কয়েদীরা অসংখ্য অপারগতা ও বাধ্যবাধকতার কারণে এই অধিাকর থেকে উপকৃত হতে পারে না।

এসব কয়েদীদেরকে মানসিক কষ্ট দেয়ার জন্য এমন এমন অমানবিক অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়, যা আমেরিকার গণতন্ত্রের দাবিকে একদম দাবি প্রমাণিত করে। গোয়ান্তানামাবে থেকে ২০০৫ এর জানুয়ারীতে মুক্তি পেয়ে আসা অতপর তিন চার মাস পর্যন্ত নিজ দেশের জেলে থাকার পর এপ্রিলের মাঝামাঝিতে মুক্তপ্রাপ্ত কুয়েতী নাগরিক নাসির আল মাতিরী বলেন, কিউবার ওই বন্দিখানায় নতুন ধরনের এক যুদ্ধ চলছে। সেটা হল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। এ পরিমাণ অল্প খাবার দেয়া হয় যে, কোন বন্দিরই পেট ভরে না। আর দেয়ও কুকুরকে দেয়ার মত ঢেল দিয়ে।

বোস্টেনের (boston) ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে বুশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। রায়টার-এর সূত্রে গলফ নিউজ ২০০৫ এর এপ্রিলের সংস্করণে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। গোয়ান্তানামোবেতে বসনিয়ার এক কয়েদিকে জেলের কর্মকর্তারা এমন নিষ্ঠুরভাবে শারীরিক নির্যাতন করে যে, তার মুখ অবশ হয়ে গিয়েছে। তার মাথা এবং মুখ ধরে টয়লেটের কমোডে ঢুকিয়ে দেয়া হত এরপর ফ্লাশ করা হত। বাগানে পানি দেয়ার প্লাস্টিকের নর তার মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে ফুল পাওয়ারে পানি ছেড়ে দেয়া হত।

একটি যুদ্ধাস্ত্র : যৌন নির্যাতন

বিশ্ব তাদের উপর কৃত নিষ্ঠুর আচরণের ছবি দেখে পেরেশান ছিল। যা আবু গারিব এবং গোয়ান্তানামোবে'র বন্দীদের উপর আমেরিকান সৈনিকের নিষ্ঠুরতার সুদৃঢ় প্রমাণত ছিল। বিশ্ব এসব ছবি দেখে কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে। যেমন এক নারী বন্দী– যার উভয় হাত মাথার সঙ্গে বাঁধা, এক সৈনিক মাথার সঙ্গে গান ঠেকিয়ে রেখেছে আর তিন আমেরিকান সৈনিক তার উপর নির্যাতন করছে। যখন এই প্রশ্ন উঠানো হয় যে, আমেরিকান সৈন্যরা যুদ্ধের এসব ছবি প্রকাশ করে কেন? উত্তরে পেন্টাগনের সরকরি অফিসার বলেছে, মানুষ এ ধরনের ছবি দেখলে দ্বিতীয়বার আর যুদ্ধ হবে না।

যুদ্ধের নামে নারীদের সঙ্গে ব্যাপকহারে যেই নির্যাতন ও বর্বর আচরণ চলছে, বিবেকবান প্রতিটি মানুষের উচিত তা বিশ্বকে অবগত করা। কারণ বিশ্বের সমস্ত মানুষ ইন্টারনেট সুবিধা পায় না। এমনকি আমেরিকান কংগ্রেস এবং সেন্টের সদস্যের যারা এ ধরনের অসংখ্য ছবি দেখেছে, তারাও এগুলোকে নিন্দনীয় বলেছে। কিন্তু তারাও এর জন্য কিছু করেনি।

আমেরিকার কিছু নারীবাদী সংগঠন এমন কিছু কাজ করছে, যা আমেরিকার মিডিয়াও করছে না। এরা তাদের ওয়েব সাইটে শুধু আমেরিকারই না বরং সমস্ত বিশ্বের নির্যতনের শিকার নারীদের সম্পর্কে সর্বশেষ রিপোর্টস এবং তথ্য সরবরাহ করছে। এ ছাড়া এই সংগঠনগুলো সেই সব নারীদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করছে, যাদেরকে পুলিশ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় অথরিটির পক্ষ হতে হয়রানি করা হয়। দুঃখের বিষয় হল, আমেরিকার মিডিয়া বুশ প্রশাসনের বিজ্ঞাপন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। এজন্য তারা এ বিষয়গুলো সম্মুখে আনে না। একটি প্রশ্ন যা অনেক নারীকেই পেরেশান করে যে, পুরুষরা অনর্থক নারীদেরকে বিশেষত স্ত্রীদেরকে নির্যাতন করে কেন? অথচ নারীরা কোমল হৃদয়ের মানুষ, সহজেই তারা অন্যের কথা মেনে নেয়! এর উত্তর হল, কিছু কিছু পুরুষদেরকে তাদের শৈশবে এবং যৌবনকালে উত্তম পদ্ধতিতে লালন পালন করা হয়নি। যার কারণে তারা অন্যায়ভাবে নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। ইরাক এবং আফগানিস্তানে আমেরিকান সৈনিকদের নির্যাতন তারই প্রমাণ।

যৌন নির্যাতনের ব্যাখ্যা

বুশ প্রশাসন আমেরিকান সৈনিকদেরকে অনুমতি দিয়েছিল যে, তারা ইরাকে যে কোন ধরনের অন্যায় কাজ দমন করার জন্য সেখানকার আইন ব্যবহার করবে

পারে। এই অনুমতি আমেরিকান সৈনিকদেরকে লুণ্ঠন, নির্যাতন সব ধরনের অমানবিক কাজ করার উন্মুক্ত সুযোগ করে দিয়েছিল। আর অনেক সৈনিকই এই সুযোগকে শত ভাগ কাজে লাগায়। ইরাকে অদ্যাবধি সরকারী ভাবে যৌন নির্যাতনের ঘটনা খুব কমই সামনে এসেছে। কারণ ওখানকার নির্যাতনের শিকার পরিবারগুলো ইরাকের রক্ষণশীল সমাজের মানুষ। এ সম্পর্কে তারা অন্য কাউকে কিছু জানাতে চায় না। তারা চায় না জীবনের এই কালো অধ্যায় অন্য কেউ আর জানুক। কিন্তু সর্বশেষ সবচেয়ে ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক যেই ঘটনা সামনে এসেছে, তা হল, চৌদ্দ বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে চার আমেরিকান সৈনিকের হিংস্রতার শিকার হয় এবং তাকে হত্যা করে মেরে ফেলে। মেয়েটির বাবা-মা এবং তার পাঁচ বছরের একটি বোনকেও জানোয়ারেরা মেরে ফেলে। এখানেই থেমে থাকেনি জানোয়ারেরা। নিজেদের পাপ ঢাকার জন্য সবাইকে ঘরের ভেতর রেখে পুরো বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর প্রতিশোধ নিতে দুই আমেরিকান সৈনিককে হত্যা করা হয়। তখন বিষয়টি সবার সামনে চলে আসে। এই ঘটনা সমস্ত ইরাকিদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বিশ্বকেও ক্ষীপ্ত করে তোলে। যৌন নির্যাতন এবং অন্যান্য বর্বর কার্যক্রম আমেরিকান সৈনিকদের জন্য ডালভাত বিষয়। এমনকি আবু গারিব এবং গোয়ান্তানামোবেসহ বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে এ ধরনের অপরাধ করার জন্য উৎসাহিতও করা হয়। এই কেসকে আমেরিকান প্রশাসনের সিরিয়াসলি সমাধান করার একটি কারণ হল, আমেরিকা আন্তর্জাতিকভাবে এর জন্য ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল। অন্যদিকে আমেরিকান ওই সৈনিকরা এই ঘৃণ্য কাজ তাৎক্ষনিকভাবে করেনি। বরং এই কাজ করার এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে তারা ওই পরিবারের তৎপরতার উপর নজর রাখছিল।

নির্যাতনের আমেরিকান পদ্ধতি

অনুসন্ধানী প্রতিবেদক বুরাডিউস লিখেছে, এই দৃশ্য দেখা এবং জানা অত্যন্ত কষ্টদায়ক যে, আপনারা শুধু নির্যাতনই নয় বরং যুবকদেরকে মরতেও দেখছেন। জেলের রক্ষিরা বন্দীদের কাছে বৈদ্যুতিক রড, বন্দুক এবং কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে গালিগালাজ করে এবং জমিনের উপর হামাগুড়ি দিতে বলে। কোন বন্দী এমন করতে বিলম্ব করলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয় এবং লাথি মারতে থাকে। এক কয়েদী জোরে জোরে চিৎকার করছিল। তার পায়ের গোড়ালিতে কুকুর কামড়িয়েছিল। আরেক পা ভাঙ্গা ছিল। তাকে

বৈদ্যুতিক শকট দেয়া হচ্ছিল। এই অবমাননাকর দৃশ্য ক্ষণে ক্ষণে ক্যামেরাবন্দিও করা হচ্ছিল।

আবু গারিব এবং গোয়ান্তানামোবে'র নির্যাতনের দৃশ্য ইরাকি কয়েদীদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে। যাদেরকে কোন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাকড়াও করা হয়নি। বরং তারা আমেরিকান নাগরিক। এই দৃশ্য টেক্সাসের জেলের। এগুলো আমেরিকারই কয়েদখানার নির্যাতনের সামান্য দৃষ্টান্ত, যা আপনাদের সম্মুখে পেশ করলাম। আমাদের এই তথ্য উড়োকথা কিংবা সন্দেহের ভিত্তিতে নয়। এগুলোর শক্ত প্রমাণ রয়েছে। এর ভিডিও ফুটেজগুলো আমেরিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই প্রমাণ গোয়েন্দাদের হাতে কিভাবে আসল? এর উত্তর হল, আমেরিকার জেলরক্ষী নির্যাতনের সব ধরনের ঘটনা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্যামেরা বন্দি করতে নির্দেশপ্রাপ্ত। এর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তদন্তের কাজ স্বচ্ছ হয়। আর বন্দীদের উপর সীমাতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ না হয়। কিন্তু এর দ্বারা কোনই ফয়াদা হয়নি। কারণ যারা এই ভিডিও ফুটেজ দেখবে, তাদের থেকে এগুলো গোপন রাখা হত। 'নির্যাতন এবং আমেরিকা' শিরোণামে ২০০৬ এর মার্চে বিবিসি চার মাসের অনুসন্ধানের উপর একটি ফিল্ম উপস্থাপন করে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেটি পাকিস্তানে আনা সম্ভব হয়নি।

ভাড়াটে সৈন্য

একটা সময় ছিল যখন সৈনিক জাতির মোহাফেজ হত। এ কারণে তাদেরকে লাভ ক্ষতির দুনিয়া থেকে দূরে রাখা হত। তারা তাদের এই পেশাদারিত্বের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রের কারণে গর্ব অনুভব করত। তারা নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধ নিরাপত্তা এবং যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে আচরণ করত। কিন্তু বর্তমানে প্রাইভেট সৈন্যের প্রচলন শুরু হয়েছে। বিশেষ করে আমেরিকায়। এটি নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর শক্তি ও বিশ্বস্ততার জন্য হুমকি। কিন্তু আমেরিকান সেনাবাহিনী এ ব্যাপারে প্রাইভেট কোম্পানীগুলোকে অনেক বেশি সাহস যোগাচ্ছে। ফলে আমেরিকায় পাবলিক সার্ভিসের মত সৈন্যদেরকেও পাবলিক সেক্টরে নিয়ে আসা হয়েছে। এমন অনেক দায়িত্ব, অতীতে যা সেনাবাহিনী করত, এখন তা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। প্রকৃত সৈনিকদের এই কারবার মোকাবেলার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এরা শুধু আমেরিকান সেনাবাহিনীর জন্যই কাজ করে না, বরং তাদেরকে ভাড়াও খাটানো হয়। আমেরিকান সৈনিকদেরও প্রাইভেটাইজেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। পেন্টাগনের দাবি, এর দ্বারা ট্যাক্স আদায়কারীদের অর্থ বাঁচে। এমনই যদি হয় তাহলে আমেরিকার প্রতিরক্ষা

বাজেট বার্ষিক ৩০০ বিলিয়ন ডলার কেমনে হয়? এটা যদি সঠিকও হয় তবুও এটা রিস্কি পদক্ষেপ। কারণ এসব যোদ্ধাদের উপর নিয়ন্ত্রণ খুবই যৎসামান্য। তা ছাড়া তাদের কাজের ব্যাপারে জবাবদিহী করতেও বাধ্য নয়। কিন্তু এমন মানুষদেরকে হায়ার করানো আমেরিকান সৈনিকদের জন্য স্বার্থের বিষয়। কারণ যে কোন ধরনের উলট পালট হলে তারা এই দাবি করতে পারে যে, তারা এর নির্দেশ দেয়নি। ব্রিটেন ও আমেরিকা পার্লামেন্টের বিশ্লেষণ থেকে বাঁচার জন্য এদেকে রাখছে। এমনকি এটি পররাষ্ট্র পলিসিরও অংশে পরিণত হচ্ছে। সৈনিকরা এখনও অনেক দায়িত্ব থেকে দায়িত্বমুক্ত হতে পারেনি। তাদেরকে এখনোও টর্চার এবং মানবাধিকারের বিরুদ্ধে নির্যাতন করার জন্য ভর্তি করা হচ্ছে। বিগত তিন দশকে আমেরিকা তার সেনাবাহিনীকে অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে। কিন্তু বাস্তবতা হল এটি শুধু ভর্তি করার নিয়মের ভেতর পরিবর্তন করেছে। ইরাক যুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈন্যের কমতি শুধু এ কারণেই। আমেরিকান সেনাবাহিনী এই প্রাইভেট সার্ভিস কর্পোরেশনকে খুব বেশি ব্যবহার করছে। এদেরকে আফ্রিকান গ্রুপের প্রশিক্ষণ করানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনিভাবে সিঙ্গাপুর, কলোম্বিয়া, ফিলিপাইন, জর্জিয়া, পশ্চিম কোরিয়া, নাইজেরিয়া, তাইওয়ান, ইউক্রাইন, বোসনিয়া, জাপান আরও অনেক দেশে প্রাইভেট কন্ট্রাক্টর ভর্তি করে যাচ্ছে। আমেরিকান সেনাবাহিনীর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ব্রাঞ্চ যার সেবা ভাড়াভিত্তিক নেয়া হচ্ছে, সেটি আর্মি এবং বিমানবাহিনী। নাগরিকদের সঙ্গে সেনাকর্মকর্তাদের পরিবর্তন আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। যা বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচিত আফিসারদের জন্য উপকারী হয়। এ কারণেই তারা কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা বাজেটে বৃদ্ধির পক্ষে। যার আরেক অর্থ হল জেলাসমূহে কেন্দ্রীয় অর্থ বাড়ানো। গোটা বিশ্বে সৈনিকরা হয় নাগরিক কর্মচারি। কিংবা তাদের সম্পর্ক হয় সরাসরি সরকারের সঙ্গে। কিন্তু আমেরিকায় সেনাবাহিনী বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে কন্ট্রাকে রাখে। যা একদম নতুন পদ্ধতি। এই নিয়ম কষ্টদাকয়। কারণ তারা না সৈনিক, না সেনাবাহিনীর সাধারণ কর্মচারি। তাদেরকে সাধারণ সৈনিকের মত নির্দেশও দেয়া যায় না, উপরন্তু তারা সেনাবাহিনীর জন্য কাজ করার পরিবর্তে প্রাইভেট কোম্পানীগুলোর জন্য কাজ করে। যার উদ্দেশ্য জাতির প্রতিরক্ষার পরিবর্তে অর্থ কামানো। এ ধরনের ৩৫টি কোম্পানি ১০০ মিলিয়ন ডলারের মার্কেটে অংশীদার। আগামী পাঁচ বছরে এটি দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে অস্ত্র নির্মতারাও অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকার আন্তর্জাতিক সাধারণ ক্ষমা বিষয়ক ডাইরেক্টর স্পষ্ট করেছে যে, আমেরিকা এমন স্বাধীন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে, যেখানে আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিকে কারো সম্মুখে জবাবদিহী করতে হবে না।

ফিদায়ীদের প্রশিক্ষণস্থল

ডব্লিউ রি গটম্যান 'ফিদায়ীদের রাজনীতি' গ্রন্থে লিখেছে, আমেরিকান আর্মির রক্তাক্ত উপহার হল স্কুল অফ আমেরিকান। যেখানে ঐতিহ্যবাহী নির্বাচন পদ্ধতি, প্রচারণামূলক কার্যক্রম, জাতীয় গণভোট প্রভৃতি ব্যর্থ হয়ে যায়, স্কুল অফ আমেরিকান (SOA) সেখানে সাহায্য করে। এটি একটি মডেল প্রতিষ্ঠান। এখানকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ল্যাটিন আমেরিকার ক্রাইম বা অপরাধমূলক কর্মকা- নিয়ে কাজ করে। বিদ্রোহমূলক যুদ্ধ, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স টেকনিক, পদাতিক ও কমান্ডো প্রশিক্ষণ ও বনভূমিতে অপারেশন পরিচালনা ইত্যাদিও এর আওতায় রয়েছে। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকান সৈনিকদেরকে (SOA) স্কুল অফ আমেরিকায় তার দেশের সীমান্তকে বহিশক্তির দখল থেকে বাঁচানোর জন্য প্রস্তুত করা হয়। বরং তাদের লক্ষ নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, সততাকে কবর দেয়া। সম্মিলিত স্বপ্নকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া। বেদনার আহাজারিকে দমন করা এবং প্রতিবাদকারীদেরকে অনুগত করা। এসওএ-যার বার্ষিক বাজেট চল্লিশ মিলিয়ন ডলার, এই সমস্ত সমালোচনাকে এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, শিক্ষাসমাপনকারী সদস্যদের কোন গ্রুপ অন্যায় ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাতে স্কুলের দোষটা কোথায়। ১৯৯৩ থেকে দ্বিতীয় জোজেফ কেনেডির তত্ত্বাবধানে আমেরিকানদের একটি গ্রুপ এই স্কুল বন্ধ করানোর জন্য চেষ্টা করে। কেনেডির বক্তব্য হল, এসওএ থেকে শিক্ষা সমাপনকারী ডক্টিটর এবং সৈনিক মৌলিক মানবাধিকার পরিপন্থি কাজে লিপ্ত। তাদের ব্যয় মিলিয়ন ডলার। আর এরা আমাদেরকে নীপিড়ক এবং লুণ্ঠকারী শাসক হিসেবে পরিচিত করাচ্ছে। এরপরও তারা এখন পর্যন্ত সফল হয়নি। এটাকে ফিদাইয়ীদের স্কুল হিসেবেও স্মরণ করা হয়ে থাকে। মৌলিকভাবে এদের দৃষ্টি ছিল ল্যাটি আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর উপর, যেই রাষ্ট্রগুলো প্রকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এদের সবচেয়ে নিষ্ঠুর অপরাধ টোকাইদেরকে হত্যা করা। লিভ সিগান যে গোওয়াতে মালান সৈনিকের প্রধান ছিল, তার দায়িত্বে দশ লাখ মানুষ গুম হয়। যার মধ্যে বেশির ভাগ ছিল ঠিকানাহীন ও পরিচয়হীন শিশু। এরা মেরে ফেলাকেই এই শিশু সমস্যার সমাধান মনে করত। বিবিসি এর উপর একটা ডকুমেন্টরীও রিলিজ করেছে।

স্কুল অফ আমেরিকান ১৯৪৬ সালে পানামা কেনাল জোনে আমেরিকান সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে ৬০,০০০ অফিসার এবং কিডস এবং ৩০০ ফ্যাকাল্টি মেম্বার ছিল। এসওএ বা স্কুল অফ আমেরিকাকে

স্কুল অফ ডিক্টিটরও বলা হয়। কারণ পরবর্তীতে অনেকেই আমেরিকা প্লট ডিক্টিটর হয়েছে। ব্রিটিশ পত্রিকার জর্জ মুতু বাইটের তথ্য অনুযায়ী স্কুল অফ আমেরিকা–এসওএ সন্ত্রাসীদের ক্যাম্প। এর শিকার নিউ ইয়র্কে হামলা, বোম্বিং এবং এ ধরনের অন্যান্য হামলায় মৃত লোকেরা। এসওএ'র অনেক ছাত্র এই মহাদেশের কট্টরপন্থী জালেম, খুনি, ডিক্টিটর এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী। এসওএ ওয়াচ গ্রুপ সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী কাগজপত্র তৈরি করেছে। যাতে এসওএ'র সদস্যদের হাতে ল্যাটিন আমেরিকার ধ্বংসাবস্থার উল্লেখ রয়েছে। এর প্রধান হল ফাদার রায় বরজি। যিনি একজন পাদ্রী। স্কুলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে দুই বছর জেল খাটতে হয় তাকে। তিনি বলেন, এসওএ গরীবদের থেকে ছিনতাই করে এবং ধনাঢ্যদেরকে অধিক সুদৃঢ় করে। যুদ্ধ অপরাধে লিপ্ত এই সদস্যরা যেখানে ইচ্ছা আসা যাওয়া করতে পারে। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ এ কথার সত্যতা স্বীকার করেছে। এক দশকের বেশি সময় ধরে স্কুলটার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ চলছে। সরকার স্কুলটা বন্ধ করারও নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু অন্য নামে আবার খুলেছে এবং দ্বিতীয়বার তাদের কর্মকা- চালিয়ে যাচ্ছে।

সুধী পাঠক, অনুমান করুন, আমেরিকা এমন এক সেনাবাহিনী তৈরি করছে, যারা মানুষকে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে। কোন মুসলমানের উপর এভাবে নিষ্ঠুর নির্যাতন ও বর্বরতা চালানোর জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করার অনুমতি রয়েছে। অজ্ঞাত গোপন কারাগারে এসব নির্যাতন চলমান রয়েছে।

সিআইএ এবং ব্ল্যাক ওয়াটারের বেআইনী কার্যক্রম

ব্ল্যাক ওয়াটারের পৃষ্ঠপোষকতায় আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষত সিআইএ এবং এফবিআই'র সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সিআইএ'র মাধ্যমে ব্ল্যাক ওয়াটার আমেরিকা এবং ইউরোপে অনেক মুসলমানকেই শেষ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছে। নাইন এলিভেনের পর ব্ল্যাক ওয়াটারের কাজ সুখ্যাতি লাভ করে এবং মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ব্ল্যাক ওয়াটারের সদস্যদেরকে সিকিউরিটির জন্য চয়ন করে। আমেরিকার অভ্রস্পর্শী বিল্ডিং সহ সরকারী ও বেসরকারী ভবনে ব্ল্যাক ওয়াটারের হেলিকপ্টার সতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। বর্তমানে যে কোন ভবন হলে তার ছাদে হেলিপ্যাড অবশ্যই থাকে। সিআইএ এবং আমেরিকা সরকার তাদের বিশেষ ছাড়ে করে ব্ল্যাক ওয়াটারকে হাজার হাজার হেলিকপ্টার দিয়ে দিয়েছে। যাতে ব্ল্যাক ওয়াটারের কালো কুকুরগুলো অতি সহজে আকাশেও ইচ্ছামত উড়তে পারে। ব্ল্যাক ওয়াটারের ঘৃণ্য প্রশিক্ষণ এবং খুনিবৃত্তির বিষয় ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। ইউরোপে কয়েকজন মুসলমানকে সন্দেহভাজন

মনে করে ধরা এবং আমেরিকায় নিয়ে আসার কাজ ব্ল্যাক ওয়াটারের দায়িত্বে অর্পিত। কারণ আমেরিকা তার সেনাবাহিনীকে নির্দ্বিধায় কোনো জায়গায় ঝুঁকি নেয়ার চেয়ে ব্ল্যাক ওয়াটারের ভাড়াটে সৈন্যদেরকে মৃত্যুর মুখোমুখি করতে বেশি মজা পায়।

ইতালি সরকার অইরোপিয়ান এবং মুসলমান নাগরিকদের অপহরণ এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদালতি তদন্ত করছে। আর এই তৎপরতা তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল কোন দেশের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নয় বরং সুপার পাওয়ার আমেরিকার কুখ্যাত গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান সিআইএ'র বিরুদ্ধে। তারা সিআইএ'র ২৫ জন এজেন্টদের বিরুদ্ধে ইটালি আইন লঙ্ঘন করার মামলা দায়ের করেছে। আর ইটালি প্রশাসন আদালতে শুনানির সময় জবানবন্দিমূলক যেই বিবৃতি দেয়, তাতে সিআইএর বেআইনি তৎপরতার বিবরণ সামনে আসে। ইটালির মায়লান শহরে গত সপ্তাহে ইটালি মিলেটারী ইন্টেলিজেন্সের প্রধান এ্যাডমিরাল জিয়ান ফ্রানকো বেটিলির বর্ণনা রেকর্ড করা হয়েছে। যার বিবরণ আমেরিকান পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে।

২০০১ এর ১১ সেপ্টেম্বরের কিছু দিন পর সিআইএ'র স্টেশন চিফ এডমিরাল রোমে এ্যাডমিরাল বেটিলির সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায় এবং জিজ্ঞাসা করে যে, আপনি কি সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদেরকে অপহরণ এবং দেশের বাইরে নিয়ে যেতে সিআইএ'র সহযোগিতা করবেন কি না। কিন্তু সে এ কথা বলেনি যে, সে কাদেরকে অপহরণ করতে চায়। আরেকজন কর্মকর্তা জেনালের গোস্তাভূদ পাজনিরো এর বর্ণনা অনুযায়ী বছর খানিক পর আবার ফরমায়েশ করে। এবার সিআইএ'র লোকেরা দশজনের লিস্ট দেখায়। এদের প্রত্যেকেই ছিলেন মুসলমান। অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, হলান্ড এবং ইটালিতে যাদের উপর সিআইএ নজর রেখে যাচ্ছিল। জেনারেল পাজনিরো বলেন, ২০০২ সালে সিআইএ এই প্রস্তাব পেশ করেছিল যে, তারা ইটালি কমিউনিস্ট সংগঠনের রেড ব্রিগেডের একজন লিডার, যে দক্ষিণ আমেরিকায় আত্মগোপন করে আছে, তাকে অপহরণ করে ইটালিকে হস্তান্তর করবে। বিনিময়ে ইটালি সন্দেহভাজন ইটালি মুসলমানদেরকে অপহরণ করে দেশের বাইরে নিতে সহযোগিতা করবে। ইটালি প্রশাসন সহযোগিতা করার প্রস্তাব অস্বীকার করে। কারণ তারা আন্তর্জাতিক নিয়ম অমান্য করে কমিউনিস্ট লিডারকেও দেশে আনতে চায় না। আবার নিজের নাগরিকদেরকেও নিজের আইন অমান্য করে সিআইএ'র হাতে তুলে দিতে চায় না।

যে সব লোকদেরকে অপহরণ করা হয়, পরবর্তীতে তাদেরকে Rendition এর মধ্যমে তৃতীয় কোন দেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এগুলো এমন দেশ যেখানে বিশেষ কোন আইনকানুন ও নিয়ম নীতি নেই। এই রাষ্ট্রগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে কুখ্যাত। এর মধ্য থেকে বেশির ভাগ মানুষকে কায়রোতে প্রেরণ করা হয়েছিল। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো হতে চারজনকে অপহরণ করা হয়েছিল। যারা সুইডেন, ম্যাসেডোনিয়া এবং ইতালিতে ছিল। আর ছয়জনকে সফরকালীন সময়ে অপহরণ করা হয়েছিল। এদের কয়েকজন পাকিস্তানে গ্রেফতার হয়েছিল। ইটালির গোয়েন্দা সংস্থার কয়েকজন এজেন্ট এ কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করেছিল।

অপহরণের বিখ্যাত ঘটনা হল হাসান মোস্তফার। ২০০৩ এর ফেব্রুয়ারী মাসে মায়লানের এক রাস্তা থেকে অপহরণ করা হয়। ইনি ছিলেন মিশরীয় নাগরিক। ইটালি প্রশাসন তার গায়েব হওয়াকে ভেবেছিল সে হয়ত ইরাকে চলে গিয়েছে। যাতে সে সেখানে আমেরিকান আক্রমনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের অংশ নিতে পারে।

সিআইএ'রা রোমে একটা ইন্টেলিজেন্স ব্যাটালিয়ান চালু করেছে। যাদের লক্ষ্য হল ধোকা দেয়া। ব্যাটালিয়ানে দাবি করা হয়েছিল যে নাসারকে বলকানের এক অঞ্চলে দেখা গিয়েছে। পরে জানা গিয়েছে যে, মায়লানের এক মসজিদে নামায পড়তে যাওয়ার সময় সিআইএ'র এজেন্টরা তাকে অপহরণ করে একটি সাদা ভ্যানে উঠায়। এরপর তাদের বিশেষ বিমানের মাধ্যমে জার্মানিতে Ramstein Air Base নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে কায়রোতে পাঠানো হয়। নাসরের দাবি, সেখানে তাকে কঠিন নির্যাতন করা হয়। যেমন বিদ্যুৎ শকট দেয়া হয়। যৌন হয়রানি করা হয়।

নাসরের এক বন্ধু জামাল আল মানশাবী অস্ট্রেলিয়ার গ্রীস শহর থেকে হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছিল। সেখানে তার পরিবার তার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছেননি। তার আম্মান (জর্দান) পর্যন্ত পৌঁছার রেকর্ড ছিল। তাকে সেখান থেকে অপহরণ করে মিশরে পাঠানো হয়। সেখাসে সে দুই বছর বন্দী থাকে। এরপর ২০০5 সালে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

২০০৩ এর ১২ জানুয়ারী সুদানী বাসিন্দা মাসআদ ওমর বাহরী সুদান থেকে ভিয়ানায় অবস্থিত তার পরিবারের নিকট যাচ্ছিল। জর্দানের সিক্রেট সার্ভিস তাকে এয়ারপোর্ট থেকে অপহরণ করে। সে অস্ট্রেলিয়াতে দশ বছর বসবাস করেছিল। তিনি ইউরোপি পার্লামেন্টের জন্য তদন্তকারীদেরকে বলেছে যে, তাকে জর্দানে তিন বছর রাখা হয় এবং অস্ট্রেলিয়ার কট্টরপন্থিদের সম্পর্কে

জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বলা হয়, তাকে সন্ত্রাসী মনে করা হচ্ছে না। কিন্তু সে তথ্য দিতে পারে। ওয়াশিংটন পোস্ট সরকারী নথিপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে, ১৯৯৮ থেকে সামুদ্রিক অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সার্ভিসের নজরদারিতে ছিল। যখন ভিয়ানস্থ আমেরিকান দূতাবাস বোমা মেরে উড়ে দেয়ার পরিকল্পনা প্রকাশ হয়।

ইসলামিক গ্রুপ অফ অস্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ মহমুদের বক্তব্য হল, আমেরিকান সরকার ইউরোপে লক্ষ্য করে কে উচ্চ আওয়াজে কথা বলছে, কে দ্ব্যার্থহীন ভাষায় মুখ খুলছে। আমেরিকা এ ধরনের মানুষকে অপহরণ করে।

২০০১ এর ১১ সেপ্টেম্বরের পরে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ঘোষণা করেছিল যে, সন্ত্রাস চাই সে যেখানেই থাকুক, তাকে ইনসাফের কুঠুরিতে নিয়ে আসা হবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আপনি যদি কোন দেশ থেকে তার নাগরিককে অথবা সেখানে আইন অনুযায়ী বসবাসকারী কোন ব্যক্তিকে নিজের দেশে এনে তার বিরুদ্ধে মামলা চালাতে চান, তখন আপনার দেশ ও সেই দেশের মাঝে আসামি বিনিময়ের চুক্তি সম্পাদন করা আবশ্যক। এরপর আপনি সেই দেশ থেকে আপনার প্রত্যাশিত ব্যক্তিকে এনে আপনার দেশের আইন অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। কিন্তু যাদেরকে গুম করা কিংবা চুপ করানো লক্ষ্য, তারা তো কোন অপরাধ করেনি, এজন্য সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ আদালতগুলোতে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ করা যায় না।

১১ সেপ্টেম্বরের পর অসংখ্য আইন তৈরি করা হয়েছে। যা আন্তর্জাতিক আইন থিউরির সঙ্গে উপহাস। কিন্তু এই আইনের আলোকেও অধিক মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধী প্রমাণিত করা কষ্টকর। আমেরিকান সরকার মানুষকে খামুশ করে দিতে চায়। কেউ সত্য কথা বললে তাকে চুপ করিয়ে দেয়া জরুরী হয়ে যায়। কারণ সত্যকথন আমেরিকার স্বার্থের পরিপন্থি। আগে আমাদেরকে দৃষ্টান্ত দেয়া হত যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় কান্ট্রিগুলোতে গণতন্ত্র এবং ন্যায় বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। আর তৃতীয় বিশ্ব বিশেষত ইসলামী বিশ্বে মানবাধিকারের রক্ষণাবেক্ষণ এই ন্যায়বিচার নেই। এখন আমেরিকা ইউরোপীয় কান্টিগুলো থেকে অভিযোগহীন ব্যক্তিদেরকে অপহরণ করে তাদের ন্যায় বিচারের কুঠুরিতে না নিয়ে মিশর, জর্দান এবং অন্যান্য দেশগুলোতে নিয়ে যায়। আর এই দেশগুলো নির্যাতনের জন্য বিখ্যাত। সিআইএ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো বিশেষভাবে রুমানিয়ায় গোপন কয়েদখানা বানিয়ে ছিল। রুমানিয়া এবং পূর্ব ইউরোপকে এজন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, কারণ শীতল যুদ্ধের দিনগুলোতে সেভিয়েত ইউনিয়নকে ভাঙ্গার জন্য সেখানে সিআইএ'র নেটওয়ার্ক বিদ্যমান ছিল।

ওখানকার সেনাবাহিনী, রাজনীতিবিদ এবং গোয়েন্দ সংস্থাগুলোতে সিআইএ'র গভীর সম্পর্ক ছিল। এরা সেই সব মানুষ যারা সেভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গার পূর্বে সিআইএ'র থেকে ভাতা নিত।

মুসলমানদেরকে নির্যাতন করার জন্য গণতন্ত্রী দেশগুলো থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের রেকর্ডধারী দেশগুলোতে পাঠানোর কর্ম থেকে বোঝা যায়, আমেরিকা মুসলমানদের সঙ্গে ইনসাফ করা পছন্দ করে না। সে মুসলমানদেরকে অপহরণ করে অথবা কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্র থেকে ভেড়া-বকরির মত ক্রয় করে জেলখানাতে পঁচায়। অথবা মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয়।

নির্যাতনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশ চরম মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে ভাষণ দিয়েছে যে, আমেরিকান প্রশাসন বন্দিদেরকে নির্যাতন করার অনুমতি দেয় না। তার এই নির্জলা মিথ্যাচারের প্রমাণ তার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনিই দিতে পারে। যিনি একদিন পূর্বে এই সত্য উন্মোচন করেছিলেন। তার মতে বন্দি সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের থেকে তথ্য নেয়ার জন্য তাদেরকে পানির ভেতর ডোবানোর শাস্তি দেয়া বৈধ। প্রেসিডেন্ট বুশকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমেরিকা কষ্ট দেয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করেও না, আর করবেও না কখনো। অথচ বাগরাম এবং গোয়ান্তানামোবের টর্চারসেলগুলোর দেয়ালে দেয়ালে আমেরিকান হিংস্রদের পক্ষ হতে আলকায়েদার সদস্য, তালেবান এবং ইরাকের স্বাধীনতাবাদী উপর কৃত নির্যাতনের হিংস্র ও ভয়াবহ উপাখ্যান খোদিত হয়ে আছে।

নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতায় ডিক চেনিও দৃষ্টান্তবিহীন। বুশ এমন অপরিণামদর্শী প্রেসিডেন্টকে আফগানিস্তান এবং ইরাকের উপর একের পর এক আক্রমণ করার পথ ডিক চেনি এবং তার ইহুদী উপপ্রতিরক্ষা মন্ত্রী পল ভেলফুটস (বর্তমান চেয়ারম্যান বিশ্বব্যাংক) এর মত ধূর্তরা সাজিয়েছিল এবং গ্রেফতারকৃত আফগানী এবং আলকায়েদা সদস্যদেরকে দিয়েছিল। ডিক চেনি যার জোরদার সমর্থন করেছিল। ২৪ অক্টোবর স্কাট হেনিন রেডিও ইন্টারভিউয়ে ডিক চেনিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, অন্যদের জীবন বাঁচানোর জন্য কোন বন্দীকে পানির ভেতর চুবিয়ে ধরা কি No-brainer তথা মস্তিষ্কে অধিক বল প্রয়োগ হতে বিরত থাকা? পাষাণ ডিক চেনি ডাটের সঙ্গে উত্তর দেয় 'আমার নিকট এটা No-brainer। অবশ্য এটা খুব অল্প সময়ের জন্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হচ্ছে যে, আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্যাতনের পক্ষে। আমরা আসলে

নির্যতান করি না। আমরা আন্তর্জাতিক চুক্তিকে সম্মান করি এবং তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করি। যার উপর আমরা স্বাক্ষর করে রেখেছি। কিন্তু বাস্তবতা হল আপনি নির্যতান করা ছাড়া বিশেষ কিছু আইনি পরিধিতে থেকে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারেন।

ইসলামের দুশমন এবং কট্টর সাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্দীপ্ত ক্রুসেডার ডিক চেনিও মিথ্যাচারে তার প্রেসিডেন্টের মতই পটু। তার 'আন্তর্জাতিক চুক্তির রক্ষণাবেক্ষণের উপাখ্যান নাইন ইলেভেনের পর শুরু হওয়া ক্রুসেডের সেই সব লজ্জকর ছবির আকারে বিশ্ববাসীর নিকট এসেছে যা আবু গারিব এবং গোয়েন্তানামোবে'র জাহান্নাম থেকে প্রতিনিয়ত বের হচ্ছে। মুসলমান বন্দিদের সঙ্গে আমেরিকানদের ঘৃণ্য আচরণ এবং ডিক চেনির পক্ষ হতে নির্যাতন করার সহযোগিতার নিন্দা জানিয়ে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইউএসএ'র এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর লেরি কাকাস বলেছেন, (নিষিদ্ধ ঘোষিত শাস্তি) মস্তিষ্কের উপর অধিক বল প্রয়োগের সমর্থন দিয়ে আর কেউ নয় বরং আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্যাতনের সহযোগিতা করছে। আর হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (ওয়াশিংটন)এর এডো কেসি ডাইরেক্টর নম মেলফো স্কি ভাইস প্রেসিডেন্টের এক হাত নিয়ে বলেন, ইরান বা শাম যদি কোন আমেরিকানকে কয়েদ করে, ডিক চেনির দৃষ্টিকোণ থেকে কি এটি উত্তম কাজ হবে না যে তারা ওই আমেরিকানের মাথা পানির ভেতর ডুবিয়ে রাখবে। এমনকি তার জীবনের বারোটা বেজে যাবে। আচ্ছা তিনি কি মনের করেন, ইরানী ও সিরিয়দের জীবন বাঁচানোর জন্য এমন পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে?

বন্দিদের উপর আমেরিকানদের বর্বর ও নিষ্ঠুর আচরণের কিছু ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এএসপি'র তথ্যানুযায়ী জেডডিএফ পাবলিক টিভি'র এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, জার্মান প্রশাসন এ ধরনের সংবাদের উপর পর্দা ফেলার চেষ্টা করছে যে ২০০১ এর শেষের দিকে বসনিয়ার ভেতর আমেরিকান এক গোপন বন্দিখানায় একজন বয়বৃদ্ধ জার্মান নাগরিককে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় পুলিশ (BKA) এবং ফার্ন এন্টেলিজেন্স সার্ভিস (BND) জানতে ছিল যে, আবদুল হালিমকে উত্তর পূর্ব বসনিয়ায় তাজলার আমেরিকান সেনাঘাঁটিতে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। তার নিকট মিশর এবং জার্মান পাসপোর্ট ছিল এবং ব্রাইউদ থেকে গ্রেফতারা করা হয়েছিল। BKA এবং BND এর কর্মকর্তারা তাজলায় আমেরিকান আমেরিকান ক্যাম্প পরিদর্শন করে আবদুল হালিমের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিল। ৭০ বছরের সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীর মাথায় রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। তার

ক্ষতস্থানে বিশটা সেলাই দিতে হয়। একজন জার্মান পুলিশ অফিসার তাজলার আমেরিকান ঘাঁটিতে যা কিছু চাক্ষুষ দেখেছে, সেটাকে বসনিয়ার সারবুর যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে তুলনা করেছে।

আবু গারিব জেলের (বাগদাদ) সৈনিদকের থেকে অনুসন্ধান করা এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনাকারী আর্মি জজ এ্যাডভোকেট জেনারেল টিমের সদস্য ক্রাস্টাফ গ্রেয়ো লাইন গত মাসে ওয়াশিংটন পোস্টে লিখেছে, চাক্ষুষ সাক্ষ্য থেকে জানা গিয়েছে যে, কয়েদিদের সঙ্গে বর্বর আচরণ করার অধিকাংশ ছবির তাদের তদন্তের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। জেলের রক্ষিরা (আমেরিকান) নিছক চিত্তবিনোদনের জন্য এসব ঘৃণ্য ও বর্বর আচরণ করেছিল।

আর আর্মি মেজর জেনারেল জর্জ ফাই যিনি আবু গারীবের তদন্ত/পরিদর্শন করেছেন, তিনি তার রিপোর্টে লেখেন, আর্মি গার্ড বলেছে, তারা অজ্ঞাত মানুষকে সিভিল পোশাকে দেখেছে। যারা কয়েদীদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেত আর গার্ডদেরকে বলত, এই কয়েদীদের পরিচয় নাম্বার বলবে না। এটা জেনেভা কনভেনশনের নিয়মের পরিপন্থী ছিল। কিন্তু ওই সিভিলিয়ানরা বলত, তাদেরকে নিয়ম ও আইন লঙ্ঘণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তদন্ত বুথে বৈধতা দেয়া হয়েছে এমন অনেক নিয়মপরিপন্থী আচরণ উদঘাটিত হয়েছে। আবু গারিবে সিআইএ'র তদন্তের একটি ঘটনায় নির্যাতন সহ্য করতে না পারার কারণে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।

এক সেনা তদন্তকারী চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার লিউস ভেলশুফার কঠিন (Harsh) তদন্তের অস্পষ্ট ভাষায় ইচ্ছামত কথা বের করতে গিয়ে এক ইরাকি জেনারেলকে স্লিপিং ব্যাগে শুইয়ে দেয়। ব্যাগের চারপাশে বিদ্যুতের তার বাঁধে। এরপর তার বুকের উপর উঠে ভয় দেখাতে থাকে যে, সে মুখ না খুললে দম আকটে মারা যাবে। আর ওই পোড়া কপালে সত্যি সত্যি দম আটকে মারা যায়। আবু গারিব ছাড়া অন্য কোনো যুগে কি এই ঘটনা ঘটেছে? সেনাবাহিনীর পক্ষ হতে ভেলশুফার উদাসীনতাবশত মানুষ হত্যার অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। ক্রাস্টাফার গ্রিও লাইনের তথ্য অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট বুশ সাম্প্রতিক সময়ে নতুন যেই তদন্ত আইনের উপর দস্তখত করেছে, তাতে এ কথা স্পষ্ট করা হয়নি যে, এমন কাজে লিপ্ত সিভিলিয়ান তদন্তকারীর বিরুদ্ধেও মামলা চলবে। কারণ এটা প্রমাণ করা অসম্ভব হবে যে, তদন্তকারী নির্যাতন করতে অথবা কঠিন ও নির্মম শারিরীক ও মানসিক কষ্ট দেয়ার বিশেষভাবে ইচ্ছা রাখে। গ্রিওলাইন আরও লেখে, দুর্ভাগ্যবশত এই নতুন আইন প্রণয়ন থেকে এ কথা প্রকাশ পায় যে, প্রশাসন এবং কংগ্রেস উভয়ে আবু গারীবে (ইরাক) কয়েদীদের সঙ্গে অসদাচরণ

থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বুশ যাকে 'সবচেয়ে বড় ভুল' বলে সাব্যস্ত করেছে।

এর অর্থ হল, আমেরিকান সৈনিক এবং সিআইএ মুসলমান কয়েদীদেরকে নিয়মিত নির্যাতন করার অনুমিত দিয়েছে। অথচ প্রেসিডেন্ট বুশ সম্প্রতি বড় গর্ব করে বলেছিল যে, আলকায়েদার মাস্টার মাইন্ড খালিদ শায়েখ মুহাম্মাদ থেকে কথা বের করার জন্য যেই অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে, তাতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনেক সহযোগিতা হয়েছে। এই তদন্ত কৌশলে 'ওয়াটার বোর্ডিং'ও শামেল ছিল। নিউজ উইক এই নির্যাতন পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছে যে, এই পদ্ধতি স্পেন আবিস্কার করেছে। শাস্তির পদ্ধতি হল, মুখ নিচের দিকে করে ঝুলিয়ে দেয়া পর চিকন একটা পাইপের মাধ্যমে কয়েদীর নাকের ছিদ্রে পানির ফোটা দেয়া হয়। এতে কিছুক্ষণ পরই মনে হতে থাকে যে, মানুষ পানির ভেতর ডুবে যাচ্ছে।

এ সম্পর্কে 'দি নেশন' এর বিশেষ সংবাদদাতার রিপোর্টও (২০০৬ সালের ২৮ আগস্ট) বিষয়টাকে স্পষ্ট করেছে। সে লিখেছে, আমেরিকা গোয়ান্তানামোবে'র কয়েদীদের সাথে তাদের পক্ষে নিযুক্ত উকিলদের যোগাযোগ সীমিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কারণ প্রশাসন কয়েদীদেরকে উত্তেজনামূলক তথ্য দিয়েছে। যেমন আবু গারীব জেলে অসদাচরণের রিপোর্ট এবং সন্ত্রাস হামলা সম্পৃক্ত পত্রিকা কাটিং, আমেরিকান সরকার আগস্টে ফেডরাল আপিলস কোর্ট ওয়াশিংটনে নতুন রুলস পেশ করেছিল। যা গোয়ান্তানামোবে'র কয়েদীদের কেসের বিষয়ে তার উপর নীরিক্ষা করছিল। আদালত এই নতুন রুলের মনজুরী দিলে এর আলোকে কয়েদী পক্ষের উকিলগণ মাত্র চারবার তার মক্কেলের সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি পাবে। অথচ আগে সাক্ষাতের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। উপরন্তু সরকার এই সাক্ষাতে আলোচনার বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং বন্দি ও উকিলদের মাঝে চিঠির মাধ্যমে মতবিনময়ও সীমিত করতে পারবে।

নাইন ইলেভেনের দুর্ঘটনার পর বুশ প্রশাসন বন্দিদের নাম এবং তাদের সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য গোপন রাখত। তাদেরকে উকিলের সেবা গ্রহণের অনুমতি দিতেও অস্বীকার করত। এরপরও উকালায়ে সাফায়ী ২০০৪ সালে কয়েদীদের সঙ্গে সাক্ষাত করার অধিকার অর্জন করতে সফল হয়। যখন কিউবার সেনাঘাঁটিতে ৪৫০ জনের মত সদস্য সম্পর্কে আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট রুলিং দেয় যে, সে তার বন্দিকে কেন্দ্রীয় আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে।

(WHO) World Health Organization

ডাক্তারি একটি অতিশয় সম্মানজনক পেশা। কিন্তু এ পেশার দৃষ্টান্ত হলো তরবারির মতো। তরবারি যদি আল্লাহভক্ত মানুষের হাতে থাকে, তাহলে সমগ্র মানবতার জন্য রহমতের কাজ দেয় এবং মানবতাকে সব ক্ষতিকর ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। কিন্তু এই তরবারি যদি ধর্মহীন ও আল্লাহর শত্রুর হাতে চলে যায়, তাহলে মানবতার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। ডাক্তারি পেশাটিও আজ ঠিক অনুরূপ হয়ে গেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বক্তব্যকে মিডিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেন এগুলো আকাশ থেকে অবতীর্ণ অহি যে এই সংস্থাটির কোনো কথা ভুল হতেই পারে না। কিন্তু আপনি কি জানেন, (WHO) আসলে কী? এর হর্তাকর্তা কারা? এর ফান্ড কারা জোগান দেয়? এর মূল লক্ষ্য মানবতার সেবা, না অন্য কিছু?

এখানে আমরা শুধু এটুকু বলব যে এ সংস্থাটি শতভাগ ইহুদি প্রতিষ্ঠান, যার কাজ হলো এমনসব বস্তু আবিষ্কার করা, যেগুলো ইবলিসি মিশন বাস্তবায়নে ইহুদিদের জন্য সহায়ক প্রমাণিত হয়। চাই তা বিনাশমূলক হোক কিংবা গঠনমূলক। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করব যে (WHO) ইহুদি স্বার্থের পক্ষে কিভাবে পথ সুগম করছে।

প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্য আল্লাহপাক মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি ভূখণ্ডে সেখানকার মানুষের মেজাজ, মৌসুম ও ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে নানা প্রকার ফলমূল ও শাকসবজি উৎপন্ন করেন। এসব বস্তুসামগ্রী সেই দেশের নাগরিকদের মালিকানা ছিল। নিজেদের ক্ষুধা নিবারণে তারা কারো মুখাপেক্ষী হওয়ার কথা ছিল না। নিজেদের উৎপাদিত ফসল নিজেরাই ভোগ করত। কিন্তু আল্লাহর শত্রু ইহুদিগোষ্ঠীর বিষয়টি সহ্য হলো না। তারা এসব উৎপাদনকে নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত করল। ঠিক এমন, যেন এই গোষ্ঠীটি আল্লাহর অবতারিত মান ও সালওয়ায় সন্তুষ্ট না হয়ে অর্থব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহর কাছে সবজি ও ডালের আবেদন জানিয়েছিল, যাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে নিজেদের দুষ্ট স্বভাবের প্রকাশ ঘটাতে পারে।

এর জন্য তারা 'World Health Organization-এর মাধ্যমে এমন আদেশ জারি করিয়ে নিল, যার আওতায় প্রাকৃতিক খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্ব ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক খাদ্য ও

পানীয় সামগ্রী থেকে দূরে চলে গেছে এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর প্রস্তুতকৃত খাদ্যসামগ্রীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অথচ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো যেসব খাদ্য-পানীয় সামগ্রী প্রস্তুত করছে, সেগুলোতে সাধারণত নষ্ট ও মানহীন উপাদান ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেলায় তো তারা কোনোই আইনের ধার ধারে না।

১৯৯৭ সালে সৌদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হেডসন ফুড কোম্পানির বিরুদ্ধে জীবাণু সংক্রমিত গোশত সরবরাহের অভিযোগ আরোপ করে প্রতিষ্ঠানটিকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল। তারপর সরকার আমেরিকাসহ সব কটি পশ্চিমা রাষ্ট্র থেকে গোশত আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। *[ডন, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৪]*

ইহুদি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো স্টিলের কারখানা তৈরি করে তার দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে চাইল। এই পণ্যটির জন্য তারা বাজারের সন্ধানে নেমে পড়ল। এখানে তারা তাদের উৎপাদিত এই পণ্যটি বিক্রি করবে। এর জন্যও তারা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সেবা গ্রহণ করল। তারা তথ্য প্রকাশ করল, মাটির পাত্রে খাবার খাওয়া ক্ষতিকর। আর যায় কোথায়! আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল লোকগুলো তাদের এ তথ্যটি মেনে নেওয়া ফরজ মনে করল। কেউ চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না যে এর পেছনে আসল রহস্যটা কী?

এভাবে তারা মানুষের ঘর থেকে মাটির থালা-বাসন-পাত্রের ব্যবহার তুলে দিল। কিন্তু মজার বিষয় হলো, মাটির যে বরতনগুলোকে ক্ষতিকর সাব্যস্ত করে পরিত্যাজ্য ঘোষণা দিয়ে সাধারণ মানুষের ঘর থেকে বের করে দিল, সেই মাটির বাসন ফাইভস্টার হোটেলে পৌঁছে গেল এবং বলা হলো, এগুলোতে খাওয়ার মজাই আলাদা!

মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা যেহেতু পশ্চিমা মিডিয়ার বিষাক্ত প্রভাবে চরমভাবে প্রভাবিত, তাই পশ্চিমারা যা বলে, কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়া মানুষ তা-ই মেনে নেয়। আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, ওহে মুসলমান, তোমরা নিজেদের যে বিবেককে বিবিসি, ভোয়া ও সিএনএনের কাছে বন্ধক রেখেছ, তাকে ওদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনো। অন্যথায় তোমার বিবেককেও তারা একদিন টিনপ্যাক করে গায়ে নেসলের লেবেল এঁটে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে দেবে।

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' দাজ্জালের জন্য অনেক ক্ষেত্রে পথ সুগম করেছে। হাদিসে আছে, যদি কারো উট মরে যায়, তখন দাজ্জাল তার মৃত উটটির মতো একটি

উট তৈরি করে দেবে। এ ঘটনাটিকে সে এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখাবে। এটি জাদুর মাধ্যমেও হতে পারে, জেনেটিক ক্লোনিংয়ের মাধ্যমেও হতে পারে।

যদিও হাদিসে এ কথার উল্লেখ আছে যে দাজ্জালের আদেশে শয়তান গ্রাম্য লোকটির পিতা-মাতার আকৃতিতে এসে হাজির হবে, তথাপি এ বক্তব্যের কারণে জেনেটিক ক্লোনিং পদ্ধতির প্রয়োগকেও প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কারণ, কোরআন ও হাদিসে 'শয়তান' শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেন–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ

অনুরূপভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু স্থির করেছি–মানুষ-শয়তান ও জিন-শয়তান। *[সুরা আন আম : ১১২]*

নবীজি সা. বলেছেন, হে আবুজর, তুমি মানুষ ও জিন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছ কি? উত্তরে আবুজর রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, শয়তান কি মানুষদের মধ্য থেকেও হয়ে থাকে? নবীজি সা. বললেন, হ্যাঁ, মানুষ-শয়তানের অনিষ্টতা জিন-শয়তানের চেয়ে বেশি হয়।

পাশ্চাত্যের গবেষণাগারগুলোতে মানব ক্লোনিং বিষয়ে নানা রকম গবেষণা চলছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক গবেষণাটি হলো এমন একটি মানুষ তৈরি করা, যেটি শক্তিতে অপরাজেয় এবং মেধায় অদ্বিতীয় প্রমাণিত হবে। এ ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করছে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর যাবতীয় ব্যয় ইহুদিরা বহন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক চিকিৎসা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর কথামতো এবং তাদের অর্থায়নে পরিচালিত এনজিওগুলো মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মানববংশ ধ্বংসের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে। সবার চোখের সামনে তাদের হাতে মুসলমানদের বংশধারাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদের মা, বোন ও কন্যাদের কোলগুলো শূন্য করে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু তার পরও মুসলিম জাতি জেনে-বুঝে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

ইহুদিদের চিন্তা-চেতনা অনুপাতে তাদেরই অর্থায়নে মুসিলম দেশগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পরিবার-পরিকল্পনা অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যভিচার ও অশ্লীলতার সব কটি প্রতিবন্ধক অপসারিত করা। ওহে মুসলিম জাতি, তোমরা জান কি যে ইহুদি প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থ দ্বারা আমাদের নতুন প্রজন্মকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পঙ্গু করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছে? জাতি এতটা সরল ও অবুঝ কেন হয়ে গেল যে তারা এ চিন্তাটুকুও করছে না যে একটি জাতির শত্রুগোষ্ঠী কোনো দিন তাদের কল্যাণের চিন্তা করতে পারে না?

যেসব ইহুদি পুঁজিপতি আমাদের দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিল, গম, চাল ও ঘিয়ের মূল্যকে আকাশছোঁয়া করে দিয়ে জাতির শিশুদের মুখের গ্রাসটি পর্যন্ত ছিনিয়ে নিল, সাধারণ ওষুধের ওপর আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক এত পরিমাণ ট্যাক্স আরোপ করল যে একজন গরিব মানুষ সেসব ওষুধের পরিবর্তে মৃত্যুকে বেছে নিতে শুরু করল, অলিগলিতে ইন্টারনেট-ক্যাফে খুলে জাতির কোমলমতি ছেলেমেয়েদের অশ্লীলতায় লিপ্ত করে তাদের মানসিক ও দৈহিকভাবে প্যারালাইজড করে তুলল; সেই আন্তর্জাতিক ইহুদি সংস্থাটি আমাদের জাতির এত সহমর্মী ও হিতকামী হয়ে গেল যে তারা আমাদের নতুন প্রজন্মের ভাবনায় অস্থির হয়ে গেল! কেন?

বর্তমানে আল্লাহর শত্রুদের মাধ্যমে মানুষের ওপর, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের ওপর যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে, তার বিস্তারিত বিবরণ পড়লে মানবতার শত্রুদের চিন্তা-চেতনা খোঁজে পাওয়া যায় যে তারা কিভাবে মানুষের বিপক্ষে কাজ করছে, যার ফলে আজ মানুষ নানা ধরনের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। তথাকথিত সভ্য জগতের অনিষ্টতা থেকে না মহাশূন্য নিরাপদ, না নদী-সমুদ্র, না পৃথিবী। প্রাকৃতিক খাদ্য-উপাদানের বস্তু তৈরি করানো হচ্ছে, যা কিনা পুষ্টির স্থলে রোগের জন্ম দিচ্ছে।

জীবাণু অস্ত্রের মাধ্যমে পানির ভাণ্ডারকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অঞ্চলগুলোতে মেহগনি বৃক্ষ লাগিয়ে এখানকার পরিবেশকে বিষাক্ত বানিয়ে মানুষকে অ্যাজমা রোগে আক্রান্ত করা হচ্ছে। পানির ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডারগুলোকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষ লাগানো হয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, এগুলো কোন দেশ থেকে এসেছে, কাদের অর্থে এসব গাছ লাগানো হয়েছে এবং কাদের তত্ত্বাবধানে এসবের পরিচর্যা আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। খোঁজ নিলেই তথ্য পাবেন, এনজিওগুলো আমাদের দেশ ও ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ডে কতটা তৎপর রয়েছে।

আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, দাজ্জালের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কী? তাহলে উত্তর শুনুন–এসবের সঙ্গে দাজ্জালের সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। হাদিসে আছে, ইমানদাররা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। পক্ষান্তরে ইহুদি ও পাপিষ্ঠ লোকরা অধিকাংশই দাজ্জালের সঙ্গী হবে।

মোটকথা, দাজ্জালের এজেন্টরা মুসলমানদের পাপের পথে টেনে নামাতে চায়। একটি বাস্তবতা এই যে একজন অতিশয় সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানকেও যদি সন্দেহপূর্ণ খাবার খাওয়ানো হয়, তাহলে এর ক্রিয়া সবার আগে তার অন্তঃকরণের ওপর পতিত হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এ কাজটিতে পূর্ণ প্রচেষ্টা

চালিয়েছে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর প্রস্তুতকৃত কৃত্রিত খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীগুলোতে এমন সব কেমিক্যাল মেশানো থাকে, যেগুলো মানবদেহে প্রবেশ করে মানুষকে অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনার দিকে আকৃষ্ট করে। তা ছাড়া এসব কেমিক্যাল মানুষের যৌনশক্তিকেও প্রভাবিত করে। বিশেষ করে শিশুদের স্নায়ুবিক ব্যবস্থাপনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে।

বর্তমানে মুসলমান ডাক্তারদের কর্তব্য হলো, আপনারা জাতিকে সেসব অপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করুন, আন্তর্জাতিক কুফরি শক্তির ষড়যন্ত্রের ফলে জাতি আজ যার শিকার। যদিও বর্তমানে সময়টি এমন যে সত্য বললে আগুন, আর মিথ্যার সামনে মাথানত করলে ডলারের বৃষ্টি বর্ষিত হয়! তথাপি কারো যদি নবীজি সা.-এর হাদিসের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকে যে দাজ্জালের সময়ে যেটি আগুন হিসেবে পরিদৃশ্য হবে, সেটিই মূলত শীতল পানি হবে। তাহলে মুসলমান ডাক্তারদের সেই পথটিই অবলম্বন করা দরকার, যেটি তাদের জন্য উপকারী বলে বিবেচিত হবে। আমাদের সব সময়ের জন্য স্মরণ রাখতে হবে, সত্য বলার অপরাধে যে আগুন বর্ষিত হয়, এগুলোই আসলে ফুলের বাগান। আর মিথ্যার সামনে মাথানত করার ফলে যে ডলারের বৃষ্টি বর্ষিত হয়, এগুলোই মূলত আগুন। অতএব, সাবধান হে মুসলমান!

(WTO) World Trade Organization

ইংরেজিতে World Trade Organization. বাংলায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা পৃথিবীর অবশিষ্ট ব্যবসা ও অর্থনীতির ওপর দস্যুবৃত্তি চরিতার্থের জন্য আন্তর্জাতিক দস্যুদল একটি গ্যাং তৈরি করেছে। এই গ্যাংটিরই নাম 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন'। এই সংস্থাটির কাজ হলো, পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তির জোরে ধ্বংস করে সেগুলোতে নিয়োজিত লাখ লাখ শ্রমিককে বেকার বানিয়ে গরিবদের মুখ থেকে শেষ গ্রাসটি পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে তাদের ধুঁকে ধুঁকে মরতে বাধ্য করা।

সভ্যতার চাদর গায়ে জড়িয়ে তারা এই গ্যাংটির নাম দিয়েছে (WTO)। এটি এতই পাষাণ ও নির্দয় প্রতিষ্ঠান, যার অত্যাচারের শিকার হয় নিরীহ গরিব মানুষ, চিকিৎসাবঞ্চিত অসহায় রোগী ও দুর্বল মানবশ্রেণী। কারণ এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ওপর।

(WTO) পাকিস্তানসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে তার প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটির অপতৎপরতার ফলে সবার আগে পোশাকশিল্প প্রভাবিত হতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কৃষি খাতেও উৎপাদন হ্রাস পেতে শুরু

করেছে। পাকিস্তানে ২৭ লাখ একর ভূমিতে আখ চাষ হয়। অদূর ভবিষ্যতে এ ফসলটির কোনো প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ অধিক পরিমাণ আখ উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে বিশ্ববাজারে কম দামে চিনি সরবরাহ করা হবে, যার ফলে পাকিস্তানের ৭৭টি সুগার মিল বন্ধ হয়ে যাবে। এর পরিণতিতে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যাবে।

মিডিয়াযুদ্ধ

খলিফা আবদুল হামিদ দ্বিতীয় পশ্চিমা মিডিয়াগুলো সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেছিলেন। তা হলো, এগুলো শয়তানের সন্তান। তিনি সঠিক মন্তব্যই করেছেন। কিন্তু তিনি যদি এ যুগের মানুষ হতেন, তাহলে একে 'দাজ্জালের চোখ ও কণ্ঠ' নাম দিতেন।

দাজ্জাল আরবি 'দাজলুন' থেকে ব্যুৎপন্ন। 'দাজলুন' অর্থ আচ্ছাদিত করা। দাজ্জাল অর্থ অনেক আচ্ছাদনকারী। দাজ্জালকে এ জন্য দাজ্জাল বলা হয় যে সে নিজের মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে সত্যকে ঢেকে ফেলবে। প্রতারণার মাধ্যমে সে বড় বড় লোকদের বিভ্রান্ত করে ফেলবে। তার ধোঁকা ও প্রতারণার ফাঁদে পড়ে মানুষ দেখতে না-দেখতেই ইমান থেকে হাত ধুয়ে বসবে।

পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমগুলোর কর্মধারাও অনেকটা এ রকম। তারা যে বাস্তবতাকে পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে লোকানো প্রয়োজন বোধ করছে, তার গায়ে তারা সংশয় ও সন্দেহের এমন চাদর জড়িয়ে দেয় যে মানুষ তার তলদেশ পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে যে বিষয়টিকে তারা প্রশাণিত করে ছাড়ে—যেমন, তারা যদি আজ সংবাদ প্রচার করে, সমগ্র অস্ট্রেলিয়া সমুদ্রে ডুবে গেছে, তাহলে এই মিডিয়ায় আস্থাশীল বিশ্বের জন্য সংবাদটি বিশ্বাস না করে উপায় থাকবে না।

পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমগুলো দাজ্জালের সংবাদ ও তার খোদায়িত্বকে পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌছিয়ে দেবে এবং বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করবে, যেন যুগ শুরু হয়ে গেছে। তা ছাড়া পেছনে আমরা হিস্টনের উক্তি উদ্ধৃতি করেছি যে দাজ্জালের সংবাদ আন্তর্জাতিক প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রচার করা হবে। ওই সম্মেলনটি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো অঞ্চলে বসে দেখা যাবে।

এর জন্য তারা দুই ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এক হলো, পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌছিয়ে দেওয়া, যাতে প্রতিটি ঘরে টিভি ঢুকে যায়। দ্বিতীয় হলো, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাপনাকে (টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি)

সহজলভ্য ও সস্তা করে দেওয়া, যাতে সমগ্র পৃথিবী একটি 'আন্তর্জাতিক পল্লীতে' (গ্লোবাল ভিলেজ) পরিণত হয়ে যায় এবং প্রতিটি সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কানে পৌঁছে যায়। এর জন্য এখন দূর-দূরান্তের মানুষের কাছে পরিচিত করে তোলা হবে। এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর কিংবা ব্রেকিং নিইজগুলো ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনার বেশির ভাগই ইতিমধ্যে কার্যকর হয়ে গেছে।

টেলিফোন, মোবাইল ফোন, টেলিভিশন ইত্যাদি যোগাযোগ ও প্রচারমাধ্যমগুলো দাজ্জালি শক্তির জন্য এতই আবশ্যকীয় বিষয় যে পৃথিবীর জনসাধারণ যদি এগুলোর ব্যবহার পরিত্যাগ করে, তাহলে আন্তর্জাতিক ইহুদিগোষ্ঠী এসব সামগ্রী বিনা মূল্যে বিতরণ করবে এবং এগুলো ব্যবহারের জন্য পুরস্কারের প্রজেক্ট ঘোষণা করবে।

পরিবার পরিকল্পনা বা ফ্যামিলি প্লানিং

আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ.

> 'অনুরূপভাবে তাদের দেবতারা বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করে দিয়েছে তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। *[সুরা আন আম : ১৩৭]*

মুশরিক খ্রিস্টানদের তাদেরই সতীর্থ ইহুদিরা পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বয়ং তাদেরই হাতে তাদের বংশধারাকে ধ্বংস করিয়েছে। বর্তমানে ইউরোপের পরিস্থিতি হলো, তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তারপর ইহুদিরা এই কর্মপন্থাটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে এবং এ কাজে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করা হচ্ছে। এ যাবত মানববংশ ধ্বংসের এত অধিক পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সংখ্যা নির্ণয় করাও দুষ্কর।

National Aeronatical Space Agency

এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেটি পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করে মহাশূন্যে দাজ্জালি শক্তিগুলোর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে মহাশূন্যে বিদ্যমান Satellite's-এর মাধ্যমে তারা পৃথিবীর গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখছে এবং তাদের যুদ্ধবিমান, মিসাইল ও পারমাণবিক বোমা–সব কিছু এই Satellite's-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছে। সম্প্রতি তারা 'Infrared' দুরবিন মহাশূন্যে প্রেরণ করছে। এই দুরবিনের মাধ্যমে এমন সব বস্তু দেখা যায়, যার মধ্যে উষ্ণতা আছে, যদিও সেটি সাধারণ চোখে দেখা যায় না।

এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো এটিই বলা হয় যে এর মাধ্যমে মহাশূন্যে বিদ্যমান অনাবিষ্কৃত স্থানগুলো খুঁজে বের করার কাজে সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু যদি বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক সামরিক প্রস্তুতির আলোকে দেখা হয়, তাহলে বলা যায়, এর উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে তারা সেই শক্তিগুলোকে দেখতে চাচ্ছে, যেগুলো সাধারণ চোখে দেখা যায় না।

ইহুদিদের প্রতিটি কাজই ইবলিসের পক্ষে ও তাকদিরের বিপক্ষে হয়ে থাকে। তাদের জানা আছে, জিহাদে মুসলমানদের সাহায্যার্থে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা অবতরণ করে থাকে। তাহলে কি তারা এই দুরবিনের মাধ্যমে সেই আসমানি শক্তিগুলোকে দেখতে চাচ্ছে, যাতে তাদের মোকাবিলা করার কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায়? এমনিতেই ইহুদিরা হজরত জিবরাইল ও হজরত মিকাইল (আ.)-কে তাদের পুরনো শত্রু মনে করে। তা ছাড়া এ প্রতিষ্ঠানটির অনেক গোপন মিশন আছে, যেগুলোকে পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছে।

Ma-na Umi বা শয়তানী সমুদ্র

এটি Pacific Ocean তথা প্রশান্ত মহাসাগর এরিয়ার জাপান ও ফিলিপাইনের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। এ Triangle জাপানের উপকূলীয় শহর (Yokohama) ইয়াকুহামা থেকে ফিলিপাইনের গুয়াম দ্বীপ পর্যন্ত এবং (Guam) গুয়াম থেকে আবার জাপানের মারিয়ানা দ্বীপ পর্যন্ত এবং মারিয়ানা থেকে Yokohama পর্যন্ত বিস্তৃত সামুদ্রিক এলাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা মারিয়ান দ্বীপ আয়ত্ত করে নিয়েছিল।

জাপানিরা এ এলাকাকে তাদের ভাষায় Ma-na Umi বলে, যার অর্থ 'শয়তানের সমুদ্র'। বারমুডা ও শয়তানী Triangle-এর ব্যাপারে

গবেষণাকারীদের মধ্যে চার্লস ব্রিল্টাস হচ্ছেন অন্যতম। তিনি The Dragon Triangle নামক গ্রন্থে লিখেন : ১৯৫২-১৯৫৪ পর্যন্ত ওই এলাকায় জাপান সরকারের বড় বড় পাঁচটি সৈন্যবাহী জাহাজ গায়েব হয়েছে। সেনাবাহিনী গুম হয়েছে ৭০০-র বেশি। এ ঘটনার রহস্য যাচাই করার জন্য তখন জাপান সরকার একটি অত্যাধুনিক জাহাজে করে ১০০-রও বেশি গবেষকের এক তদন্ত টিম প্রেরণ করে। কিন্তু শয়তানী সমুদ্রের রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে তাঁরাই রহস্যে ঢাকা পড়ে গেছেন। এরপর থেকে জাপান সরকার ওই এলাকাকে ভয়ানক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামুদ্রিক যুদ্ধে জাপানকে তার পাঁচটি জঙ্গি বিমান ওখানে গায়েব হওয়ার খবর শুনতে হয়েছে। এ ছাড়া ৩৪০টি জঙ্গি বিমান, ১০টি যুদ্ধজাহাজ, ১০টি নৌযান, ৯টি স্পিডবুট এবং আরো ৪০০টি জঙ্গি ফাইটার ওই এলাকায় ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধের সময় আপনি বলতে পারেন যে শত্রু বাহিনী কর্তৃক এগুলো ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু ওই সব ঘটনা সম্পর্কে আপনি কি বলবেন, যেগুলো ওই এলাকায় কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই অদৃশ্য হয়েছে? অথচ সেখানে না কোনো ব্রিটেনের যুদ্ধজাহাজ পৌঁছেছিল, না কোনো মার্কিন সেনাবাহিনী। গবেষকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এগুলো কোনো শত্রুবাহিনীর হাতে ধ্বংস হয়নি। কেননা এক গবেষকের বক্তব্য হলো-

It is extremely doubtful they were sunken by enemy action because they were in home waters and there were no British of American ships in these waters during the beginning of the war.

অর্থাৎ এ কথা অত্যন্ত সন্দেহপূর্ণ যে এ জাহাজগুলো শত্রুদের হাতে ধ্বংস হয়েছে। কেননা, জাহাজগুলো সামুদ্রিক সীমানার ভেতরই অবস্থান করছিল এবং যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ওখানে কোনো মার্কিন বা ব্রিটিশ জাহাজ পৌঁছেনি। তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে এ এলাকায় অন্য কোনো গোপন শক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা ওই সময় আমেরিকা ও তার সমর্থনকারীদের বিজয়ী দেখতে চেয়েছিল।

বারমুডা ও শয়তানী Triangle-এর ব্যাপারে এত সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা ঘটার পরও কি আমরা এ কথা মানতে পারি যে এগুলো শুধুই ঘটনাক্রমে হয়েছে? কখনো নয়। প্রসিদ্ধ গবেষক চার্লস ব্রিল্টার্স বলেন-

The mysterious disappeanances in the Bermuda and Dragon Triangles may not be coincidental; since both areas are so similar, the same phenomenon might be Behind the lost ships and planes.

অর্থাৎ বারমুডা ও শয়তানী সমুদ্রের রহস্য অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলি ঘটনাক্রমে বা এমনিতেই হতে পারে না। কারণ, উভয় এলাকা সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার জন্ম দিয়েছে। জাহাজ ও বিমান গায়েব করার ক্ষেত্রে উভয় এলাকা একই পথ বেছে নিয়েছে। *[দ্য ড্রাগন ট্রাইঙ্গেল-চার্লস ব্রিল্টার্স]*

একটি গোপন সংকেত

রাস্তার পাশে ফেস্টুন/সাইনবোর্ড, দোকানের সাইনবোর্ড ও অন্য অ্যাডসমূহে আপনি আশ্চর্য ও বিরল প্রকৃতির বাক্য লেখা দেখতে পাবেন, যা ওই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান। যেমন সিগারেট কোম্পানির একটি বিজ্ঞাপন, কিন্তু তাতে লেখা রয়েছে- I am present and i am moving on আমি বিদ্যমান রয়েছি এবং আমি তৎপর রয়েছি। একটু চিন্তা করুন, বিজ্ঞাপনটি সিগারেটের, কিন্তু বাক্যটিতে কিসের ইঙ্গিত। অপর একটি সিগারেট কোম্পানির বিজ্ঞাপনে, Was I am I will be আমি গতকালও ছিলাম, আজও আছি এবং আগামীতে থাকব।

এগুলো বাস্তবে গোপন সংকেত বহন করছে, যা দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এমনিভাবে বিভিন্ন ঢঙে, বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন সংকেতের মাধ্যমে মানুষের কাছে বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে। যেমন–উদীয়মান সূর্য, লেজবিশিষ্ট তারকার ছবি, দূষিত চোখ, লাল-নীল রং এবং ফিল্ম-গানের মাধ্যমেও এসব বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে। আপনি যদি চিন্তা করেন, তবে আপনার মনে হবে যে আপনি এক রহস্যময় পৃথিবীতে বাস করছেন। গোপন ইঙ্গিতসমূহ, গোপন বার্তাসমূহ, গোপন সংকেতসমূহ, চতুর্দিকে ভাসমান দেখা যাচ্ছে।

দাজ্জালের একটি শিকর

দাজ্জালী শাসনের পথ প্রশস্তকরণে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে এমন একটি বিষয়, যার কোনো অস্তিত্বই আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায়নি। এমন বিষয়কে বাস্তবতার চাদর পরিয়ে তুলে ধরা এবং মর্ডান স্তরের লোকদের অন্তরে তা গেঁথে দেওয়ার ক্ষেত্রে হলিউড অদ্বিতীয়।

ইহুদিদের পরিকল্পিত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের পথে হলিউড জনসমর্থন অর্জন দিয়ে যাচ্ছে। আফসোস! নামিদামি বুদ্ধিজীবী আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের লোকজনও কতিপয় অদৃশ্য ব্যক্তিদের ইশারায় নেচে চলছে। তার পরও তারা নিজেদের ব্রড মাইন্ডেড বলে মনে করে থাকে। অথচ তাদের জ্ঞান তো কবেই হলিউডের বাজারে নিলাম হয়ে গেছে।

আল্ট্রা মর্ডান নারী, নাকি দাজ্জালী ফেতনা

দাজ্জালী শক্তি মুসলিম মহিলাদের এ ভয়ানক জালে ফাঁসানোর জন্য একটি বাণী আবিষ্কার করেছে যে মহিলারা যদি ঘর থেকে বের না হয়, তবে সামাজিক উন্নতি সম্ভব নয়। মনোবৃত্তির পূজারি পুরুষগণ প্রত্যেক যুগেই নারীদের কলঙ্কিত করে আসছে। নারীরা যতই তাদের বাণী, কার্যক্রম ও ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা রাখবে, ততই তাদের দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট ও অপমানের সম্মুখীন হতে হবে। এ ব্যাপারে তো কোরআন-হাদিসে এত কিছু বর্ণিত রয়েছে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছুর দরকার নেই।

কিন্তু মর্ডান সংস্কৃতির জাদু যেহেতু মহামারির আকার ধারণ করেছে, সেহেতু সমাজের মা ও বোনদের জন্য (যারা পশ্চিমা বিশ্বের দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীদের বাণীগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন) দার্শনিক ও সাহিত্যিক খলিল জিবরানের নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পেশ করা হলো-

Modern Woman,

Modern Civilization has made woman a litte wiser, but it has increased her suffering because of man's covetousness. The woman of yesterday was a happy wife but the woman of today is a miserable mistress.. in the past she walked blindly in the light, but now she walks, open-eved in the drak. she was beautiful in her ignorance virtuous in her simplicity, and strong in her weakness. Today she has become ugly in her, ingenuity, superficial and heartless in her knowlegde. *[A Third Treasury of Khalil Gibran. P : 144]*

মর্ডান নারী, মর্ডান সংস্কৃতি এসে নারী জাতিকে কিছুটা চালাক বানিয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরুষদের যৌন চাহিদার দরুন নারীদের এ সংস্কৃতিতে আরো কিছু লাঞ্ছনা যোগ হয়েছে। গতকাল নারী জাতি ছিল সুখী পরিবারের এক অহংকার। কিন্তু আজকের মর্ডান নারী জাতি ঘৃণায় ভরা এক বৈধ যৌনসঙ্গিনী। গতকালের নারীরা চোখ বন্ধ করে আলোতে চলাফেরা করত। কিন্তু আজকের নারীরা চোখ খুলে চলাফেরা করে ঠিকই, কিন্তু অন্ধকার। গতকালের নারীসমাজ অতি গোপনে নিজের সৌন্দর্য, সদাচরণ এবং সতিত্বের পবিত্রতা রক্ষার দরুন সম্মানের পাত্রী ছিল। কিন্তু আজকালের নারীসমাজ শিক্ষিত হয়েও অন্ধ, বেখবর ও নিষ্ঠুর হয়ে গেছে।

বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা এমনই এক মূর্খ সভ্যতা, যা কখনো গ্রিক সভ্যতার নামে ইবলিসের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে, আর কখনো এবাদত ও উপাসনার কথা বলে নারী জাতিকে কলঙ্কিত করেছে। কখনো রুমী সভ্যতার পোশাক পরে

রুমের স্টেডিয়ামে মহিলাদের উলঙ্গ নাচিয়ে তাদের মাথায় গৌরবের মুকুট রেখেছে। কখনো পারস্য সভ্যতার আকৃতিতে এসে বোনকে ভাইয়ের জন্য হালাল সাব্যস্ত করেছে। মূর্খ এ সভ্যতারক্ষীদের অহংকার রক্ষার্থে কখনো নিরপরাধ কন্যাসন্তানদের মাটির নিচে জ্যান্ত কবর দেওয়াকে ফ্যাশন ও রেওয়াজ বানিয়েছে। আর কখনো নারীজাতিকে অপবিত্র ও অলক্ষ্মী বলে তাদের থেকে দূরে থাকাকে এবাদত আখ্যা দিয়েছে। এটা হচ্ছে ওই মূর্খ সভ্যতা, যা হিন্দুস্তানের মহিলাদের সব বিপদ ও অনিষ্টতার মূল বলে মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবিত জ্বালিয়ে দেওয়াকে পুণ্যের কাজ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এটা কোনো আধুনিক সভ্যতা নয়। এটা কোনো সুধীসমাজের সভ্যতা নয়; বরং এটা হচ্ছে মূর্খতা যুগের মূর্খসভ্যতা, যা প্রত্যেক যুগেই নারীদের সভ্যতার নামে ক্ষুদার্থ কুকুরদের সামনে লেলিয়ে দিয়েছে। এমন কুকুর, যে ক্ষুদার্থও হয়, বুড়াও হয়। যে বেশি নড়াচড়া না করেই পেট ভরে নিতে চায়। মূর্খ সভ্যতার এ কার্যক্রমগুলো নারীজাতির জন্য ওই কুকুরের মতো।

দীনের দাওয়াত কিভাবে দিবে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উত্তম আদর্শ আমাদের জন্য আর কেউ হতে পারে না। তাই আমাদের জন্য জরুরী হলো আমরা আমাদের দাওয়াতকে ইমামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের অনুযায়ী চালানো। তাছাড়া আমাদের দাওয়াত তখনই সফল হতে পারে, যখন তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় পদ্ধতীতে হবে। যদি আমরা এসবের পরোয়া না করি এবং আপন আপন পদ্ধতিতে দাওয়াত দিতে থাকি তাহলে স্মরণ রাখতে হবে, নিশ্চয় আমাদের কথা যতই হক ও সত্য হোক না কেনো, আমরা এখলাসের সমূদ্রে যতই ডুবন্ত থাকি না কেনো, মানুষের সামনে তা ভুল পদ্ধতিতে পেশ করার কারণে মানুষ আমাদের সঙ্গ দেয়ার পরিবর্তে আমাদের দুশমন হয়ে যাবে।

দাওয়াতের কিছু বুনিয়াদী নীতিমালা

১. শ্রোতাদের কাছে কথা পৌছানোর সুযোগ তালাশ করা

দাওয়াত দাতার জন্য আবশ্যক হলো, সে এমন সুযোগ তালাশ করবে যখন লোক তার কথা শুনতে মনযোগী হবে। উপযুক্ত সময়ে বলা বিলকুল সাধারণ এবং সরল কথাও শ্রোতাদের উপর ভালো প্রভাব ফেলে। পক্ষান্তরে অনুপযুক্ত

জায়গা এবং অসময়ে খুব জ্ঞানগর্ভ কথাও কোনো কাজে আসে না। এমনি ভাবে কোনো কোনো সময় অসময়ে হক কথা বলা হলে সেই দাওয়াত ফায়দা দেয়ার পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বুঝার জন্য উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে।

সায়্যিদুনা ইবরাহিম আ. এর দাওয়াত

সায়্যিদুনা ইবরাহিম আ. নিজের কওমকে তখনই দাওয়াত দিয়েছেন যখন গোটা কওম তার দিকে মনযোগী ছিলো। যখন তিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দেন এবং কাফের নেতারা তাঁকে সবার সামনে এনে দাঁড় করে জিজ্ঞেস করলো, হে ইবরাহিম! আমাদের উপাস্যগুলোর এই অবস্থা কি তুমি করেছো?

সায়্যিদুনা ইবরাহিম আ. জবাব দিলেন,

بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ

'এই কাজ বড় মূর্তী করেছে। সুতরাং তোমরা তার কাছেই জিজ্ঞেস করো যদি সে বলতে পারে।' *[সূরা আম্বিয়া : ৬৩]*

একজন দাওয়াতদাতার জন্য এমন সোনালী সুযোগ খুব কমই আসে। যখন তাঁর সকল শ্রোতা পূর্ণ মনযোগের সাথে তাঁর ঠোটের নড়াচড়াও অনুভব করতে থাকলো ঠিক সেই সময় তিনি তাঁর পূর্ণ দাওয়াত কতোই না সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করলেন। যা দাওয়াতদাতার দূরদৃষ্টি এবং তাওফিকে ইলাহী ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং হযরত খলিলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই সংক্ষিপ্ত কথা বিরোধী কাফেরদের উপর সেই কুঠারাঘাতের চেয়েও মারাত্মক প্রমাণিত হয়, যা দিয়ে তিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গেছিলেন। এই বাক্য কেবল সাধারণের মধ্যেই নয় বরং তাদের নেতাদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা তাদের কওমের সামনে এমন কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, যা স্বাভাবিক অবস্থায় স্বীকার করতো না। তারা বলতে থাকে,

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ

'তুমি তো জানো তারা কথা বলতে পারে না। *['সূরা আম্বিয়া/৬৫]*

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'ইবরাহিম আ. বলেন, তাহলে তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়া এগুলোর ইবাদাত করো, যারা না তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে, না কোনো ক্ষতি। আফসোস তোমাদের উপর এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা করো তাদের উপর! তোমরা কি বুঝো না?' *[সূরা আম্বিয়া : ৬৬- ৬৭]*

ফায়দা :

এই ঘটনা থেকে এ বুঝে আসে যায় যে, দাওয়াত দাতা এমন সুযোগের তালাশে থাকবে যখন লোক তার কথা শোনার আগ্রহে থাকবে। অন্যথায় যদি সে এমন সুযোগ নষ্ট করে তাহলে কবির ভাষায়,

زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا

ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے

যামানা বড়ই মনযোগ দিয়ে শুনছিলো

কিন্তু দাস্তান বলতে বলতে আমরাই ঘুমিয়ে পড়েছি।

হযরত মূসা আ. এর দাওয়াত

হযরত মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেরাউনের দরবারে যখন মুজেযা দেখালেন তখন ফেরাউন বলল, এটি তো যাদু, সুতরাং আমিও তোমার মুকাবেলায় আমার যাদুকরদের নিয়ে আসবো। কোনো সময় নির্ধারণ করে নাও। সায়্যিদুনা মূসা আ. বললেন,

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى.

'তোমার ওয়াদার দিন হলো ঈদের দিন এবং সূর্য যখন প্রখর হবে ও লোক সমাগম হবে।' *[সূরা ত্বহা : ৫৯]*

ফায়দা :

সায়্যিদুনা মূসা আলাইহিস সালাম সময়মতো একটি কথাকে প্রাধান্য দিলেন, আর তা হলো, লোক সমাগম যখন বেশি থেকে বেশি হবে। আর তাই তিনি ঈদের দিনকে বেছে নিলেন। কারণ, ঈদের দিন তাদের মিলনমেলা হয় এবং সেই দিনেও এমন সময় নির্বাচন করলেন যখন সবচেয়ে বেশি লোক মেলায় আসে। যাতে সবার সামনে সত্য সত্য হিসেবে এবং মিথ্যা মিথ্যা হিসেবে

প্রমাণিত হয়ে যায়। ক্ষমতাসীনরা সবসময় এই প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে যে, হকের দাওয়াত যেনো সাধারণ মানুষের কাছে না পৌছাতে পারে। তাই দাওয়াত দাতার এই কথা চিন্তায় রাখা উচিত যে, সে কিভাবে তার কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌছাবে। আজও দাওয়াতের ময়দানে ব্যস্ত মুজাহিদীনের উচিত এমন সময়ের তালাশে থাকা, যখন সে তার দাওয়াতকে বেশি থেকে বেশি মানুষের কাছে পৌছাতে পারে।

এর আরো একটি উপমা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা। তিনি জেলে মওজুদ কয়েদীদেরকে সেই সময় দাওয়াত দেন যখন কয়েদীরা তাঁর কাছে নিজেদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে এসেছিলো।

২. শ্রোতাদের মন মেজায এবং ব্যক্তিত্ব বুঝা

যে কোনো আন্দেলনের দাওয়াত দাতা যদি শ্রোতাদের মন মেজায এবং ব্যক্তিত্ব না বুঝে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে থাকে তাহলে আগামী দিনগুলোতে দাওয়াতের মধ্যে এমনসব ভুল সামনে আসবে, যারফলে শ্রোতারা তাদের সঙ্গ দেয়ার পরিবর্তে তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। অন্তত তাদের দাওয়াতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। উদাহরণত আপনি আরব বিশ্ব এবং পাক-ভারত উপমহাদেশকেই ধরুন, এর মধ্যে প্রত্যেক ভূখন্ডের বাসিন্দাদের মন মেজায অন্য ভূখন্ডের বাসিন্দাদের থেকে ব্যতিক্রম। যদি আপনি সবসময় একই পদ্ধতিতে সকল ভূখন্ডের মুসলমানদেরকে নিজের কথা শোনাতে চান তাহলে তারা আপনার দাওয়াতের প্রতি মনযোগী হবে না। এমনি ভাবে শ্লোগান এবং নীতিমালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যদি কেবল আপনার দেশের একটি এলাকার চাহিদাকে সামনে রাখেন এবং সেই দাওয়াত ও শ্লোগানকে সারা দেশের মুসলমানদের সামনে পেশ করেন তাহলে সেই নির্দিষ্ট এলাকা যাদের চাহিদার অনুযায়ী আপনি শ্লোগান নির্ধারন করেছেন সেখানকার লোক তো অবশ্যই আপনার দাওয়াতের প্রতি মনযোগী হবে, কিন্তু অন্যান্য এলাকার মুসলমানরা এদিকে কান দিবে না।[১]

এমনি ভাবে একটি বাক্য কোনো একটি এলাকার লোকদের জন্য খুবই অর্থবহ এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী হতে পারে। কিন্তু সেই বাক্যটি অন্য এলাকার

---

[১]. তবে শ্লোগান এবং নীতিমালা নির্ধারনের সময় এ কথার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেনো এই শ্লোগান এবং নীতিমালা শরীয়তের গন্ডি, শরীয়তেরই দুনিয়াবী এবং পরকালীন ফযীলত ও বরকতকে শামিল করে। এমন যেনো না হয় যে, গণতন্ত্রের লোকদের মতো কেবল দুনিয়াবী ফায়দা ও চাহিদাকে সামনে রেখে নিজেদের শ্লোগান ও প্রতিশ্রুতি নির্ধারন করলো।

লোকদের জন্য একদমই অর্থহীন হতে পারে। যা শুনে তাদের কানের পুকাও নড়বে না। আবার কখনো একটি বাক্য কোনো এলাকাবাসীর জন্য মন্দ এবং লজ্জাহীনতার কারণ হয় না, কিন্তু অন্য এলাকাবাসীর কাছে তা সীমাহীন মন্দ, লজ্জা ও ভদ্রতা পরিপন্থী মনে হয়।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কারীমে এই দাওয়াতী নীতিমালা বর্ণনা করতে গিয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ

'আর আমরা প্রত্যেক রাসূলকেই তার কওমের ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে নিজের কওমকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করতে পারে।' *[সূরা ইবরাহীম : ৪]*

সুস্পষ্ট বর্ণনা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দাওয়াতদাতা তার বর্ণনাকে এতো সুন্দর ভাবে নিজের দাওয়াতের মাধ্যমে বুঝাবে যে, তার শ্রোতারা সহজেই তার পূর্ণ কথা বুঝতে পারে। সুন্দর পদ্ধতি সেটাই হবে যা শ্রোতাদের মন মর্জি এবং ব্যক্তিত্বের অনুকুলে হবে। স্পষ্ট করে বর্ণনা করার ফায়দা হলো, লোকেরা আপনার আন্দোলন সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে এবং তারা এর টার্গেট ও মূল উদ্দেশ্য জানতে পারবে। কিন্তু যদি আপনি আপনার শ্লোগানকে স্পষ্ট করে না বুঝান তাহলে আপনার প্রতি মানুষের মনযোগী হওয়া কঠিন সাধ্য প্রমাণিত হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত সর্বদা শ্রোতার মন মর্জি অনুযায়ী, সংক্ষিপ্ত এবং হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে হতো। হজ্বের মওসুমে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন কবীলার পাশে গিয়ে দাওয়াত দিতেন তখন সেখানেও এই কথার প্রতি খেয়াল রাখতেন, যেনো তাঁর দাওয়াত শ্রোতার ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী হয়। তিনি মদীনা থেকে আগত লোকদেরকে যখন দাওয়াত দেন তখন তারা জানতে চাইলো আপনি কিসের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি দাওয়াত দেই কোনো শক্তিমান যেনো দূর্বলের উপর জুলুম না করে, এতীম ও মিসকীনের প্রতি যেনো লক্ষ্য রাখা হয়, মেহমানদের যেনো মেহমানদারী করা হয় এবং মুসাফিরদেরকে যেনো খানা খাওয়ানো হয়।'

মদীনাবাসী এবং আরবের অন্যান্যদের মধ্যেও এই কথাগুলোকে সভ্যতা এবং সম্মানের কথা মনে করা হয়। তাদের সামনে শুরু থেকেই ইসালামের সেই রূপ প্রকাশ করা হয় যা তাদের নিকটও ভালো হিসেবে স্বীকৃত ছিলো। এমনকি

কুরাইশের সরদারদেরকে দাওয়াত দেয়ার সময়ও এই মূলনীতিকে ভুলে যাননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত যখন দিন দিন বাড়তে থাকে, কুফ্‌ফারদের জুলুম, নির্যাতন এবং শত অত্যাচারেও সাহাবায়ে কেরাম রা. ইসলামের উপর অটল থাকেন তখন কুরাইশের নেতৃস্থানীয়রা তাঁর চাচা আবু তালেবের নিকট আসে এবং তাঁর বিরুদ্ধে শেকায়াত করে। তারা বলে, তোমার ভাতিজা আমাদের দীনের দোষ খোজে বেড়ায়। আমাদের উপাস্যদের মন্দাচারি করে। আমাদেরকে অজ্ঞ এবং নির্বোধ বলে। সুতরাং হয়তো আপনি তাকে বুঝান, নয়তো তাঁর এবং আমাদের মাঝখান থেকে আপনি সরে যান।

আবু তালেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসলে আবু তালেব বললেন, ভাতিজা! তোমার কওম তোমার বিরুদ্ধে শেকায়াত করছে। এসব কিছু বলছে। তখন তিনি বললেন, চাচা জান! আমি তো তাদেরকে কেবল এমন একটি কালেমা মেনে নিতে বলছি, যদি তারা একবার তা মেনে নেয় তাহলে তারা আরব ও আজমের সরদারী পেয়ে যাবে।

এ কথা শুনতেই সকল সরদার বলে উঠলো, কী সেই কালেমা? আমাদেরকে বলো। এমন কালেমা তো আমরা দশবার বলতে প্রস্তুত আছি। যা বললে আমরা আরব ও আজমের সরদারী পেয়ে যাবো। *[সীরাতে ইবনে হিসাম ১/৪১৮]*

ফায়দা :

আপনি চিন্তা করুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশের মন মর্জি খেয়াল করে এমন কথা বলেছেন যা তাৎক্ষনাত সেসব সরদারকে নিজের দিকে মনযোগী করে ফেলে। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মাধ্যমে কুরাইশ সরদারদের মূল ভয় এটাই ছিলো যে, তাদের নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা সঙ্কায় পড়বে, তাই তিনি তাদের সেই ভয়ের জবাব দিলেন যে, তোমরা কেবল আরবের সরদারির চিন্তা করছো, আমি তোমাদেরকে এমন কালেমার দিকে আহবান করছি যা মেনে তোমরা শুধু আরবের নও বরং আজমেরও সরদার এবং শাসক হয়ে যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহরাইনের বাদশাহকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সেখানেও তিনি এই বর্ণনা দেন যে, এই কালেমা পড়ে নাও তোমার গোটা এলাকা তোমারই থাকবে।[১] যদিও এই কালেমা পড়ার আসল ফায়দা আখেরাতে কিন্তু মানুষের স্বভাব হলো সে দুনিয়াতে চিন্তা করবে এই

---

[১]. উয়ূনুল আছার ফি ফুনুনিল মাগাজি ওয়াস শামায়েল ওয়াস সিয়ার ২/৩৩৩।

নতুন দাওয়াত যা আমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে তাতে আমাদের জন্য কী রয়েছে?

কেউ তার দীন মানুক অথবা না মানুক তাতে তাঁর কোনো পরোয়া নেই। তা সত্ত্বেও স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে যেখানে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন সেখানে দুনিয়াতেও উত্তম এবং নিরাপত্তাময় শান্তির যিন্দেগীর ওয়াদা করেছেন। আরব সমাজব্যবস্থার জন্য এই উভয় কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। প্রথমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি এবং দ্বিতীয়ত জুলুম এবং নির্যাতন থেকে বের হয়ে নিরাপত্তার যিন্দেগী। আর তাই আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

> فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.
>
> 'সুতরাং তাদের উচিত, তারা সেই ঘরের প্রভুর ইবাদাত করবে যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার দেন এবং ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করেন।' *[সূরা কুরাইশ : ৩-৪]*

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্রে এরশাদ করেন,

> وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
>
> এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এমন এক এলাকার কথা বর্ণনা করেছেন যা পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তিময় ছিলো। সেখানে সুখী জীবনব্যবস্থা এবং সব রকমের জীবনোপকরণ সহজলভ্য ছিলো। কিন্তু তারপরও সেখানকার লোকেরা আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধানের বিরোধীতা করে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহকে অস্বীকার করলো। যারফলে আল্লাহ তা'আলা সেই এলাকাবাসী থেকে নেয়ামতরাজী ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের জীবনোপকরণ ধ্বংস করে তাদের উপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিলেন। শান্তি ও নিরাপত্তার নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়ে ভীতি এবং সঙ্কায় ফেলে দিলেন। *[সূরা নাহল : ৭৬]*

মানুষের মন মর্জির মধ্যে এটাও অন্তর্ভূক্ত যে, তারা ততক্ষন পর্যন্ত কোনো জিনিসের গুরুত্ব বুঝতে পারে না অথবা সেদিকে পূর্ণ মনযোগী হয় না যতক্ষন পর্যন্ত তার সামনে সেটার গায়েব এবং দৃশ্যমান হওয়ার উপমা তুলে ধরা না হয়। এই বাস্তবতাটিকেও সামনে রাখতে হবে। আর তাই অমুখাপেক্ষি আল্লাহ

তা'আলাও মানুষের এই মর্জির প্রতি লক্ষ্য রেখে জান্নাতের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি জান্নাতের উপমা এমন ভাবে তুলে ধরেছেন যে, শ্রবণকারী তা নিজের চোখের সামনে অনুভব করতে থাকে। তাই আমরা কুরআনে কারীম তেলাওয়াতের সময় যখন সেই আয়াত পর্যন্ত পৌছি যেখানে জান্নাতের বাগানসমূহ, ঝর্ণাসমূহের আলোচনা, সর্বোত্তম লেবাস পোশাক, হাতে শরবতের গ্লাস নিয়ে উন্নত গালিচায় টেক লাগানো জান্নাতী লোক, তাদের চারপাশে বিক্ষিপ্ত সফেদ মোতি, মুক্তা ও ইয়াকুত পাথর সাদৃশ হুর গিলমানের দৃশ্য সামনে আসে তখন দীল আনমনে রবের জান্নাতের আকাঙ্খী হয়ে উঠে।

এমনি ভাবে যেখানে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন সেখানে এই ব্যাপারে বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেছেন। যাতে মানুষের অন্তরে জান্নাতের নেয়ামত লাভের স্পৃহা জাগে এবং জাহান্নামের ভয় তার তনুমনে গেঁথে যায়।

আমরা এটাও দেখি যে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের আলোচনা করেছেন তখন নাওয়াস বিন সাম'আন রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনার ধরন এমন ছিলো যে, আমরা মনে করছিলাম খেজুর বাগান থেকে এখনই দাজ্জাল বের হয়ে আসবে।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর তাঁর খলীফাগন রা.ও মানুষের এই মর্জির প্রতি খেয়াল রেখেছেন। হযরত আনাস বিন মালেক রা. বলেন, যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. আমাদের সামনে মানুষের জন্মের বর্ণনা দিতেন তখন এমন ভাবে বর্ণনা করতেন যে, তার প্রতি আমাদের ঘৃণা আসতে শুরু হতো। তিনি বলতেন মানুষ ২বার পেশাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়েছে।

সুতরাং খেলাফতের দাওয়াত দাতাদের মানুষের মর্জির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আজ আপনি যে নতুন দাওয়াত দিচ্ছেন তাকে এমন ভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করুন যেনো লোক এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভাবে অবগত হয়ে যায়। খেলাফত কায়েম হলে সাধারণ মুসলমানের আখেরাতের আগে দুনিয়াতে কী ফায়দা হবে? এতে ব্যবসায়ীদের জন্য কী আয়োজন রয়েছে? কৃষকরা কেনো আপনার সঙ্গ দিবে? একজন দরিদ্র পীড়িত মজদুর মুসলমান কিভাবে আপনার আন্দোলনের অংশ হতে পারে? আপনার দাওয়াত হকের দাওয়াত, কেবল এ জন্যই মানুষ আপনার সঙ্গ দিবে? কক্ষনো নয়! যদি মানব জাতির জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা এই দাওয়াতকে শব্দ এবং বাক্য পরিবর্তণ করে

---

[১]. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সা'আহ, বাবু যিকরিদ দাজ্জাল ওয়া সিফাতুহু ওয়া মা মা'আহু।

বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করতেন না। শুধু এতোটুকুই ঘোষণা করে দিতেন যে, এটি হকের দাওয়াত, যে মানবে জান্নাত পাবে আর যে মানবে না তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

হওয়া উচিত ছিলো এমন যে, আমাদের দাওয়াত কেবল মুসলমান নয় বরং সাধারণ কাফেররাও এই বলে মনযোগী হবে এবং হচকিত হয়ে উঠবে যে, এই লোকেরা যে কথার শ্লোগান দিচ্ছে, জুলুম নয় ইনসাফ, ভয় নয় নিরাপত্তা, ক্ষমতাধরদের অধীনে নির্যাতিত নয় মানবাধিকার, পুজিবাদদের হাত থেকে মুক্তি, নারীরা বাজারের খেলনা নয় ঘরের শাহজাদী, এসব তো আমারও দরকার।

৩. সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া বিপদজনক

যে কোনো আন্দোলন যখন তার দাওয়াত শুরু করে তখন তার কর্মীদের মধ্যে আগ্রহ এবং উত্তেজনা থাকা স্বাভাবিক। যারফলে দাওয়াত দাতা এবং কর্মী সত্য বলতে গিয়ে কারো ভৎর্সনা করতে পরোয়া করে না। কিন্তু আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের জন্য প্রয়োজন এই কল্যাণের কদর করে নিজেদের দাওয়াত দাতা এবং কর্মীদের এই কথা বুঝানো যে, হক কথাকে সব জায়গায় এবং সব সময় বর্ণনা করা যায় না। বরং কিছু সময় এমন আছে যেখানে চুপ থাকাই আন্দোলনের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। আপনার দাওয়াতের বিরোধীরা আপনাকে এমনসব প্রশ্নের মুখোমুখি করতে পারে যেক্ষেত্রে মুখ খোলা এবং দু'কথার জবাব দেয়া আপনার আন্দোলনের জন্য অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে। কুরআন ও সুন্নাত আমাদেরকে এই শিক্ষা-ই দিচ্ছে যে এমন সময় জবাব দেয়ার চেয়ে কৌশলে পাশ কেটে যাওয়া উচিত।

ইবনে আবি শায়বা রহ. বর্ণনা করেন, উতবা বিন রবিআহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি উত্তম নাকি আব্দুল মুত্তালিব? যদি তুমি মনে কর যে সে তোমার থেকে উত্তম তাহলে সে তো এসব মূর্তীর পুজা করতো তুমি যেগুলোর মন্দাচারি করছো। আর যদি তোমার মনে হয় তুমি তার থেকে ভালো তাহলে তুমি বলো আমরা শুনছি।'

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন চুপ থাকলেন।[১] এটি একটি বিপদজনক প্রশ্ন ছিলো যা আরবের এক বিশ্ব ভ্রমনকারী

[১]. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, বাবুন ফি আযা কুরাইশিন লিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এবং অভিজ্ঞ বৃদ্ধ বুঝে শুনে করেছিলো। এ সময়টা যে কোনো দাওয়াত দাতার জন্য বিশেষত দাওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় খুবই বিপদজনক হয়। সামান্যতম তাড়াহুড়া, উত্তেজনা এবং শরীয়তের চাহিদা সম্পর্কে অজ্ঞতা তার দাওয়াতের শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়ার কারণ হতে পারে। আপনি চিন্তা করুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিতেন এবং বলতেন আমি আব্দুল মুত্তালিব থেকে উত্তম, তাহলে প্রাথমিক অবস্থায়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খান্দানের সেসব লোক বিরোধী হয়ে যেতো যারা সেসময় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন এবং যাদের কারণে কাফেররা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে বরদাশত করছিলো। আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সুতরাং যদি একজন নওজোয়ান এমন ব্যক্তিত্বকে ভুল বলে দিতো যার বড়ত্বের ব্যাপারে সকলে একমত, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই পৃষ্ঠপোষকতা টুকুও পেতেন না যা সেসময় নিজের খান্দানের লোকদের থেকে পাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন। সুতরাং তিনি এই কথার কোনো জবাব দিলেন না এবং চুপ থাকলেন। তারপর উতবা অন্য কথা শুরু করলো।

এমনই প্রশ্ন সায়্যিদুনা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে ফেরাউন করেছিলো। যখন সায়্যিদুনা মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের দরবারে দাঁড়িয়ে তাকে এবং তার প্রশাসকবৃন্দকে দাওয়াত দিলেন তখন ফেরাউন জিজ্ঞেস করলো,

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى

> মূসা! তুমি যে দাওয়াত দিচ্ছো, আমাদের রব আল্লাহ, যারা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করছে তারা পথভ্রষ্ট এবং জাহান্নামী, তাহলে আগে চলে যাওয়া লোক, যারা আমাদের দীনের উপর ছিলো তাদের কী হয়েছে? তারা কি জাহান্নামে গিয়েছে? *[সূরা ত্বহা : ৫১]*

সায়্যিদুনা মূসা আ. জবাব দিলেন,

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

> 'এ কথার জ্ঞান আমার রবের নিকট কিতাবে সংরক্ষিত আছে। আমার রব কারো ফায়সালার ক্ষেত্রে ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না।' *[সূরা ত্বহা : ৫২]*

অথচ সায়্যিদুনা মূসা আলাইহিস সালাম এর মতো সাহসী নবীর জন্য তার সুস্পষ্ট জবাব দেয়া কোনো মুশকিল ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু যেহেতু স্পষ্ট জবাবের কারণে দাওয়াতের ক্ষতি হবে এবং লোকজন প্রথম পর্বেই তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে যাবে তাই অস্পষ্ট জবাব দিয়েছেন। তারপর তিনি অন্য ভাবে দাওয়াত দিতে শুরু করেছেন যে, আমার রব সেই স্বত্ত্বা যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন।

যেহেতু তাঁর দাওয়াত প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলো এবং দাওয়াত পরিপূর্ণ স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়নি, লোকজন এখনও তাঁর দাওয়াত পরিপূর্ণ গ্রহন করে নেয়নি বরং ভালো করে শুনেওনি, তাই যদি তিনি এই অবস্থাতেই তাদের পূর্ব পুরুষকে মুরতাদ এবং কাফের বলে দেন তাহলে এই বাক্য শুধু হাওয়ায় ভাসমান থাকতো না বরং সীমাহীন ভারী এবং অসহনীয় হতো।

তবে যখন দাওয়াত ব্যাপক হয়ে যাবে এবং লোকজন দাওয়াতকে কবুল করে নিবে তখন তাকে তার পূর্ব পুরুষের হুকুম শুনিয়ে দেয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। বরং তখন তাদের অন্তরে কুফরের প্রতি ঘৃণা এই পরিমাণে বসে যাবে যে, তারা কোনো অবস্থায় এই কুফরকে বরদাশত করতে প্রস্তুত থাকবে না। চাই সেটা তাদের বাপ দাদার মধ্যেই পাওয়া যাক না কেনো।

সুতরাং দাওয়াত দাতার শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যে, তার জানা থাকবে কখন যবান খুলতে হবে এবং কখন বিলকুল বন্ধ রাখতে হবে। কোন কথার জবাব দিতে হবে এবং কোন কথায় চুপ থাকতে হবে। বিরোধী শক্তি কিভাবে ফাসানোর চেষ্টা করে এবং সেখান থেকে নিরাপদে বের হওয়ার কৌশল কী হতে পারে। আমাদের বুযুর্গানে দীন প্রত্যেক যুগে দাওয়াতে এসব সুক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। যেমন, সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে কেউ যদি ইমাম আহমদ রহ.কে প্রশ্ন করতো তাহলে তিনি বলতেন, 'তাঁরা একটি দল ছিলেন, যারা চলে গেছেন, তাদের আমল তাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য।'[১]

এমনি ভাবে ইমাম মালেক রহ. এর নিকট কেউ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশ্ন করলে বলতেন, এর উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং এ ব্যাপারে অধিক প্রশ্নকারী বেদাতী।[২]

এই আলোচনাগুলো এ কথাই প্রমাণ করে যে, দাওয়াত দাতাকে সেসব বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে বিষয়গুলো তার দাওয়াতের জন্য ক্ষতির

---

[১]. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৮/১৩৯।

[২]. শরহু উসূলি এতেকাদি আহলুস সুন্নাতে ওয়াল জামাআতে লিল আলাকাই।

কারণ হতে পারে। যে কথার এবং যে নীতিমালার দাওয়াত দেয়া হয় সেসবের মধ্যে কোনো প্রকার দূর্বলতা দেখানো যাবে না। তবে সময়োপযোগী শব্দ এবং বর্ণনার ধরন নির্বাচন করতে হবে। সুতরাং ফেরাউনের মতো জালেমকে দাওয়াত দেয়ার জন্য যখন আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠালেন তখন বললেন,

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

'তোমরা উভয়ে তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলবে, যাতে সে উপদেশ গ্রহন করে অথবা ভীত হয়।' *[সূরা ত্বহা : ৪৪]*

ব্যাখ্যাঃ যদিও কোনো কোনো নবী রাসূল কাফেরদের প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন যেমন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছেন,

قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

'নিঃসন্দেহে তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষ সুস্পষ্ট গুমরাহীতে রয়েছো।' *[সূরা আম্বিয়া : ৫৪]*

কিন্তু এসব জবাবও সময় মতো দেয়া হয়েছে। যখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা এবং স্পষ্ট জবাব দেয়াই অবস্থার দাবি ছিলো।

৪. সময় মতো কথা বলা

যখন মক্কার কাফেররা মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতন শুরু করে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমে সাহাবায়ে কেরাম রা. এর একটি দল হিজরত করে হাবশায় চলে যান। হাবশার বাদশা একজন ন্যায় পরায়ণ ঈসায়ী ছিলেন। যাকে নাজ্জাশী বলা হতো। যখন মক্কার কাফেররা এ কথা জানতে পারলো তখন তারা তাদের একটি প্রতিনিধি দলকে নাজ্জাশীর দরবারে পাঠায় যেনো তারা নাজ্জাশীর সাথে কথা বলে তাদের এই বিদ্রোহী দলকে দেশ থেকে বের করতে বাধ্য করে। সুতরাং সেই প্রতিনিধি দল হাবশা পৌছে নাজ্জাশীকে বললো, আমাদের কিছু বিদ্রোহী, যারা একটি নতুন ধর্ম আবিস্কার করেছে এবং ভাইকে ভাইয়ের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত করছে তারা আপনাদের রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে, আপনি তাদেরকে আমাদের হাওয়ালা করে দিন অথবা তাদেরকে এখান থেকে বের করে দিন।

এ কথা শুনে নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে দরবারে ডাকলেন। মুসলমানরা যখন এ ব্যাপারে জানতে পারলো তখন সবাই খুব পেরেশান হলো যে, আমাদেরকে যদি

মক্কার কাফেরদের নিকট হস্তান্তর করা হয় তাহলে তো আমাদের উপর আগের চেয়েও বেশি জুলুম নির্যাতন নেমে আসবে। হযরত জাফর বিন আবি তালেব রা. মুহাজিরদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বললেন, পেরেশান হয়ো না। আমি যেভাবে বলি সেভাবে কাজ করো। তিনি বললেন, যখন নাজ্জাশী কোনো প্রশ্ন করবে তখন কোনো মুসলমান কথা বলবে না, কেবল আমি কথা বলবো।

মুসলমানরা নাজ্জাশীর দরবারে পৌছলে নাজ্জাশী বললো, এই প্রতিনিধি দল কুরাইশের সরদারদের পক্ষ থেকে এসেছে এবং তোমাদের ব্যাপারে এসব কিছু বলছে। হযরত জাফর বিন আবি তালেব রা. দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন,

'বাদশাহ! আমরা জাহেল এবং গোঁয়াড় ছিলাম। আমরা আত্মীয় স্বজনের কোনো খোজ খবর রাখতাম না। শিরক ও মূর্তী পুজা করতাম। গুমরাহীতে নিমজ্জ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর দয়া করেন। আমাদের হেদায়াতের জন্য আমাদের থেকেই এমন একজনকে রাসূল বানিয়ে পাঠান, যার চরিত্র, বংশ এবং শরীফ খান্দানের সাক্ষি গোটা আরব দিচ্ছে। এই যুবক কখনো মিথ্যা বলেনি। সে এসে আমাদেরকে জানালো আল্লাহ কে এবং দীন কী জিনিস।'

ভাষণের পর নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলো, যে কুরআন তোমাদের নবীকে দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা থেকে আমাদেরকেও কিছু শোনাও। হযরত জাফর রা. তখন যে আয়াত তেলাওয়াত করেন তা মজলিসে উপস্থিত সকলের মর্জি মাফিক এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী ছিলো। যেহেতু নাজ্জাশী ঈসায়ী ছিলো তাই হযরত জাফর রা. সূরায়ে মারইয়ামের প্রথম দিকের আয়াত তেলাওয়াত করেন। যা শুনে নাজ্জাশীর চোখ বেয়ে অশ্রু টপকাতে থাকে। তিনি মুসলমানদেরকে কাফেরদের হাওয়ালা করতে অস্বীকার করলেন।

মক্কার কাফেররা যখন এ অবস্থা দেখলো, তখন তারা চালাকী করে অন্য পন্থায় নাজ্জাশীর কান ভারী করতে থাকে এবং বলে মুসলমান তো নিজেদেরকে ছাড়া সবাইকে ভুল বলে। আপনি তাদের কাছে আপনাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন। দ্বিতীয় দিন আবার নাজ্জাশী তাদেরকে দরবারে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা হযরত ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কী বলো?

মুসলমানদের জন্য এই বিষয়টি খুবই কঠিন ছিলো। না সত্যকে গোপন করা যাবে, না তাকে এমন জবাব দেয়া যাবে যারফলে মুসলমানদের জন্য এই ভূখণ্ডে থাকা মুশকিল হবে। সুতরাং হযরত জাফর বিন আবি তালেব রা. বললেন,

'আমরা তার ব্যাপারে ওই কথাই বলি' যা আমাদের নবী আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর তা হলো, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা, তার রাসূল, রূহ এবং কালেমা, যা তিনি কুমারী পবিত্রা মরিয়ামের উপর নিক্ষেপ করেছেন।'

এ কথা শুনে নাজ্জাশী তার হাত যমীনে মারলেন এবং একটি খড়কুটো হাতে নিয়ে বললেন, খোদার কসম! যা কিছু তোমরা বর্ণনা করেছো হযরত ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে এই খড়কুটো পরিমাণও বেশি বর্ণনা করেননি।

এরপর নাজ্জাশী কুরাইশের প্রতিনিধি দলকে সুস্পষ্ট ভাষায় জবাব দিলেন আমি কখনো তাদেরকে তোমাদের হাওয়ালা করবো না।

ফায়দা:

নাজ্জাশীর প্রশ্নের জবাবে হযরত জাফর রা. এমন জবাব দিয়েছেন যা কুরআনে ছিলো। কিন্তু ইঞ্জিলেও এমনটিই বর্ণিত ছিলো। তিনি সেই কঠিন মূহুর্তে হককে গোপনও করেননি আবার এমন উত্তেজিত জবাবও দেননি যা হাবশাবাসীকে মুসলমানদের উপর ক্ষেপিয়ে তুলবে আর তারা মুসলমানদেরকে মক্কার কাফেরদের হাওয়ালা করে দিবে। এই ঘটনা থেকে আমরা এ কথাও জানতে পারি যে, এমন পরিস্থিতিতে এমন বক্তাকে নির্বাচন করতে হবে যিনি উত্তম ভাবে সম্মিলিত অবস্থাকে উপস্থাপন করতে পারবেন এবং মজলিস ও পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে সক্ষম।

৫. অবস্থার ভিন্নতার কারণে হুকুমের ভিন্নতা

দাওয়াত দাতার জন্য আবশ্যক হলো, অবস্থা এবং পরিবেশের পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রেখে শরীয়তের গন্ডিতে থেকে নিজের দাওয়াতের পদ্ধতিতেও ভিন্নতা আনা। হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. এক বসতিতে লোকদেরকে নামায পড়াতেন। একদিন সেই মসজিদের লোকজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ক্ষেত খামারে কাজ করি। সারাদিন ক্লান্ত হয়ে সন্ধায় ঘরে ফিরি। মু'আয রা. এশার নামায লম্বা করে পড়ান। যা আমাদের জন্য খুব মুশকিল হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আয রা.কে ডেকে বললেন, 'হে মু'আয! তুমি কি লোকদেরকে ফেতনায় ফেলতে চাও?[১]

---

[১]. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

হযরত মু'আয রা. যেখানে নামায পড়াতেন সেখানকার বিশেষ অবস্থার দাবি ছিলো নামাযকে সংক্ষিপ্ত করা। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানকার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে হযরত মু'আয রা. কে সংক্ষিপ্ত নামায পড়তে হুকুম দিয়েছেন। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় নামাযকে লম্বা করে পড়া ভালো কথা।

৬. বিরোধীদের কথা মনযোগ দিয়ে শ্রবন করা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে মদীনায় হিজরতের আগে কুরাইশের প্রতিনিধি হিসেবে উতবা আসলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পূর্ণ কথা শোনেন। যখন সে তার বক্তব্য শেষ করে চুপ করলো তখন তিনি সংক্ষেপে নিজের কথা বললেন।[২]

৭. নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপর মেহনত করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এ কথাও শিক্ষা দিয়েছেন যে, সমাজের এমন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব যার সহযোগীতা আপনার আন্দোলনকে অধিক শক্তিশালী করতে পারে তাদের উপর বিশেষ মেহনত করতে হবে। তাদের জন্য দু'আ করা এবং তাদেরকে নিজের সাথে মিলানোর জন্য চেষ্টাও করতে হবে। তাই আমরা দেখি ইমামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! উমর বিন খাত্তাব অথবা উমর বিন হিশাম (আবু জাহেল) থেকে কাউকে আমাকে দান করো।[৩] আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করেছেন এবং হযরত উমর বিন খাত্তাব রা.কে তাঁর পক্ষে দিয়ে দেন। যার মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হয় এবং মক্কাতে প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন।

৮. সাধারন দাওয়াত এবং বিশেষ দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য করা

সাধারন দাওয়াতের বিষয় বস্তু বিশেষ দাওয়াতের বিষয় বস্তু থেকে পৃথক হতে হবে। সাধারন দাওয়াত অর্থাৎ জনসাধারনকে দাওয়াত দেয়ার সময় কথা বার্তা খুবই সতর্কতার সাথে মেপে বলতে হয়। যার মধ্যে শ্রোতাদের সকল স্তরের

---

২. সীরাতে ইবনে হিশাম, বাবু কওলি উতবা ইবনে রবীআহ ফি আমরি রসূলিল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৩. তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল মানাকিবি ওমর বিন খাত্তাব রা.।

প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। এই দাওয়াতে সেসব তথ্য বেশি বর্ণনা করতে হবে যা আপনার এবং আপনার শ্রোতা উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

এর ব্যতিক্রম বিশেষ দাওয়াতের ক্ষেত্রে। আপনি খোলা খুলি কথা বলতে পারেন এবং বিশেষ শ্রোতাদের বিশেষ মেধা এবং চিন্তা চেতনা অনুযায়ী বিস্তারিত কথাও বলা যেতে পারে।

৯. সুন্দর বাক্য এবং উপযুক্ত শব্দ চয়ন করা

দাওয়াতের মধ্যে উত্তম বাক্য এবং উপযুক্ত শব্দ চয়ন আপনার দাওয়াতকে যাদুময়ী করতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে আপনার অসাবধানতা আপনার দাওয়াতকে প্রতিক্রিয়াহীন করে দিতে পারে। কুরআনে কারীমের এই মুজেযা রয়েছে যে, এর আয়াত, শব্দ এবং বিন্যাস এতো সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ যে, মানুষ তার উপমা পেশ করতে অক্ষম। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে জাওয়ামিয়ে কালিমাত দেয়া হয়েছে।[১]

আমাদের এই যুগে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা শায়খ উসামা রহ.কে দাওয়াতের নববী পদ্ধতি দান করে ছিলেন। শায়খ রহ. এর বয়ান দেখলে মনে হয় যেনো কুদরতি ভাবে এক একটি বিষয়বস্তু, এক একটি বাক্য এবং প্রত্যেকটি শব্দ তার যবানে জারি করে দেয়া হয়েছে। যে স্তরের প্রতিই তিনি খেতাব করেছেন পূর্ণ করেছেন। তার বয়ানগুলো সহজবোধ্য, দীল ও দেমাগকে আকৃষ্টকারী, যৌক্তিক দলিলে সজ্জিত, যা প্রত্যেকেই মেনে নিতে পারে। শায়খ উসামা রহ. একবার ইউরোপীয়ানদেরকে খেতাব করতে গিয়ে বলেন, তোমরা ইহুদীদের গোলাম। কিন্তু শায়খ রহ. সেই বয়ানে ইহুদী শব্দের পরিবর্তে মাল্টি নেশনাল কোম্পানী শব্দ ব্যবহার করেন। কারণ, ইউরোপে যদি সরাসরি ইহুদীদের বিরুদ্ধে কথা বলা হয় তাহলে তাকে Anti semitism ইহুদী বিরোধী বলে আহমকের খোয়াড়ে নিক্ষেপ করা হবে। তাই শায়খ এমন এক শব্দ বলেছেন যার মাধ্যমে তার দাওয়াতের ষোলকলা পূর্ণ হয়। কেননা মাল্টি নেশনাল কোম্পানীর জুলুমের চাকায় পিষ্ট ইউরোপীয় জনগনের জন্য এই বয়ানে বড় প্রয়াস ছিলো। বরং এই বয়ান তাদের দাবী দাওয়ারই সঠিক প্রকাশ ছিলো। বিবিসি এই বয়ানের উপর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলে, মনে হচ্ছে এই বয়ান চূড়ান্ত পর্যায়ের দক্ষতার সাথে লেখা হয়েছে।

---

[১]. কথা কম কিন্তু অধিক অর্থবহ।

১০. সেসব বিষয়বস্তু থেকে বেঁচে থাকা যা দাওয়াতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে

খেলাফত ব্যবস্থার দুশমন আপনাকে এমনসব বিষয়বস্তুর দিকে উদ্বুদ্ধ করতে চাবে যাতে মগ্ন হয়ে আপনি আপনার মাকসাদ থেকে সরে যাবেন এবং অন্য কিছুতে লিপ্ত হয়ে যাবেন। যেমন, বিতর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়বস্তু এবং মাযহাবগত মতানৈক্য। যদি আপনি একবার সেসব মাসআলায় ঢুকে যান, তাহলে সেসব মাসআলাকে খেলাফত প্রতিষ্ঠা থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে। এভাবে আপনি ও আপনার আন্দোলন আপন উদ্দেশ্য থেকে সরে যাবে এবং অন্য কোথাও আছড়ে পড়বে। তাই সর্বদা সেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে, যা আপনার দাওয়াতের দিক পরিবর্তন করে অন্য কোনো দিকে নিয়ে যেতে পারে। বিশেষত জিম্মাদারদের উপর আবশ্যক যে তারা কঠোরতার সাথে কর্মীদেরকে সেসব বিষয় এড়িয়ে চলতে বলবে অথবা সেসব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

দাওয়াত দাতাদের উচিত তারা দাওয়াত দেয়ার সময় সেই দোকানদারের মতো হয়ে যাবে, যে নিজের সওদা বিক্রি করার সময় তা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য তার সামনে থাকে না। যে কোনো মূল্যে তার সওদা গ্রাহকের হাতে গছিয়ে দেয়। সে তার সওদাকে তার গ্রাহকের সামনে এমন ভাবে পেশ করে যে এই সওদা গ্রাহকের জন্যই বানানো হয়েছে এবং গ্রাহকের চেয়ে এই সওদার অধিক হকদার গোটা পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না। এমন বুঝমান দোকানদার আপনার সাথে অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি প্রলুব্ধ হবেই না। আপনার কথাগুলো মনযোগ দিয়ে শুনবে, আপনার সমর্থন করবে কিন্তু ঘুরে ফিরে তার সওদার প্রশংসা এবং গুণাবলী বর্ণনা করতে শুরু করবে।

১১. আলোচনার ক্ষেত্রে দলিলভিত্তিক জবাবের পরিবর্তে এলজামী[২] জবাব দেয়া

কোনো কোনো সময় দাওয়াত দাতা তার বিরোধীদের জবাব দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আলোচনার মাঝে এমন সুযোগ এবং এতোটুকু সময় হয় না, যার মধ্যে বিস্তারিত দলিল বুঝানো যায়। সুতরাং সংক্ষিপ্ত সময়ে তাকে দলিল ভিত্তিক জবাব দেয়ার পরিবর্তে এলজামি জবাব দেয়া উত্তম। অর্থাৎ যে কথা সে আপনার আন্দোলনের ব্যাপারে বলছে তার প্রতি উত্তরে আপনি তাকে আয়না দেখিয়ে

---

[২]. এমন ভাবে জবাব দেয়া যে, প্রশ্নকারীর উপরই সেই প্রশ্নের উত্তর চেপে বসে।

তার মুখ বন্ধ করে দিবেন। কুরআনে কারীমে এর উপমা জায়গায় জায়গায় রয়েছে। যেমন ইহুদীদের ব্যাপারে বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا.....

যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান আনো, তারা বলে, আমরা ঈমান আনি তার উপর যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর। *[সূরা বাকারা : ৯১]*

তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন সত্য হওয়ার দলিল দেননি বরং এই কথা বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দেন যে,

تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ.....

তাহলে তোমরা কেনো নিজেদের নবীগণকে হত্যা করছো? *[সূরা বাকারা : ৯১]*

এমনি ভাবে ইহুদীরা বলতো আমরা আল্লাহর প্রিয় এবং তার সন্তান। আল্লাহ তা'আলা জবাব দেন তাহলে মাহবুব তো আপন প্রিয়ের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষন করে সুতরাং তোমরাও মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্য হও।

আপনার নিকট যদি সময় কম থাকে এবং প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য সংশোধন নয় বরং ত্রুটি অন্বেষণ হয়, তাহলে তাদের সাথে আলোচনায় লিপ্ত হওয়া এবং দলিল প্রমান পেশ করা আপনাকে মসিবতে ফেলতে পারে। তাই এমন সময় উল্টো তাদের উপর প্রশ্ন করে তাকে প্রতিরক্ষার পজিশনে দাঁড় করাবেন এবং তাকে বলবেন তোমরা কোন মুখে প্রশ্ন করো অথচ তোমাদের অবস্থা এই এই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী ইতিহাসের সর্ব প্রথম সৈন্যদল মক্কার দিকে রওয়ানা করেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যাহাশ রা.কে তার আমীর নিযুক্ত করেন। সেই যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের হাতে এক কাফের মারা যায়। আর সেই ঘটনাটি ছিলো সম্মানিত মাসের কোনো একটিতে। সাহাবায়ে কেরাম রা. মনে করছিলেন এখনো সম্মানিত মাস শুরু হয়নি। তখন পর্যন্ত সম্মানিত চার মাস, রজব, যুল ক'দাহ, যুল হিজ্জাহ এবং মহররমে কিতালের অনুমতি ছিলো না। মক্কার কাফেররা মাথায় আসমান তুলে নেয় এবং বলতে থাকে দেখো মুহাম্মদের সাথীরা তো এখন সম্মানিত মাসগুলোকেও সম্মান করে না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জবাব দেন, তোমরা যে একটি কতলের ব্যাপারে চিৎকার চেচামেচি করছো এবং আখলাক ও ভদ্রতার শ্লোগান দিয়ে মুখে ফেনা তুলে একাকার করে ফেলছো, তোমরা নিজেদের আঁচল যাঁচায় করে দেখো। তোমরা তো সেই লোক যারা নিজেরাও আল্লাহ তা'আলাকে মানতে অস্বীকার

করছো এমনকি অন্যদেরকেও আল্লাহর রাস্তা থেকে বাধা দিচ্ছো। তোমাদের ভদ্রতার তো এই অবস্থা যে, তোমরা মুসলমানদেরকে মসজিদে হারামের মতো পবিত্র জায়গা থেকে বাধা দিয়েছো এবং তাদেরকে তাদের মাতৃভূমি মক্কা থেকে বের করে দিয়েছো। যা নিশ্চিত ভাবে যে কোনো ভদ্র মানুষের নিকট চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্লজ্জতা। সুতরাং এগুলো তোমাদের কুফর এবং তোমাদের কৃত ফেতনা। আর ফেতনা কতলের তুলনায় অধিক জঘন্য।

কাফেরদের এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের এতো মন্দাচারি প্রকাশ করেন যে, তারা চুপ থাকতে বাধ্য হয়। সেই ঘটনায় ঈমানদারদের জন্য এই সবক রয়েছে যে, যখন কাফেররা মুসলমানদের উপর প্রশ্ন করবে তখন ঈমানদারদের জন্য তাদের সাথে মিলে তাদেরই কথা বলা উচিত নয়। বরং এমন সময় মুসলমানদের প্রতিরক্ষা করা উচিত। তবে যখন একে অপরের সংশোধনের ব্যাপার হয় তখন তা অভ্যন্তরীন ভাবেই করা উচিত। হ্যাঁ কোনো মুসলমানের জন্য প্রকাশ্যে কাফের, নাস্তিক কাদিয়ানীদের সাথে মিলে জিহাদ ও মুজাহিদীনের বিরোধীতা করা উচিত নয়। যে এমনটি করলো সে কাদিয়ানীর রুহকে খুশি করলো এবং মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার রবকে কষ্ট দিলো।

১২. অবিচল উদ্যমে দাওয়াত দেয়া

দাওয়াতের ময়দানে যেসব সতর্কতার কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে এতে কেউ এমনটি মনে করবেন না যে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে দূর্বলতা প্রকাশ করতে হবে। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহসিকতা ও অবিচলতার সাথে দাওয়াতকে মানুষের সামনে পেশ করেছেন। সুতরাং মক্কার কাফেরদের দ্বিতীয় প্রতিনিধি দল যখন আবু তালেবের কাছে আসলো এবং দাওয়াত বন্ধ না করলে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে গেলো, তখন চাচা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকলো এবং অবস্থার গুরুতরতা বুঝালো। যা শুনে মানবতার ইমাম, রহমতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

'হে চাচা! এই লোকগুলো যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দিয়ে আমাকে দাওয়াত ছেড়ে দিতে বলে তাহলেও আমি এই দাওয়াত ত্যাগ করবো না। হয়তো আল্লাহ তা'আলা এই দীনকে বিজয়ী করবেন নতুবা আমি থাকবো না এবং আমাকে কতল করে দেয়া হবে।'[১]

---

[১]. সীরাতে ইবনে হিশাম, বাবু তলাবি আবি তালেব ইলা রাসূলিল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল-কাফ্ফা আনিদ দাওয়াতি ও জাওয়াবিহি লাহু।

১৩. অটলতার সাথে পরীক্ষার মুকাবেলা করা

দীনের দাওয়াত এবং পরীক্ষা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। ইমাম শাফেয়ী রহ.কে কোনো একজন জিজ্ঞেস করলো, কে সর্বোত্তম দাওয়াত দাতা? যে শুরুতেই বিজয়ী হয়ে গেছে নাকি সে, যাকে বিপদ আপদ এবং পেরেশানী পোহাতে হয়েছে তারপর বিজয়ী হয়েছে? ইমাম সাহেব রহ. উত্তর দিলেন,

لا يمكن حتى يبتلى. والله تعالى ابتلى أولى العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم

'পরীক্ষায় পতিত হওয়া ছাড়া বিজয় লাভ অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা অবিচল হিম্মত ওয়ালা নবীগণকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। সুতরাং যখন তাঁরা অবিচল থেকেছেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দিয়েছেন।' *[সীরাতে হালবিয়া ১/২৮১]*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমের নিকট নামায আদায় করছিলেন, তখন উকবা বিন আবি মুঈত উঠে তাঁর কাছে আসলো এবং তাঁর চাদর গলায় পেঁচিয়ে এতো জোরে টানলো যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিত হয়ে পড়ে গেলেন। মানুষজন ডাক চিৎকার শুরু করে। তার খেয়াল ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেরে ফেলবে। আচানক আবু বকর রা. আসলেন এবং তাঁকে হাত ধরে উঠিয়ে রাগান্বিত হয়ে কাফেরদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা কি একজন লোককে শুধু এ জন্যই কতল করো যে, সে বলে আমার রব আল্লাহ।

তারপর লোকজন সেখান থেকে চলে যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় নামাযে মশগুল হয়ে যান। নামায থেকে ফারেগ হয়ে তিনি মক্কার কাফেরদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, যারা বায়তুল্লাহ'র ছায়ায় বসে ছিলো। তিনি বলেন,

'হে মক্কার কুরাইশ! সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের জান, আমাকে তোমাদেরকে জবাই করার জন্য পাঠিয়েছেন। এই বলে তিনি গলার দিকে ইশারা করলেন।'

এই সেই উকবা বিন আবি মুঈত ছিলো যে নবীজির উপর হারাম শরীফে সেজদারত অবস্থায় উটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দিয়েছিলো। হযরত ফাতেমায়ে যাহরাহ রা. সে সময় ৪/৫ বছরের মেয়ে ছিলেন। তিনি দৌড়ে আসলেন এবং

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর থেকে নাড়িভুড়ি সরিয়ে নেন। আল্লাহ তা'আলা তার হাবীবকে বলেন,

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ.

'তারা যদি আপনাকে মিথ্যায়ন করে তাহলে আপনার আগের রাসূলগণকেও মিথ্যায়ন করা হয়েছে।' *[সূরা আল ইমরান : ১৮৪]*

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

'তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের জান এবং মালের ব্যাপারে পরীক্ষা করা হবে, আর তোমাদের আহলে কিতাব এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অধিকতর কষ্টকর কথা শুনতে হবে। যদি তোমরা কষ্ট এবং কটুকথার মুকাবেলায় অটল থাকো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তাহলে তা হবে মজবুতির কাজ।' *[সূরা আল ইমরান : ১৮৬]*

ইতিহাস সাক্ষি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর জানবায সহাবীগন এই দীনকে দুনিয়াতে বিজয় করার জন্য নিজেদের দেহকে রক্তে রঞ্জিত করেছেন, জ্বলন্ত অঙ্গার নিজের দেহের চর্বি দিয়ে শীতল করেছেন, ইসলামী বিধানকে বিজয় করার জন্য নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়েছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সকল সাহাবায়ে কেরাম দীন বিজয়ী হওয়া পর্যন্ত কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ করেছেন।

আজ এই কথার খুবই প্রয়োজন যে, খেলাফত প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দাতা কর্মী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতকে আকড়ে ধরে দাওয়াত ও কিতাল সাথে নিয়ে চলবে, দীন রাত এক করে এই পথেই নিজের জানের নযরানা পেশ করবে। তাদের উদ্দেশ্য হবে জিহাদের রাস্তায় শাহাদাতের পিছনে দৌড়ানো এবং তা পেয়ে যাওয়া চূড়ান্ত পর্যায়ের সফলতা।

পরিসমাপ্তি

আল্লাহর বান্দাদেরকে মানব রচিত বিধি বিধানের ইবাদাত থেকে বের করে আল্লাহর আইনের দিকে ডাকা বাস্তবেই খুব মুশকিল কাজ। কিন্তু সকল নবী রাসূলগণ এই উদ্দেশ্যকে নিয়ে বিপদ আপদ এবং পেরেশানী সহ্য করেছেন।

তাই আজ সেই উদ্দেশ্যে যদি মুজাহিদীনকে কুরবানী দিতে হয়, পরীক্ষা এবং মসীবত ঘিরে ধরে তাহলে তা আল্লাহর সুন্নত। কিন্তু এসবের বদলায় যদি আমাদের রব আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে এই বালা মসিবত থেকে উত্তম সওদা আর কী হতে পারে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত যদি পূর্ণ হেদায়াতের উপর এসে যায়, আল্লাহর মুকাবেলায় প্রস্তুত আইন থেকে মুক্তির ঘোষণা দিয়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার দিকে এসে যায়, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর শরীয়ত চালু করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমনের বিরুদ্ধে কিতাল করতে উঠে দাঁড়ায়, তাহলে এই হিজরত, এই বিচ্ছেদ, এই যখম যা ড্রোন মিজাইল অথবা দুশমনের জুলুম লাগিয়েছে এবং অন্তরের সেসব যখম যা আপনজনের যবান ও কলম তোহফা হিসেবে দিয়েছে সবকিছু আনন্দচিত্তে কবুল। ফুলদার চারার যত্ন নিতে মালির যদি কাটার আঘাত ভালোই লাগে, তাহলে দাওয়াত দাতার জন্য দুশমনের মন্দাচারিতে পরোয়া কিসের। পদ্মফুল তুলতে গেলে কাটার আঘাত তো লাগবেই। যদি নিজের স্বত্ত্বাকে কুরবানী দিয়ে অন্যকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেয়ার সুন্নত এই পৃথিবীতে চালু না থাকতো, তাহলে 'মা' 'মা' কিভাবে বলতে। যিনি সন্তানের জন্য নিজেকে মিটিয়ে দেন।

সুতরাং জিহাদ ও খেলাফতের দাওয়াত দাতার জন্যও এই কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। নিজের আজ'কে উম্মতের আগামীর জন্য এবং নিজের অনিদ্রাকে উম্মতের ঘুমের জন্য। যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলামদের ঘর বাঁচানোর জন্য নিজের ঘর উজাড় হয়ে যায় তাহলে সমস্য কী? রহমতুল্লিল আলামীনের উম্মতের তৃপ্তির জন্য নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখতে হলে পরোয়া কী? নিজের ঘর বাঁধতে না পারি কিন্তু উম্মতের শিশুদের ঘর যদি বেঁচে যায়... ... ইরাক ও সিরিয়া, কবীলা ও আফগানিস্তান যদি বানিয়ে দিতে পারি তাহলে এই সওদা মন্দ নয়... ... করা যেতে পারে। আর যারা এই সওদা করে ফেলেছে তাদের তা এই আশায়ই পূর্ণ করা উচিত যে সকল ওয়াদা এই সওদা পূরণকারীদের সাথেই রয়েছে। আর এটাই হলো মহা কল্যাণ, মহা বিজয়। বাস্তবেই তা খুবই সফল সওদা, যার মধ্যে কোনোই লোকসান নেই।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

স মা প্ত

সময়ের অন্যতম ইসলামি স্কলার মাওলানা **আসেম ওমর** দা.বা. ও শাইখ ড. **আবদুল্লাহ আয্যাম** রহ. এর সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান বই–

ব্ল্যাক ওয়াটার
মাওলানা আসেম ওমর
Black Water
Mawlana Asem Omar
আবাবীল প্রকাশন
ISBN : 984-70160-0114-8
9847016001148
cover design : ha mim kefayat